(সঙ্কলন)

বিদ্যালয়ের এবং সাধারণের পাঠ্য

Adapted from

THE REV. JAMES ECKER'S

CATHOLIC SCHOOL BIBLE

বঙ্গীয় কাথলিক সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক

৩নং ধর্ম্মতলা হইতে প্রকাশিত

১৯৩১

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

Nihil obstat

A. DONTAINE, S. J.

Censor deputatus.

Calcutta 17th Nov. 1931.

IMPRIMATUR.

† FERDINANDUS, S. J.

Archiep. Calcuttensis.

Calcutta 18th Nov. 1931.

Published by REV. A. DONTAINE, S.J., 3, Dharamtollah St.
AND
Printed by F. G. GOMES, AT THE BENGAL LITHO PRESS,
1, Wellington Square. CALCUTTA.

ভূমিকা

যে সকল গ্রন্থ পবিত্রাত্মার প্রচোদনে লিখিত ও মণ্ডলীর নির্ণয়ানুসারে ভগবদ্বাক্যের আধার, তাহাদের সংহিতার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র।

পবিত্রাত্মা যে মণ্ডলীর মার্গোপদেশক, কেবল সেই মণ্ডলী নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থ কি। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমের মহাসভায়, ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিপ্পোর মহাসভায়, ৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজের মহাসভায়, শেষে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রেন্তের মহাসভায় মণ্ডলী এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। মণ্ডলীর নির্ণয়ানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিসপ্ততি-গ্রন্থের সমাহার।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবানের সমগ্র আপ্তবচন লিখিত নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা লিখিত নাই, কিন্তু মণ্ডলীমধ্যে যাহা সতত সংরক্ষিত, তাদৃশ তত্ত্বের নাম পারম্পর্য্যোপদেশ। মণ্ডলীর নির্ণয়ানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পারম্পর্য্যোপদেশই শ্রদ্ধা ও সুচরিত্রের নিয়ামক।

ক্রমবিভাগ। ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাতন ও নূতন নিয়মে বিভক্ত। পুরাতন নিয়মের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুস্তক খ্রীযীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে লিখিত। অবশিষ্ট সপ্তবিংশতি পুস্তক নূতন নিয়মের অন্তর্গত।

পুরাতন নিয়মের অন্তর্গত গ্রন্থ। (১) ঐতিহাসিক একবিংশতি-গ্রন্থ: মোইসেসের আদিগ্রন্থ, যাত্রাগ্রন্থ, যজ্ঞশাস্ত্র, গণনাগ্রন্থ ও দ্বিতীয় বিবরণ; যশুয়ে, বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ, রুথোপাখ্যান, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাজবংশচরিত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় বংশচরিত্র, এস্‌দ্রাস, নেহেমিয় তোবিয়, যুদিথ, এস্থের, প্রথম ও দ্বিতীয় মাখাবীবংশচরিত্র; (২) নৈতিক সপ্তগ্রন্থ: ইয়োব, সামসংহিতা, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত, প্রজ্ঞা ও প্রবক্তা; (৩) সিদ্ধাদেশের সপ্তদশ গ্রন্থ: যিশাইয়, যেরেমিয়, বারুখ, এজেখিয়েল, দানিয়েল, ওসী, যোয়েল, আমোষ, আব্দিয়, যোনা, মীখা, নাহুম, হাবাকুক, সফনিয়, আগ্‌গেয়, জাখারিয় ও মালাখি।

নূতন নিয়মের অন্তর্গত গ্রন্থ। (১) ঐতিহাসিক পঞ্চগ্রন্থ: (ক) সিদ্ধ মাথেয়, সিদ্ধ মার্ক, সিদ্ধ লুক ও সিদ্ধ যোহনের সুসমাচার; (খ)

প্রেরিতশিষ্যগণের ক্রিয়াবিবরণ; (২) নৈতিক একবিংশতি-গ্রন্থ: (ক) সিদ্ধ পৌলের চতুর্দ্দশ পত্র—রোমকদের প্রতি পত্র, করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, গালাতীয়দের প্রতি পত্র, এফেসীয়দের প্রতি পত্র, ফিলিপ্পীয়দের প্রতি পত্র, কলসীয়দের প্রতি পত্র, থেসালনীকীয়দের প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, তীমথিয়ের প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, তীতের প্রতি পত্র, ফিলেমনের প্রতি পত্র ও হেব্রেয়দের প্রতি পত্র; (খ) অন্যান্য প্রেরিতশিষ্যের পত্র: সিদ্ধ যাকোবের পত্র, সিদ্ধ পিতরের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, সিদ্ধ যোহনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র ও সিদ্ধ যূদের পত্র; (গ) সিদ্ধাদেশ: সিদ্ধ যোহনের আপ্তবচন।

রচনাকাল। ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ও ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়।

ভাষা। প্রজ্ঞা ও মাখাবী-বংশচরিত্রের দ্বিতীয় ভাগ ব্যতিরেকে পুরাতন নিয়মের গ্রন্থসমূহ হিব্রু-ভাষায় ও নূতন নিয়মের সকল গ্রন্থ গ্রীক্-ভাষায় লিখিত হয়। প্রজ্ঞাগ্রন্থের ও মাখাবী-বংশচরিত্রের দ্বিতীয় ভাগের মূল-ভাষা গ্রীক্

প্রথম খ্রীষ্টাব্দে ইতালী-দেশের কতিপয় ভক্ত গ্রীক্-ভাষা হইতে লাতিন-ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ করেন। সিদ্ধ যেরনিমুস ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ সংশোধন করিয়া হিব্রু-ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমস্ত লাতিন-ভাষায় পুনরপি অনূদিত করেন; সিদ্ধ যেরনিমুসের এই অনুবাদ মণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তরকালে ধর্ম্মশাস্ত্র নানা ভাষায় অনূদিত হয়; কিন্তু যে **অনুবাদ মণ্ডলীর ধর্ম্মপ্রবক্তৃগণের অনুমোদিত, অভ্রান্ত-টীকা-সমন্বিত,** সেই **অনুবাদই** মণ্ডলীর অনুজ্ঞানুসারে ভক্তবৃন্দের পাঠ্য। কারণ নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক শ্লোক দুর্ব্বোধ। ব্যক্তিবিশেষ নহে, প্রত্যুত মণ্ডলীই পূর্ণা-ভ্রান্তির সহিত, অপ্রত্যাখ্যেয় প্রামাণ্যের সহিত, ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্য করিতে পারেন।

সূচীপত্র

ক—পুরাতন-নিয়ম

প্রথম অধ্যায়। আদি যুগ

দ্বিতীয় অধ্যায়। কুলপতিগণের যুগ

তৃতীয় অধ্যায়। মোইসেসের যুগ

পঞ্চম অধ্যায়। শ্রীযীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু

ষষ্ঠ অধ্যায়। শ্রীযীশুর গৌরবান্বিত জীবন

সপ্তম অধ্যায়। প্রেরিতগণের ক্রিয়া

অষ্টম অধ্যায়। প্রেরিতগণের পত্রাবলি

অষ্টম অধ্যায়।

সিদ্ধ যোহনের আপ্তবচন

১। বিশ্বঃসৃষ্টি

(আদিগ্রন্থ, ১ম অধ্যায়)

"আমি ক ও হ, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত"। প্রকাশিত বাক্য ২২।১৩।

"মহান্ ও অদ্ভুত তোমার কার্যকলাপ, হে প্রভো, সর্ব্বশক্তিমন্ ভগবন্! প্রকাশিত বাক্য ১৫।৩।

"তুমি ছয় দিবস পরিশ্রম করিবে; সপ্তম দিবসে কর্ষণ ও শস্যচ্ছেদন হইতে বিরত থাকিবে"। যাত্রাগ্রন্থ ৩৪।২১।

আদিতে পরমেশ্বর আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন। ভূমণ্ডল নিঃসার ও শূন্য ছিল, জলধির উপরি-ভাগে অন্ধকার ছিল, এবং পরমেশ্বরের আত্মা জলোপরি অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "আলোক হউক"; তাহাতে আলোক হইল। পরমেশ্বর দেখিলেন, আলোক উত্তম হইয়াছে। তখন অন্ধকার হইতে আলোক পৃথক্ করিয়া তিনি আলোকের নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "ঊর্দ্ধস্থিত ও অধঃস্থিত জলের মধ্যে অন্তরীক্ষ হউক"; তাহাতে সেইরূপ হইল। পরমেশ্বর অন্তরীক্ষের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত জল একত্র সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক"· তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন পরমেশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাহা উত্তম হইয়াছে। পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "ভূমি হরিদ্বর্ণ তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি এবং স্ব স্ব জাতের অনুরূপ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করুক";

তাহাতে সেইরূপ হইল। পরমেশ্বর দেখিলেন, সমস্তই উত্তম হইয়াছে, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।
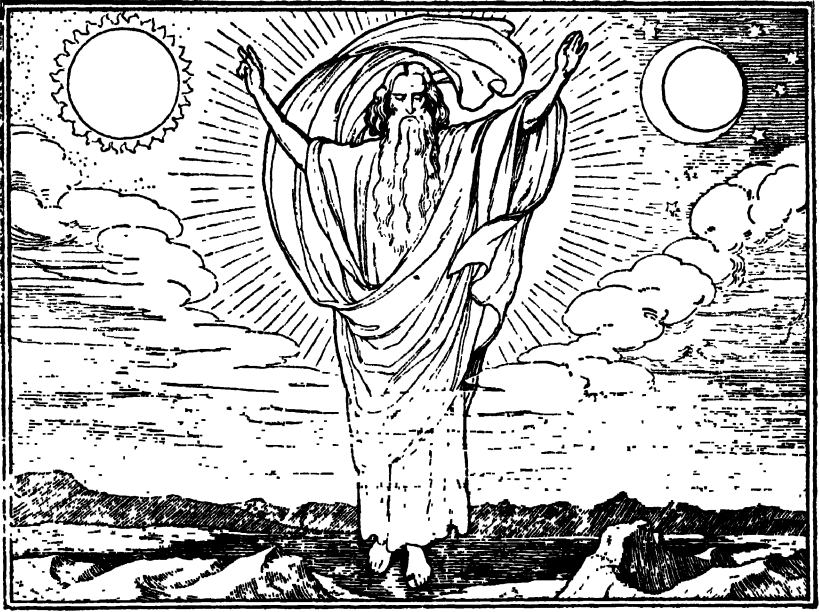
পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করিবার-নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্গণ হউক; তৎসমুদয় ঋতুর এবং দিবসের ও বৎসরের নিদর্শক হউক"; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ, পরমেশ্বর দিবসের নিয়ন্তা একটী মহাজ্যোতিঃ, রাত্রির নিয়ন্তা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র একটী জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দেখিলেন, তৎসমুদয় উত্তম হইয়াছে। পরে সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "জল জঙ্গম প্রাণিবর্গে পরিপূর্ণ হউক, এবং আকাশে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক"। তখন পরমেশ্বর বৃহৎ তিমিগণ, জলচর প্রাণিবর্গ এবং নানাজাতীয় পক্ষী সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর দেখিলেন, তাহারা উত্তম হইয়াছে; তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হও", এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ গ্রাম্যপশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু উৎপন্ন করুক"; তাহাতে সেইরূপ হইল, এবং পরমেশ্বর দেখিলেন, তৎসমুদয় উত্তম হইয়াছে।

পরে পরমেশ্বর বলিলেন, "আমাদের প্রতিবিম্বে ও সাদৃশ্যে, আমরা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিব, এবং সে সমুদ্রের মৎস্যবর্গের, আকাশের পক্ষিগণের, সমুদয় পশুগণের এবং ভূচর সরীসৃপবর্গের প্রভু হইবে"। পরে পরমেশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্বেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে পরমেশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হও; জগৎ পরিপূর্ণ কর ও বশীভূত কর"। অতঃপর পরমেশ্বর দেখিলেন, স্বনির্ম্মিত সকল বস্তুই সুন্দর, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

এইরূপে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত বস্তু সমাপ্ত হইল। সপ্তম দিনে পরমেশ্বর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, এবং সেই সপ্তম দিন আশীর্যুক্ত করিয়া পবিত্র করিলেন।

পরমেশ্বর একটী অদৃশ্য জগত, অর্থাৎ অসংখ্য দেবদূত সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা নিরাকার, পুণ্যশীল, সুখী এবং পাবন-প্রসাদে বিভূষিত।

কিন্তু অনেক দেবদূত গর্ব্ববশতঃ পাপ করিয়া নারকী হইল। ইহারা আমাদের শত্রু, এবং এই কারণে আমাদের আত্মা ও শরীরের অমঙ্গল সাধন করিতে ও আমাদিগকে নারকী করিতে সচেষ্ট।

বিশ্বস্ত দেবদূতগণকে পরমেশ্বর অনন্ত সুখে পুরস্কৃত করিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আমাদের সংরক্ষকরূপে প্রেরিত হন। তাঁহারা আমাদিগকে স্নেহ করেন, আমাদের আত্মা ও শরীর রক্ষা করেন, আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, এবং আমাদিগকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করেন।

২। এদনে মনুষ্যের সুখ

(আদিগ্রন্থ, ১ম ও ২য় অধ্যায়)

"আমরা পরমেশ্বরের আদেশ পালন করি; ইহা তাঁহার প্রতি ভক্তির নিদর্শন এবং তাঁহার আদেশ দুর্ব্বহ নহে"। ১ যোহন ৫।৩।

পরমেশ্বর মৃত্তিকার পঙ্কে মনুষ্যের দেহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুৎকার করিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব হইল। পরমেশ্বর তাহার নাম আদম রাখিলেন।

এদনে পরমেশ্বর একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করিলেন, এবং ভূমি হইতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ, এবং উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও হিতাহিত-জ্ঞান-দায়ক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিলেন। উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে একটী নদী নির্গত হইল। পরে পরমেশ্বর উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষণার্থে আদমকে লইয়া সেই স্থানে রাখিলেন।
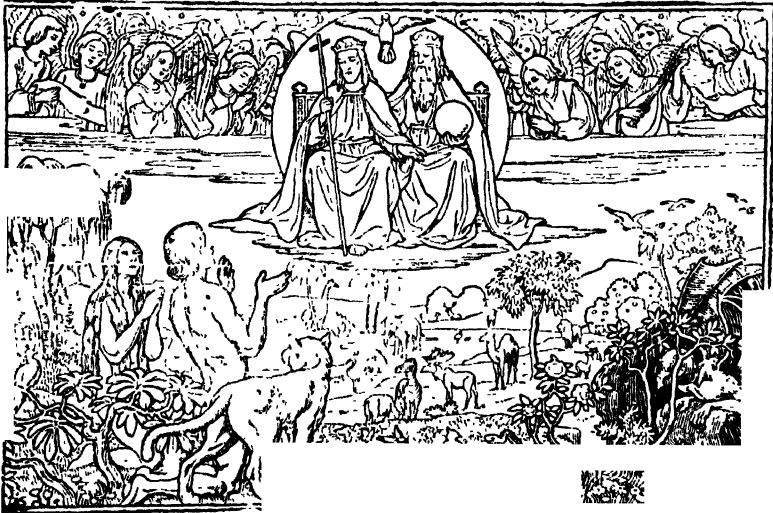
পরমেশ্বর আদমকে আদেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু হিতাহিত-জ্ঞান-দায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না; কারণ যে দিন তাহার ফল ভোজন করিবে, সেই দিন নিশ্চয় মরিবে"।

ইহার পর প্রভু পরমেশ্বর বলিলেন, "মনুষ্যের একাকী থাকা বাঞ্ছনীয় নহে ; আমি তাহার নিমিত্ত তাহার অনুরূপ সহকারিনী নির্ম্মাণ করিব"। পরমেশ্বর ক্ষেত্রের সমুদয় পশু ও আকাশের সমুদয় পক্ষী একত্র করিলেন ; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা দেখিতে সেই সকল পশুপক্ষী তাঁহার নিকটে আনিলেন, আদম যে প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর, খেচর পক্ষীর ও বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত তাঁহার অনুরূপ সহকারিনী পাওয়া গেল না। পরে প্রভু পরমেশ্বর আদমকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন করিলেন, এবং তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায়, তাঁহার এক পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিলেন। প্রভু পরমেশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে একটী স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনয়ন করিলেন। আদম বলিলেন, "ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। এই কারণে মনুষ্য পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া নিজ স্ত্রীতে আসক্ত হইবে"। আদম তাঁহার স্ত্রীর নাম এভা রাখিলেন, কারণ তিনি সকল জীবের মাতা হইলেন।

৩। মনুষ্যের পতন

(আদিগ্রন্থ, ৩য় অধ্যায়)

"তোমাদের বিপক্ষ শয়তান কাহাকে গ্রাস করিতে পারে, সেই চেষ্টায় গর্জ্জনকারী সিংহবৎ পর্য্যটন করিতেছে। তোমরা অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর"। ১ পেত্র ৫।৮,৯।

"জাগরূক থাক ও প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে পতিত না হও"। মাথেয় ২৬।৪১।

পরমেশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণিগণের মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা খল ছিল। সে নারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল ভোজন করিবে না, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন কেন"? নারী উত্তর করিলেন, "আমরা এই উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফল ভোজন করি ; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে পরমেশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবে।" তখন সর্প নারীকে বলিল, "কোন ক্রমে মরিবে না ; কারণ পরমেশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তাহা ভোজন করিবে, সেই দিন তোমাদের নয়ন উন্মীলিত হইবে,

তাহাতে তোমরা পরমেশ্বরের সদৃশ হইয়া হিতাহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে"। নারী যখন দেখিলেন, বৃক্ষটীর ফল সুখাদ্য, সুন্দর ও লোভনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া খাইলেন এবং তাঁহার স্বামীকে দিলেন, তিনিও তাহা খাইলেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নয়ন উন্মীলিত হইল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা উলঙ্গ ; তখন ডুম্বরবৃক্ষের পত্রে তাঁহারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিলেন। পরে তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনিলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখ হইতে উপবনের বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। তখন প্রভু আদমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কোথায়" ? তিনি বলিলেন, "আমি উদ্যানে আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ ; এই কারণে আমি লুক্কায়িত।" পরমেশ্বর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে উলঙ্গ, তোমাকে কে বলিল ? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ" ? আদম বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছেন, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, সেই কারণে খাইয়াছি"। তখন প্রভু পরমেশ্বর নারীকে বলিলেন, "তুমি এ কি করিলে" ? নারী বলিলেন, সর্প আমাকে বঞ্চনা করিয়াছিল, সেই কারণে ভোজন করিয়াছি"।

৮। পাপের দণ্ড, পরিত্রাতার অঙ্গীকার

(আদিগ্রন্থ ৩য় অধ্যায়)

"যেমন এক মনুষ্যদ্বারা পাপ ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল, তেমনি মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের পরিনাম হইল, কারণ সকল মনুষ্যই পাপ করিল"। রোমীয় ৫।১২।

"প্রভু পরমেশ্বর বলেন, আমার দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই ; বরং দুষ্ট লোক নিজ-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জীবিত থাকে, ইহাতেই আমার সন্তোষ"। শ্রীযিহিষ্কেল ৩৩।১১।

পরমেশ্বর সর্পকে বলিলেন, "তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই নিমিত্ত গ্রাম্য ও বন্য পশুর মধ্যে তুমি শাপগ্রস্ত। তুমি বুকে হাঁটিবে, এবং যাবজ্জীবন ধুলি

ভোজন করিবে। আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব, সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে"।

পরে তিনি নারীকে বলিলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনায় সন্তান প্রসব করিবে; তুমি স্বামীর অধীনে থাকিবে, এবং সে তোমাকে শাসন করিবে"।

তিনি আদমকে বলিলেন, "যে ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তোমার স্ত্রীর কথানুসারে তুমি সেই ফল ভোজন করিলে, তোমার নিমিত্ত ধরাতল অভিশপ্ত হইল। উহা তোমার নিমিত্ত কণ্টক ও শ্যাকুল উৎপন্ন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্তমুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে, তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কারণ তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করিবে।" ইহার পর পরমেশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরিধান করাইলেন। পরে তিনি মনুষ্যকে উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন মনুষ্য যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকায় কৃষিকর্ম্ম করেন। মনুষ্যকে বাহির করিয়া দিয়া পরমেশ্বর জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘূর্ণায়মান, তেজোময়, খড়্গধারী দেবদূত-গণকে উদ্যানে নিযুক্ত করিলেন।

৫। কায়িন ও আবেল

(আদিগ্রন্থ ৪র্থ অধ্যায়)

"প্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন"। ১ম রাজবংশ ১৬।৭।

"আবেল বিশ্বাসবশতঃ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কায়িন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপহার উৎসর্গ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, পরমেশ্বর তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি মৃত হইলেও বিশ্বাসের প্রভাবে অদ্যাপি কথা বলিতেছেন"। হিব্রুয় ১১।৪।

"যে কেহ নিজ ভ্রাতাকে হিংসা করে, সে নরঘাতক"। ১ম যোহন ৩।১৫।

আদম ও এভা দুইটী পুত্র লাভ করিয়া কৃতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কায়িন ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম আবেল রাখিয়াছিলেন। আবেল মেষ-পালক ও কায়িন কৃষক ছিল। কালানুক্রমে কায়িন উপহাররূপে

পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল; আবেলও তাহার মেষ-পালের প্রথমজাত শাবক উৎসর্গ করিল। পরমেশ্বর আবেলের প্রতি ও তাহার উপহারের প্রতি প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু কায়িনের উপহারে পরাঙ্মুখ হইলেন। এই নিমিত্ত কায়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। প্রভু তাহাকে বলিলেন, "তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ কেন? তোমার মুখ বিষণ্ণ কেন? তুমি সদাচরণ করিলে কি পুরস্কৃত হইবে না? কিন্তু তুমি দুরাচার হইলে শীঘ্রই

পাপের দাস হইবে ; সুতরাং পাপ দমন করিও"। পরে কায়িন তাহার ভ্রাতা আবেলকে বলিল, "চল, ক্ষেত্রে যাই।" তাহারা ক্ষেত্রে গমন করিলে কায়িন তাহার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল।

প্রভু কায়িনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভ্রাতা কোথায়"? কায়িন বলিল, "আমি জানি না। আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক"? পরমেশ্বর বলিলেন, "তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার উদ্দেশে ক্রন্দন করিতেছে। যে ভূমি তোমার ভ্রাতার রক্তে সিক্ত হইল, সেই ভূমিতে তুমি শাপগ্রস্ত হইলে। ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও তাহা তোমার নিমিত্ত ফল উৎপন্ন করিবে না। তুমি পৃথিবীতে পলায়ক ও পর্য্যটক হইবে"।

কায়িন প্রভুকে বলিল, "আমার দণ্ডের ভার অসহ্য। আপনি আমাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। আমি পৃথিবীতে পলায়ক ও পর্য্যটক হইব ; আমাকে যে দেখিবে, সেই বধ করিবে"। প্রভু বলিলেন, "না, কেহ বধ করিবে না ; তোমাকে যে বধ করিবে, সে সাত গুণ প্রতিফল পাইবে"। কায়িনকে দেখিলে কেহ তাহাকে বধ না করে, এই উদ্দেশে প্রভু তাহাকে চিহ্নিত করিলেন। প্রভুর সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া কায়িন এদনের পূর্ব্বদিকে বাস করিতে লাগিল, এবং একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া নিজ পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হেনোখ রাখিল।

৬। আদম-বংশের বিবরণ

(আদিগ্রন্থ, ৫ম অধ্যায়)

"হে ভগবন্, আমরা তোমার প্রশংসা করিব ; আমরা তোমার ধন্যবাদ করিব, এবং তোমার নামোচ্চারণপূর্ব্বক তোমাকে আহ্বান করিব। আমরা তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্মসমূহ বর্ণনা করিব"। সাম ৭৪।২।

"শুদ্ধাচার লোকের কুল ধন্য হইবে"। সাম ১১১।২।

"যে কেহ আমার বাক্য পালন করে, সে কোন কালেই মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না"। শ্রীযোহন ৮।৫২।

আদম ও এভা আর একটী পুত্র লাভ করিলেন, এবং পুত্রটীর নাম শেথ রাখিয়াছিলেন। শেথের পুত্র এনস ; ইনিই প্রভুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন।

আদিযুগের মনুষ্যগণ অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন। আদমের নয়শত ত্রিশ বৎসর বয়সে, শেথের নয়শত বার বৎসর বয়সে, এবং এনসের নয়শত পাচ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। এনসের পুত্র কৈনন; কৈননের পুত্র মললীল; মললীলের পুত্র যারেদ। • কৈননের নয়শত দশ বৎসর বয়সে, মললীলের আটশত পঁচানব্বই বৎসর বয়সে, এবং যারেদের নয়শত বাষট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। যারেদের পুত্র এনোখ পৃথিবীতে তিনশত পঁয়ষট্টি বৎসর বাস করেন তিনি পরমেশ্বরের মিত্র ছিলেন। শেষে তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না; কারণ পরমেশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন। এনোখের পুত্র মথূশল; নয়শত উনসত্তর বৎসর বয়সে মথূশলের মৃত্যু হয়। মথূশলের পুত্র লামেখ সাত-শত সাতাত্তর বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। লামেখের পুত্র নোয়ে জলপ্রলয়ের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। নোয়ের জন্ম হইলে লামেখ বলেন, "প্রভুর অভিশপ্ত ভূতলে আমাদের যে পরিশ্রম ও শ্রান্তি হয়, তদ্বিষয়ে এই পুত্রটি আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে"।

৭। জলপ্রলয়

(আদিগ্রন্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়)

"প্রভো, তুমি ন্যায়পরায়ণ, এবং তোমার বিচার ন্যায্য"। সাম ১১৮।১৩৭।

"সংসার ও তাহার কামনা বিলীন হয়; কিন্তু যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী"। ১ম যোহন ২।১৭।

পৃথিবীতে মনুষ্যের দুরাচার বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া পরমেশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া অনুশোচনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি ভূমণ্ডল হইতে মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন করিব"। নোয়ে কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহভাজন হইলেন।

সেকালের জনসমাজে নোয়ে ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মিত্র ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কাষ্ঠদ্বারা এক পোত নির্ম্মাণ কর; সেই পোতের মধ্যে কক্ষ নির্ম্মাণ করিবে, এবং তাহার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ শিলাজতুদ্বারা লেপন করিবে। পোত তিনশত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও ত্রিশ হস্ত উচ্চ হইবে। তাহার ছাদের একহস্ত নীচে বাতায়ন

প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, এবং পোতের পার্শ্বে দ্বার রাখিবে; তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্ম্মাণ করিবে। দেখ, আমি পৃথিবীতে ভীষণ জলপ্লাবন আনয়ন করিব; পৃথিবীর সকল জীব প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি নিজ-নিয়ম স্থির করিব। তুমি সপরিবারে সেই পোতে প্রবেশ করিবে; তোমার সঙ্গে সমস্ত জীবজন্তুর এক এক জোড়া লইবে, এবং তোমার ও তাহাদের আহারার্থে সর্ব্ববিধ খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিবে"। পরমেশ্বরের আদেশানুসারে নোয়ে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

পরে প্রভু নোয়েকে বলিলেন "তুমি সপরিবারে পোতে প্রবেশ কর; কারণ এই যুগের জনসমাজে তুমিই আমার দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক। শুচি পশুর প্রত্যেক জাতির সাত জোড়া, অশুচি পশুর প্রত্যেক জাতির এক জোড়া এবং পক্ষীগণের প্রত্যেকজাতির সাত জোড়া তাহাদের বংশরক্ষার্থে পোতে রাখ। কারণ সপ্তাহের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র বৃষ্টি বর্ষণ করাইয়া আমার সৃষ্ট সকল-প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব"। তখন নোয়ে প্রভুর আদেশানুসারে সকল-কার্য্য সম্পাদন করিলেন; ছয়শত বৎসর বয়সে নোয়ে পোতে প্রবেশ করিলে প্রভু তাহার পশ্চাতে পোতের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

সপ্তাহ গত হইলে মহাসাগরের জলরাশি এবং আকাশের সমস্ত জলদ্বার উন্মুক্ত হইল। পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র বৃষ্টি হইলে পোতটী অগাধ জলে ভাসিতে লাগিল। প্রবল জলে আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল; পর্ব্বতসমূহের উর্দ্ধে জল পঞ্চদশ হস্ত গভীর হইল। পৃথিবীতে জল একশত পঞ্চাশ দিন প্রবল থাকিল। তাহাতে যাবতীয় প্রাণী, অর্থাৎ পক্ষী, বন্য ও গ্রাম্য পশু, ভূচর, সরীসৃপ ও সকল-মনুষ্য বিনষ্ট হইল। কেবল নোয়ে ও তাঁহার সঙ্গিগণ রক্ষা পাইলেন।

৮। নোয়ের যজ্ঞ

(আদিগ্রন্থ, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়)

"হে ভগবন্, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, আমাদের প্রতি সদয়ও হইয়াছ"। সাম ৫৯।৩।

"প্রভুর স্তব কর, কারণ তিনি মঙ্গলময়, কারণ তাঁহার করুণা শাশ্বতী"। সাম ১৩৫।১।

"তোমার মুক্তিদাতা প্রভু বলেন, আমি কোপবশে এক নিমেষমাত্র তোমার প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তদয়ায় তোমার প্রতি কৃপা করিব"। ইসিয়াস ৫৪।৮।

যথাকালে পরমেশ্বর নোয়েকে ও পোত-মধ্যে তাঁহার সঙ্গী, পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীকে স্মরণ করিলেন। প্রভু পৃথিবীতে বায়ু প্রবাহিত করাইলে জল হ্রাস পাইতে লাগিল। জলধির ও আকাশের জলনির্গম বন্ধ হইল, আকাশ হইতে বৃষ্টিপাতও নিবৃত্ত হইল। জল ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইলে, সেই পোত আর্মেনিয়ার একটী পর্ব্বতোপরি স্থির হইল। ক্রমশঃ পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্টি-গোচর হইল। চল্লিশ দিন গত হইলে নোয়ে পোতের গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া একটী কাক প্রেরণ করিলেন; তাহা প্রত্যাগমন করিল না। ইহার পর ভূতলে জলের হ্রাস হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি একটী কপোত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভূতল জলমগ্ন থাকায় কপোতটী পদার্পণের স্থান না পাইয়া পোতে প্রত্যাগমন করিল, এবং নোয়ে তাহাকে পোতমধ্যে গ্রহণ করিলেন। সপ্তাহ গত হইলে তিনি পোত হইতে সেই কপোতটী পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন। তাহা চঞ্চুতে জলপাই বৃক্ষের একটী নবীন পল্লব ধারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকটে প্রত্যাগমন করিল। ইহাতে নোয়ে বুঝিলেন, ভূতলে জলের হ্রাস হইয়াছে। সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়া

তিনি সেই কপোতটী পুনর্ব্বার প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহা প্রত্যাগমন করিল না। তাহাতে পোতের ছাদ উদ্ঘাটন করিয়া তিনি দেখিলেন, ভূতল ক্রমশঃ শুষ্ক হইতেছে।

পরে নোয়েকে পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার স্ত্রী, পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া পোত হইতে বাহির হও। বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হও, ভূতল পরিপূর্ণ কর"। নোয়ে পোত হইতে সপরিবারে বাহির হইলেন, এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বজাতীয় পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ বাহির হইল। পরে নোয়ে প্রভুর উদ্দেশে বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার শুচি পশু লইয়া উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার যজ্ঞে প্রীত হইয়া প্রভু বলিলেন, "আমি মনুষ্যের নিমিত্ত ভূতল পুনর্ব্বার

অভিশপ্ত করিব না। বাল্যকাল হইতেই মনুষ্য কলুষিত; তথাপি আমি সমস্ত প্রাণীকে পুনর্ব্বার সংহার করিব না। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন বীজবপন ও শস্যসংগ্রহের সময়, শীত ও উত্তাপ, গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, দিবা ও রাত্রির নিবৃত্তি হইবে না"।

পরে নোয়েকে ও তাঁহার পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরমেশ্বর বলিলেন, "আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের ভাবী-বংশের সহিত সন্ধি স্থির করিব; অদ্য হইতে পৃথিবীর বিনাশার্থে জলপ্রলয় হইবে না। আমি মেঘে আমার ধনু স্থাপন করিব, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার সন্ধির চিহ্ন হইবে"

৯। নোয়ের পুত্রগণ

(আদিগ্রন্থ, ৯ম অধ্যায়)

"নির্ম্মলহৃদয়গণই ধন্য, কারণ তাহারা পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে"। শ্রীমাথেয় ৫।৮।

"যে পিতামাতাকে অবজ্ঞা করে, সে শাপগ্রস্ত"। দ্বিতীয় বিবরণ ২৭।১৬।

"পিতার আশীর্ব্বাদ পুত্রগণের গৃহ সুদৃঢ় করে"। প্রবক্তা ৩।১১।

নোয়ের যে পুত্রগণ পোত হইতে বাহির হইলেন, তাঁহাদের নাম সেম, হাম ও যাফেৎ। হাম খানানের পিতা।

নোয়ে কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিলেন। একদা তিনি দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইলেন। এবং বস্ত্রগৃহের মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। খানানের পিতা হাম নিজ-পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে তাহার দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। তাহাতে সেম ও যাফেৎ বস্ত্র লইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের পিতাকে আচ্ছাদন করিলেন; পশ্চাদ্দিকে মুখ থাকায় তাঁহারা পিতার উলঙ্গতা দেখিলেন না।

নোয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি হামের আচরণ অবগত হইয়া বলিলেন, "খানান অভিশপ্ত হউক; সে তাহার ভ্রাতৃগণের দাসানুদাস হইবে। ইহার পর তিনি বলিলেন, "সেমের উপর প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ হউক; খানান তাহার দাস হউক। পরমেশ্বর যাফেৎকে সমৃদ্ধ করুন; সে সেমের বস্ত্রগৃহে বাস করুক খানান তাহার দাস হউক"।

জলপ্রলয়ের পর নোয়ে তিনশত বৎসর জীবিত ছিলেন; তিনি নয়শত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন

১০। বাবেলে ভাষা-ভেদ

(আদিগ্রন্থ, ১১শ অধ্যায়)

"প্রভু গৃহনির্ম্মাণ না করিলে নির্ম্মাতৃগণ বৃথাই পরিশ্রম করে"। সাম ১২৬।১।

"প্রভু জাতিবৃন্দের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন"। সাম ৩২।১০।

"প্রভু গর্ব্বিতগণের বিপক্ষ হন, কিন্তু বিনীতগণকে প্রসাদ প্রদান করেন"। ১ম পিতর ৫।৫।

সেই সময়ে নিখিল ভূমণ্ডলে এক প্রকারের ভাষা ছিল। পরে লোকজন পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শেন্নার-নামক দেশে এক প্রান্তর পাইয়া সেই

স্থানে বাস করিল। শেষে তাহারা পরস্পর বলিল, "আইস, আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি"। তাহারা প্রস্তরের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ও ইষ্টকচূর্ণের পরিবর্ত্তে শিলাজতু ব্যবহার করিল। পরে তাহারা বলিল, "আইস আমরা একটী নগর ও গগনস্পর্শী একটী অট্ট নির্ম্মাণ করি; ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হইবার পূর্ব্বে আমাদের নাম বিখ্যাত করি"। ইহার পর আদমের বংশধরগণ যে নগর ও যে অট্ট নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দর্শন করিতে প্রভুর আগমন হইল। তিনি বলিলেন, "ইহারা একজাতীয়, এক-ভাষা-বাদী। আমি ইহাদের ভাষার ভেদ উৎপাদন করিব; যেন তাহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে না পারে"। তাহার পর প্রভু সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর নির্ম্মাণ হইতে নিবৃত্ত হইল। এই নিমিত্ত সেই নগরের নাম বাবেল বা ভেদ থাকিল; কারণ সেই স্থানে প্রভু নিখিল ভূমণ্ডলের ভাষার ভেদ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ভাষা-ভেদের পর মনুষ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাহারা পরমেশ্বরকে বিস্মরণ করিল। তাঁহার ইচ্ছা পালন না করিয়া তাহারা আপন কুপ্রবৃত্তির দাস হইল। এইরূপে পৃথিবীর জাতিবৃন্দ পাপাসক্ত ও প্রতিমাপূজায় রত হইল*। সত্য-ধর্ম্ম ও নিস্তারকর্ত্তায় প্রত্যাশার সংরক্ষণ ও বিস্তারার্থে পরমেশ্বর আব্রাহামকে ও তাঁহার বংশধরগণকে মনোনীত করিলেন।

---

*"জগতের সৃষ্টিকালাবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে পরমেশ্বরের অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও দেবত্ব বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং তাহাদের দোষপ্রক্ষালনের পথ নাই। * * * তাহারা অনশ্বর পরমেশ্বরের মহিমাকে নশ্বর মনুষ্যের, পক্ষীর, চতুষ্পদের ও সরীসৃপের প্রতিমায় পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই হেতু তাহাদের হৃদয়ের নানাভিলাষে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। * * * তাহারা পরমেশ্বরের সত্যটী মিথ্যায় পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং যুগে যুগে বন্দনীয় স্রষ্টার পরিবর্ত্তে সৃষ্ট-বস্তুর পূজা ও সেবা করিয়াছে"। (রোমকদের প্রতি শ্রীপৌলের পত্র ১।২০, ২৩—২৫।)

দ্বিতীয় অধ্যায়। কুলপতিগণের যুগ

১। আব্রাহামের আহ্বান

(আদিগ্রন্থ, ১১শ ও ১২শ অধ্যায়)

"তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবে"। ২য় বিবরণ ৬।৫।

"আব্রাহাম যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে যাইবার আদেশ শ্রদ্ধাবশতঃ পালন করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন, তাহা না জানিয়াই যাত্রা করিলেন"। খ্রীহেব্রেয় ১১।৮।

"পিতাকে বা মাতাকে যে আমাপেক্ষা অধিক ভক্তি করে, সে আমার যোগ্য নহে"। শ্রীমাথেয় ১০।৩৭।

সেমের বংশধর থারের তিনটী পুত্রের নাম আব্রাম, নাখর ও আরাণ। পিতার জীবিতকালেই আরাণ তাঁহার জন্মস্থান খাল্‌দেয়া দেশের উরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর থারে তাঁহার পুত্র আব্রাম, আরাণের পুত্র লোট ও আব্রামের পত্নী সারাকে সঙ্গে লইয়া খাল্‌দেয়া দেশের উর হইতে যাত্রা করিলেন, এবং কানায়ান দেশে আগমন করিয়া হারাণ নগরে বাস করিলেন। এই স্থানে দুইশত পাঁচ বৎসর বয়সে থারের মৃত্যু হইল।
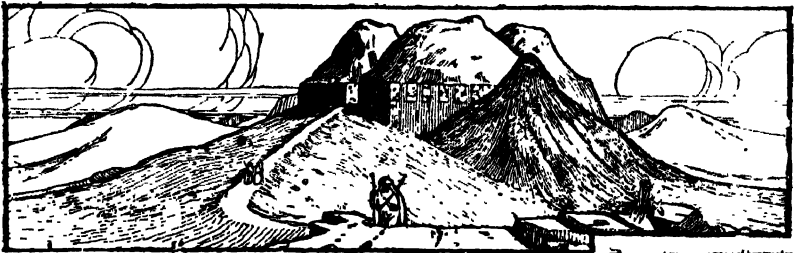
উর নগরের ধ্বংসাবশেষ

পরে আব্রামকে পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ কর, এবং আমি তোমাকে যে দেশ প্রদর্শন করিব, সেই দেশে গমন কর। আমি তোমার দ্বারা একটী মহাজাতি উৎপাদন করিব; আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব; তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, আমি তাহাদিগকে

আশীর্ব্বাদ করিব ; যাহারা তোমাকে অভিশাপ দিবে, আমি তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিব। তোমার দ্বারা ভূমণ্ডলের সকল-বংশ আশীর্যুক্ত হইবে।"
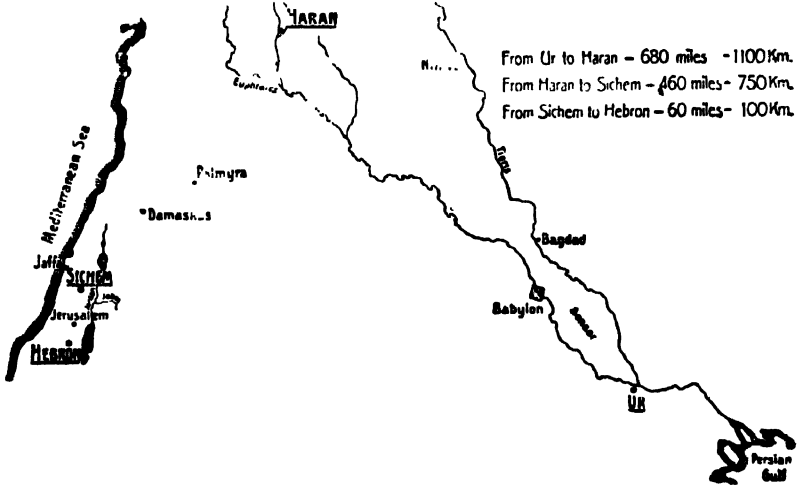
পরমেশ্বরের আদেশানুসারে আব্রাম পঁচাত্তর বৎসর বয়সে হারাণ পরিত্যাগ করিলেন। পত্নী সারা, ভ্রাতুষ্পুত্র লোট এবং হারাণে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন ও সমস্ত পশুপাল লইয়া আব্রাম শেষে কানায়ান দেশে আগমন করিলেন। সেই দেশের শিখেম নামক স্থানে পরমেশ্বর আব্রামকে দর্শন দিয়া বলিলেন; "আমি তোমার বংশকে এই দেশ প্রদান করিব"। আব্রাম কৃতজ্ঞ হইয়া সেই স্থানে প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন।

শিখেম হইতে বেথেলের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতে গমন করিয়া আব্রাম সেই স্থানে তাঁহার বস্ত্রগৃহ স্থাপন করিলেন। এই স্থানেও তিনি প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে আবাহন করিলেন। পরে আব্রাম এই স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে গমন করিলেন।

২। হেব্রোণে আব্রাম

(আদিগ্রন্থ ১৩শ অধ্যায়)

"শান্তিসংস্থাপকগণ ধন্য, কারণ তাহারা পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে"। শ্রীমাথেয় ৫।৯।

আব্রাম পশুধনে ও স্বর্ণরৌপ্যে অতিশয় সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহচর লোটেরও অনেক গো-মেষ ও বস্ত্রগৃহ ছিল। কিন্তু উভয়ের পশুপালের নিমিত্ত

গোষ্ঠ অপ্রশস্ত হওয়ায় আব্রামের গোরক্ষকগণের ও লোটের গোরক্ষকগণের পরস্পর বিবাদ হইল। তাহাতে আব্রাম লোটকে বলিলেন, "আমাদের মধ্যে বিবাদ উচিত নহে; কারণ আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। তোমার সম্মুখে বিস্তীর্ণ দেশ; তুমি অন্যত্র গমন কর"।

লোট দেখিলেন, যর্দ্দনের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ প্রভুর উদ্যানের তুল্য; কারণ তৎকালে প্রভু সদোম ও গমোরা বিনষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি সেই প্রদেশ মনোনীত করিয়া বাসার্থে সদোমে গমন করিলেন। সদোমের অধিবাসিগণ কিন্তু অতিশয় দুরাচার ও প্রভুর দৃষ্টিতে মহাপাপিষ্ঠ ছিল।

আব্রাম হইতে লোট পৃথক্ হইলে পর প্রভু আব্রামকে বলিলেন, "নয়ন উন্মীলন করিয়া উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। তোমার দৃষ্টিগোচর সমস্ত দেশটী আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে প্রদান করিব"। ইহার পর আব্রাম হেব্রোণের নিকটবর্ত্তী মম্ব্রের উপত্যকায় বাসার্থে গমন করিলেন, এবং সেই স্থানে প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন।

৩। মেল্‌খিসেদেখের যজ্ঞ

(আদিগ্রন্থ, ১৪শ অধ্যায়)

"বন্ধু সর্ব্বসময়েই অনুরাগী: বিপৎকালেই সে ভ্রাতা হয়"। হিতোপদেশ ১৭।১৭।

"মেল্‌খিসেদেখের রীত্যনুসারে তুমি সনাতন যাজক"। সাম ১০৯।৪।

"সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরকে সম্মান করিবে, এবং যাজকগণকে আদর করিবে"। প্রবক্তা ৭।৩৩।

লোট যে সময়ে সদোমে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিদেশের কতিপয় নরপতি সদোমের রাজা ও গমোরার রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সিদ্দিমের উপত্যকায় পরাজিত হইয়া সদোমের রাজা ও গমোরার রাজা পলায়ন করিলেন। শত্রুগণ সদোম ও গমোরার অধিবাসিবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিল। লোটেরও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, এবং তিনি শত্রুহস্তে বন্দি হইলেন।

এক পলাতক আব্রামকে সেই সমাচার জ্ঞাপন করিল। তিনি এস্কোলের ও আনেরের ভ্রাতা, ঐ সময়ে মম্ব্রের উপত্যকায় বাস করিতেছিলেন; তাঁহারা

আব্রামের মিত্র ছিলেন। আব্রাম যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বন্দি হইয়াছেন, তখন তিনি তিনশত আঠার জন অভ্যস্ত দাসকে লইয়া শত্রুর প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে রাত্রিকালে তিনি শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লোট, সমস্ত বন্দি ও লুণ্ঠিত ধনরত্ন উদ্ধার করিলেন।

আব্রাম বিজয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে শালেমের রাজা মেল্খিসেদেখ যজ্ঞার্থে রোটিকা ও দ্রাক্ষারস আনয়ন করিলেন; তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের যাজক ছিলেন। তিনি আব্রামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গমর্ত্ত্যের স্রষ্টা পরাৎপর পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হও, এবং যিনি তোমার শত্রুগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের ধন্যবাদ হউক"। তখন আব্রাম মেল্খিসেদেখকে সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ প্রদান করিলেন।

সদোমের রাজা আব্রামকে বলিলেন, "আমার প্রজাবৃন্দ আমাকে প্রত্যর্পণ করুন; ধনরত্ন আপনি গ্রহণ করুন"। ইহার উত্তরে আব্রাম বলিলেন, "স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধিকারী, পরাৎপর প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে হস্তোত্তোলন করিয়া আমি বলিতেছি, আমি আপনার কোন দ্রব্যই লইব না, এক গাছি সূতা কি পাদুকার বন্ধনীও লইব না, কারণ আপনি বলিতে পারেন, "আমি আব্রামকে ধনবান্ করিয়াছি"। কেবল আমার মিত্র আনের, এস্কোল ও মম্রে তাঁহাদের প্রাপ্তব্য অংশ গ্রহণ করুন।"

৮। আব্রামের শ্রদ্ধা

(আদিগ্রন্থ, ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়)

"হে প্রভুভীতগণ, তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত হও; তাহাতে তোমার পুরস্কার নিশ্চয় হইবে"। শ্রীপ্রবক্তা ২।৮।

"বিনা শ্রদ্ধায় পরমেশ্বরকে প্রীত করা অসম্ভব"। হেব্রেয় ১১।৬।

"কর্ম্মবিহীন শ্রদ্ধা নির্জ্জীব"। শ্রীযাকোব ২।২৬

অনন্তর পরমেশ্বর আব্রামকে বলিলেন, "আব্রাম, ভয় করিও না, আমিই তোমার রক্ষক; তোমার পুরস্কার মহান্ হইবে"। আব্রাম বলিলেন, "প্রভো আপনি আমাকে কি দান করিবেন? আমি নিঃসন্তান; আমার গৃহজাত

ভৃত্যই আমার উত্তরাধিকারী হইবে"। তখন প্রভু আব্রামকে বাহিরে আনিয়া বলিলেন, "আকাশে দৃষ্টি কর; তোমার সাধ্য হইলে নক্ষত্র গণনা কর। তোমার বংশধরগণ ঐরূপ বহুসংখ্য হইবে"। তখন আব্রাম প্রভুকে বিশ্বাস করিলেন, এবং প্রভু তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন।

পরমেশ্বর আব্রামকে বলিলেন, "যিনি খাল্‌দেয়া দেশ হইতে তোমাকে আনিয়া তোমার অধিকারার্থে এই দেশটী দান করিয়াছেন, সেই প্রভু আমি। নিশ্চয় জানিও, তোমার বংশধরগণ প্রবাসী হইবে, এবং চারিশত বৎসর যাবৎ বিদেশে দাস্যকর্ম্ম করিবে ও উপদ্রুত হইবে; তৎপরে তাহারা বহু বিভব লইয়া সেই দেশ হইতে বাহির হইবে। তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে প্রত্যাগমন করিবে"।

আব্রাম ছিয়াশী বৎসর বয়সে পরমেশ্বরের কৃপায় একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; সেই পুত্রের নাম ইস্‌মায়েল। ইস্‌মায়েলের জননীর নাম আগার; তিনি মিসরদেশীয়া রমণী ছিলেন।

৫। আব্রামের সহিত পরমেশ্বরের সন্ধিস্থাপন

(আদিগ্রন্থ, ১৭শ অধ্যায়)

"প্রভু সত্যপ্রতিজ্ঞ"। সাম ১৪৪।১৩।

"যাহারা শ্রদ্ধান্বিত, তাহারাই আব্রাহামের সন্তান"। গালাতীয় ৩।৭।

আব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর; আমার সম্মুখে সদাচরণ করিয়া সিদ্ধ হও। আমি তোমার সহিত আমার সন্ধি স্থির করিব, এবং তোমার বংশ বহুল করিব"। ইহা শুনিয়া আব্রাম প্রণত হইলেন। তখন পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার নাম আব্রাম থাকিবে না, তোমার নাম আব্রাহাম হইবে, কারণ আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করিলাম। আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থির করিব, তাহা সনাতন নিয়ম হইবে। আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশের পরমেশ্বর হইব। তুমি এই যে খানায়ান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার নিত্যাধিকার আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে প্রদান করিব"।

অনন্তর পরমেশ্বর আব্রাহামকে বলিলেন, "তুমি ও তোমার ভাবী বংশ পুরুষানুক্রমে আমার নিয়মটী পালন করিবে। তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের অষ্টম দিবসে ত্বক্‌ছেদ হইবে; ইহাই তোমার সহিত আমার সন্ধির চিহ্ন হইবে"।

ইহার পর আব্রাহামকে পরমেশ্বর বলিলেন, "তোমার পত্নী সারাইকে আর সারাই বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা হইল। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের আদিমাতা হইবে, এবং তাহা হইতে লোকবৃন্দের রাজগণ উৎপন্ন হইবে"। আব্রাহাম পরমেশ্বরকে বলিলেন, "ইস্‌মায়েলই আপনার দৃষ্টিগোচরে দীর্ঘজীবী হউক"। তখন পরমেশ্বর আব্রাহামকে বলিলেন, "তোমার পত্নী সারা পুত্রবতী হইবে; তুমি পুত্রটীর নাম ইসায়াক রাখিও। আমি তাহারই সহিত আমার নিয়ম স্থির করিব; তাহারই বংশের পক্ষে তাহা সনাতন নিয়ম হইবে। আমি ইস্‌মায়েলকেও আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহার বংশ বহুল করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে"।

৬। আব্রাহামের অতিথিসৎকার
সদোমের নিমিত্ত অনুনয়

(আদিগ্রন্থ, ১৮শ অধ্যায়)

"আমি অতিথি হইলে তোমরা আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছ"। শ্রীমাথেয় ২৫।৩৫।

"ধার্ম্মিকের অশ্রান্ত অনুনয় অত্যন্ত হিতকারী"। শ্রীযাকোব ৫।১৬।

ইহার পর আব্রাহামের সম্মুখে পুনর্ব্বার প্রভুর আবির্ভাব হইল। দিবসের প্রখর সময়ে আব্রাহাম তাঁহার বস্ত্রগৃহের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন; অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন, তাঁহার অনতিদূরে তিনটি পুরুষ দণ্ডায়মান। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি যদি আপনাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনারা এই দাসের গৃহে পদার্পণ করুন। জল আনয়ন করিতেছি; আপনারা পাদপ্রক্ষালন করিয়া বিশ্রাম করুন। সামান্য ভোজনের উদ্যোগ করিতেছি;

আপনারা আহার করিয়া প্রাণ আপ্যায়িত করুন"। তখন তাঁহারা বলিলেন, "তাহাই হউক"। তাহাতে আব্রাহাম বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে সত্বর গমন করিয়া সারাকে বলিলেন, "শীঘ্র পিষ্টক প্রস্তুত কর"। ইহার পর আব্রাহাম গোশালায় গমন করিলেন, এবং কোমল, পুষ্টাঙ্গ গোবৎস লইয়া দাসকে দিলে সে তাহা শীঘ্র রন্ধন করিল। তখন আব্রাহাম তাঁহার অতিথিগণের সম্মুখে মাখন, দুগ্ধ ও পক্ক মাংস রাখিলেন, এবং তাঁহাদের ভোজনকালে দণ্ডায়মান থাকিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পত্নী সারা কোথায়"? আব্রাহাম বলিলেন, "সে অন্তঃপুরে আছে"। তখন তাঁহাদের একজন বলিলেন, "আগামী বৎসরের এই সময়ে আমি তোমার গৃহে প্রত্যাগমন করিব, এবং তোমার পত্নী সারার একটী পুত্র হইবে"।

পরে অতিথিগণ সেই স্থান হইতে উঠিয়া সদোমের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং আব্রাহাম তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি যাহা করিব, তাহা আব্রাহাম হইতে গোপন করিব না। আব্রাহাম হইতে মহতী ও বলবতী জাতীর উদ্ভব হইবে, এবং পৃথিবীর সকল জাতি তাহারই দ্বারা আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। কারণ আমি তাহাকেই মনোনীত করিয়াছি, যেন সে তাহার সন্তানগণকে আমার পথে স্থির থাকিতে এবং সদাচরণ করিতে আদেশ করে"। অনন্তর প্রভু বলিলেন, "সদোমের ও গমোরার ক্রন্দন অত্যন্ত তীব্র ও তাহাদের পাপ দারুণ"।

পরে সেই তিনটি ব্যক্তি সেই স্থান হইতে সদোমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; আব্রাহাম তখনও প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। পরে আব্রাহাম বলিলেন, "আপনি কি দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবেন? সেই নগরের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক থাকিলে আপনি কি তাহাদের নিমিত্ত ঐ স্থানের প্রতি দয়া করিবেন না? দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিককে সংহার করিবেন না; ধার্ম্মিককে দুষ্টের সমান করিবেন না। আপনি নিখিল ভূমণ্ডলের বিচারক; আপনি কি ন্যায়ানুসারে বিচার করিবেন না"? প্রভু বলিলেন, "আমি সদোমের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখিলে তাহাদের নিমিত্ত সমস্ত নগরের প্রতি দয়া করিব"। আব্রাহাম উত্তর করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি নগণ্য হইলেও আপনার সহিত একবার কথা বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব। পঞ্চাশ জনের পাঁচ জন ন্যূন হইলে কি করিবেন? সেই পাঁচ জনের অভাব হইলে আপনি কি

সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবেন”? প্রভু বলিলেন, “সেই স্থানে পঁয়তাল্লিশ জন ধার্ম্মিক থাকিলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না”।

আব্রাহাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই স্থানে চল্লিশ জন ধার্ম্মিক থাকিলে আপনি কি করিবেন”? প্রভু বলিলেন, “সেই চল্লিশ জনের অনুরোধে আমি নগর ধ্বংস করিব না”। তখন আব্রাহাম বলিলেন, “প্রভো, ক্রুদ্ধ হইবেন না। ত্রিশ জন ধার্ম্মিক থাকিলে কি করিবেন”? প্রভু বলিলেন, “সেই ত্রিশ জনের অনুরোধে নগর বিনষ্ট করিব না”. আব্রাহাম বলিলেন, “প্রভো, আপনার সম্মুখে সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার বলি, সেই স্থানে বিশ জন ধার্ম্মিক থাকিলে কি করিবেন”? প্রভু আব্রাহামকে বলিলেন, “সেই বিশ জনের অনুরোধে নগর বিনষ্ট করিব না”। তখন আব্রাহাম বলিলেন, “প্রভো, পুনর্ব্বার কথা বলিলে ক্রুদ্ধ হইবেন না। ঐ নগরে দশ জন ধার্ম্মিক থাকিলে কি করিবেন”? প্রভু বলিলেন, “সেই দশ জনের অনুরোধে নগর বিনষ্ট করিব না”। অনন্তর প্রভু প্রস্থান করিলেন; আব্রাহামও স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

৭। সদোম ও গমোরার বিনাশ লোটের পলায়ন

(আদিগ্রন্থ, ১৯শ অধ্যায়)

“দেখ, আমি নিজ দূতকে প্রেরণ করিব, তিনি তোমার অগ্রগামী হইবেন। তাঁহার সম্মুখে সাবধানে থাকিও, তাঁহার বাক্যে অবধান করিও * * * কারণ তুমি পাপ করিলে তিনি ক্ষমা করিবেন না”। যাত্রাগ্রন্থ ২৩।২০, ২১।

“যাহারা প্রভুকে ভক্তি করে, তিনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু তিনি সমুদয় দুরাচারকে সংহার করিবেন”। সাম ১৪৪।২০।

সন্ধ্যাকালে ঐ দুই দেবদূত সদোমে আগমন করিলেন। সেই সময়ে লোট নগরের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোট তাঁহাদের নিকটে গমন করিলেন, এবং প্রণত হইয়া বলিলেন, “এই অধমের গৃহে পদার্পণ করিয়া অবস্থান করুন ও পাদ-প্রক্ষালন করুন;” তাঁহারা বলিলেন, “না, আমরা রাজপথেই রাত্রি যাপন করিব”। কিন্তু লোট অতিশয় আগ্রহ প্রদর্শন করিলে

তাঁহারা লোটের গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাদের নিমিত্ত তিনি ভোজ প্রস্তুত করিলেন, রোটিকা পাক করিলেন, এবং তাঁহারা ভোজন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের আবালবৃদ্ধ সকল লোক লোটের গৃহ বেষ্টন করিল, এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "অদ্য রাত্রিতে যে দুই ব্যক্তি তোমার গৃহে আসিয়াছে, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন"। লোট বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তাঁহাদের প্রতি কোন কু-ব্যবহার করিও না, কারণ তাঁহারা আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন"। তাহারা কিন্তু চীৎকার করিয়া বলিল, "দূর হও! তুমি প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারক হইবে"? পরে তাহারা লোটকে আক্রমণ করিলে সেই দুইটি লোক হস্ত বিস্তার করিয়া লোটকে গৃহের মধ্যে টানিয়া লইলেন ও দ্বার বন্ধ করিলেন। ইহার পর তাঁহারা ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল লোককে অন্ধ করিয়া দিলেন, এবং তাহারা দ্বার অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইল;

অতিথিদ্বয় লোটকে বলিলেন, "তোমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও; কারণ আমরা এই স্থান উচ্ছিন্ন করিব। প্রভুর সম্মুখে এই লোকদের বিরুদ্ধে মহাক্রন্দন উপস্থিত হইয়াছে"। প্রভাত হইলে সেই দুই দেবদূত লোটকে সাগ্রহে বলিলেন, "উঠ, তোমার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া যাও, নচেৎ তোমরা এই নগরের অপরাধে বিনষ্ট হইবে।" লোট কিন্তু বিলম্ব করিতে লাগিলেন; সুতরাং দেবদূতদ্বয় তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া নগরের বাহিরে আনয়ন করিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা লোটকে বলিলেন, "প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন কর; পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিও না; পর্ব্বতে পলায়ন কর"। লোট বলিলেন, "আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না, কারণ কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে আমাকে মরিতে হইবে। পলায়নের নিমিত্ত ঐ ক্ষুদ্র নগর নিকটবর্ত্তী; ঐ নগরে পলায়ন করিবার অনুমতি প্রদান করুন"। তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমার নিমিত্ত ঐ নগর বিনষ্ট করিব না, সত্বর ঐ স্থানে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর"। ঐ নগরের নাম সেগর। লোট সূর্য্যোদয়কালে সেগরে প্রবেশ করিলেন।

পরে সদোম ও গমোরায় প্রভু গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করাইয়া সেই দুই নগর, তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত দেশ, সেই দেশের সমস্ত লোক ও ভূমিজাত সমস্ত

বস্তু ধ্বংস করিলেন। দেবদূতের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া লোটের পত্নী পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করায় লবণস্তম্ভে পরিনত হইলেন।
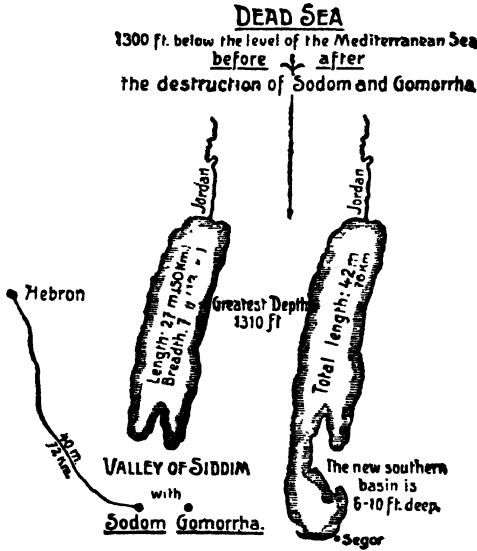
যে স্থানে আব্রাহাম প্রভুর নিকটে সদোমের রক্ষার জন্য অনুনয় করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। সদোম ও গমোরার অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আব্রাহাম দেখিলেন, অগ্নিকুণ্ডের ধূমের ন্যায় সেই দেশ হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে।

ইহার পর আব্রাহাম হেব্রোণ হইতে দক্ষিণে গমন করিয়া বের্শাবীতে বাস করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র লোট কালানুক্রমে মোয়াবীয় ও আম্মোনীয়দের কুলপুরুষ হইলেন।

৮। ইসায়াকের জন্ম

(আদিগ্রন্থ, ২১শ অধ্যায়)

"পরমেশ্বর যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সফল করিতেও সমর্থ"। রোমীয় ৪।১।

"আমি প্রভুকে আহ্বান করিলে তিনি শ্রবণ করিবেন"। সাম ৪।১।

"প্রভুই আমার পালক, আমার অভাব হইবে না"। সাম ২২।১।

প্রভু সারার বিষয়ে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল। তিনি বৃদ্ধকালে, পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। আব্রাহাম পুত্রের নাম ইসায়াক রাখিলেন।

একদিন সারা দেখিলেন, ইস্‌মায়েল তাঁহার পুত্র ইসায়াককে পরিহাস করিতেছে। তাহাতে তিনি আব্রাহামকে বলিলেন, "তুমি আগারকে ও তাহার পুত্রকে দূর করিয়া দাও, কারণ আমার পুত্র ইসায়াকের সহিত ঐ দাসী-পুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না"। এই কথায় আব্রাহাম অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহা শুন; কারণ ইসায়াকের সন্তানগণই তোমার বংশধর বলিয়া আখ্যাত হইবে। ঐ দাসী-পুত্র হইতেও আমি একটি মহাজাতি উৎপন্ন করিব"।

আব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া আগারকে রোটিকা ও এক কুপী জল দিলেন, এবং তাহার পুত্রের সহিত তাহাকে গৃহ হইতে বিদায় করিলেন। সে প্রস্থান করিয়া বেশাবীর প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পরে কুপীর জল শেষ হইলে সে তাহার পুত্রটীকে এক বৃক্ষের তলে রাখিল, এবং কিয়দ্দূরে গিয়া বসিল; সে বলিল, "আমি সন্তানের মৃত্যু দেখিতে পারিব না"। তাহার পর সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পরমেশ্বর বালকটির ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার দূত আকাশ হইতে আগারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আগার, ভয় করিও না; কারণ পরমেশ্বর তোমার পুত্রের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। উঠ, তোমার পুত্রকে ক্রোড়ে লও। আমি উহাকে একটি মহাজাতির কুলপুরুষ করিব"। তখন পরমেশ্বরের কৃপায় আগার একটী সজল কূপ দেখিতে পাইল; সে কূপে গিয়া তাহার কুপী জলে পরিপূর্ণ করিল ও তাহার পুত্রটীকে পান করাইল। পরমেশ্বর বালকটীর সহায় হইলেন। সে বয়ঃস্থ

হইল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। পরে সে ফারাণ নামক প্রান্তরে বাস করিল, এবং তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসরদেশ হইতে একটী কন্যা আনিল।

৯। আব্রাহামের মহাপরীক্ষা

(আদিগ্রন্থ, ২২শ ও ২৩শ অধ্যায়)

"যে আমাপেক্ষা পুত্রে বা কন্যায় অধিক অনুরক্ত, সে আমার যোগ্য নহে"। মাথেয় ১০।৩৭।

"তুমি পরমেশ্বরের গ্রহণীয় হওয়ায় তোমার পরীক্ষা আবশ্যক হইল"। তোবিয় ১২।১৩।

এই সকল বৃত্তান্তের পরে পরমেশ্বর আব্রাহামকে পরীক্ষা করিলেন। একদা রাত্রিকালে প্রভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আব্রাহাম, আব্রাহাম"! তিনি উত্তর করিলেন, "আদেশ করুন"। পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার স্নেহ-ভাজন, একমাত্র পুত্র ইসায়াককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং সেই দেশে আমার প্রদর্শিত পর্ব্বতে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর"।

তদনুসারে আব্রাহাম প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গর্দ্দভ সজ্জিত করিলেন, দুইজন দাস ও তাঁহার পুত্র ইসায়াককে সঙ্গে লইয়া হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন, এবং পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। তৃতীয় দিবসে আব্রাহাম দূর হইতে সেই স্থান দেখিলেন। তখন তিনি দাসদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক; আমি ও ইসায়াক ঐ স্থানে গিয়া পূজা করিব, পরে তোমাদের নিকটে প্রত্যাগমন করিব"। অনন্তর আব্রাহাম ইসায়াকের স্কন্ধে হোমের কাষ্ঠ স্থাপন করিলেন, এবং নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লইলেন, পরে পিতাপুত্র একত্র চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ইসায়াক আব্রাহামকে বলিলেন, "পিতঃ, অগ্নি ও কাষ্ঠ দেখিতেছি, হোমের পশু কোথায়"? আব্রাহাম বলিলেন, "বৎস, পরমেশ্বরই হোমীয় পশু আয়োজন করিবেন"।

পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে আব্রাহাম যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সজ্জিত করিলেন। পরে তিনি নিজ পুত্রকে বধ করিবার নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলেন। অকস্মাৎ প্রভুর দূত আকাশ হইতে আব্রাহামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আব্রাহাম, আব্রাহাম"! তিনি উত্তর করিলেন,

'আদেশ করুন"। দেবদূত বলিলেন, বালকটীকে বধ করিও না, উহার প্রতি করিও না। আমি জানি, তুমি আমার প্রকৃত ভক্ত; কারণ আমার

নিমিত্ত তোমার একমাত্র পুত্রকে বধ করিতেও তুমি প্রস্তুত"। তখন আব্রাহাম দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাদ্দিকে একটী মেষ, তাহার শৃঙ্গ লতাগুল্মে আবদ্ধ। তিনি সেই মেষটী লইয়া তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে হোমার্থে বলিদান করিলেন।

তদনন্তর প্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ হইতে আব্রাহামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার একমাত্র পুত্রকে আমার উদ্দেশে বধ করিতেও অসম্মত হইলে না, এই হেতু আমিই দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশের নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রতীরের বালুকার তুল্য তোমার বংশ বহুল করিব; তোমার বংশ হইতে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে"। ইহার পর আব্রাহাম তাঁহার পুত্র ও দাসদ্বয়ের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আব্রাহামের মহাপরীক্ষার পর তাঁহার পত্নী সারা একশত সাতাইশ বৎসর বয়সে হেব্রোণে প্রাণত্যাগ করিলেন। আব্রাহাম মম্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে

একটী ক্ষেত্র ক্রয় করিলে তাহার গুহায় সারার সমাধি হইল। সারার মৃত্যুর পর আব্রাহাম যাঁহাকে বিবাহ করেন, তাঁহার নাম কেতুরা। এই রমণীর চতুর্থ পুত্র মাদিয়ান, মাদিয়াণীয় জাতির কুলপুরুষ।

১০। ইসায়াকের বিবাহ

(আদিগ্রন্থ, ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায়)

"হে দাসগণ, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ, তেমনি * * * সরল হৃদয়ে * * * তোমাদের প্রভুগণেরও আজ্ঞাবহ হও; * * * মনুষ্যের সেবা নহে, বরং প্রভুরই সেবা করিতেছ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে দাস্যকর্ম্ম কর"। এফেসীয় ৬।৬ ৭।

"তোমার গতি প্রভুতে সমর্পণ কর, এবং তাঁহারই শরণাগত হও; তিনিই কার্য্য সাধন করিবেন"। সাম ৩৬।৫।

"গুণবতী স্ত্রী স্বামীর মুকুটস্বরূপা"। হিতোপদেশ ১২।৪।

পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে বৃদ্ধ, গতবয়স্ক আব্রাহম সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ ছিলেন; তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য এলিয়েৎসর তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ ছিল। আব্রাহাম একদিন এলিয়েৎসরকে বলিলেন, "স্বর্গমর্ত্ত্যের প্রভু পরমেশ্বরের নামে তোমাকে দিব্য করিতে হইবে, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে খানায়ান-দেশীয় কোন লোকের কন্যা গ্রহণ করিবে না; আমার দেশে আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকটে গমন করিয়া তুমি আমার পুত্র ইসায়াকের নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিবে"। ভৃত্য সেইরূপ দিব্য করিল। পরে সে তাহার প্রভুর উষ্ট্রকুল হইতে দশটী উষ্ট্র ও ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া মেসোপোতামিয়া দেশে নাখোরের নগরে যাত্রা করিল। সন্ধ্যাকালে যে সময়ে রমণীগণ জল তুলিতে বাহির হয়, একদিন সেই সময়ে এলিয়েৎসর পূর্ব্বোক্ত নগরের উপকণ্ঠে কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে উপবেশন করাইয়া প্রার্থনা করিল, "প্রভো, আমার কর্ত্তা আব্রাহামের প্রতি সদয় হউন। এই নগরবাসিদের কন্যারা জল তুলিতে বাহিরে আসিতেছেন; যে কন্যাকে আমি বলিব, 'আপনার কলশ নামাইয়া আমাকে জল পান করান,' তিনি যদি বলেন, 'পান করুন, আপনার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব,' তবে তিনিই যেন আপনার সেবক ইসায়াকের নিমিত্ত আপনার নিরূপিত কন্যারত্ন হন, ইহাতেই আমি জানিব, আপনি আমার কর্ত্তার প্রতি দয়া করিয়াছেন"।

এই কথা বলিতে না বলিতে রেবেখা কলশ স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আসিলেন ; তিনি আব্রাহামের ভ্রাতা নাখোরের পৌত্রী, বাথুয়েলের কন্যা। তিনি জলে কলশ পূর্ণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এরূপ সময়ে এলিয়েষর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "মা, আপনার কলশ হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিউন"। রেবেখা বলিলেন, "মহাশয়, পান করুন" ; ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে জল দিলেন ও পান করাইবার পর বলিলেন, "আপনার উষ্ট্রদের পান সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ইহাদের নিমিত্তও জল তুলিব"। অনন্তর তিনি উষ্ট্রদের নিমিত্ত জল তুলিলেন, এবং তাহারা জল পান করিলে পর এলি-য়েষর তাঁহাকে স্বর্ণের কুণ্ডল ও বলয় প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনি কাহার কন্যা ? আপনার পিতার গৃহে কি আমাদের রাত্রিযাপনের স্থান আছে" ? রেবেখা বলিলেন, "আমি শ্রীবাথুয়েলের কন্যা, শ্রীনাখোরের পৌত্রী। পলাল ও ঘাস আমাদের প্রচুর আছে, রাত্রিযাপনের স্থানও আছে"। তখন এলিয়েষর ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ তিনি আমার প্রভু আব্রাহামের প্রতি সদয় ও সত্যব্রত"। ইহার পর রেবেখা দ্রুতপদে গৃহে আগমন করিয়া আত্মীয়স্বজনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

রেবেখার ভ্রাতা লাবান এলিয়েষরের নিকটে সত্বর গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়, শুভাগমন করুন ; আপনি বাহিরে দণ্ডায়মান কেন ? আমি আপনার নিমিত্ত একটী কক্ষ ও উষ্ট্রদের নিমিত্ত স্থান প্রস্তুত করিয়াছি"। অনন্তর তিনি এলিয়েষরকে তাঁহার গৃহে আনয়ন করিলেন, এবং উষ্ট্রদের সজ্জা খুলিয়া এলিয়েষর ও তাহার সহচরগণের পাদ-প্রক্ষালনার্থে জল প্রদান করিলেন। পরে এলিয়েষরকে আহারার্থে নিমন্ত্রণ করা হইলে সে বলিল, "আমার বার্ত্তাটী না বলিয়া আমি আহার করিব না"

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লাবান ও বাথুয়েল বলিলেন, "ইহা প্রভুরই কর্ম্ম। ঐ দেখুন, রেবেখা আপনার সম্মুখেই আছে ; উহাকে লইয়া প্রস্থান করুন। প্রভুর নির্দেশানুসারে সে আপনার নিয়োক্তার পুত্রবধূ হউক"। ইহা শ্রবণ করিবামাত্র এলিয়েষর প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রভুকে পূজা করিলেন। পরে সে রেবেখাকে স্বর্ণরৌপ্যের আভরণ ও বস্ত্র, এবং তাঁহার ভ্রাতা ও মাতাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিল। তাহার পর সে ও তাহার সঙ্গিগণ আহারাদি

শেষ করিয়া সেই গৃহে রাত্রিবাস করিল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এলিয়েষর বলিল, "আমার প্রভুর নিকটে আমাকে যাইতে হইবে; আমাকে বিদায় করুন"। রেবেখার ভ্রাতা ও মাতা বলিলেন, "আমরা কন্যাকে ডাকিয়া তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করি"। পরে তাঁহারা রেবেখাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই ঘটকের সহিত যাইবে"? তিনি বলিলেন, "যাইব"। তখন তাঁহারা রেবেখাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং রেবেখা ও তাঁহার দাসীগণ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া এলিয়েষরের সহিত প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে ইসায়াক সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন, উষ্ট্র আসিতেছে। রেবেখাও দূর হইতে ইসায়াককে দেখিলেন, এবং উষ্ট্র হইতে নামিয়া এলিয়েষরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছেন, ঐ পুরুষটী কে"? সে বলিল, "উনি আমার প্রভু"। তখন রেবেখা অবগুণ্ঠনে নিজ মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরে এলিয়েষর ইসায়াককে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। তখন ইসায়াক তাঁহার মাতা সারার বস্ত্রগৃহে রেবেখাকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

এই বিবাহের পর একশত পঁচাত্তর বৎসর বয়সে আব্রাহামের প্রাণবিয়োগ হইল, এবং তাঁহার পুত্র ইসায়াক ও ইস্মায়েল তাঁহাকে তাঁহার পত্নী সারার পার্শ্বে সমাধিস্থ করিলেন।

১১। ইসায়াকের পুত্রদ্বয়

(আদিগ্রন্থ, ২৫শ অধ্যায়)

"প্রভুর শরণাগত কেহই হতাশ হয় নাই"। প্রবক্তা ২।১১।

চল্লিশ বৎসর বয়সে ইসায়াক রেবেখাকে বিবাহ করিলেন। রেবেখা বন্ধ্যা ছিলেন। ইসায়াক পুত্রকামনা করিয়া প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করিলে প্রভু তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। কালক্রমে রেবেখা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, এবং প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার গর্ভে দুই বংশ আছে, ঐ দুই বংশ বিভিন্ন হইবে; এক বংশ অন্য বংশাপেক্ষা বলবান্ হইবে ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে"।

কাল সম্পূর্ণ হইলে রেবেখা যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। যিনি প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইলেন, তিনি রক্তবর্ণ ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের সদৃশ ছিল; সুতরাং রেবেখা তাঁহার নাম এসৌ রাখিলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম হইল যাকোব। সেই সময়ে ইসায়াকের বয়স ষষ্টি-বৎসর।

বালকদ্বয় বয়ঃস্থ হইলে এসৌ নিপুণ ব্যাধ হইলেন; যাকোব কিন্তু সরলচিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। ইসায়াক এসৌকে অধিক স্নেহ করিতেন, কারণ তিনি পিতার রুচিকর মৃগমাংসের আয়োজন করিতেন। কিন্তু রেবেখা যাকোবকেই অধিক স্নেহ করিতেন। একদা যাকোব দাইল পাক করিয়াছেন, এরূপ সময়ে এসৌ প্রান্তর হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া যাকোবকে বলিলেন, "আমি ক্লান্ত হইয়াছি, ঐ দাইলে আমাকে আপ্যায়িত কর"। যাকোব তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে বিক্রয় কর"। এসৌ বলিলেন, "দেখ, আমি মৃতপ্রায়; জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি লাভ"? যাকোব বলিলেন, "আমার সম্মুখে দিব্য কর"। তাহাতে এসৌ দিব্য করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবকে বিক্রয় করিলেন। তখন যাকোব এসৌকে রোটিকা ও মসুরের দাইল দিলেন। এসৌ ভোজন-পান করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং এই প্রকারে তাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করিলেন।

এসৌ এদোম নামে অভিহিত হইতেন; এই নিমিত্ত তাঁহার বংশধরগণকে এদোমীয় বলা হইত।

১২। ইসায়াকের আশীর্ব্বাদ

(আদিগ্রন্থ, ২৭শ অধ্যায়)

"ছলনাপর মুখ আত্মার হন্তা"। প্রজ্ঞা ১।১১।

"মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ প্রভুর ঘৃণিত"। হিতোপদেশ ১২।২২।

বৃদ্ধকালে ইসায়াক প্রায় অন্ধ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌকে বলিলেন, "বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হয়, জানি না। ধনুর্ব্বাণ লইয়া বনে যাও; মৃগয়ায় যাহা পাইবে, তাহাদ্বারা আমার মুখপ্রিয়, স্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমাকে ভোজন করাও। তাহাতে আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব"।

ইসায়াক যখন এসৌকে এই কথা বলেন, তখন রেবেখা তাহা শুনিয়াছিলেন। সুতরাং এসৌ প্রস্থান করিলে পর রেবেখা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে বলিলেন, "তোমার পিতা এসৌকে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি মৃগ বধ করিয়া আমার নিমিত্ত রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত কর, আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভুর দৃষ্টিগোচরে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব'। বৎস, এখন তোমাকে আমি যাহা আদেশ করি, তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। যূথ হইতে দুইটী উৎকৃষ্ট ছাগ-বৎস আনয়ন কর। আমি তোমার পিতার মুখপ্রিয় ছাগমাংস রন্ধন করিব; পরে তুমি তাঁহাকে সাবধানে তাহা ভোজন করাইবে। তাহাতে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। মাতার আদেশে যাকোব ছাগ-বৎস আনয়ন করিলে রেবেখা ছাগমাংসে তাঁহার স্বামীর মুখপ্রিয় খাদ্য সযত্নে পাক করিলেন। ইহার পর তিনি যাকোবকে এসৌর উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া ছাগ-বৎসের চর্ম্মে যাকোবের হস্তদ্বয় ও গলদেশ আচ্ছাদন করিলেন। পরে তিনি ছাগমাংসের সুস্বাদু খাদ্য যাকোবকে প্রদান করিলেন।

যাকোব তাঁহার পিতার নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ"! ইসায়াক উত্তর করিলেন, "বৎস, তুমি কে"? যাকোব বলিলেন, "আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌ; আমি আপনার আদেশ পালন করিয়াছি। আমার আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"। তখন ইসায়াক বলিলেন, "বৎস, নিকটে আইস; আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া বুঝি, তুমি আমার পুত্র এসৌ কি না"। যাকোব তাঁহার পিতার নিকটে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "স্বর ত যাকোবের স্বর, কিন্তু হস্ত এসৌর হস্ত"। ইসায়াক যাকোবকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ এসৌর হস্তের তুল্য তাঁহার হস্ত লোমাবৃত ছিল। ইহার পর ইসায়াক ভোজন সমাপ্ত করিলেন, এবং যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আকাশের শিশির হইতে ও ভূমির সরসতা হইতে পরমেশ্বর তোমাকে প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস প্রদান করুন। জাতিবৃন্দ তোমার দাস হউক; তুমি তোমার জ্ঞাতি-বর্গের প্রভু হও। যে তোমাকে অভিশাপ দিবে, সে অভিশপ্ত হউক; যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, সে আশীর্যুক্ত হউক"।

যাকোব ইসায়াকের সম্মুখ হইতে যাইতে না যাইতেই এসৌ মৃগয়া করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনিও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিলেন ও তাঁহার পিতার সম্মুখে আনয়ন করিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনার পুত্রের আনীত মৃগ-মাংস ভোজন করুন, এবং আমাকে সন্তুষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদ করুন"। তখন ইসায়াক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে"? তিনি বলিলেন, "আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসৌ"। ইসায়াক কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তবে সে কে, যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমার

সম্মুখে মৃগমাংস আনিয়াছিল? তোমার আসিবার পূর্ব্বেই আমি তাহা ভোজন করিয়াছি। হায়! তোমার ভ্রাতা কপটবেশে আসিয়াছিল। আমি কিন্তু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, এবং সেই আশীর্যুক্ত থাকিবে"। এসৌ বলিলেন, "তাহার নামের অর্থ কি বঞ্চক নহে? পিতঃ, সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছিল, এখন আমার প্রাপ্য আশীর্ব্বাদও হরণ করিয়াছে"। তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "পিতঃ, আপনার কি কেবল একটীমাত্র আশীর্ব্বাদ ছিল? আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন"। ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ইসায়াক দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এসৌকে বলিলেন, "তোমার বাস-ভূমি সরসতা-বিহীন ও উপরিস্থ আকাশ শিশির-বিহীন হইবে। তুমি খড়্গজীবী ও তোমার ভ্রাতার দাস হইবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে তোমার দাসত্বের অবসান হইবে"।

১৩। যাকোবের পলায়ন

(আদিগ্রন্থ, ২৭শ ও ২৮শ অধ্যায়)

"পরমেশ্বরই তাঁহার শরণাগতদিগের সংরক্ষক"। সাম ১৭।৩১।

এসৌ যাকোবের মহাশত্রু হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আমার পিতৃশোকের কাল প্রায় উপস্থিত; পিতার মৃত্যু হইলেই আমি যাকোবকে বধ করিব"। ইহা রেবেথার কর্ণগোচর হইলে তিনি যাকোবকে বলিলেন, "তোমার ভ্রাতা এসৌ তোমাকে বধ করিতে উৎসুক হইয়াছে। বৎস, আমার ভ্রাতা লাবাণের গৃহে পলায়ন কর। তোমার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে সেই স্থানে থাকিতে হইবে"। রেবেথা ইসায়াককেও বলিলেন যে, যাকোব মেসোপোতামিয়ায় গমন করিয়া লাবাণের একটী কন্যাকে বিবাহ করিবেন। ইহার পর ইসায়াক যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলে তিনি মেসোপোতামিয়ায় তাঁহার মাতুল লাবাণের গৃহে যাত্রা করিলেন।

যাকোব বের্শাবী হইতে প্রস্থান করিয়া হারাণের দিকে যাত্রা করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হওয়ায় তিনি পথিমধ্যে এক স্থানে রাত্রিযাপন করিলেন। তিনি এক প্রস্তর বালিশ করিয়া শয়ন করিলেন। পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, পৃথিবীতে একটী সোপান-পথ স্থাপিত, তাহার অগ্র গগনস্পর্শী; সেই সোপান-পথে পরমেশ্বরের দূতগণ আরোহণ ও অবরোহণ করিতেছেন, এবং তাহার শিখরে পরমেশ্বর দণ্ডায়মান। পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "আমিই প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইসায়াকের পরমেশ্বর। তুমি যে স্থানে শায়িত, তাহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে প্রদান করিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধুলির তুল্য অসংখ্য হইবে, এবং তোমার বংশ হইতে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। যে যে স্থানে তুমি গমন করিবে, সেই সেই স্থানে আমি তোমাকে রক্ষা করিব, এবং তোমাকে পুনর্ব্বার এই দেশে আনয়ন করিব"।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকোব বলিলেন, "প্রভু এই স্থানে অবশ্যই আছেন, আমি কিন্তু তাহা জ্ঞাত ছিলাম না"। তিনি ভীত হইয়া বলিলেন, "কি ভীষণ এই স্থান, ইহা নিতান্তই পরমেশ্বরের আয়তন, স্বর্গের দ্বার"। যে প্রস্তর যাকোবের

বালিশ হইয়াছিল, তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া তাহা স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলেন, এবং তদুপরি তৈল সেচন করিয়া স্থানটীর নাম বেথেল রাখিলেন। পরে যাকোব প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি পরমেশ্বর আমার সহায় হইয়া, আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করেন, এবং আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি, তবে প্রভুই আমার পরমেশ্বর হইবেন, এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা পরমেশ্বরের আয়তন হইবে, এবং প্রভু আমাকে যাহা প্রদান করিবেন, আমি তাহার দশমাংশ তাঁহাকে প্রতিদান করিব"।

১৪। যাকোব ও লাবাণ

(আদিগ্রন্থ, ২৯শ, ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায়)

"যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, সমুদয় মিলিত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গল সাধন করে"। রোমক ৮।২৮

"পরমেশ্বর আমাদের সপক্ষ হইলে কে আমাদের বিপক্ষ হইবে"? রোমক ৮।৩১।

বেথেল হইতে যাত্রা করিয়া যাকোব পূর্ব্বদেশে আগমন করিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন, ক্ষেত্রের মধ্যে একটী কূপ ও তাহার নিকটে তিনটী মেষযূথ শয়ান। মেষপালকগণ সমস্ত মেষযূথকে সেই কূপের জল পান করাইত। যাকোব মেষপালকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, সেই স্থানের নাম হারাণ। তিনি তাহাদিগকে স্বীয় মাতুল লাবাণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "তাঁহার গৃহের সমস্তই মঙ্গল; ঐ দেখুন, তাঁহার কন্যা মেষযূথ লইয়া আসিতেছেন"। অল্পক্ষণ পরেই সেই স্থানে রাখেল আসিলেন। যাকোব তাঁহারই মেষযূথকে জল পান করাইলেন, এবং তাহার পর রাখেলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার মাতা তোমার পিতার সহোদরা; আমি তোমার পিতার ভাগিনেয়"। তখন রাখেল দ্রুতপদে গৃহে গমন করিয়া তাঁহার পিতাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। লাবাণ তৎক্ষণাৎ ভাগিনেয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সস্নেহে নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

এক মাস পর লাবাণ যাকোবকে মেষপালকের পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাকোব সম্মত হইয়া অঙ্গীকার করিলেন, রাখেলের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে তিনি সাত বৎসর মাতুলালয়ে থাকিবেন। লাবাণ সম্মত হইলেন। সাত বৎসর অতীত হইলে যাকোবের বিবাহ হইল; কিন্তু লাবাণের ধূর্ত্ততায় বিবাহরাত্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লেয়া কনিষ্ঠা রাখেলের স্থান অধিকার করিলেন। তাহাতে যাকোব লাবাণকে নিন্দা করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? আমি কি রাখেলের নিমিত্ত আপনার সেবা করি নাই? আমাকে প্রবঞ্চনা করিলেন কেন?" লাবাণ বলিলেন, "এই দেশে জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করার প্রথা নাই। কিন্তু তুমি সাত বৎসর পুনর্ব্বার আমার সেবা করিলে রাখেলও তোমার হইবে"। যাকোব সম্মত হইলেন, এবং সাত বৎসর অতীত হইলে রাখেলকে বিবাহ করিলেন।

যাকোব হারাণে একাদশটী পুত্র ও একটী কন্যা লাভ করিলেন। তাঁহার একাদশটী পুত্রের নাম রূবেণ, শিমেয়োন, লেবি, যুদা, দান, নেপথালি, গাদ, আশের, ইস্‌সাখার, সাবুলোন ও যোসেফ; তাঁহার কন্যাটীর নাম দিনা।

যোসেফের জন্ম হইলে যাকোব লাবাণের সম্মুখে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া লাবাণ বলিলেন, "প্রভু যে তোমার অনুরোধে আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। তোমার বেতন স্থির করিয়া আমাকে বল; আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব"। যাকোব বলিলেন, "আপনার অভিমত হইলে আমি পুনর্ব্বার আপনার মেষপালকের কার্য্য করিব। আপনার পশুযূথ হইতে চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত মেষ ও ছাগ পৃথক্ করুন; সেই চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত পশুগণই আমার বেতনস্বরূপ হইবে"। ইহাতে লাবাণ সম্মত হইলেন। কিন্তু পরে চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত পশুগণের অতিশয় বাহুল্য দেখিয়া লাবাণ যাকোবকে একবর্ণের পশু দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই প্রকারে তিনি বারম্বার যাকোবের সহিত প্রবঞ্চনা করিলেন। কিন্তু প্রভু যাকোবের সহায় ছিলেন; সুতরাং তিনি অতিশয় সমৃদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার মেষ, ছাগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও দাসদাসী যথেষ্ট হইল।

১৫। যাকোবের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

(আদিগ্রন্থ, ৩১শ ও ৩২শ অধ্যায়)

"আমি অমঙ্গলের ভয় করিব না, কারণ তুমি আমার সহায়"। সাম ২২।৩

"মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের জীবন যুদ্ধমান"। ইয়োব ৭।১

পরে প্রভু যাকোবকে বলিলেন, "তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের দেশে তোমার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি তোমার সহায় হইব" তদনুসারে যাকোব তাঁহার সন্তানগণকে ও পত্নীদ্বয়কে উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া, এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া খানায়ান-দেশে তাঁহার পিতা ইসায়াকের সমীপে যাত্রা করিলেন।

যাকোব গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলে এক স্থানে তাঁহার সম্মুখে দেবদূতগণের আবির্ভাব হইল। এই হেতু যাকোব সেই স্থানের নাম মাহানায়িম রাখিলেন। অনন্তর তাঁহার ভ্রাতা এসৌর অনুগ্রহলাভার্থে তিনি তাঁহার সমীপে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দূতগণ প্রত্যাগমন করিয়া যাকোবকে বলিল, "আমরা আপনার ভ্রাতা এসৌর নিকটে গিয়াছিলাম; তিনি চারিশত লোক সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন"। তখন যাকোব অতিশয় ভীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে আমার পিতামহ আব্রাহামের পরমেশ্বর ও আমার পিতা ইসায়াকের পরমেশ্বর, এসৌর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর"। পরে যাকোব তাঁহার পশুযূথ হইতে এসৌর নিমিত্ত নানাবিধ উপঢৌকন মনোনীত করিলেন, এবং তৎসমুদয় ভৃত্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "তোমরা অগ্রসর হও"। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি অগ্রে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিব, পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারেন"।

রাত্রিকালে যাকোব তাঁহার পত্নীদ্বয়কে ও সন্তানগণকে লইয়া তরণস্থানে যাবোক-নদী পার হইলেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব পারে প্রেরিত হইলে তিনি সেই স্থানে একাকী থাকিলেন, এবং একটী পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিল। কিন্তু সেই পুরুষটী যাকোবকে জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায়

তাঁহার উরু-ফলকে আঘাত করিলেন, এবং তাহা স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষটী বলিলেন, "প্রভাত হইল, আমাকে অব্যাহতি দাও"। যাকোব বলিলেন, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনার অব্যাহতি নাই"। তখন সেই পুরুষটী যাকোবের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যাকোব তাঁহার নাম প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "অদ্যাবধি তোমার নাম যাকোব থাকিবে না, তোমার নাম ইস্রায়েল হইবে; কারণ তুমি পরমেশ্বরের সহিত ও মনুষ্য-গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ"। অনন্তর তিনি যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু যাকোবের উরুফলক গ্রন্থিচ্যুত হওয়ায় তিনি যাবজ্জীবন খঞ্জ হইলেন।

১৬। খানায়ানে যাকোবের আগমন

(আদিগ্রন্থ, ৩৩শ—৩৫শ অধ্যায়)

"ক্ষমা করিও, তাহাতে তোমাদিগকেও ক্ষমা করা হইবে"। শ্রীলূক ৬।৩৭।
'পরাৎপরের উদ্দেশে তোমার ব্রত উদ্‌যাপন কর"। সাম ৪৯।১৪।

সূর্য্যোদয় হইলে যাকোব দেখিলেন, এসৌ আসিতেছেন ও তাহার সহিত চারিশত অনুচর। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিজনবর্গের অগ্রগামী হইয়া সাতবার ভূমিতে প্রণিপাত করিতে করিতে এসৌর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্ম্মিলন হইল। এসৌ যাকোবকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের অশ্রুপাতে কনিষ্ঠ অশ্রুমুখ হইলেন, এবং উভয়ের অশ্রুজলে ভ্রাতৃবিরোধ নিমজ্জিত হইল। পরে এসৌ নারীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা তোমার কে"? যাকোব বলিলেন, "পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ইহারা আপনার ভৃত্যের পোষ্যবর্গ"। তখন যাকোবের পরিজনবর্গ এসৌর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর এসৌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথে যে পশুযূথ দেখিলাম, তাহা প্রেরণ করিয়াছ কেন"? যাকোব বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহ লাভ করিবার আশায়"। এসৌ সস্নেহে বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আমার যথেষ্ট আছে; তোমার বিত্ত তোমারই থাকুক"। তখন যাকোব সবিনয়ে বলিলেন, "তাহা হইবে না; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আপনাকে আমার উপঢৌকন

অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে”। যাকোবের নির্ব্বন্ধে এসৌ তাঁহার প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর যাকোব সেই স্থান হইতে সোকোথে গমন করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলেন। পরে তিনি খানায়ান-দেশের সিখেমে উপস্থিত হইয়া সেই নগরে বাস করিলেন, এবং একটী যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাগকর্ম্ম করিলেন।

অনন্তর পরমেশ্বর যাকোবকে আদেশ করিয়া বলিলেন, “উঠ, বেথেলে যাও; তোমার ভ্রাতা এসৌর সম্মুখ হইতে পলায়নকালে যে পরমেশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর”। তদনুসারে যাকোব সপরিবারে বেথেলে গমন করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বে যে স্থানে তাঁহার সম্মুখে পরমেশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি সেই স্থানে একটী প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি তৈল সেচন করিলেন।

পরে যাকোব সপরিবারে বেথেল হইতে প্রস্থান করিলেন। বেথ্‌লেহেমে উপস্থিত হইবার অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে রাখেলের প্রসব বেদনা হইল।
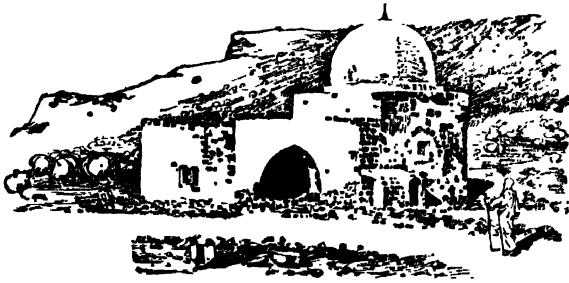
রাখেলের সমাধি।

তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, এবং যাকোব পুত্রটীর নাম বেঞ্জামিন রাখিলেন। রাখেলের কিন্তু প্রাণবিয়োগ হইল; বেথ্‌লেহেমে যাইবার পথের পার্শ্বে যাকোব তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া সেই স্থানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিলেন। তাহার পর পত্নীশোকার্ত্ত যাকোব অবিলম্বে হেব্রোণে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূজনীয় পিতার শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। প্রবাস হইতে বহুদিন পরে গৃহপ্রত্যাগত সন্তানকে বৃদ্ধ পিতা সস্নেহে ক্রোড়ে লইলেন, এবং

আনন্দ-পুলকিত হইলেন। জরা-পরিণত ইসায়াক ইহার পর প্রায় দ্বাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেষে ১৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল, এবং তাঁহার পুত্র এসৌ ও যাকোব তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন।

১৭। পিতৃগৃহে যোসেফ

(আদিগ্রন্থ, ৩৭শ অধ্যায়)

"জ্ঞানবান্ পুত্র পিতার আনন্দকর"। হিতোপদেশ ১০।১।
"গৃহস্থ স্বজনগণই মনুষ্যের শত্রু"। মীখা ৭।৬।
"যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত উপদ্রুত, তাঁহারাই ধন্য"। মাথেয় ৫।১০।

যোসেফ ষোড়শ বৎসর বয়সে তাঁহার বৈমাত্রেয়গণের সহিত পশু-চারণ করিতেন, এবং পিতার সমক্ষে তাহাদের কুকার্য্য বিবৃত করিতেন। তিনি

ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান; সুতরাং ইস্রায়েল সকল পুত্রাপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে নানাবর্ণের একটী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই হেতু তাঁহার বৈমাত্রেয়গণ তাঁহাকে হিংসা করিত ও তাঁহার সহিত আলাপ করিত না।

একদা যোসেফ স্বপ্নদর্শন করিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয়গণকে বলিলেন, "আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি; আমরা ক্ষেত্রে শস্যের গুচ্ছ করিতেছিলাম। হঠাৎ আমার গুচ্ছটী দণ্ডায়মান হইল, এবং তোমাদের গুচ্ছ তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল"। এই স্বপ্ন-বর্ণনের ফলে তাহারা যোসেফকে অধিকতর হিংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর যোসেফ পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার পিতাকে ও বৈমাত্রেয়গণকে বলিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সূর্য্য চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণিপাত করিল"। তাঁহার পিতা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার স্বপ্ন-বর্ণন অসঙ্গত। আমি, তোমার মাতা ও তোমার ভ্রাতৃগণ, আমরা কি তোমার সম্মুখে ভূমিতে প্রণিপাত করিতে আসিব"? ইহার পর যোসেফ তাঁহার বৈমাত্রেয়গণের চক্ষুশূল হইলেন; তাঁহার পিতা কিন্তু এই স্বপ্ন-বর্ণন মনে রাখিলেন।

১৮। ভ্রাতৃবিক্রয়

(আদিগ্রন্থ ৩৭শ অধ্যায়)

"তাহারা উপকারশোধার্থে আমার অপকার করিল, এবং আমার প্রেমশোধার্থে আমার শত্রু হইল"। সাম ১০৮।৫।

"যে অধর্ম্ম-বীজ বপন করে, সে ক্লেশ-শস্য কর্ত্তন করিবে"। হিতোপদেশ ২২।৮।

"প্রভু বলেন, আমার সঙ্কল্প ও তোমাদের সঙ্কল্প এক নহে এবং তোমাদের পথ ও আমার পথ এক নহে"। ইসায়িয়াস ৫৫।৮।

একদা যোসেফের বৈমাত্রেয়গণ সিখেমে পশু-চারণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে ইস্রায়েল যোসেফকে বলিলেন, "তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুযূথ কুশলে আছে কি না, তাহা দেখিয়া আইস"। তদনুসারে তিনি সিখেমে গমন করিলেন। তাঁহাকে প্রান্তরে পরিভ্রমন করিতে দেখিয়া একটী লোক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি অন্বেষণ করিতেছেন"? তিনি বলিলেন, "আমার ভ্রাতৃগণের অন্বেষণ করিতেছি; তাঁহারা কোন্ স্থানে পশু-চারণ করিতেছেন, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন"। লোকটী তাঁহাকে বলিল, "তাহারা এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে; কারণ তাহাদের বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'চল দোথানে যাই'। ইহাতে যোসেফ দোথানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয়গণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, "ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছেন; উহাকে বধ করিয়া একটা গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে হইবে; পরে বলিব, কোন হিংস্র জন্তু উহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; তখন দেখিব, উহার স্বপ্নের কি পরিণাম হয়"। ইহা শ্রবণ করিয়া রূবেণ তাহাদের

হস্ত হইতে যোসেফকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইল। সে বলিল, "তোমরা রক্তপাতে হস্ত কলঙ্কিত করিও না; উহাকে বরং প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে
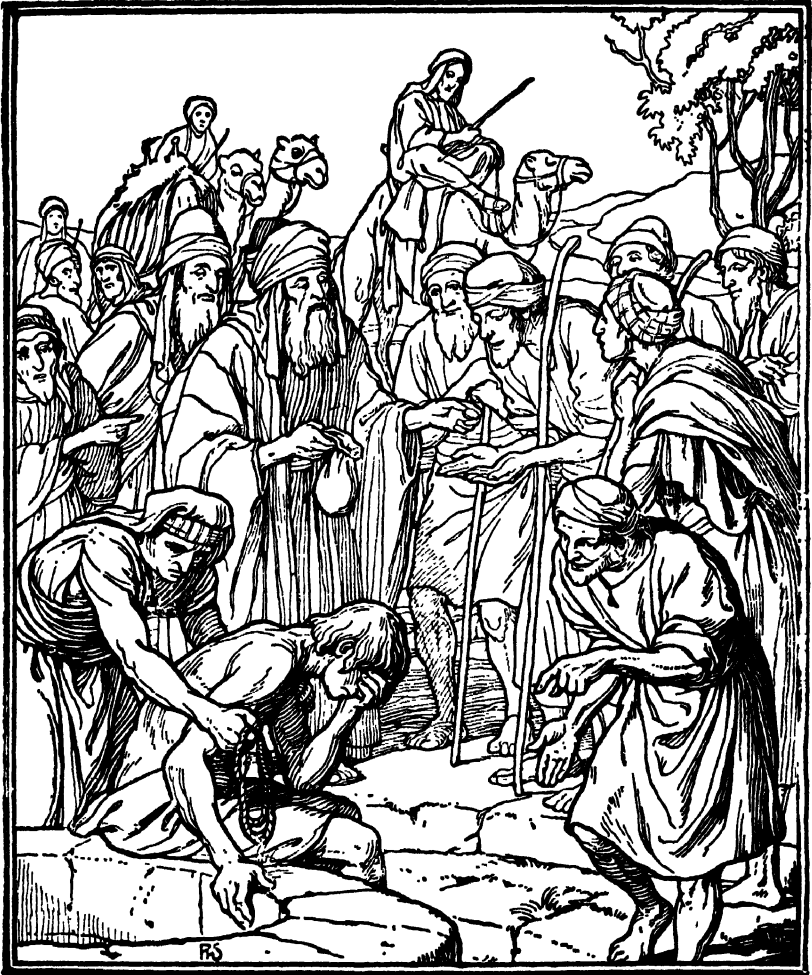
ফেলিয়া দাও"। রূবেণ এই প্রকারে তাহাদের হস্ত হইতে যোসেফকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল।

যোসেফ তাঁহার বৈমাত্রেয়গণের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা নানা-বর্ণের সেই বস্ত্রটী তাঁহার গাত্র হইতে অপনীত করিয়া তাহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিল; সেই গর্ত্ত জলশূন্য ছিল। পরে তাহারা ভোজনাসীন হইয়া

দেখিল, গালাদ হইতে একদল ব্যবসায়ী আসিতেছে; তাহারা উষ্ট্রবাহনে গুগ্‌গুলাদি গন্ধদ্রব্য লইয়া মিসরদেশে গমন করিতেছিল। তখন যূদা বলিল, "ভ্রাতৃবধ করিয়া আমাদের লাভ কি? আইস, আমরা ঐ ব্যবসায়ীগণের হস্তে উহাকে বিক্রয় করি; উহার উপরে হাত তুলিব না কারণ সে আমাদের

ভ্রাতা"। ইহাতে ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল। পরে ব্যবসায়ীগণ নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা যোসেফকে গর্ত্ত হইতে উন্নয়ন করিল, এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রায় তাঁহাকে সেই ব্যবসায়ীগণের হস্তে বিক্রয় করিল। তাহারা যোসেফকে মিসরদেশে লইয়া গেল। এই ক্রয়বিক্রয়ের সময় রূবেণ উপস্থিত ছিল না। সে গর্ত্তের নিকটে প্রত্যাগমন করিল, কিন্তু যোসেফকে না দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা একটী ছাগবৎস বধ করিয়া যোসেফের বস্ত্র রক্তাক্ত করিল, এবং তাহা পিতার গৃহে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আমরা এই বস্ত্রটী পাইয়াছি; আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহা যোসেফের কি না"। বস্ত্রটী দেখিবামাত্র ইস্রায়েল উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "ইহা যে আমার যোসেফেরই বস্ত্র! হায়! বন্য জন্তুর করাল মুখে আমার বৎসের অপমৃত্যু হইল"। অনন্তর শোকাকুল পিতা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সযত্ন হইলেও তাঁহার শোক প্রশমিত হইল না। তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "এই নিদারুণ শোকই আমাকে পরলোকে আমার প্রাণাধিক পুত্রের নিকটে লইয়া যাইবে"; শেষে তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, এবং তিনি অহোরাত্র বিলাপ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

১৯। পুতিফারের গৃহে যোসেফ

(আদিগ্রন্থ, ৩৯শ অধ্যায়)

' পরীক্ষাকালে তিনি বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন হইলেন''। প্রবক্তা ৪৪।২১।
''বৎস, পাপিগণ তোমাকে প্রলোভন দেখাইলে তুমি সম্মত হইও না''। হিতোপদেশ ১।১০।

মিসরদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ীগণ যোসেফকে মিসরাধিপতির রক্ষিবর্গের অধ্যক্ষ পুতিফারের হস্তে বিক্রয় করিল। পরমেশ্বর কিন্তু যোসেফের সহায় ছিলেন, এবং তিনি অনতিবিলম্বে পুতিফারের অনুগ্রহভাজন হইলেন। যোসেফের কার্য্যকৌশল্যে ও বিশ্বাস্যতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুতিফার তাঁহাকে নিজ-গৃহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার হস্তে পুতিফারের সর্ব্বস্ব সমর্পিত হইল। তাঁহার অনুরোধে পরমেশ্বরও সর্ব্ববিষয়ে পুতিফার-পরিবারের মঙ্গল করিলেন।

পুতিফারের পত্নী কিন্তু অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা ছিল। সে যোসেফকে তাহার সহিত ব্যভিচারাসক্ত হইতে উত্তেজিত করিত; কিন্তু যোসেফ প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "আপনি আমার প্রভুপত্নী। আমার প্রভু আমাকে যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; তিনি আমাকে সর্ব্বথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি কি প্রকারে এই মহাপাপ করিব"?

একদিন যোসেফ কার্য্যানুরোধে অন্তঃপুরের একটী নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই সুযোগে সেই লজ্জাহীনা কুলটা যোসেফের বস্ত্র ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে যথাপূর্ব্ব কুৎসিত প্রস্তাব করিল; অনন্যগতি যোসেফ তাহার হস্তে নিজ-বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সে গৃহের ভৃত্য-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ''উনি যে ইব্রীয়টাকে গৃহে আনিয়াছেন, সে আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিল; আমি ভয়ে চিৎকার করিবামাত্র লোকটা আমার হস্তে তাহার বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল"। পরে পুতিফার গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পত্নী সতীত্বের অভিনয় করিয়া তাঁহাকে বলিল, ''তোমার স্নেহভাজন ইব্রীয়টা নরপিশাচ; সে আমাকে নির্জ্জন-কক্ষে একাকিনী পাইয়া আমার সতীত্ব নাশ করিবার চেষ্টা করে। আমি অনন্যগতি হইয়া ভয়ে চীৎকার করিবামাত্র সে আমার হস্তে তাহার বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল''।

পুতিফার পত্নীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন; পরে তিনি যোসেফের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে বিচারালয়ের আদেশে যোসেফের কারাদণ্ড হইল।

২০। কারাগারে যোসেফ

(আদিগ্রন্থ, ৪০শ অধ্যায়)

"আমি ধার্ম্মিককে পরিত্যক্ত দেখি নাই"। সাম ৩৬।২৫।

"প্রভু পরমেশ্বর হইতেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়"। প্রবক্তা ১।১।

বিনা দোষে যোসেফের কারাবাস হইল; কিন্তু কারাগারেও পরমেশ্বর তাঁহার সহায় থাকায় তিনি কারাপালের অনুগ্রহভাজন হইলেন, এবং কারাপাল অন্যান্য বন্দির অধ্যক্ষতা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই সময়ে মিসরাধিপতি ফারায়োনের প্রধান পাত্রবাহক ও প্রধান মোদক রাজাদেশে কারাবদ্ধ হইল।

একদিন প্রাতঃকালে যোসেফ ভূতপূর্ব্ব রাজভৃত্যদ্বয়ের ম্লানমুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য তোমাদের মুখ বিষণ্ণ কেন"? তাহারা উত্তর করিল, "আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু স্বপ্নবিচারক কেহই নাই"। যোসেফ বলিলেন, "স্বপ্নবিচার কেবল পরমেশ্বরের অধিকার; কিন্তু তাঁহার কৃপা হইলে আমিও স্বপ্নবিচার করিতে পারি। তোমাদের স্বপ্নবৃত্তান্ত বল"।

অনন্তর প্রধান পাত্রবাহক বলিল, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটী দ্রাক্ষালতা ও তাহার তিনটী বিটপ; তাহাতে স্তবকে স্তবকে ফল হইয়া পক্ক হইল। তখন আমার হস্তে ফারায়োনের পানপাত্র ছিল, এবং আমি সেই পানপাত্রে দ্রাক্ষাফল নিপীড়ন করিয়া পাত্রটী ফারায়োনকে প্রদান করিলাম"। যোসেফ বলিলেন, "ঐ তিনটী বিটপের অর্থ তিনটী দিন; তিন দিনের মধ্যে ফারায়োন তোমাকে পূর্ব্বপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিবেন। তখন আমাকে স্মরণ করিও, এবং রাজসমীপে অনুনয় করিয়া আমাকে এই কারাগার হইতে উদ্ধার করিও; কারণ আমি নির্দ্দোষ"।

যোসেফের স্বপ্নবিচারে আশ্বস্ত হইয়া প্রধান মোদক বলিল, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার মস্তকে তিনটী অনেকরন্ধ্র ঝুড়ী; উপরিস্থ ঝুড়ীতে

ফারায়োনের নিমিত্ত নানাবিধ মিষ্টান্ন ছিল, এবং পক্ষিগণ সেই মিষ্টান্ন নিঃশেষে ভক্ষণ করিল"। মোদকের স্বপ্নবিবরণ শ্রবণ করিয়া যোসেফ বলিলেন, "তিনটী ঝুড়ীর অর্থ তিনটী দিন। তিন দিনের মধ্যে ফারায়োনেয় আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে, এবং পক্ষিগণ তোমার মৃতদেহ ভক্ষণ করিবে"।

পরে তৃতীয় দিনে ফারায়োনের জন্মোৎসব হইল, এবং তিনি ভৃত্যবর্গের নিমিত্ত ভোজের আয়োজন করিলেন। সেই দিবসে যোসেফের স্বপ্নবিচারানুসারে প্রধান পানপাত্রবাহক স্বপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইল, এবং সে ফারায়োনকে সেবা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রধান মোদকের প্রাণদণ্ড হইল। প্রধান পানপাত্রবাহক নিজ-সৌভাগ্যে উল্লসিত হইল বটে, কিন্তু যোসেফকে স্মরণ করিল না।

২১। যোসেফের উচ্চপদ-প্রাপ্তি

(আদিগ্রন্থ, ৪১শ অধ্যায়)

"প্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ"। সাম ১১০।১০।

"রাজার চিত্ত প্রভুর হস্তে জলপ্রবাহবৎ; তিনি যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে তাহা প্রবর্ত্তিত করেন"। হিতোপদেশ ২১।১।

দুই বৎসর পরে ফারায়োন স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি নদীকূলে দণ্ডায়মান: অকস্মাৎ সাতটী হৃষ্টপুষ্টা, সুন্দরী ধেনু নদীর জল হইতে উঠিয়া আসিয়া নদীতটস্থ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল। অতঃপর সাতটা কৃশাঙ্গী, কুৎসিত ধেনু নদীর জল হইতে উঠিয়া আসিয়া সাতটী হৃষ্টপুষ্টা ধেনুকে গ্রাস করিল। তখন ফারায়োনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার পর তিনি নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখিলেন। এক বৃন্তে স্থূলাকার, সুন্দর সাতটী শীষ উঠিল; পরে সাতটা শুষ্ক, শীর্ণ শীষ বাহির হইয়া সাতটী স্থূলাকার শীষ গ্রাস করিল। তাহার পর ফারায়োনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ফারায়োন প্রাতঃকালে উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে রাজভৃত্য প্রেরণ করিলেন. এবং মিসরদেশের সমস্ত স্বপ্ন-বিচারক ও পণ্ডিতকে রাজসভায় সমাহূত করিয়া তাঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন; কিন্তু কেহই স্বপ্নের অর্থ করিতে পারিল না।

তখন প্রধান পাত্রবাহক যোসেফকে স্মরণ করিয়া ফারায়োনকে বলিল, "মহারজ, কারাগারে একটী ইব্রীয় যুবক আছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কারাগারে আমার ও প্রধান মোদকের স্বপ্নার্থ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহার স্বপ্নবিচার অক্ষরশঃ পূর্ণ হইয়াছে। আমি মহারাজের অনুগ্রহে স্বপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়াছি, এবং প্রধান মোদকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে"। তখন ফারায়োন যোসেফকে রাজসভায় আনয়ন করিয়া তাঁহার সমক্ষে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন।

তাহা শ্রবণ করিয়া যোসেফ বলিলেন, "মহারাজ, পরমেশ্বর যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাই আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছেন। ঐ সাতটী হৃষ্টপুষ্টা ধেনু ও সাতটী স্থূলাকার শীষ শস্যবাহুল্যের সাত বৎসর, এবং সাতটী কৃশাঙ্গী ধেনু ও সাতটী শুষ্ক শীষ দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর। মহারাজ, সমগ্র মিশর-দেশে সাত বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। অতএব আপনি নগরে নগরে সুবিজ্ঞ রাজপুরুষ নিযুক্ত করুন, এবং যে সাত বৎসর শস্যবাহুল্য হইবে, সেই সময়ে শস্যের পঞ্চমাংশ রাজভাণ্ডারে সঞ্চয় করুন। এই প্রকারে দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরের নিমিত্ত ভক্ষ্য সঞ্চিত থাকিবে, এবং দুর্ভিক্ষে আপনার রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবে না"।
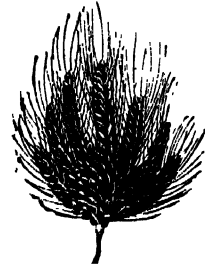
মিশর দেশের গম।

যোসেফের স্বপ্নবিচারে ও সুমন্ত্রণায় সন্তুষ্ট হইয়া মিসররাজ বলিলেন, "স্বয়ং পরমেশ্বর আপনার অন্তরে বিরাজমান; আপনার তুল্য

মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। আমার রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমি আপনাকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম। অদ্য হইতে আমার প্রজামণ্ডল আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিবে"। অনন্তর ফারায়োণ যোসেফকে তাঁহার পদোচিত পট্টবস্ত্র, অঙ্গুরীয় ও মণিমালাদি আভরণে বিভূষিত করিলে তিনি রাজকীয় রথে আরোহণ করিয়া রাজধানী পরিদর্শনার্থে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; রাজদূতগণ ঘোষণা করিতে লাগিল, "হে মিসরবাসিগণ, তোমরা প্রণিপাত কর; ইনি আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি"। ইহার পর ফারায়োণ যোসেফকে জগত্রাতা উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত ওন-নিবাসী পুতিফার-নামক যাজকের আসেনেথ-নাম্নী কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন। এই সময়ে যোসেফের বয়স ত্রিশ বৎসর।

২২। যোসেফের শাসনাধিকার

(আদিগ্রন্থ, ৪১শ অধ্যায়)

"জাতিবর্গ তাঁহার প্রজ্ঞা ঘোষনা করে"। প্রবক্তা ৩৯।১৪

"মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে, দুর্ভিক্ষে তাহাদিগকে বাঁচাইতে"। সাম, ৩২।১৯

যোসেফের ভবিষ্যদ্বাদানুসারে শস্যবাহুল্যের সপ্ত বৎসর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল, এবং তিনি নগরে নগরে বিশাল ধান্যাগার নির্ম্মাণ করিয়া অপরিমেয়

শস্য সঞ্চয় করিলেন। যথাসময়ে দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসর আরম্ভ হইল, এবং দুর্ভিক্ষ প্রবল হইলে যোসেফ সমস্ত ধান্যাগার হইতে শস্য বিক্রয় করিয়া প্রজা-

গণের প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সর্ব্বদেশীয় লোক মিসরে শস্য ক্রয় করিতে আসিল; কারণ সকল-দেশেই দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল।

২৩। যাকোবের পুত্রগণের মিসর-যাত্রা

(আদিগ্রন্থ, ৪২শ অধ্যায়)

"প্রতিফলদান আমারই কর্ম্ম, এবং আমিই যথাসময়ে তাহাদিগকে নিপাতন করিব"। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২।৩৫।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কানায়ান-দেশে যাকোব শ্রবণ করিলেন, মিসরে শস্য বিক্রয় হইতেছে। তখন তিনি তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, "তোমরা মিসরে গিয়া শস্য ক্রয় করিয়া আন, নতুবা অন্নাভাবে আমাদের মৃত্যু হইবে"। যাকোবের দশ পুত্র পিত্রাজ্ঞায় মিসরাভিমুখে যাত্রা করিল। কনিষ্ঠ পুত্র বেন্‌জামিনের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া যাকোব তাহাকে গৃহে রাখিলেন।

দশ ভ্রাতা নিরাপদে মিসরদেশে উপস্থিত হইল, এবং যোসেফের দর্শন-লাভ করিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইল। তাহারা তাঁহাকে চিনিতেও পারিল না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে চিনিলেন, এবং বাল্যকালের স্বপ্ন তাঁহার স্মরণ হইল। অনন্তর তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কর্কশভাবে বলিলেন, "তোমরা চর, দেশের ছিদ্রান্বেষণ করিতে আসিয়াছ"।

তাহারা উত্তর করিল, "না, প্রভো, আমরা নিরীহ; কেবল শস্য ক্রয় করিতে আসিয়াছি। আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কানায়ান-দেশনিবাসী এক জনের পুত্র; আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃদ্ধ পিতার সহিত গৃহে আছে, এবং একজন জীবিত নাই"।

যোসেফ ভ্রকুটীপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, "না, না, তোমরা অবশ্য চর!" তিনি অতঃপর তাহাদিগকে তিন দিন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় দিবসে তাহাদিগকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়া যোসেফ বলিলেন, "তোমরা সত্যবাদী কি না, তাহা পরীক্ষা করিব। এখন শস্য লইয়া গৃহে যাও, এবং তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকট লইয়া আইস সে-পর্য্যন্ত তোমাদের একজন কারাবদ্ধ থাকিবে"।

ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, "সহোদর যোসেফের প্রতি আমাদের নৃশংস ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিফল পাইতেছি। তাহার প্রাণের কষ্ট ও আকুল ক্রন্দন আমরা উপেক্ষা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত আমাদের এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে"।

ভ্রাতৃগণ মনে করিল, যোসেফ তাহাদের কথা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি তাহাদের সমস্ত কথোপকথন বুঝিলেন, এবং অন্তরালে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; পরে তিনি সিমেয়োনকে তাহাদের সাক্ষাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইলেন, এবং তাহাদের ছালা শস্যে পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক জনের দেয় মূল্য গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহা ছালার মুখে রাখিতে দাসগণকে আদেশ করিলেন। দাসেরা তদ্রূপ করিল। অতঃপর ভ্রাতৃগণ গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে ছালা স্থাপন করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল।

পথিকাশ্রম

গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহারা পিতাকে আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। পরে ছালা খুলিয়া প্রত্যেকজন ইহার মুখে শস্যের মূল্য দেখিতে পাইল, এবং ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। যাকোব বলিলেন, "তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিয়াছ; যোসেফ নাই, সিমেয়োন নাই, বেঞ্জামিনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ। সে কদাপি তোমাদের সঙ্গে যাইবে না; তাহার কোন বিপদ্ হইলে এই বৃদ্ধকালে পুত্রশোকে আমার প্রাণান্ত হইবে"।

২৪। যোসেফের ভ্রাতৃগণের দ্বিতীয় মিসর-যাত্রা

(আদিগ্রন্থ, ৪৩শ অধ্যায়)

"যাহারা তোমাদিগকে হিংসা করে, তাহাদের মঙ্গল কর"। মথি ৫।৪৪।

"তুমি বলিও না, অপকারের প্রতিফল প্রদান করিব"। হিতোপদেশ ২০।২২।

"যে প্রতিহিংসা-প্রয়াসী, সে প্রভু হইতে প্রত্যপকার লাভ করিবে"। প্রবক্তা ২৮।১।

মিসর হইতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ যে শস্য আনিয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইল; কিন্তু দুর্ভিক্ষের শেষ হইল না। সুতরাং ইস্রায়েল তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, "তোমরা মিসরে গিয়া পুনর্ব্বার শস্য ক্রয় করিয়া আন"। যুদাস বলিল, "সেই রাজপুরুষ আদেশ করিয়াছেন, 'তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আসিলে তোমরা আমার সম্মুখে আসিও না"। অতএব বেঞ্জামিনকে আমাদের সহিত প্রেরণ করুন। আমিই তাহার নিমিত্ত দায়ী হইলাম। তাহাকে পুনর্ব্বার আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে না পারিলে আমি যাবজ্জীবন আপনার সম্মুখে অপরাধী থাকিব"।

শেষে ইস্রায়েল সম্মত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এক কর্ম্ম কর; সেই রাজপুরুষটীর নিমিত্ত উপঢৌকন লইয়া যাও। সঙ্গে দ্বিগুণ অর্থ লও; এবং তোমাদের ছালার মুখে যে অর্থ আসিয়াছে, তাহাও পুনর্ব্বার লইয়া যাও। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তোমাদিগকে সেই রাজপুরুষটীর অনুগ্রহভাজন করুন, যেন তিনি সিমেয়োনকে ও বেঞ্জামিনকে ছাড়িয়া দেন। তদবধি আমি পুত্র-বিরহিত হইয়া শোকাকুল থাকিব"।

অতঃপর তাহারা মিসরাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং সেই দেশে উপস্থিত হইয়া শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিল। যোসেফ তাহাদের সঙ্গে বেঞ্জামিনকে দেখিয়া তাঁহার গৃহাধ্যক্ষকে বলিলেন, "ইহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাও; ইহারা আমার সঙ্গে আহার করিবে"। গৃহাধ্যক্ষ প্রভুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া সিমেয়োনকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

কিয়ৎকাল পরে যোসেফ আসিলেন; তিনি আহারগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিল ও উপঢৌকন প্রদান করিল। যোসেফ সদয়ভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা

যে বৃদ্ধ পিতার কথা বলিয়াছিলে, তাঁহার কুশল ত? তিনি কি জীবিত আছেন?" তাহারা উত্তর করিল, "আমাদের পিতা কুশলে আছেন"। তখন বেঞ্জ

দেখিয়া যোসেফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা আমাকে বলিয়াছিলে, সে কি এই"? তিনি বেঞ্জামিনকে বলিলেন, "বৎস, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"। কনিষ্ঠ সহোদরকে দর্শন করিয়া যোসেফের হৃদয় স্নেহার্দ্র হইল, এবং তিনি নিজ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া রোদন করিলেন।

পরে মুখ প্রক্ষালণ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণের সম্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং ভৃত্যগণকে খাদ্য পরিবেষণ করিতে আদেশ করিলেন। ভোজনকক্ষে বয়ঃক্রমানুসারে ভ্রাতৃগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে উপবেশন করিল। যোসেফ সযত্নে তাহাদিগকে ভক্ষ্য পরিবেশন করাইলেন; কিন্তু সকলের অংশ হইতে বেঞ্জামিনের অংশ পঞ্চগুণ অধিক হইল। অনন্তর ভ্রাতৃগণ হৃষ্টচিত্তে রাজভোগ আহার করিল।

২৫। যোসেফের আত্ম-প্রকাশ

(আদিগ্রন্থ, ৪৪শ ও ৪৫শ অধ্যায়)

"তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে"। যোহন ১৬।২০।
"তোমার ভ্রাতা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে তাহাকে ভৎ'সনা করিও; এবং সে অনুতাপ করিলে তাহাকে ক্ষমা করিও"। লুক ১৭।৩।

ভ্রাতৃগণ পরস্পর দ্বেষহিংসা করে কি না, তাহা অবগত হইবার নিমিত্তই যোসেফ বেঞ্জামিনের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। আহার শেষ

হইলে যোসেফ তাঁহার গৃহাধ্যক্ষকে বলিলেন, "এই লোকদের ছালা শস্যে পরিপূর্ণ কর, এবং প্রতিজনের প্রদত্ত মূল্য তাহার ছালার মুখে রাখ; কনিষ্ঠের ছালার মুখে তাহার প্রদত্ত মূল্যের সহিত আমার রৌপ্যের পানপাত্র রাখ"। গৃহাধ্যক্ষ যোসেফের আদেশানুসারে কার্য্য করিল। প্রভাত হইবামাত্র ভ্রাতৃগণ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া অধিক দূরে যাইতে না যাইতে যোসেফ তাঁহার গৃহাধ্যক্ষকে বলিলেন, "ঐ লোকদের অনুসরণ কর, এবং উহাদের সঙ্গ ধরিয়া বল, 'তোমরা কৃতঘ্ন হইয়া আমার প্রভুর পানপাত্র চুরি করিয়াছ। তোমাদের নিস্তার নাই' "।

গৃহাধ্যক্ষ দ্রুতপদে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করিল। তাহারা বলিল, "মহাশয়, আমাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতেছেন কেন? আমাদের ছালার মুখে যে অর্থ নিভৃতে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার আনয়ন করিয়াছি। ইহা তস্করের লক্ষণ নহে; আমরা আপনার প্রভুর পানপাত্র চুরি করি নাই। আমাদের সর্ব্বস্ব পরীক্ষা করুন। যাহার সহিত পান-পাত্র থাকিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হউক; আমরাও আপনার প্রভুর ক্রীতদাস হইব"। তথাস্তু বলিয়া গৃহাধ্যক্ষ প্রত্যেকের ছালা পরীক্ষা করিল; কনিষ্ঠ বেঞ্জামিনের ছালা হইতে পানপাত্র বাহির হইল। তখন তাহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিল।

যোসেফের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণ তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। যোসেফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কৃতঘ্ন হইলে কেন"? যুদাস্ বলিল, "প্রভো আমাদের কোন উত্তর নাই। পরমেশ্বর আমাদের অপরাধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আপনার দাস হইলাম"। যোসেফ উত্তর করিলেন, "তাহা হইতে পারে না; যে পানপাত্র চুরি করিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে। তোমরা কুশলে স্বদেশে প্রস্থান কর"। তখন যুদাস্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "প্রভো, এই যুবকটীর প্রত্যাগমনের বিষয়ে আমি কৃতপ্রতিজ্ঞ; ইহার স্থানে আমিই প্রভুর দাস হইব; ইহাকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে স্বদেশে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করুন"।

ইহার পর যোসেফ আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন, "আমি যোসেফ; আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবিত

আছেন"? ইহা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ ভয়ে বাক্‌শক্তিহীন হইল। কিন্তু যোসেফ তাহাদিগকে সস্নেহে বলিলেন, "নিকটে আইস। আমি যোসেফ, তোমাদের ভ্রাতা; তোমরা আমাকেই বিক্রয় করিয়াছিলে। ভয় করিও না; তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে পরমেশ্বরই তোমাদের অগ্রে আমাকে মিসরদেশে প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহারই কৃপায় আমি মিসরের রাজপ্রতিনিধি হইয়াছি। তোমরা শীঘ্র পিতৃসন্নিধানে গমন কর, এবং তাঁহাকে আমার কুশল জানাইয়া বল, আমি তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে এই দেশে আসিতে অনুনয় করিতেছি। তিনি পুত্রপৌত্রাদির সহিত গেস্সেন-প্রদেশে বাস করিবেন। সেই স্থানে আমি তাঁহাকে প্রতিপালন করিব; কারণ আর পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে"। অনন্তর অশ্রু-পরিপ্লুত যোসেফ সহোদর বেঞ্জামিনকে আলিঙ্গন ও প্রত্যেক ভ্রাতাকে চুম্বন করিলেন। তখন তাহারা সমাশ্বস্ত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

যোসেফের ভ্রাতৃগণের আগমন সংবাদে মিসররাজ ও সমস্ত রাজপরিবার অতিশয় প্রীত হইলেন। মিসররাজ যোসেফকে বলিলেন, "আপনার ভ্রাতৃগণকে বলুন, তাঁহাদিগকে কানায়ান হইতে আপনার পিতাকে ও জ্ঞাতিবর্গকে আমার রাজ্যে আনয়ন করিতে হইবে। আমি তাঁহাদিগকে আমার রাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিব"। রাজাদেশে উপযুক্ত শকট ও প্রচুর পাথেয়ের আয়োজন হইল; যোসেফ প্রত্যেক বৈমাত্রেয়কে যুগ্ম পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন, কিন্তু সহোদর বেঞ্জামিনকে পঞ্চ পরিচ্ছদ ও ত্রিশত টাকা দিয়া আদরাধিক্য প্রদর্শন করিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার ও প্রচুর ভক্ষ্য পিতার নিমিত্ত কানায়ানে প্রেরণ করিলেন, এবং বিদায়কালে ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, "সাবধান, পথে বিবাদ করিও না"।

২৬। যাকোবের মিসর-যাত্রা

(আদিগ্রন্থ, ৪৫শ ও ৪৬শ অধ্যায়)

"প্রভু আমার জ্যোতিঃ, আমার ত্রাণ"। সাম ২৬।১।
"তুমি আমার বিলাপ আনন্দে পরিণত করিয়াছ"। সাম ২৯।১২।

মিসর হইতে যাত্রা করিয়া যোসেফের দশ ভ্রাতা যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল, এবং পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "যোসেফ জীবিত

আছে, এবং সমগ্র মিসরদেশের রাজপ্রতিনিধি হইয়াছে"। পুত্রগণের কথায় বৃদ্ধ ইস্রায়েলের বিশ্বাস হইল না; শেষে তাহারা ইস্রায়েলকে যোসেফের প্রেরিত শকট ও উপঢৌকনাদি প্রদর্শন করিলে তিনি হর্ষ-বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "বৎস যোসেফ অদ্যাপি জীবিত, ইহা আমার মহাভাগ্য; আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে মিসরে গিয়া বৎসের মুখচন্দ্র দেখিব"।

অনন্তর ইস্রায়েল তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া সপরিবারে মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং কানায়ানের সীমান্তবর্ত্তী বের্শাবীতে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলেন। রাত্রিকালে পরমেশ্বর স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলিলেন, "নির্ভয়ে মিসরে গমন কর। কারণ সেই দেশে আমি তোমাকে একটী মহাজাতির কুলপুরুষ করিব। আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে গমন করিব, এবং আমিই সেই দেশ হইতে তোমার বংশধরগণকে প্রত্যানয়ন করিব। যোসেফ তোমার নয়নদ্বয় নিমীলন করিবে"। প্রভাত হইলে ইস্রায়েল সৌত্তর পরিজন লইয়া বের্শাবী হইতে যাত্রা করিলেন।

যোসেফকে পিতার আগমন-সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত যুদাস্ অগ্রগামী হইল। ইস্রায়েল যথাসময়ে গেসেনে উপস্থিত হইলে যোসেফ নিজ-রথে পিতৃদর্শনার্থে গমন করিলেন, এবং পিতার সম্মুখীন হইবামাত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। ইস্রায়েল যোসেফকে বলিলেন, "বৎস তোমাকে জীবিতাবস্থায় পাইলাম, তোমার মুখচন্দ্র দেখিলাম; এখন আনন্দে প্রাণত্যাগ করিতে পারিব"।

২৭। মিসরে ইস্রায়েলের অবস্থিতি

(আদিগ্রন্থ, ৪৭শ অধ্যায়)

"আমি তোমার সম্মুখে বিদেশী, আমার সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের সদৃশ প্রবাসী"। সাম ৩৮।১৩।

"এই দেহ-বাটীতে অবস্থানকালে আমরা প্রভু হইতে দূরে প্রবাস করিতেছি"। ২য় করিন্থীয় ৫।৬।

"ইহলোকে আমাদের স্থায়ি নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবি-নগরের অন্বেষণ করিতেছি"। ইব্রীয় ১৩।১৪।

অনন্তর যোসেফ মিসররাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পশুযূথ ও সর্ব্বস্বের সহিত কানায়ান হইতে

আসিয়াছেন"। ইহার পর যোসেফ তাঁহার ভ্রাতৃগণের পঞ্চজনকে রাজ-দর্শন করাইলেন। মিসররাজ যোসেফের পঞ্চ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের ব্যবসায় কি"? তাহারা সবিনয়ে বলিল, "মহারাজ আপনার এই ভৃত্যগণ পুরুষানুক্রমে পশুপালক। আমরা আপনার রাজ্যে প্রবাসার্থে আসিয়াছি; কারণ ভীষণ দুর্ভিক্ষবশতঃ কানায়ানে আমাদের পশুযূথের তৃণাদি নাই! আমরা মহারাজ-সমীপে গেস্সেনে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি"। মিসররাজ যোসেফকে বলিলেন, "আমার বিস্তীর্ণ রাজ্যের উৎকৃষ্ট স্থানে আপনার পিতা ও ভ্রাতৃগণ বাস করিবেন; তাঁহাদের বাসার্থে গেস্সেন-প্রদেশ নির্দ্দিষ্ট হইল। অধিকন্তু আপনার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যকুশল, তাঁহাদিগকে আমার পশুযূথের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন"।

ইহার পর যোসেফ তাঁহার পিতাকে রাজদর্শন করাইলেন। বৃদ্ধ ইস্রায়েল মিসররাজকে অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। মিসররাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কত বৎসর বয়স হইয়াছে"? ইস্রায়েল বলিলেন, "মহারাজ, আমার কষ্টকর প্রবাসকালের একশত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে। আমার বয়সের পরিমাণ অল্প; তাহা আমার পূর্ব্বপুরুষগণের বয়সের তুল্য হয় নাই"। কথোপকথন সমাপ্ত হইলে ইস্রায়েল মিসররাজকে পুনর্ব্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে যোসেফ তাঁহার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে গেস্সেন-প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার পিতার সমস্ত পরিজনকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

২৮। ইস্রায়েলের অন্তিম আদেশ

(আদিগ্রন্থ, ৪৭শ—৪৯শ অধ্যায়)

"তোমার জন্মদাতা পিতার বাক্যে অবধান করিও; তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিও না"। হিতোপদেশ ২৩।২২।

"ঐ দেখ, যিনি যুদাস-বংশীয় সিংহ, দাবিদের মূলস্বরূপ, তিনি বিজয়ী হইয়াছেন"। প্রকাশিত বাক্য ৫।৫।

মিসরদেশে ইস্রায়েল সপ্তদশ বৎসর জীবিত থাকিলেন, এবং তাঁহার বয়স একশত সাতচল্লিশ বৎসর হইল। তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে তিনি

যোসেফকে বলিলেন, “বৎস, আমার প্রাণান্ত হইলে আমাকে মিসরদেশে সমাধি-নিহিত করিও না। আমি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে শয়ন করিতে উৎসুক হইয়াছি; তুমি আমার মৃতদেহ মিসর হইতে স্বদেশে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সমাধিক্ষেত্রে নিহিত করিও। যোসেফ দিব্য করিয়া বলিলেন, “আমি আপনার আদেশ পালন করিব”।

অনতিবিলম্বে যোসেফ পিতার সন্নিপাতের সংবাদ অবগত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র মানাসে ও এফ্রায়িমকে সঙ্গে লইয়া পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ইস্রায়েল প্রয়াসপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিয়া যোসেফকে বলিলেন, “বৎস, কানায়ানে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমার সম্মুখে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমি তোমাকে বহুবংশ করিব, এবং তোমার বংশধরগণকে এই দেশের নিত্যাধিকার প্রদান করিব’। মিসরে আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার যে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আমারই বংশধর; রূবেন ও সিমেয়োনের সদৃশ এফ্রায়িম ও মানাসে আমারই হইবে”। ইহার পর তিনি যোসেফের পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “আমার যৌবন হইতে অদ্যাবধি যিনি আমার রক্ষক হইয়াছেন, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধিত সেই পরমেশ্বরই এই বালকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করুন”। ইহার পর তিনি যোসেফকে বলিলেন, “বৎস, আমার মৃত্যুকাল আসন্ন; কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের সহায় থাকিবেন, এবং তোমাদিগকে পুনর্ব্বার তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দেশে লইয়া যাইবেন”। অনন্তর মুমূর্ষু পিতার আহ্বানে তাঁহার পুত্রগণ মৃত্যুশয্যার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল, এবং তিনি প্রত্যেক পুত্রকে সবিশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি যুদাস্‌কে বলিলেন, “বৎস যুদাস্ তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই স্তব করিবে; তোমার বৈমাত্রেয়গণ তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে। যুদাস্ সিংহশাবক; জাতিবৃন্দের প্রতীক্ষিত শান্তিরাজের আগমনকাল-পর্য্যন্ত যুদাস্ হইতে রাজদণ্ড অপনীত হইবে না”।

২৭। ইস্রায়েলের মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া

(আদিগ্রন্থ, ৪৯ম ও ৫০ম অধ্যায়)

"প্রভুর দৃষ্টিতে তাঁহার সাধুগণের মৃত্যু মহামূল্য"। সাম ১১৫।১৫।

পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইস্রায়েল পুণ্যালোকে প্রস্থান করিলেন; যোসেফ শোকাকুল হইয়া বারম্বার পিতৃমুখ চুম্বন করিলেন। অনন্তর শোক সম্বরণ করিয়া তিনি বৈদ্যগণকে পিতার মৃতাঙ্গে ক্ষয়-বারণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন।

রাজাদেশে মিসরবাসিগণ ইস্রায়েলের নিমিত্ত সপ্ততি-দিবস যাবৎ শোক করিল। মৃতাশৌচের কাল অতীত হইলে যোসেফ মিসররাজকে জানাইলেন, "আমার পিতৃদেব মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে তাঁহার দেহ কানায়ানে সমাধি-নিহিত করিতে আদেশ করেন; আমি পিত্রাদেশ পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তন্নিমিত্ত স্বদেশ গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি; পিতৃদেবের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেই আমি মিসরে প্রত্যাগমন করিব।

মিসররাজ সম্মত হইলে যোসেফ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গেসেনে
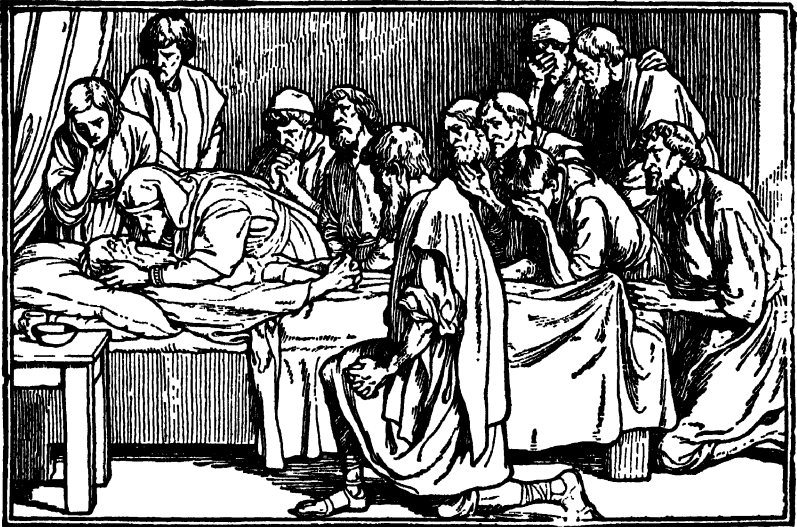
কেবল অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ, পশুযূথ ও পশুপাল থাকিল। রাজ-পরিবারের ও সমগ্র মিসরদেশের বরিষ্ঠগণ, যোসেফের ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিবর্গ

তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। বহু-রথ ও অশ্বারোহীগণের একত্র সমাবেশে যাত্রার বিপুল আড়ম্বর হইল।

ইস্রায়েলের মৃতদেহ যথাসময়ে কানায়ানে আনীত হইল, এবং তাঁহার পুত্রগণ পিত্রাদেশানুসারে মম্রের সম্মুখবর্ত্তি সমাধিক্ষেত্রে, আব্রাহাম, সারা ও ইসায়াকের পার্শ্বে, তাঁহাকে সমাধি-নিহিত করিলেন। তাহার পর যোসেফ তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও অনুচরবর্গের সহিত মিসরে প্রত্যাগমন করিলেন।

৩০। যোসেফের মৃত্যু

(আদিগ্রন্থ, ৫০ম অধ্যায়)

"অজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁহারা মৃতবৎ হইলেন, তাঁহারা কিন্তু শান্তিতে অবস্থিত"। প্রজ্ঞা ৩।২, ৩।

পিতার মৃত্যুর পর যোসেফের বৈমাত্রেয়গণ ভীত হইয়া পরস্পর বলিল, "আমাদের নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়া যোসেফ এইবার আমাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবে"। তাহারা অবিলম্বে যোসেফকে জানাইল, "পিতৃদেব স্বর্গারোহনের পূর্ব্বে আমাদিগকে আদেশ করেন, 'তোমরা আমার কথানুসারে যোসেফকে বলিবে, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার অপকার করিয়াছে ; কিন্তু তুমি তাহাদের অধর্ম্ম ক্ষমা করিও'। পিতৃদেবের নিদেশ স্মরণ করিয়া আমাদের পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা কর"

তাহাদের এই কথায় যোসেফ রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে তাহারা তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "আমরা তোমার দাস ; আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর"। তখন যোসেফ তাহাদিগকে বলিলেন, "ভয় করিও না ; আমরা কি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় নিষ্ফল করিতে পারি.? তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাহা মঙ্গলের কারণ হইল। আমাকে উচ্চপদান্বিত করিয়া আমার দ্বারা অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তোমরা নিরুদ্বেগ হও ; আমিই তোমাদিগকে ও তোমাদের পুত্রকন্যাগণকে প্রতিপালন করিব"। যোসেফের সদয়-বচনে তাঁহার বৈমাত্রেয়গণ আশ্বস্ত হইল।

ইহার পর যোসেফ তাহাদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তিনি চিরাভিলষিত প্রপৌত্রমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শেষে তাঁহার বয়স একশত দশ বৎসর হইলে তিনি একদিন সহোদরকে ও বৈমাত্রেয়গণকে বলিলেন, "আমার আসন্ন-কাল উপস্থিত ; কিন্তু আমার মৃত্যুর পর পরমেশ্বরই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যে দেশ আমাদের পৈতৃক-ভূমি হইবে বলিয়া তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-দের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই দেশে তিনিই তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন ; আমি তোমাদিগকে সনির্ব্বন্ধে বলিতেছি, তোমরা সেই দেশে আমার অস্থি লইয়া যাইবে"। অনন্তর যোসেফ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণ তাঁহার দেহ ক্ষয়-বারণ ঔষধে চর্চ্চিত করিয়া তাহা একটী শবাধারের মধ্যে নিহিত করিল।

মিসর দেশের শবাধার

৩১। ইয়োবের উপাখ্যান

(ইয়োব, ১ম ও ২য় অধ্যায়)

"যে ক্রোধে ধীর, সে বীর হইতেও উত্তম ; যে নিজ-চিত্ত সংযত করে, সে নগরবিজয়ী হইতেও শ্রেষ্ঠ"। হিতোপদেশ ১৬।৩২

"পরমেশ্বর সত্যপ্রতিজ্ঞ ; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতীত পরীক্ষা ঘটাইবেন না"। ১ম করিন্থীয় ১০।১৩

"আমাদের সম্বন্ধে যে মহিমা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, তাহার সহিত বর্ত্তমানকালীন দুঃখ ক্লেশ তুলনার যোগ্য নহে"। রোমীয় ৮।১৮

ঊস-দেশে ইয়োব নামে একটী নিষ্কপট, সাধুবৃত্ত, ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাতটী পুত্র ও তিনটী কন্যা ছিল। তিনি স্বদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার ৭০০০ মেষ, ৩০০০ উষ্ট্র, ১০০০ বৃষ, ৫০০ গর্দ্দভী ও বহু দাসদাসী ছিল। শয়তান ইয়োবকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ; কিন্তু ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভক্ত ইয়োবকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শয়তানের অবলম্বিত উপায়ের কোন প্রতিবিধান করিলেন না। সুযোগ লাভ করিয়া সে ইয়োবের প্রতি দারুণ উপদ্রব আরম্ভ করিল।

একদিন ইয়োবের সম্মুখে একটী দূত আসিয়া বলিল, "বৃষযূথ হল-বহন করিতেছিল, গর্দ্দভীযূথ স্বচ্ছন্দে তৃণাহার করিতেছিল ; অকস্মাৎ একদল দস্যু

আসিয়া হলধর ও ভৃত্যগণকে আক্রমণ করিল, এবং তাহাদিগকে খড়্গাধারে বধ করিয়া সমস্ত পশু লইয়া গেল। আপনাকে সংবাদ জানাইতে কেবল আমি রক্ষা পাইয়াছি"। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে অন্য একজন আসিয়া বলিল, "আকাশ হইতে অগ্নি পতিত হইয়া সমস্ত মেষযূথ ও মেষপালকগণকে ভস্মসাৎ করিয়াছে। আপনাকে সংবাদ জানাইতে কেবল আমি রক্ষা পাইয়াছি"। তাহার বৃত্তান্ত শেষ হইতে না হইতে অন্য একজন আসিয়া বলিল, "তিন দল দস্যু ভৃত্যগণকে আক্রমণ করিয়া অসিধারে বধ করিয়াছে ও সমস্ত উষ্ট্রযূথ লইয়া গিয়াছে। আপনাকে সংবাদ জানাইতে কেবল আমি রক্ষা পাইয়াছি"। তাহার বিবরণ শেষ হইতে না হইতে অন্য একজন আসিয়া বলিল, "আপনার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে আনন্দোৎসব করিতেছিলেন। সেই সময়ে বাত্যাবেগে গৃহপাত হওয়ায় তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন"। আপনাকে সংবাদ জানাইতে কেবল আমি রক্ষা পাইয়াছি"।

ইয়োব নিঃশব্দে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন. এবং তাহার পর ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "প্রভু দান করিয়াছিলেন. প্রভুই লইলেন ; প্রভুর নামের ধন্যবাদ হউক"। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও ইয়োব পরমেশ্বরের নিন্দা করিলেন না।

ভগ্নচেষ্ট হইয়া শয়তান উপায়ান্তর অবলম্বন করিল. এবং তাহার ফলে ইয়োবের সর্ব্বাঙ্গ দুষ্টব্রণে পরিপূর্ণ হইল। ব্রণ-বেদনায় অস্থির হইয়া তিনি খাপরায় সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি এখনও তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ ? তোমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই ; কিন্তু পরমেশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণত্যাগ করিও"। ইয়োব বলিলেন, "তুমি বল কি ? আমরা কি পরমেশ্বর হইতে মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না" ? ইয়োব রোগার্ত্ত হইয়াও পরমেশ্বরকে নিন্দা করিলেন না।

৩২। ইয়োবের বন্ধুত্রয়

(ইয়োব ২য়—৩১শ অধ্যায়)

"যে পরমেশ্বরের প্রিয়, তিনি তাহাকেই দণ্ডিত করেন'। হিতোপদেশ ৩।১২
"পিতঃ, আমার ইচ্ছা নহে, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক"। লূক ২২।৪২
"প্রভো, তুমিই আমার আশ্রয়"। সাম ৯০।৯

ইয়োবের দুর্গতির বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার তিনটী বন্ধু, অর্থাৎ এলিফাস, বাল্দাদ ও সোফার, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সমাগত হইলেন। সেই সময়ে ইয়োব ব্রণের তীব্র-বেদনায় আকুল; সুতরাং তাঁহারা সপ্তাহকাল ইয়োবের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না। শেষে ইয়োব তাঁহার মন্দ-ভাগ্যের নিমিত্ত বিলাপ করিলে বন্ধুত্রয় বলিলেন, 'পরমেশ্বর তাঁহাকে পাপের সমুচিত ফল-ভোগ করাইতেছেন।

এলিফাস বলিলেন, "তোমার সহিত বাক্যালাপ করিলে তুমি অবশ্যই কাতর হইবে, কিন্তু বাক্যালাপ না করিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। মনে করিয়া দেখ, কে নিষ্পাপ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে? আমি দেখিয়াছি যাহারা অধর্ম্ম-কর্ষণ করে, অনিষ্ট-বীজ বপন করে, তাহারা তদনুরূপ শস্য কর্ত্তন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে মানব কি পুণ্যবান্ হইতে পারে? তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশ-মণ্ডলও নির্ম্মল নহে; তাঁহার সহিত তুলিত হইলে ভ্রষ্ট-মনুষ্য তৃণপ্রায়। তুমি তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করিতে না, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতে না; তুমি বিধবা-গণকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতে। পৃথিবীতে বিনা কারণে কোন ঘটনাই হয় না। অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেরূপ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, মনুষ্যও তদ্রূপ আয়াসের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। পরমেশ্বর যাহাকে তিরস্কার করেন, সেই মনুষ্যই ধন্য। অতএব পরমেশ্বরের প্রদত্ত দণ্ড অবজ্ঞা করিও না; কারণ তিনি ক্ষত উৎপাদন করেন, তিনিই ক্ষত বন্ধন করেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁহারই হস্ত সুস্থ করে"।

বাল্দাদ বলিলেন, "পরমেশ্বর কি বিচার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন? যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, তিনি ধর্ম্মবিপর্য্যয় করেন? তোমার সন্তানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করায় তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের ফল ভোগ করাইয়াছেন।

কিন্তু তুমি যদি পরমেশ্বরের শরণাগত হও, যদি সর্ব্বশক্তিমানের দয়া ভিক্ষা কর, যদি নির্ম্মল ও সরল হও, তবে তিনি তোমার মঙ্গলার্থে অচিরাৎ প্রবুদ্ধ হইবেন, এবং তোমার নিবাস শান্তিময় করিবেন; তাহাতে তোমার আদি-দশা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে, তোমার শেষদশা অতিশয় মহান হইবে। পরমেশ্বর সাধুকে পরিত্যাগ করেন না, দুর্বৃত্তেরও আনুকূল্য করেন না। দুরাচারের বাস্তু উচ্ছিন্ন হয়। পরমেশ্বরের সমক্ষে মানব কি পুণ্যবান্ হইতে পারে? তাঁহার সমক্ষে নক্ষত্রগণও নির্ম্মল নহে। নক্ষত্রগণের সহিত তুলিত হইলে কীটকল্প মর্ত্ত্য কি? কৃমিতুল্য মনুষ্য-সন্তান কি"?

সোফার বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, 'আমি পরমেশ্বরের সমক্ষে শুচি'। আহা! পরমেশ্বর একবার কথা বলুন, তোমার অপরাধ প্রকাশ করুন। মনে রাখিও, তিনি তোমার অপরাধের অনেকটা উপেক্ষা করেন। কিন্তু তুমি স্থির-চিত্ত হইয়া তাঁহার অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ করিলে, অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তোমার গৃহে অন্যায়কে আশ্রয় না দিলে, প্রশান্ত থাকিবে, নির্ভয় হইবে; তোমার ক্লেশ বিস্মরণ করিবে, অথবা তাহা স্রোতের তুল্য মনে হইবে"।

বন্ধুত্রয়ের কথা শ্রবণ করিয়া ইয়োব বলিলেন, "তিনি আমার হন্তা হইলেও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অচল থাকিবে। আমার অবলম্বিত পথ তাঁহার বিদিত। তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণবৎ উত্তীর্ণ হইব। আমি তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতেছি, তাঁহার পথে গমন করিতেছি; আমি বিপথগামী হই নাই। তাঁহার অধরনিঃসৃত আদেশ হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, বরং তাঁহার মুখনির্গত বচন বক্ষোমধ্যে রক্ষা করিতেছি। আমি সৎপথ ত্যাগ করি নাই, আমার হস্তও কলঙ্কিত হয় নাই। দরিদ্রগণের প্রার্থিত বস্তু আমার দ্বারা কস্মিনকালেও প্রতিষিদ্ধ হয় নাই, বরং শৈশব হইতেই আমি দয়াশীল। আমি কস্মিনকালে অর্থকে আমার অবলম্বন করি নাই, স্বর্ণকেও বলি নাই, 'তুমি আমার আশ্রয়'। ধনবৃদ্ধি-হেতু, হস্তগত অর্থের বাহুল্য-হেতু, আমার আনন্দ হয় নাই; স্বর্গস্থ পরমেশ্বরকেও আমি প্রত্যাখ্যান করি নাই। বন্ধুগণ, সদয় হও; কারণ পরমেশ্বর আমাকে স্বহস্তে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু আমি জানি, আমার মোক্ষদাতা জীবিত, এবং শেষদিনে আমি সমাধি-গহ্বর হইতে উত্থিত হইব, পুনর্ব্বার চর্ম্মাবৃত হইব,

শরীরী হইয়া আমার পরমেশ্বরকে স্বচক্ষে দেখিব। এই আশা আমার বক্ষোমধ্যে নিহিত আছে"।

৩৩। ইয়োবের নিষ্কৃতি

(ইয়োব, ৩৮শ—৪২শ অধ্যায়)

"প্রভু ধার্ম্মিকের প্রার্থনা শ্রবণ করেন"। হিতোপদেশ ১৫।২৯।

"যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দে শস্যচ্ছেদন করিবে"। সাম ১২৫।৫।

"সহিষ্ণু অল্পকালমাত্র কষ্টাশ্রিত ও তাহার পর আনন্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়"। প্রবক্তা ১।২৯।

ইয়োব ও তাঁহার বন্ধুত্রয়ের কথোপকথন সমাপ্ত হইলে পরমেশ্বর ঘূর্ণবায়ুর মধ্য হইতে এলিফাসকে বলিলেন, "তোমার প্রতি ও তোমার বন্ধুদ্বয়ের প্রতি আমার কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; কারণ আমার ভক্ত ইয়োব যদ্রূপ বলিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ সত্য বল নাই। অতএব তোমরা সাতটী বৃষ ও সাতটী মেষ লইয়া আমার ভক্ত ইয়োবের সন্নিধানে গমন কর, এবং তোমাদের মঙ্গলার্থে হোমবলি উৎসর্গ কর। হোম-বেলায় আমার ভক্ত ইয়োব তোমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে; নতুবা আমি তোমাদিগকে তোমাদের মূর্খতার প্রতিফল প্রদান করিব"। অনন্তর এলিফাস, বাল্দাদ ও শোফার প্রভুর আদেশানুযায়ি কর্ম্ম করিলেন, এবং ইয়োবের প্রার্থনাফলে প্রভু তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

ইয়োব্ তাঁহার বন্ধুত্রয়ের কল্যাণার্থে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাঁহার দুর্দ্দশার প্রতিকার করিলেন। ফলতঃ প্রভু ইয়োবকে পূর্ব্ব-বিভবের দ্বিগুণ প্রদান করিলেন; তাঁহার ১৪০০০ মেষ, ৬০০০ উষ্ট্র, ২০০০ বৃষ ও ১০০০ গর্দ্দভী হইল। এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ ও চিরপরিচিত বন্ধুবর্গ তাঁহার গৃহে সমাগত হইলেন, তাঁহার দৈবদুর্ব্বিপাক ও সৌভাগ্যের পুনরুদয় আলোচনা করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত আহারাদি করিয়া তাঁহাকে প্রীতিবচনে ও প্রীতি-দানে আপ্যায়িত করিলেন।

বস্তুতঃ পরমেশ্বরের কৃপায় ইয়োবের প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা উত্তম হইল। প্রভু তাঁহাকে পুনর্ব্বার সাতটী পুত্র ও সাতটী কন্যা প্রদান

করিলেন। ইহার পর ১৪০ বৎসর জীবিত থাকিয়া, পৌত্র-প্রপৌত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া, বর্ষীয়ান ইয়োব পুণ্যলোকে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়। মোইসেসের যুগ

১। মোইসেসের জন্ম

(যাত্রাগ্রন্থ, ১ম ও ২য় অধ্যায়)

"প্রভুর কৃপাধিক্যে আমরা বিনষ্ট হই নাই"। বিলাপ ৩।২২॥
"আমাদের পরমেশ্বর কৃপা প্রদর্শন করেন ; প্রভু শিশুগণের পালক"। সাম ১১৪।৫, ৬।

কালক্রমে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিসরদেশে অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু, ও পরাক্রান্ত হইল, এবং তাহাদের দ্বারা মিসর-দেশ পরিপূর্ণ হইল। অবশেষে এক

নূতন রাজা মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ; দেশের যে উপকার যোসেফ করিয়াছিলেন, নূতন রাজা তাহা জানিতেন না। তিনি ইব্রীয়গণের সংখ্যাধিক্যে উদ্বিগ্ন হইলেন ; তাঁহার আশঙ্কা হইল, যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে ইব্রীয়গণ শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া রাজ্য বিপন্ন করিতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি ইব্রীয়গণকে দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করিলেন। ভারবহনাদি

দারুণ পরিশ্রমে ইব্রীয়গণকে প্রপীড়িত করিবার নিমিত্ত কার্য্যদর্শিগণ নিযুক্ত হইল। তাহাদের কশাঘাত সহ্য করিয়া ইব্রীয়গণ মিসরাধিপতির নিমিত্ত ফিথোম ও রামেসেস নামক নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর কঠিন দাস্য-কর্ম্মে, কার্য্যদর্শিদের নৃশংসতায়, মিসরীয়দের উৎপীড়নে, ইব্রীয়গণকে প্রতিদিন ঘোরদুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইল। তথাপি মিসররাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। দুঃখক্লেশের নিষ্পেষণে ইব্রীয়গণ বরং উত্তরোত্তর অধিকসংখ্য হইতে লাগিল। শেষে মিসররাজ-রাক্ষস অনন্যগতি হইয়া আদেশ করিলেন, ইব্রীয়গণের নবজাত পুংসন্তানমাত্রই নীলনদের জলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এই সময়ে লেবিবংশসম্ভূত আম্রামের পত্নী যোখাবেদ একটী পরমসুন্দর পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন, এবং শিশুটী তিনমাস গোপনে রাখিলেন। পরে গোপন করিতে অশক্ত হইয়া হতভাগ্য জনক-জননী বেতস-নির্ম্মিত একটী পেটকে কর্দ্দম ও শিলাজতু লেপন করিলেন, এবং সেই জলাভেদ্য পেটকের মধ্যে শিশুটিকে রাখিয়া তাহা নীলনদের জলপ্রান্তস্থ বেতস-বনে স্থাপন করিলেন। শিশুটির পরিণাম-দর্শনার্থে তাহার ভগিনী মারীয়া অনতিদূরে থাকিলেন।

পরে মিসররাজের কন্যা নীলনদে স্নানার্থে আগমন করিলেন। বেতস-বনস্থ পেটক রাজকন্যার দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তিনি কৌতুহলান্বিতা হইলেন, এবং তাঁহার আদেশে একটী দাসী তৎক্ষণাৎ সেই পেটক আনয়ন করিল। পেটক উন্মুক্ত করিয়া রাজকুমারী সবিস্ময়ে দেখিলেন, তন্মধ্যে শায়িত একটী পরমসুন্দর শিশু রোদন করিতেছে। রাজবালা দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন, "আহা! এটী কোন ইব্রীয়ের শিশু"। এই সময়ে শিশুটির ভগিনী রাজকন্যার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, এই শিশুটিকে স্তন্যপান করাইতে কোন ইব্রীয়া ধাত্রীকে ডাকিয়া আনিব কি?" রাজকন্যা অনুমতি প্রদান করিবামাত্র তিনি দ্রুতপদে শিশুটির জননীকেই লইয়া আসিলেন। রাজকন্যা ধাত্রীকে বলিলেন, "এই শিশুটিকে স্তন্যপান করাইয়া আমার নিমিত্ত পালন কর; তুমি বেতন পাইবে"। তদনুসারে জননী শিশুটিকে লইয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। শুক্লপক্ষের চন্দ্রবৎ শিশুটী বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে সে গত-শৈশব হইলে তাহার জননী তাহাকে রাজকন্যার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

রাজকন্যা তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ইহার নাম মোইসেস হইবে; কারণ আমি ইহাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছি"।

২। মোইসেসের পলায়ন

(যাত্রাগ্রন্থ, ২য় অধ্যায়)

"পাপজাত ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা তিনি বরং পরমেশ্বরের অণুজীবিগণের সহিত দুঃখভোগ মনোনীত করিলেন"। ইব্রীয় ১১।২৫

"মনুষ্যের পাদবিক্ষেপ প্রভু কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়"। সাম ৩৬।২৩

"তিনি আর্ত্তের বিলাপে অনবহিত হন না"। সাম ৯।১৩

নীলনদে পরিত্যক্ত বালক পরমেশ্বরের কৃপায় মিসররাজকন্যার পোষ্য-পুত্র হইয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। রাজকুমারীর সুব্যবস্থায় বালক মোইসেস রাজদৌহিত্রোচিত বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন, এবং কালক্রমে বিবিধ-বিদ্যায় বিচক্ষণ হইলেন। এই ইব্রীয় যুবক ইচ্ছা করিলে রাজপ্রাসাদের সুখ-সম্ভোগে উপনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু বয়ঃস্থ হইলে পর তিনি স্বজাতীয়গণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, এবং রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এই কারণে রাজা তাঁহাকে বধ করিতে সচেষ্ট হওয়ায় তিনি মাদিয়ান দেশে পলায়ন করিলেন।

পলায়িত মোইসেস মাদিয়ানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামার্থে একটী কূপের নিকটে বসিলেন। অনন্তর যেথ্রো-নামক যাজকের সাতটী কন্যা পিতার মেষযূথকে জলপান করাইতে সেই স্থানে আসিলেন। তাঁহারা জলাধার পরিপূর্ণ করিলে কতিপয় মেষপালক সমাগত হইল, এবং তাহাদের মেষযূথকে প্রথমে জল পান করাইবে বলিয়া তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে

নিরস্ত করিল। ইহাতে মোইসেস স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি যাজক-কন্যাদের সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে অসভ্য মেষপালকদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন, এবং অতিশয় সৌজন্যের সহিত তাঁহাদের মেষযূথকে জল পান করাইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের পিতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যাগণ অপরিচিতের ভদ্রতার কথা জানাইলে যেথ্রো অবিলম্বে মোইসেসকে নিজগৃহে আনয়ন করিলেন। মোইসেস পরমসুখে যেথ্রোর গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে যেথ্রোর সেফোরা-নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেফোরার গর্ভে মোইসেসের প্রথমজাত সন্তানের নাম গের্শাম; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম এলিয়েষর।

ইতোমধ্যে মিসররাজের মৃত্যু হইল, এবং অন্য রাজা মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন; কিন্তু ইব্রীয়গণ দাসত্ব-নিগড়েই আবদ্ধ থাকিল। দুঃখ-ক্লেশের নিষ্পেষণে তাহাদের প্রাণান্ত হইতেছিল, এবং তাহারা উদ্ধার লাভার্থে পরমেশ্বরকে সরোদনে আহ্বান করিতেছিল। অবশেষে পরমেশ্বর তাহাদের আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিলেন; আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সহিত তিনি যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবার সময় আগত হইল; উপদ্রবী মিসর-জাতীর শাস্তি ও উপদ্রুত ইব্রীয়-জাতীর উদ্ধার উপস্থিত হইল।

৩। মোইসেসের সম্মুখে পরমেশ্বরের আবির্ভাব

(যাত্রাগ্রন্থ, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়)

"যিনি আমার শক্তিদাতা, তিনি সহায় হইলে সমস্তই আমার সাধ্য"। ফিলিপ্পীয় ৪।১৩

মোইসেস যেথ্রোর মেষপালক ছিলেন। একদা তিনি মেষযূথ লইয়া দূরস্থ হোরেব-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ব্বতে প্রজ্বলিত গুল্মের মধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে পরমেশ্বরের আবির্ভাব হইল। তিনি দেখিলেন, একটী গুল্ম অগ্নিময়, কিন্তু ভস্মীকৃত হইতেছে না। মহাকৌতুহলে তিনি সেই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে গুল্মাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু প্রভু গুল্ম হইতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মোইসেস, মোইসেস, এই স্থানের নিকটে আসিও না। তোমার চরণ হইতে পাদুকা উন্মোচন কর; কারণ

যে স্থানে তুমি দণ্ডায়মান, তাহা পুণ্যস্থান"। মোইসেস তৎক্ষণাৎ পাদুকা উন্মোচন করিলে পরমেশ্বর বলিলেন, "আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের পরমেশ্বর, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের পরমেশ্বর"। মোইসেস প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী না হইয়া মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

অনন্তর প্রভু বলিলেন, "আমি মিসরে আমার অনুজীবিগণের কষ্ট দর্শন করিয়াছি, তাহাদের আর্ত্তনাদও শ্রবণ করিয়াছি। মিসরীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমি তাহাদিগকে বিস্তীর্ণ, সুন্দর, দুগ্ধমধুপ্রবাহী একটী দেশে লইয়া যাইব। তুমি অবধান কর; আমি তোমাকে মিসররাজের সমীপে প্রেরণ করিব; আমার অনুজীবি ইস্রায়েল-বংশের নায়ক হইয়া তুমি তাহা মিসর হইতে উদ্ধার করিবে"। মোইসেস তাঁহার অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি তৃণপ্রায়; মিসররাজের সম্মুখীন হই, ইস্রায়েল-বংশকে উদ্ধার করি, এমন যোগ্যতা আমার নাই"। তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে প্রভু বলিলেন, "আমিই তোমার সহায় হইব"। মোইসেস বলিলেন, "প্রভো, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখীন হইয়া বলিব, 'তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরমেশ্বর আমাকে তোমাদের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন', তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, 'তাঁহার নাম কি'! তাহারা আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব"? প্রভু আদেশ করিলেন, "তুমি বলিও, 'অহমস্মি' আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরমেশ্বর, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের পরমেশ্বর আমাকে তোমাদের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন"।

তথাপি মোইসেস নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "তাহারা আমাকে বিশ্বাস না করিয়া বলিবে, আপনি আমাকে দর্শন দেন নাই"। প্রভু বলিলেন, "তোমার যষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ কর"। তদনুসারে মোইসেস ভূমিতে যষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা সর্প হইল, এবং তিনি ভীত হইয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন। অতঃপর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লাঙ্গুল ধর"। মোইসেস তাহাই করিলেন, এবং সর্প তাঁহার হস্তে পুনর্ব্বার যষ্টি হইল। অনন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে এই চিহ্ন প্রদর্শন করিও, তাহারা বিশ্বাস করিবে; কিন্তু তাহারা বিশ্বাস না করিলে তুমি নদী হইতে অল্প জল লইয়া ভূমিতে সেচন করিবে, এবং তাহা তৎক্ষণাৎ রক্তে পরিণত হইবে"।

তথাপি মোইসেসের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি বলিলেন, "প্রভো, আমি কস্মিন্-কালেও বাক্পটু নহি, আমি জড়জিহ্ব"। প্রভু বলিলেন, "মানব-মুখের নির্ম্মাতা কে? মূক, বধির, চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধকেই বা কে নির্ম্মাণ করে? আমিই কি করি না? অতএব বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান কর। আমি তোমার মুখে অধিষ্ঠিত হইব, এবং কি বলিতে হইবে, তাহা তোমাকে জানাইব"। ইহাতে মোইসেসের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি বলিলেন, "আমি জানি, তোমার ভ্রাতা আরোণ সুবক্তা; তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা আরোণের সম্মুখে প্রকাশ করিবে। আমি তোমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিব। লোকসমক্ষে আরোণ তোমার পরিবর্ত্তে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে। এই যষ্টি ধারণ কর; ইহারই দ্বারা তোমাকে অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিতে হইবে। অবশেষে মোইসেস নিঃসন্দেহ হইলেন। অগ্নিময় গুল্মে পরমেশ্বরের দর্শনদানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

৪। মিসররাজের সম্মুখে মোইসেস ও আরোণ

(যাত্রাগ্রন্থ, ৪র্থ হইতে ৭ম অধ্যায়)

"পরমেশ্বর গর্ব্বিত নরপতিগণের সিংহাসন বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন"। প্রবক্তা ১০।১৭

মোইসেস শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া যেথ্রোকে বলিলেন, "আমাকে মিসরে আমার স্বজাতীয়গণের সমীপে যাইতে হইবে; আমি আপনার অনুমতি

প্রার্থনা করিতেছি”। যেথ্রো জামাতাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক অনুমতি প্রদান করিলে তিনি সপরিবারে মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর পরমেশ্বর আরোণকে বলিলেন, “মোইসেসকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতে প্রান্তরে যাও”। তদনুসারে আরোণ প্রস্থান করিলেন, এবং পথে ভ্রাতৃদ্বয়ের সমাগম হইল। মোইসেস পরমেশ্বরের সমস্ত বাক্য আরোণকে জ্ঞাত করিলেন। পরে ভ্রাতৃদ্বয় ইস্রায়েলবংশের সমস্ত প্রাচীনকে সমবেত করিলেন; মোইসেসের প্রতি পরমেশ্বরের সমস্ত নিদেশ আরোণ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন, এবং মোইসেস পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন। পরমেশ্বর যে সত্যসত্যই তাহাদের সহায় হইবেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রণিপাত করিল।

অনন্তর মোইসেস ও আরোণ মিসররাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ইস্রায়েলের পরমেশ্বর বলেন, ‘প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করিতে আমার অনুজীবিগণকে মুক্ত কর’।” গর্ব্বিত মিসরাধিপতি বলিলেন, “সেই পরমেশ্বর কে যে, তাহার কথানুসারে আমি ইব্রীয়গণকে মুক্ত করিব? আমি সেই পরমেশ্বরকে জানি না, ইব্রীয়গণকেও মুক্ত করিব না”।

সেইদিন মিসররাজ কার্য্যদর্শিগণকে আদেশ করিলেন, “তোমরা ইষ্টক-নির্ম্মানার্থে ইব্রীয়গণকে পূর্ব্ববৎ পলাল প্রদান করিবে না; তাহাদিগকেই পলাল সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু এযাবৎ তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণ করিবার ভার ছিল, তাহার দ্বিগুণ নির্ম্মিত হইবে; তাহা অনুমাত্র ন্যুন হইবে না”। অতঃপর ইব্রীয়গণকে পলাল সংগ্রহ করিতে হইত, এবং

পলাল সংগ্রহে কালক্ষেপ হওয়ায় তাহারা প্রতিদিনের নিরূপিত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে পারিত না॥ সুতরাং তাহারা কার্য্যদর্শিগণের হস্তে সমধিক প্রহৃত

হইতে লাগিল। ইব্রীয়গণ নিরুপায় হইয়া মিসররাজ-সমীপে অভিযোগ করিলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিলেন।

স্বজাতীয়গণের দুরাবস্থায় কাতর হইয়া মোইসেস ও আরোণ মিসরাধিপতির সম্মুখে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা যে সত্যই পরমেশ্বরের প্রেরিত, তাহা প্রমাণ করিতে আরোণ তাঁহার যষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহা সর্প হইল। মিসররাজের আদেশে তাঁহার ঐন্দ্রজালিকগণও প্রত্যেকে যষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। তাহাদের যষ্টিও সর্প হইল, কিন্তু আরোণের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল। তথাপি কঠিন-হৃদয় মিসরাধিপতি, মোইসেস ও আরোণের আবেদনে অবধান করিয়া ইব্রীয়গণকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

৫। মিসরে দশবিধ উৎপাত

(যাত্রাগ্রন্থ, ৭ম হইতে ১১শ অধ্যায়)

"তুমি মহান্ ও অদ্ভুতকর্ম্মা, তুমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর"। সাম ৮৫।১০।

পরদিবস প্রাতঃকালে মোইসেস ও আরোণ পরমেশ্বরের আদেশানুসারে নীলনদীর তীরে মিসররাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মিসরাধিপতিকে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় অবধান করিলেন না। মোইসেসের ইঙ্গিতে আরোণ যষ্টিদ্বারা নদীর জলে আঘাত করিবামাত্র তাহা রক্তে পরিণত হইল। নদীর জল দুর্গন্ধময় ও অপেয় হইল, এবং মৎস্যাদি সমস্ত জলচর প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর মিসরীয় মায়াবিগণ নদীর ইতস্ততঃ খনন করিয়া অল্পমাত্র যে জল প্রাপ্ত হইল, তাহাই মায়াবলে রক্তে পরিণত করিতে লাগিল। ইহার ফলে মিসররাজ পূর্ব্ববৎ কঠিন-হৃদয় থাকিলেন; তিনি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

সপ্তাহ গত হইল। মোইসেস ও আরোণ পুনর্ব্বার মিসরাধিপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বজাতীয়গণের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মিসররাজ তাঁহাদের আবেদন উপেক্ষা করায় তাঁহারা দ্বিতীয় উৎপাত উপস্থিত করাইলেন। অকস্মাৎ সমস্ত মিসরদেশ ভেক-সঙ্কুল হইল; রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের

পর্ণকুটীর যাবৎ প্রতিগৃহের শয়নাগার, ভোজনকক্ষ ও পাকশালা ভেকাকীর্ণ-হওয়ায় সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। এইবার মিসররাজের চৈতন্য হইল; তিনি মোইসেস ও আরোণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমাদের পরমেশ্বরকে ভেকের উপদ্রব হইতে দেশ রক্ষা করিতে অনুনয় কর"। কেবল তাহাই নহে; মিসরাধিপতি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু মোইসেসের অনুনয়ে ভেকের উৎপাৎ নিবৃত্ত হইবামাত্র মিসরাধিপতির হৃদয় পূর্ব্ববৎ পাষাণ হইল; তিনি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

অতঃপর পরমেশ্বরের আদেশানুসারে আরোণ যষ্টিদ্বারা মৃত্তিকায় আঘাত করিলেন; তাহার ফলে মিসরের সর্ব্বত্র অসংখ্য উকুণ উৎপন্ন হইয়া মনুষ্য ও পশু-পক্ষ্যাদি বিহ্বল করিল। এইবার মিসরের মায়াবিগণকেও স্বীকার করিতে হইল যে, ইব্রিয়জাতীর পরমেশ্বরই সমস্ত উৎপাতের মূল-কারণ। মিসররাজ কিন্তু পূর্ব্ববৎ কঠিণহৃদয় থাকিলেন; তিনি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

অনন্তর একদিন প্রাতঃকালে মোইসেস নীলনদীর তীরে মিসররাজের সম্মুখীন হইয়া পুনর্ব্বার স্বজাতীয়গণের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত নরপতি মোইসেসের আবেদনে কর্ণার্পণ না করায় তিনি রাজ-সন্নিধান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর অকষ্মাৎ সমস্ত দেশ মশকে সমাচ্ছন্ন ও মিসরবাসিগণ মশক-দংশনে উন্মত্তবৎ হইল। কিন্তু গেস্সেনপ্রদেশে মশককুল ইব্রীয়গণকে স্পর্শও করিল না। শেষে মিসররাজ মোইসেস ও আরোণকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমাদের পরমেশ্বরকে অনুনয় করিয়া মশকের উৎপাত নিবৃত্ত কর। আমি ইস্রায়েলকুলকে মুক্তি প্রদান করিব"। তদনুসারে মোইসেস প্রার্থনা করিলে, মশকের উৎপাত নিবৃত্ত হইল। কিন্তু মিসররাজ যে পাষাণ, সেই পাষাণই থাকিলেন; তিনি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

অতঃপর মিসরীয়দের অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্রাদি পশুর মধ্যে মহামারী হইলে সমস্ত পশু প্রাণত্যাগ করিল; সুতরাং তাহাদের কৃষিকার্য্যাদি বন্ধ হইল। মিসরাধিপতি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, গেস্সেন প্রদেশে ইব্রীয়দের একটী পশুও মরে নাই। তথাপি তিনি যথাপূর্ব্ব দুরাগ্রহ থাকিলেন; তিনি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

পরে মোইসেস ও আরোণ পরমেশ্বরের আদেশানুসারে রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং মোইসেস মুষ্টিপূর্ণ ভস্ম আকাশাভিমুখে উৎক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মিসরের সমস্ত মনুষ্য ও পশু ফোড়ায় আক্রান্ত হইল। স্ফোটকের বেদনায় বিহ্বল হইয়া রাজভৃত্যগণ রাজসন্নিধানে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তথাপি রাজার চৈতন্য হইল না; তিনি ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

পরদিবস প্রত্যুষে মোইসেস ও আরোণ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বজাতীয়গণের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মিসরাধিপতি তাহা পূর্ব্ববৎ উপেক্ষা করিলে মোইসেস আকাশাভিমুখে তাঁহার যষ্টি বিস্তার করিলেন। তৎক্ষণাৎ তুমুল মেঘগর্জ্জন, শিলাবৃষ্টি ও অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল; তাহাতে ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু নিহত হইল, প্রায় সমস্ত শস্য ও বৃক্ষ বিনষ্ট হইল। তুমুল মেঘ গর্জ্জন ও শিলাগ্নি বর্ষণে মিসররাজ আতঙ্কিত হইলেন; তিনি মোইসেস ও আরোণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর ধর্ম্মময়, কিন্তু আমি ও আমার প্রজাবৃন্দ অপরাধী। তোমরা পরমেশ্বরকে অনুনয় কর; মেঘগর্জ্জন ও শিলাবর্ষণ নিবৃত্ত হউক। আমি তোমাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিব"। মোইসেস রাজসন্নিধান হইতে প্রস্থান করিয়া অঞ্জলি-প্রসারণপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে মেঘগর্জ্জন ও শিলাবর্ষণের নিবৃত্তি হইল। কিন্তু মিসররাজ ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

ক্রমে ক্রমে সপ্তবিধ উৎপাত হইয়া গিয়াছে। এইবার মোইসেস ও আরোণ মিসরাধিপতিকে বলিলেন, "তিনি ইস্রায়েল-বংশকে মুক্তি প্রদান না করিলে যে উৎপাত উপস্থিত হইবে, তাহা মিসররাজ্যের স্থাপনকাল হইতে কস্মিন্ কালেও লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার রাজ্য পতঙ্গ সমাচ্ছন্ন হইবে; শিলাবৃষ্টি হইতে যে শস্য অবশিষ্ট আছে, পতঙ্গ তাহা নিঃশেষে গ্রাস করিবে।" এই সংবাদে মিসরাধিপতির ভৃত্যগণ ভীত হইয়া তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল, "মহারাজ, ইব্রীয়গণকে মুক্ত করুন। রাজ্য উৎসন্ন হইল, ইহা কি আপনি এখনও উপলব্ধি করেন নাই"? রাজ-ভৃত্যগণের আবেদনে মোইসেস ও আরোণ রাজসন্নিধানে আনীত হইলেন। মিসরাধিপতি কেবল ইব্রীয় পুরুষ ও শিশুগণকে মুক্ত করিতে সম্মত হইলেন;

কিন্তু মোইসেস ও আরোণ সমস্ত ইস্রায়েল-বংশের মুক্তি অনুরোধ করিলেন। শেষে তাঁহারা রাজসন্নিধান হইতে দুরীকৃত হইলেন। অনন্তর মিসরদেশ পতঙ্গ সমাচ্ছন্ন হইল। শিলাবৃষ্টি হইতে রক্ষিত হইয়া যে শস্যতৃণাদি অবশিষ্ট ছিল, তাহা পতঙ্গকুল নিঃশেষে গ্রাস করিল ; সমগ্র মিশরদেশে একটী পত্রও থাকিল না। এইবার মিসররাজের কথঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। তিনি মোইসেস ও আরোণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া অনুতপ্তচিত্তে বলিলেন, "এই বিষম উৎপাতের নিবারণার্থে তোমাদের পরমেশ্বরকে অনুনয় কর"। মোইসেসের অনুনয়ে প্রভু কৃপা করিলেন, এবং পতঙ্গকুল নিরাকৃত হইল' মিসরপতি কিন্তু ইব্রীয়জাতিকে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

অনন্তর পরমেশ্বর মোইসেসকে বলিলেন, "আকাশাভিমুখে হস্ত বিস্তার কর ; তাহাতে মিসরদেশ অন্ধকারময় হইবে"। এই আদেশানুসারে মোইসেস আকাশাভিমুখে হস্ত বিস্তার করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত দেশ অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে তিন দিবস যাবৎ কোন পদার্থই প্রত্যক্ষ হইল না ; সুতরাং সমস্ত কার্য্যের নিবৃত্তি হইল, এবং প্রাণিমাত্রই ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিল। কিন্তু সেই সময়ে ইব্রীয়গণের বাসস্থান গেসেনপ্রদেশে আলোক ছিল। ঐ তিন দিনের পর মোইসেসকে প্রাসাদে আনাইয়া মিসররাজ আদেশ করিলেন, গোমেষাদি ত্যাগ করিয়া ইব্রীয়গণ মিসর হইতে প্রস্থান করুক। মোইসেস দৃঢ়স্বরে বলিলেন, পশুযূথ ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইবে না। পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থে পশুর প্রয়োজন ; সুতরাং ইস্রায়েল-সন্তানগণ পশুযূথও লইয়া যাইবে। ইহাতে মিসরাধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া মোইসেসকে বলিলেন, "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। সাবধান, কস্মিন-কালেও আমার সম্মুখে আসিও না ; আসিলেই তোমার প্রাণদণ্ড হইবে"। মোইসেস বলিলেন, "রাজাদেশ শিরোধার্য্য"।

অনন্তর পরমেশ্বর মোইসেসকে বলিলেন, "আমি মিসরে অশ্রুতপূর্ব্ব উৎপাত করিব ; তাহার পর তোমরা নির্ম্মুক্ত হইবে। মিসররাজকে বল, আমি মধ্যরাত্রে মিসরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তাবধি পর্য্যটন করিব ; তাহাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার প্রথমজাত সন্তান হইতে দাসীর প্রথমজাত সন্তান যাবৎ সমস্ত প্রথমজাতের মৃত্যু হইবে, এবং পশুদের সমস্ত প্রথমজাতও প্রাণত্যাগ করিবে। মিসররাজ্যে অভূতপূর্ব্ব ও

অভাবনীয় রোদন হইবে। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের অণুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। ইহা হইতে মিসরাধিপতি মিসরীয়জাতীর ও ইব্রীয়জাতীর প্রভেদ উপলব্ধি করিবে। তাহার ভৃত্যগণ আমার উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া বলিবে, 'আপনার অণুজীবিগণের সহিত আপনি প্রস্থান করুন'। তাহার পর আমরা এই দেশ হইতে প্রস্থান করিব"। মোইসেস মিসররাজকে এই ভীষণ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া মহাক্রোধে রাজসন্নিধান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৬। নিস্তারপর্ব্ব স্থাপন। দশম উৎপাত

(যাত্রাগ্রন্থ, ১২শ ও ১৩শ অধ্যায়)

"তুমি করাল ; তুমি একবার ক্রুদ্ধ হইলে কে তোমার সম্মুখে স্থির থাকিবে। সাম ৭৫।৮

অনন্তর পরমেশ্বর মোইসেস ও আরোণকে বলিলেন, "এই মাস তোমাদের আদিমাস হইবে ; বৎসরের সকল মাসের মধ্যে প্রথম হইবে। সমগ্র ইস্রায়েল-সমাজকে বল, এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেক গৃহস্থ এক একটী মেষশাবক
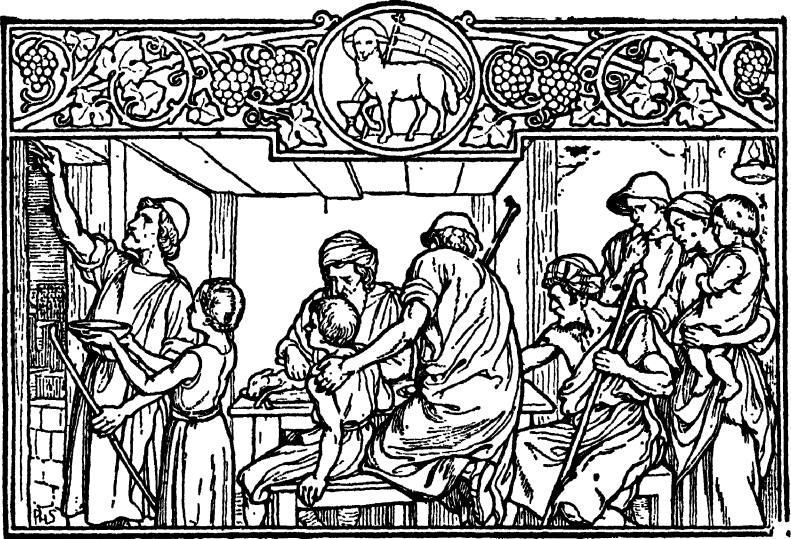
লইবে। সেই শাবকটী নির্দ্দোষ ও এক বর্ষীয় পুংশাবক হইবে। এই মাসের চতুর্দ্দশ দিবস যাবৎ সেই শাবকটী রাখিবে, এবং ইস্রায়েল-সমাজের প্রত্যেক

গৃহস্থ সন্ধ্যাকালে তাহা বধ করিয়া প্রত্যেক গৃহের দ্বারবাহুতে ও ঊর্দ্ধদেহলীতে তাহার রক্ত লেপন করিবে। সেই রাত্রীতে তাহার মাংস অগ্নিতে ভর্জ্জিত করিয়া তিক্ত শাক অস্ফীত রুটীর সহিত ভোজন করিবে। প্রাতঃকাল যাবৎ তাহার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না, থাকিলে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। তোমরা কটি বন্ধন, পাদুকা পরিধান, যষ্টি ধারণ করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে; ইহা আমার প্রতিষ্ঠিত নিস্তার-পর্ব্ব: কারণ সেই রাত্রিতে আমি মিসর পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথমজাত সন্তান ও প্রত্যেক পশুর প্রথমজাত শাবক বধ করিব। অতএব মেষরক্ত তোমাদের গৃহের চিহ্ন হইবে; সেই রক্ত দেখিলে আমি তোমাদের গৃহ অতিক্রম করিব, এবং তোমরা নিরুৎপাত থাকিবে"।

ইস্রায়েল-সমাজ পূর্ব্বোক্ত আদেশ যথাযথ পালন করিল। নির্দ্দিষ্ট নিশীথে পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মিসরীয়ের প্রথমজাত সন্তান ও প্রত্যেক পশুর প্রথমজাত শাবক বধ করিলেন। মিসরের প্রতিগৃহ হইতে তুমুল হাহা-রব উত্থিত হইল। সেই নিশীথে মোইসেস ও আরোণকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া পুত্রশোকাতুর মিসরাধিপতি সবিনয়ে বলিলেন, "ইব্রীয়গণ নির্ম্মুক্ত; তাহারা সর্ব্বস্ব লইয়া তৎক্ষণাৎ মিসর হইতে প্রস্থান করুক।" ইহা অবগত হইয়া মিসরবাসিমাত্রই ইব্রীয়গণকে দেশ হইতে বিদায় করিতে ব্যগ্র হইল। এই সুযোগে ইব্রীয়গণ প্রতিবাসী মিসরীয়দের গৃহ হইতে স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যালঙ্কার ও বস্ত্রাদিরূপ পাথেয় আদায় করিল। শেষে ন্যূনাধিক ৬০০০০০ ইব্রীয় সপরিবারে নীলনদীর পূর্ব্বতীরস্থ রামেস্সেস হইতে সোকোথে যাত্রা করিল: তাহাদের সহিত বহুসংখ্য বর্ণসঙ্কর ও গো-মেষাদি পশু প্রস্থান করিল*।

মোইসেস ইস্রায়েল-সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই দিবসটী স্মরণে রাখিও; এই দিবসে পরমেশ্বর স্ববিক্রমে তোমাদিগকে মিসর হইতে উদ্ধার করিলেন। ইস্রায়েল-বংশের প্রত্যেক সন্তান বর্ষে বর্ষে সপ্তাহকাল অস্ফীত রুটী ভোজন করিবে, এবং বংশানুক্রমে এই উৎসব পালন করিবে। তোমাদের প্রথমজাত সন্তানমাত্রই প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইবে"।

---

*ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসরে ৪৩০ বৎসর যাবৎ প্রবাস করিয়াছিল।

৭। সাগর-পার-গমন

(যাত্রাগ্রন্থ, ১৩শ হইতে ১৫শ অধ্যায়)

"আমাদের নহে, প্রভো, আমাদের নহে, কিন্তু তোমারই নাম মহিমান্বিত কর"
সাম ১১৩ (খ)। ১।

ভূমধ্যসাগরের উত্তর তট হইতে পূর্ব্বদিকে সরল পথ অবলম্বন করিলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ অচিরাৎ কানায়ান দেশে উপস্থিত হইত; কিন্তু সেই পথে গমন করিলে ফিলিষ্টীয় জাতি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিত ও তাহারা অনন্যগতি হইয়া মিসরে প্রত্যাগমন করিত। সুতরাং পরমেশ্বর তাহাদিগকে লোহিত-সাগরের তটবর্ত্তী প্রান্তরের পথে গমন করাইলেন।

ইস্রায়েল-সন্তানগণ সজ্জিত হইয়া মিসরদেশ হইতে যাত্রা করিল; মোইসেস যোসেফের অস্থি লইলেন। পরে তাহারা সোকোথ হইতে যাত্রা করিয়া মরুভূমির প্রান্তবর্ত্তী এথামে শিবির স্থাপন করিল। এই সময় হইতে পরমেশ্বর দিবসে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র যাত্রা করিয়া তাহারা শেষে লোহিত-সাগরের জলোপান্তে উপস্থিত হইল।
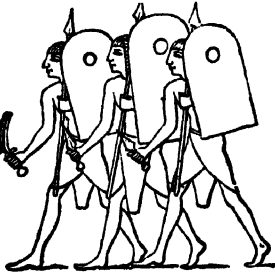
মিসরীয় সৈন্য

ইতোমধ্যে মিসররাজ ইব্রীয়গণকে মুক্তি প্রদান করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শেষে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দাসত্ব-নিগড়াবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, এবং তিনি চতুরঙ্গ বলের সহিত ধাবমান হইয়া অবিলম্বে তাহাদের শিবিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ইব্রীয়গণ অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সম্মুখে দুস্তর সমুদ্র, পশ্চাতে কালস্বরূপ মিসররাজ ও তাঁহার চতুরঙ্গ বল; উভয়সঙ্কটাপন্ন ইব্রীয়গণ মোইসেসকে অনুযোগ করিয়া বলিল, "মিসরে সমাধি-গহ্বর নাই বলিয়া তুমি কি আমাদিগকে এই প্রান্তরে মরিতে লইয়া আসিলে"? নির্ভীত মোইসেস তাহাদিগকে বলিলেন, "ভয় করিও না; স্থির হও; স্বয়ং পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন"।

সেই দণ্ডেই পূর্ব্বোক্ত মেঘাগ্নি-স্তম্ভটী মিসরীয় ও ইব্রীয় শিবিরের মধ্যে অবস্থিত হইয়া মিসরীয়দের দিগ্‌ভাগে অন্ধকার ঘনীভূত করিল; ইহাতে ইব্রীয়-

মিসরের যুদ্ধযান
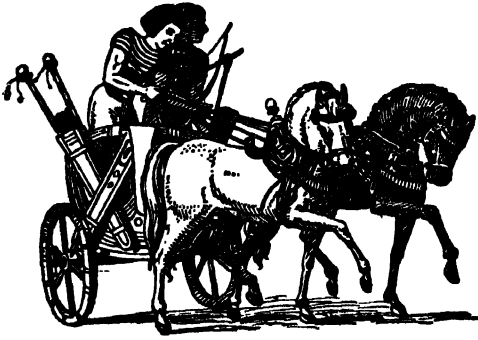
গণ মিশরীয়দের দর্শনাতীত হইল, কিন্তু স্তম্ভটী ইব্রীয়দের দিগ্‌ভাগে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মোইসেস পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে সমুদ্রের প্রতি হস্ত বিস্তার করিলেন ও সমুদ্রের জল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উভয় পার্শ্বে প্রাচীরবৎ হইল। পরে প্রবল বায়ুপ্রবাহে সমুদ্রগর্ভ শুষ্ক হইলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সেই অদ্ভুত পথে সাগরপারে গমন করিল।

প্রত্যূষে মিসরীয়গণ ইস্রায়েল-সন্তানদের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল; পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই মেঘাগ্নি-স্তম্ভ হইতে তাহাদের উপর নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিলেন। শেষে তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু হতভাগ্যদের পলায়নের অবসর হইল না। কারণ পরমেশ্বরের আদেশানুসারে মোইসেস পুনর্ব্বার সমুদ্রের প্রতি হস্ত বিস্তার করিলেন, এবং বিভক্ত জলরাশি তৎক্ষণাৎ সংযুক্ত হইয়া মিসরের চতুরঙ্গ বল সমুচ্ছিন্ন করিল। প্রভু এই প্রকারে ইস্রায়েল-বংশকে মিসরীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন; এই অদ্ভুতকর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া ইস্রায়েল-বংশীয়গণ পরমেশ্বরে ও তাঁহার সেবক মোইসেসে শ্রদ্ধাবান্ হইল।

অনন্তর ইস্রায়েল-বংশীয়গণের সহিত মোইসেস প্রভুর উদ্দেশে এই স্তোত্র গান করিলেন—

"আমি প্রভুর উদ্দেশে গান করিব; কারণ তিনি মহিমান্বিত হইয়াছেন; অশ্ব ও আরোহীকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

প্রভুই আমার শক্তিস্বরূপ, আমার স্তব্য; তিনি আমার পরিত্রাতা হইয়াছেন।

তিনিই আমার পরমেশ্বর, আমি তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব; তিনিই আমার পৈতৃক পরমেশ্বর, আমি তাঁহার প্রশংসা করিব।

প্রভু রণশূরবৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার নাম। তিনি মিসরাধিপতির রথসমুহ ও সৈন্যগণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনানিগণ লোহিত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে।

জলরাশি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছে; তাহারা অগাধ জলে প্রস্তরবৎ নিমজ্জিত হইয়াছে।

প্রভো, তোমার দক্ষিণ হস্ত শক্তিতে মহান্; প্রভো, তোমার দক্ষিণ হস্ত শত্রুহত্যা করিয়াছে।

তুমি নিজশক্তির আধিক্যে তোমার বৈরিদলকে উচ্ছিন্ন করিয়াছ; তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি শস্যমূলের তুল্য তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে।

তোমার ক্রোধনিশ্বাসে জল রাশীকৃত হইল, জলস্রোত স্থির হইল, সমুদ্রগর্ভে জলরাশী ঘনীভূত হইল।

শত্রু বলিয়াছিল, "আমি অনুধাবন ও আক্রমণ করিব, লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার বিভাগ করিব, আমার প্রাণের অভিলাষ পূর্ণ হইবে; আমি খড়্গ বাহির করিয়া স্বহস্তে উহাদিগকে বধ করিব"।

তুমি ফুৎকার করিলে তাহাতে সমুদ্র তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; তাহারা প্রবল জলে সীসকবৎ নিমগ্ন হইল।

প্রভো, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য? কে তোমার তুল্য পবিত্রতায় আদরণীয়, বিভীষণ, প্রশংসনীয় ও অদ্ভুতকর্ম্মা?

তুমি নিজহস্ত বিস্তার করিলে, পৃথিবী উহাদিগকে গ্রাস করিল।

যে লোকদিগকে তুমি মুক্ত করিলে, নিজকৃপায় তুমিই তাহাদের নায়ক হইয়াছ; তুমিই নিজপরাক্রমে তাহাদিগকে তোমার পুণ্যধামে লইয়া যাইতেছ।

প্রভো, তুমিই তাহাদিগকে লইয়া যাইবে, তোমার অধিকৃত পর্ব্বতে, তোমার নির্ম্মিত সুদৃঢ় নিবাসে, তাহাদিগকে স্থাপন করিবে; প্রভো, তাহা তোমারই স্বহস্ত-স্থাপিত ধর্ম্মধাম।

প্রভু অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন! কারণ নিজরথসমূহের ও অশ্বারোহিগণের সমভিব্যাহারে মিসরাধিপতি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন, প্রভুও তদুপরি সমুদ্রের জলরাশি পুনঃসন্ধান করিলেন; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণ তন্মধ্যস্থ শুষ্কপথে গমন করিল।

৮। তিক্তজল, বর্ত্তক ও স্বর্গান্ন

(যাত্রাগ্রন্থ, ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায়)

"তিনি তাহাদিগকে স্বর্গের অন্ন প্রদান করিলেন; মনুষ্য দেব-দূতগণের ভক্ষ্য আহার করিল"। সাম ৭৭।২৪, ২৫।

লোহিত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে পর ইস্রায়েল-সন্তানগণ তিন দিবস যাবৎ মরুমার্গে যাত্রা করিল, কিন্তু কুত্রাপি জল দৃষ্ট হইল না। পরে তাহারা যেস্থানে উপস্থিত হইল, সেই স্থানের জল তিক্ততা-হেতু পান করিতে পারিল না। ইহাতে তাহারা মোইসেসের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমরা কি পান করিব"? মোইসেস ব্যাকুল হইয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে একখণ্ড কাষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন; তিনি তাহা লইয়া জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই তিক্ত জল সুমিষ্ট হইল। অনন্তর ইস্রায়েল-সন্তানগণ এলীমে উপস্থিত হইল। এই স্থানে দ্বাদশ প্রস্রবণ ও সপ্ততি খর্জ্জুরবৃক্ষ ছিল; তাহারা জলের নিকটে শিবির স্থাপন করিল।

পরে এলীম হইতে যাত্রা করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ সীনপ্রান্তরে প্রবেশ করিল। এই প্রান্তরে তাহারা মোইসেস ও আরোণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হায়, হায়! মিসরে প্রভুর হস্তে আমাদের মৃত্যু হয় নাই কেন? আমরা সেই দেশে মাংসের হণ্ডিকার নিকটে উপবেশন করিয়া আপরিতোষ

রুটি খাইতাম। কিন্তু তোমরা আমাদিগকে অনাহারে বধ করিতে এই প্রান্তরে আনিয়াছ”।

প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, “আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের বিলাপ শ্রবণ করিয়াছি; তাহাদিগকে বল সায়ংকালে তাহারা মাংস ভোজন করিবে ও প্রাতঃকালে রুটীতে পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারা উপলব্ধি করিবে, আমি তাহাদের প্রভু, তাহাদের পরমেশ্বর”। পরে সন্ধ্যাকালে অসংখ্য বর্ত্তক আসিয়া শিবির-স্থান আচ্ছাদন করিল: সকলেরই যথেষ্ট মাংসাহার হইল। পরদিবস প্রত্যুষে ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেখিল, শিবিরের চতুষ্পার্শ শিশিরে সমাচ্ছন্ন; তাহারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “মানহু” অর্থাৎ উহা কি? মোইসেস বলিলেন, “উহা তোমাদের আহারার্থে পরমেশ্বরের প্রদত্ত রুটি। প্রভু আদেশ করিয়াছেন, একদিনের নিমিত্ত যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক, তোমাদের প্রতিজন কেবল সেই পরিমাণ অর্থাৎ পঞ্চ কুড়ব সংগ্রহ করিবে। কেহ প্রাতঃকাল যাবৎ ইহার লেশমাত্র অবশিষ্ট রাখিবে না”। ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই নিয়ম পালন করিল। তথাপি কেহ কেহ তাহা লঙ্ঘন করিয়া অবশিষ্ট রাখিল; কিন্তু সেই অবশিষ্টাংশ কীটময় ও দুর্গন্ধ হইল। ইহা অবগত হইয়া মোইসেস অপরাধিগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইস্রায়েল-বংশীয়গণ এই খাদ্য যথাবিধি সংগ্রহ করিত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা বিগলিত হইত।

ষষ্ঠ দিবসে ইস্রায়েল-সন্তানগণ দ্বিগুণ খাদ্য সংগ্রহ করিল। মোইসেস তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমাদের কার্য্য প্রভুর আজ্ঞানুরূপ হইয়াছে। কল্য বিশ্রামদিন, প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার। অদ্য যাহা অতিরিক্ত হইবে, তাহা কল্যের নিমিত্ত সঞ্চিত থাকিবে”। সেই দিন অতিরিক্ত খাদ্য কীটময় ও দুর্গন্ধ হইল না। পরদিবস তথাপি কেহ কেহ বিশ্রামবারেও খাদ্য সংগ্রহ করিতে বাহির হইল, কিন্তু তাহার অণুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই খাদ্যের নাম স্বর্গান্ন রাখিল; ইহার আকার ধন্যার সদৃশ ও আস্বাদ মধুমিশ্রিত আটার ন্যায়।

পরে মোইসেস বলিলেন, “প্রভু আদেশ করিয়াছেন, ইহার পঞ্চ-কুড়ব লইয়া একটী পাত্র পূর্ণ কর ও তোমাদের বংশধরগণের নিমিত্ত তাহা রক্ষা কর; কারণ মিসর হইতে আনয়নকালে তিনি মরুভূমির মধ্যে তোমাদিগকে যে খাদ্যে

প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা তোমাদের বংশধরগণকে প্রত্যক্ষ করাইতে হইবে"। অনন্তর মোইসেস আরোণকে বলিলেন. "একটী পাত্র স্বর্গান্নে পূর্ণ করিয়া প্রভুর সম্মুখে স্থাপন কর; তাহা পুরুষপরম্পরার নিমিত্ত সংরক্ষিত হইবে"। তদনুসারে আরোণ স্বর্গান্নের পাত্রটী প্রভুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ৪০ বৎসর যাবৎ অর্থাৎ কানায়ান-দেশে প্রবেশকাল যাবৎ এইস্বর্গান্ন ভোজন করিত।

৯। শৈল-নিঃসৃত জল
আমালেকীয়দের পরাজয়

(যাত্রাগ্রন্থ, ১৭শ অধ্যায়)

"নিরন্তর প্রার্থনা কর"। ১ম থেস্‌সালোনিকীয় ৫।১৭।

অনন্তর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সীন প্রান্তর হইতে যাত্রা করিয়া রাফিদিমে উপস্থিত হইল। এই স্থানে জল ছিল না; সুতরাং পিপাসায় আকুল হইয়া তাহারা মোইসেসের সহিত বিবাদ করিল ও উগ্র-দর্শন হইয়া বলিল, "তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাদিগকে, আমাদের সন্তানগণকে ও পশু-যূথকে তৃষ্ণায় বধ করিতে মিসর হইতে লইয়া আসিয়াছ"? মোইসেস পরমেশ্বরের শরণাগত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, এই লোকদের নিমিত্ত আমার কর্ত্তব্য কি? ক্ষণকাল পরেই ইহারা আমাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে।" প্রভু বলিলেন, "যে
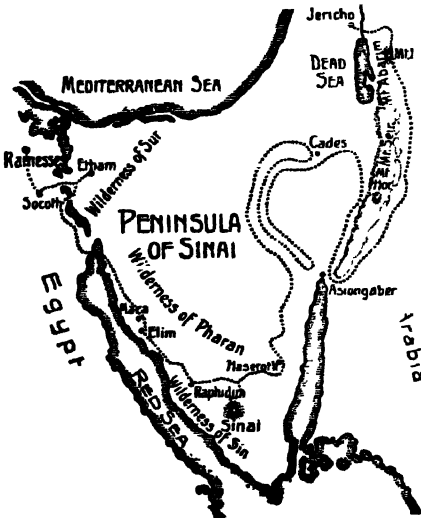
যষ্টিদ্বারা নীলনদীর জলে আঘাত করিয়াছিলে, তাহা লইয়া হোরেব পর্ব্বতে যাও ও তদ্দ্বারা শৈলে আঘাত কর; তাহাতে জল নির্গত হইবে"। মোইসেস

তাহাই করিলেন ; শৈল হইতে জল নির্গত হইল, এবং মনুষ্য ও পশু স্বচ্ছন্দে পিপাসা নিবৃত্তি করিল।

অতঃপর এষৌর বংশজাত আমালেকীয়গণ ইস্রায়েলীয়দিগকে আক্রমণ করিল। শত্রুদমনার্থে মোইসেস এক বীর-যুবককে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নূতন সেনাপতির নাম যশুয়া। মোইসেস যশুয়াকে বলিলেন, "উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর। কল্য পরমেশ্বরের যষ্টি হস্তে লইয়া আমি পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান হইব"। তদনুসারে মহাবীর যশুয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে মোইসেস, আরোণ ও হুর পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। যুদ্ধকালে মোইসেস যতক্ষণ পরমেশ্বরের উদ্দেশে ঊর্দ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকিলেন, ততক্ষণ ইস্রায়েল-সন্তানদের জয় হইতে লাগিল, অন্যথা আমালেকীয়দের জয় হইতে লাগিল। মোইসেস ঊর্দ্ধাঞ্জলি থাকিয়া ক্লান্ত হইলে আরোণ ও হুর তাঁহাকে প্রস্তরোপরি উপবেশন করাইয়া উভয়-পার্শ্বে তাঁহার হস্তদ্বয় উচ্ছ্রিত করিয়া রাখিলেন। এই প্রকারে সূর্য্যাস্ত যাবৎ তাঁহার হস্ত স্থির থাকিল। শেষে আমালেকীয়গণ সর্ব্বথা পরাজিত হইল

১০। সীনাপর্ব্বতে ব্যবস্থাপ্রদান

(যাত্রাগ্রন্থ, ১৯শ হইতে ৩১শ অধ্যায়)

"জীবন লাভার্থে আমার আদেশ-কলাপ পালন কর ; আমার ব্যবস্থা নয়নতারাবৎ সংরক্ষা কর। তোমার অঙ্গুলিসমূহে তাহা বন্ধন কর, তোমার হৃদয়-ফলকে তাহা লিপিবদ্ধ কর"।

—হিতোপদেশ ৭।৩

মিসরদেশ হইতে যাত্রা করিবার পর তৃতীয় মাসে ইস্রায়েল-সন্তানগণ সীন-মরুতে উপস্থিত হইল। তাহারা সীনাপর্ব্বতের নিকটে শিবির স্থাপন করিলে মোইসেস সেই পর্ব্বতের শিখরে পরমেশ্বরের সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিলেন, "ইস্রায়েল-বংশীয়গণকে বল, আমি মিসরীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি, পক্ষপুটে উৎক্রোশ-পক্ষীর তুল্য বহন করিয়া তোমাদিগকে কি প্রকারে আমার সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছি, তাহা তোমা-দের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং আমার বাক্যে অবধান করিলে, আমার নিয়ম পালন করিলে, তোমরা সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ হইয়া আমার নিজস্ব হইবে ;

কারণ নিখিল ভূমণ্ডল আমার"। মোইসেস যথাসময়ে ইস্রায়েল-সমাজকে প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। ইস্রায়েল-বংশীয়গণ একবাক্যে বলিল, "আমরা প্রভুর আদেশ সর্ব্বথা পালন করিব"।

অনন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তুমি অদ্য ও কল্য ইস্রায়েল-বংশীয়-গণকে শুচি-ব্রত হইতে ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া তৃতীয় দিবসের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ কর; কারণ ঐ দিবসে আমি সর্ব্বজনের সম্মুখে সীনাপর্ব্বতো-পরি অবতীর্ণ হইব। তুমি শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে সীমা নিরূপণ করিয়া বল,

কেহ পর্ব্বতে আরোহণ বা তাহার সীমা স্পর্শ করিবে না; যে করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে"। মোইসেস প্রভুর আদেশ যথাযথ পালন করিলেন।
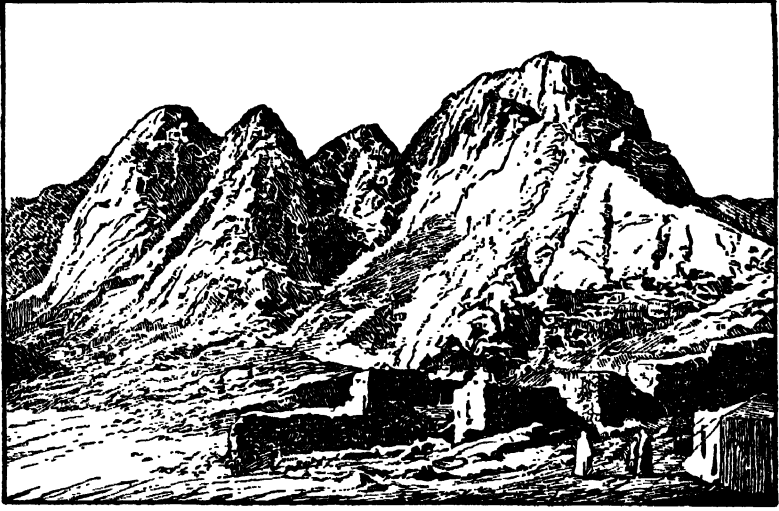
সীনাপর্ব্বত।

তৃতীয় দিবসের প্রভাতেই সীনাপর্ব্বত নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল, এবং মুহুর্মুহু তুমুল মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎপাত ও তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল; পর্ব্বত কম্পমান হইল ও তাহার শৃঙ্গ হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে শিবিরের সমস্ত লোক ভয়-সন্ত্রস্ত হইল। পরে মোইসেস ইস্রায়েল-বংশীয়গণকে পর্ব্বতের তলদেশে সমবেত করিলে পরমেশ্বর বলিলেন—

১। "আমিই তোমার প্রভু, তোমার পরমেশ্বর। আমার সম্মুখে তোমার অলীক-দেবতা থাকিবে না। তুমি আরাধনার্থে ক্ষোদিত-প্রতিমা নির্ম্মান করিবে না।

২। তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নাম অনর্থক লইবে না।

৩। তুমি বিশ্রাম-দিন স্মরণ করিয়া তাহা শুচিব্রত হইয়া পালন করিবে

৪। তোমার পিতাকে ও মাতাকে সম্মান করিবে; তাহাতে তুমি দীর্ঘ-জীবী হইবে।

৫। নরহত্যা করিবে না।

৬। ব্যভিচার করিবে না।

৭। চুরি করিবে না।

৮। প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

৯। পরস্ত্রীতে লোভ করিবে না।

১০। প্রতিবাসির বিত্তে লোভ করিবে না"।

পরমেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত আদেশ শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল ইস্রায়েল-সন্তান-গণ মোইসেসকে বলিল "আপনি আমাদের সহিত কথা বলুন আমরা আপনার কথা শুনিব। কিন্তু উগ্র-শ্রবণ-দর্শন পরমেশ্বর আমাদের সহিত কথা বলিলে আমাদের প্রাণান্ত হইবে"। মোইসেস বলিলেন, "ভয় করিও না; কারণ তোমাদের পরীক্ষা করিতে, অধিকন্তু তোমরা নিবৃত্ত-পাপ হও, এই উদ্দেশ্যে নিজ-ভীষণত্ব তোমাদের চক্ষুর্গোচর করিতে প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন"।

পরে মোইসেস প্রভুর আদেশ-কলাপ লিপিবদ্ধ করিলেন, এবং প্রত্যুষে পর্ব্বতের পাদদেশে বেদি ও ইস্রায়েলের দ্বাদশ-বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে ইস্রায়েল-বংশীয়গণ প্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে ও স্বস্ত্যয়নার্থে বৃষ বধ করিল। মোইসেস বৃষরক্তের অৰ্দ্ধাংশ পাত্রে রাখিয়া অপরার্দ্ধ বেদ্যুপরি প্রোক্ষণ করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্বজনসম্মুখে নিয়মগ্রন্থ পাঠ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সমগ্র ইস্রায়েল-সমাজ বলিল, "আমরা আজ্ঞাবহ হইব, প্রভুর আদেশ সৰ্ব্বথা পালন করিব"। অতঃপর মোইসেস অবশিষ্ট রক্ত জনসমূহের প্রতি প্রোক্ষণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু তোমাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন, ইহা সেই নিয়মের রক্ত"।

অনন্তর পরমেশ্বর মোইসেসকে বলিলেন, "পৰ্ব্বতোপরি আমার সন্নিধানে আগমন কর; যে প্রস্তরফলকে আমার ব্যবস্থা-কলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা তোমার হস্তে সমর্পণ করিব"। তদনুসারে মোইসেস পৰ্ব্বতে আরোহণ করিলেন ও তাহা মেঘাচ্ছন্ন হইল। অন্নজল গ্রহণ না করিরা মোইসেস সেই পর্ব্বতে চল্লিশ দিবারাত্র অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সহিত নিগূঢ় কথোপকথন সমাপ্ত হইলে পরমেশ্বর তাঁহাকে দুইটী প্রস্তর-ফলক প্রদান করিলেন; সেই প্রস্তর-ফলকদ্বয়ে প্রভু স্বহস্তে বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১১। ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা

(যাত্রাগ্রন্থ, ৩২শ—৩৪শ অধ্যায়)

"তুমি নিজ-প্রভু পরমেশ্বরকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে"। দ্বিতীয়বিবরণ ৬।১৩।

মোইসেসকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত দেখিয়া ইস্রায়েল-সমাজের অধিকাংশ নিরাশ হইল ও আরোণের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া বলিল, "আমাদের অগ্রগামী হইবার নিমিত্ত দেবতা নির্ম্মাণ করুন; কারণ আমাদের নায়ক মোইসেসের কি হইল, তাহা আমরা জানি না"। আরোণের মতিভ্রম হইল; তিনি তাহাদের বীভৎস প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের স্ত্রী-কন্যাগণের স্বর্ণ-কুণ্ডলাদি ভূষণ লইয়া আইস"। অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে অলঙ্কার রাশীকৃত হইল, এবং তিনি তদ্দ্বারা এক গোবৎস নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা দেখিয়া জনসমূহ বলিতে লাগিল, "হে ইস্রায়েল, ইনি তোমার দেবতা, ইনি তোমাকে মিসর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন"। অনন্তর আরোণ সেই প্রতিমার সম্মুখে বেদি নির্ম্মাণ করিলেন ও ঘোষণা করিয়া বলিলেন, "কল্য প্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে"। পরদিন প্রত্যূষে জনসমূহ সেই প্রতিমার সম্মুখে শান্তিহোম ও মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া ভোজন-পানে ও নৃত্য- গীতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই সময়ে প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "নামিয়া যাও, কারণ তুমি যাহা-দিগকে মিসর হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রদর্শিত পথ শীঘ্রই ত্যাগ করিয়াছে"। ব্যবস্থার প্রস্তরফলকদ্বয় হস্তে লইয়া মোইসেস তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি সেই গোবৎসমূর্ত্তি ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের তাণ্ডব নৃত্য দেখিলেন। সেই বীভৎস দৃশ্য তাঁহার অসহ্য হইল; তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতপাদে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরফলকদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন ও তাহা খণ্ড-বিখণ্ড হইল। অনন্তর তিনি সেই গোবৎস দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন ও ইস্রায়েল-সন্তান-গণকে সেই জল পান করাইলেন। পরে তিনি আরোণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইস্রায়েল-বংশকে এই মহাপাপে লিপ্ত করিলে কেন"? আরোণ সভয়ে বলিলেন, "ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি জান ইহারা দুর্দ্দান্ত; ইহারা আমাকে বলিল, "আমাদের অগ্রগামী হইবার নিমিত্ত দেবতা নির্ম্মাণ করুন; কারণ আমাদের

নায়ক মোইসেসের কি হইল, আমরা তাহা জানি না। আমি বলিলাম, 'তোমাদের স্বর্ণালঙ্কার লইয়া আইস'। ইহারা স্বর্ণালঙ্কার লইয়া আসিল; পরে আমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ঐ গোবৎস নির্গত হইল"। অনন্তর মোইসেস শিবিরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "যাহারা প্রভুর পক্ষে তাহারা আমাদের সহকারী হউক"। ইহা শ্রবণ করিয়া লেবির সকল সন্তান মোইসেসের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে কটিদেশে খড়্গ বন্ধন কর, শিবিরের দ্বারে দ্বারে যাও ও ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে প্রতিমাপূজক ভ্রাতা, মিত্র ও প্রতিবাসিকে বধ কর"। লেবির সন্তানগণ এই কঠোর আদেশ যথাযথ পালন করিল, এবং সেই দিবসে ন্যূনাধিক ২৩০০০ লোক প্রতিমাপূজার অপরাধে হত হইল।

পরদিন মোইসেস ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিলেন, "তোমরা মহাপাপ করিয়াছ। আমি পর্ব্বতোপরি প্রভুর সন্নিধানে যাইতেছি; আমার সাধ্য হইলে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব"। অনন্তর মোইসেস প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হায়! হায়! প্রভো, ইস্রায়েল-বংশ মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়াছে। সেই মহাপাপ ক্ষমা করুন, অন্যথা আপনার লিখিত পুস্তক হইতে আমার নাম বিলুপ্ত হউক"। প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "যে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহারই নাম আমার পুস্তক হইতে বিলুপ্ত হইবে। যাও; আমি যে দেশের বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছি, সেই দেশে তোমার সহচরগণকে লইয়া যাও। আমার দূত তোমাদের অগ্রগামী হইবে। কিন্তু প্রতিফলের দিনে আমি তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিব"।

পরে প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তুমি যথাপূর্ব্ব দুই প্রস্তরফলক ছেদন কর; প্রথম প্রস্তরফলকদ্বয়ে যে আদেশকলাপ লিখিত ছিল, তৎসমুদয়ই নূতন প্রস্তরফলকদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিব"। তদনুসারে মোইসেস দুই প্রস্তরফলক ছেদন করিলেন ও তাহা লইয়া সীনাপর্ব্বতে পুনর্ব্বার আরোহণ করিলেন। অন্নজল গ্রহণ না করিয়া তিনি সেই পর্ব্বতোপরি ৪০ দিবারাত্র প্রভুর সন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন। সেই সময়ে প্রভু স্বহস্তে প্রস্তরফলকদ্বয়ে দশাদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। পরে মোইসেস প্রস্তরফলকদ্বয় হস্তে লইয়া পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রতাপময় প্রভুর দর্শনলাভ ও তাঁহার সহিত দীর্ঘ সম্ভাষের ফলে সেই সময়ে মোইসেসের মুখমণ্ডল দেদীপ্যমান। ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহাকে

দেখিয়া ভীত হইল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রভুর আদেশকলাপ জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর মোইসেস নিজমুখ আবৃত করিলেন; সেই দিন হইতে তিনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার মুখ সর্ব্বদা আবৃত রাখিতেন।

১২। পটমন্দির

(যাত্রাগ্রন্থ, ২৫শ—২৭শ অধ্যায়)

"ঐ দেখ, মনুষ্যদের মধ্যে পরমেশ্বরের মন্দির; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন ও তাহারা তাঁহার অনুজীবী হইবে"। প্রকাশিত বাক্য ২১।৩।

যে সময়ে মোইসেস সীনাপর্ব্বতে প্রথমবার ৪০ দিবারাত্র বাস করেন, সেই সময়ে পরমেশ্বর তাঁহাকে বলেন "ইস্রায়েলবংশীয়গণকে আমার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উপহার আনয়ন করিতে বল। তাহারা আমার নিমিত্ত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করুক; আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। মন্দির ও তাহার সকল দ্রব্যের যে রূপ আমি তোমাকে প্রদর্শন করি, তদনুসারে তোমরা সমস্তই করিবে"। মোইসেস ইস্রায়েল-সমাজকে এই দেবাদেশ জ্ঞাপন করিলে পুরুষগণ ও রমণীগণ সাগ্রহে বলয়, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়কাদি আভরণ, নানাবর্ণের সূত্র, ছাগমেষাদির চর্ম্ম ও নানাবিধ উপকরণ প্রদান করিল; সমাজের অধ্যক্ষগণ বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি প্রদান করিলেন। পরে মোইসেস যুদাবংশীয় বেসেলীলকে ও দান্-বংশীয় ঊলিয়াবকে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যের অধ্যক্ষ ও তাঁহাদের
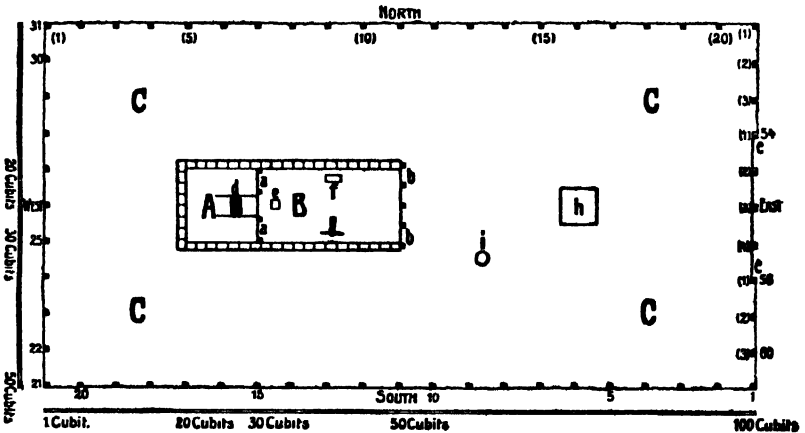
অধীনে নিপুণ শিল্পকারগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, কিন্তু উপকরণানয়নের বিরাম হইল না; ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে উপকরণ প্রদান করিতে লাগিল। শেষে মোইসেস ঘোষণা করিলেন, উপকরণ-সম্ভার প্রয়োজনাতীত হইয়াছে"। ইহাতে তাহারা উপকরণ প্রদানে বিরত হইল।

শিল্পকারগণ যথাসময়ে মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত করিল। এই পরমশোভন মন্দিরের অভ্যন্তর ৩০ হস্ত দীর্ঘ, ১০ হস্ত আয়ত ও ১০ হস্ত উচ্চ। মন্দিরের পার্শ্বত্রয় স্বর্ণমণ্ডিত বর্ব্বুর-কাষ্ঠফলকে নির্ম্মিত। প্রত্যেক কাষ্ঠফলক ১০ হস্ত দীর্ঘ, ১॥০ হস্ত প্রস্থ ও তাহার অধোভাগ রৌপ্যনির্ম্মিত কোষদ্বয়ে নিবিষ্ট; প্রত্যেক কাষ্ঠফলকে স্বর্ণের চক্রত্রয় সংযুক্ত, চক্রে স্বর্ণমণ্ডিত অর্গল সংলগ্ন ও সেই অর্গলে কাষ্ঠফলক-সমূহ পরস্পর-সম্বদ্ধ। মন্দিরের ছাদ চতুরংশিত আবরণ-পট ও তাহা ত্রিপার্শ্বের কাষ্ঠপ্রাচীর হইতে লম্বিত। তাহার প্রথম ও অভ্যন্তরভাগ ধূমল, পাটল ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্ম, আকুঞ্চিত, ক্ষৌমসূত্রে রচিত ও দেবদূত, খর্জ্জুরপত্র ও নানাবিধ পুষ্পের কলাকৌশলসম্ভূত প্রতিরূপে তাহা কার্ম্মিক; তাহার উপরিস্থ আবরণপট ছাগলোমনির্ম্মিত, তদুপরিস্থ আবরণ-পট রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম-নির্ম্মিত ও সর্ব্বোপরিস্থ আবরণপট শিশুমার চর্ম্মে নির্ম্মিত।

মন্দিরের দুইটী কক্ষ। প্রথম কক্ষের নাম মহা-পুণ্যস্থান; তাহা দীর্ঘেপ্রস্থে ১০ হস্ত ও তন্মধ্যে নিয়ম-সম্পুট নিহিত। বর্ব্বুরকাষ্ঠে নির্ম্মিত এই নিয়ম-সম্পুট ২॥০ হস্ত দীর্ঘ, ১॥০ হস্ত প্রস্থ ও ১॥০ হস্ত উচ্চ। তাহার অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত ও তাহার উপরিভাগের চতুষ্পার্শ্ব স্বর্ণমাল্য-মণ্ডিত; তাহার উপরিভাগের প্রতিকোণে স্বর্ণের চক্র ও চক্রে স্বর্ণমণ্ডিত বহন-দণ্ড সংলগ্ন। বহন-

দণ্ডদ্বয় চক্র হইতে কদাপি অপনীত হইত না। নিয়ম-সম্পুটোপরি ২॥০ হস্ত দীর্ঘ, ১॥০ দেড় হস্ত প্রস্থ ও নির্ম্মল স্বর্ণে নির্ম্মিত করুণাসন। করুণাসনের উভয়পার্শ্বে পরস্পর-সম্মুখীন দেবদূতদ্বয়ের স্বর্ণ-প্রতিমা; তাঁহাদের বিস্তৃত পক্ষে করুণাসন আচ্ছাদিত। এই পরমশোভন নিয়ম-সম্পুটে ব্যবস্থার প্রস্তরফলকদ্বয়, স্বর্গান্নের পাত্র ও আরোণের যষ্টি সংরক্ষিত। মহাপুণ্যস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তে রৌপ্য-কোষে নিবিষ্ট, স্বর্ণমণ্ডিত চতুঃস্তম্ভ, প্রত্যেক স্তম্ভের শিরোদেশে স্বর্ণের অঙ্কুশ সংলগ্ন, অঙ্কুশ হইতে বিচিত্র ব্যবধান প্রলম্বিত।
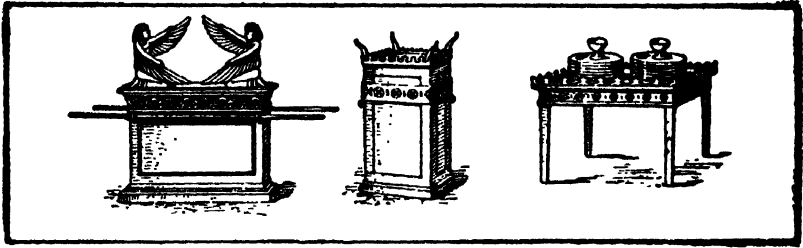
মন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষের নাম পুণ্যস্থান। এই কক্ষ দৈর্ঘে ২০ হস্ত ও প্রস্থে ১০ হস্ত; ইহার মধ্যে ধূপবেদী, নিবেদিত রোটিকার মঞ্চ ও দীপবৃক্ষ নিহিত।

ধূপবেদি ১ হস্ত দীর্ঘ, ১ হস্ত প্রস্থ ও ২ হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ; ইহা বর্ব্বুর কাষ্ঠে নির্ম্মিত ও স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার শিরোদেশ স্বর্ণমাল্যমণ্ডিত ও প্রত্যেক কোণ হইতে স্বর্ণের শৃঙ্গ নির্গত। ইহার শিরোধিও স্বর্ণালঙ্কৃত; শিরোধির তলস্থ কোণচতুষ্টয়ে স্বর্ণের চতুশ্চক্র, তাহাতে স্বর্ণমণ্ডিত

বর্ব্বুর কাষ্ঠে নির্ম্মিত বহন-দণ্ডদ্বয় সংলগ্ন। ধূপবেদীর অবস্থান পুণ্যস্থানের পশ্চিমাংশে, মহাপুণ্য স্থানের যবনিকার সম্মুখে।

নিবেদিত রোটিকার মঞ্চ ২ হস্ত দীর্ঘ, ১ হস্ত প্রস্থ ও ১॥০ হস্ত উচ্চ; ইহাও বর্ব্বুরকাষ্ঠে নির্ম্মিত ও স্বর্ণমণ্ডিত। মঞ্চের ফলক-প্রান্ত স্বর্ণময়, পাদচতুষ্টয় উপরিভাগে চতুরাঙ্গুলি-পরিমিত পার্শ্বকাষ্ঠে সংযুক্ত, পার্শ্বকাষ্ঠও স্বর্ণমাল্যমণ্ডিত। মঞ্চোপরি স্বর্ণপাত্রে দর্শন-রোটিকার স্তোমদ্বয়, প্রতি স্তোমে ষটক্ রোটিকা ও তদুপরি ধূপপাত্র। এই মঞ্চ পুণ্যস্থানের উত্তরাংশে অবস্থিত।

পুণ্যস্থানের দক্ষিণাংশে সপ্তভুজ দীপবৃক্ষ; ইহাও নির্ম্মল স্বর্ণে নির্ম্মিত। ইহার কাণ্ডের এক পার্শ্ব হইতে ভুজত্রয় ও অন্য পার্শ্ব হইতে ভুজত্রয় নির্গত, প্রত্যেক ভুজে কোরক ও পুষ্প উৎকীর্ণ। সপ্তপ্রদীপ তাহার আনুসঙ্গিক সন্দংশ ও বর্ত্তিকর্ত্তরী তদ্বৎ স্বর্ণময়।

পুণ্যস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তে পিত্তলের কোষে নিবিষ্ট, স্বর্ণমণ্ডিত পঞ্চস্তম্ভ; সেই হৈম-স্তম্ভের হৈম শিরোদেশে হৈমচক্র সংলগ্ন; সেই চক্রসমূহ হইতে যে ব্যবধান প্রলম্বিত, তাহা মহাপুণ্যস্থানের প্রান্তবর্ত্তী যবনিকা. কিন্তু তাহা দেবদূতের প্রতিরূপে কাম্মিক নহে।

যে প্রাঙ্গণে মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহা দৈর্ঘে ১০০ হস্ত ও পরিসরে ৫০ হস্ত। প্রাঙ্গণের উত্তর-প্রান্তে বর্ব্বুরকাষ্ঠের বিংশতি স্তম্ভ, দক্ষিণ-প্রান্তে বিংশতি স্তম্ভ ও পশ্চিম-প্রান্তে দশ স্তম্ভ, প্রত্যেক স্তম্ভের মূল পিত্তলের কোষে নিবিষ্ট ও অগ্র রৌপ্যমণ্ডিত; প্রত্যেক স্তম্ভ পিত্তল-কীলকে দৃঢ়ীকৃত, স্তম্ভগাত্রে রৌপ্যময় অঙ্কুশ, অঙ্কুশমধ্যে রৌপ্যময় অর্গল, সেই অর্গলে সকল স্তম্ভ পরস্পর সম্বদ্ধ। পঞ্চহস্ত উচ্চ স্তম্ভসমূহ হইতে শুভ্র ক্ষৌমসূত্রের বেষ্টন প্রলম্বিত। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-প্রান্তের দক্ষিণাংশে স্তম্ভত্রয় ও বামভাগে স্তম্ভত্রয় স্থাপিত, প্রবেশদ্বার পূর্ব্ব-প্রান্তের মধ্যদেশে অবস্থিত ও পরিসরে বিংশতি হস্ত; পিত্তল-নির্ম্মিত চতুঃস্তম্ভের রৌপ্যময় শিরোদেশ হইতে প্রবেশ-দ্বারে বিচিত্র ব্যবধান লম্বমান।

প্রাঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত হইতে মন্দির বিংশতি হস্ত দূরে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং মন্দিরের সম্মুখে পঞ্চাশদ্বর্গহস্ত পরিমিত একটী স্থান; সেই স্থানে হোম-বেদি ও প্রক্ষালন-পাত্রের সন্নিবেশ।

হোমবেদি ৫ হস্ত দীর্ঘ, ৫ হস্ত বিস্তৃত ও ৩ হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ। ইহা বর্ব্বুরকাষ্ঠে নির্ম্মিত ও পিত্তলমণ্ডিত। ইহার কোণ-চতুষ্টয় হইতে চতুঃশৃঙ্গ নির্গত; ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পীঠ ও মূলের
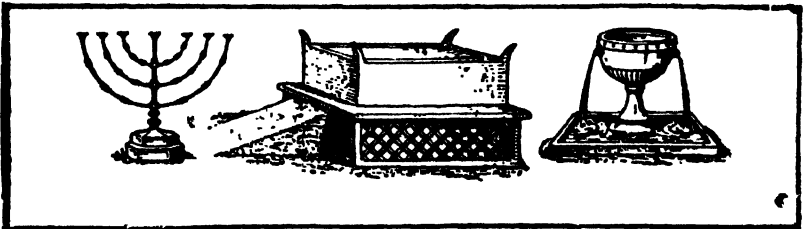
মধ্যদেশে পীঠ ও তাহার তল ভূমি পর্য্যন্ত পিত্তলের জাল। ইহার কোণ-চতুষ্টয়ে পিত্তলমণ্ডিত বহন-দণ্ডের নিমিত্ত চতুশ্চক্র। হোমবেদির আনুসঙ্গিক সকল দ্রব্য অর্থাৎ ভস্ম লইবার পাত্র,

সন্দংশ, শূল ও অঙ্গারধানী পিত্তলনির্ম্মিত। এই হোমবেদি ও পুণ্যস্থান-সংলগ্ন ব্যবধানের মধ্যে যাজকবর্গের নিমিত্ত পিত্তলময় প্রক্ষালন-পাত্র।

নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে মোইসেস সেই পরমশোভন মন্দির ও তন্মধ্যস্থ সকল বস্তু তৈলযোগে অনুমন্ত্রিত করিলেন। অনন্তর সেই মন্দির মেঘে সমাচ্ছন্ন ও প্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল। ইস্রায়েলবংশীয়গণের দৃষ্টিগোচরে তাহাদের সকল যাত্রায় দিবসে প্রভুর মেঘ ও রাত্রিতে অগ্নি মন্দিরোপরি অবস্থিতি করিত। সেই অদ্ভুত মেঘ উর্দ্ধে নীত হইলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ স্থানান্তরে যাত্রা করিত; তাহা যে স্থানে মন্দিরোপরি অবতরণ করিত, সেই স্থানে তাহাদের শিবির স্থাপিত হইত।

১৩। যাজকবর্গ ও সেবিতৃবর্গ

(যাত্রাগ্রন্থ ২৮ অধ্যায়; যাজকশাস্ত্র, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়)

"যাজকের ওষ্ঠাধর জ্ঞান রক্ষা করিবে ও সর্ব্বজন তাঁহার মুখে ব্যবস্থার অন্বেষণ করিবে; কারণ তিনি জগীকনাথের দূত"। মালাখি ২।৭

সীনাপর্ব্বতে প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "প্রথমজাত সন্তানের স্থানে তোমার সহোদর আরোণ ও তাহার পুত্রগণ যাজকের পদে বিনিয়োজিত হইয়া আমার উদ্দেশে যাজন করিবে"। এই আদেশানুসারে মোইসেস তাঁহার সহোদর আরোণকে মহাযাজকের পদে ও আরোণের পুত্রগণকে ও তাহাদের অপত্যবর্গকে যাজকের পদে বিনিয়োজিত করিলেন। মহাযাজকের পদ ভবিষ্যৎকালে আরোণ-বংশের প্রথমজাত সন্তানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল।

মোইসেস মন্দির-প্রাঙ্গণে ইস্রায়েল-বংশীয়গণকে সমবেত করিয়া আরোণকে ও আরোণের পুত্রগণকে স্নান করাইলেন। অনন্তর তিনি আরোণকে মহা-যাজকোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া মন্দির ও তন্মধ্যস্থ সকল দ্রব্য তৈলযোগে অনুমন্ত্রিত করিলেন, এবং আরোণের মস্তকে তৈল শেচন করিয়া তাঁহাকে মহাযাজকের পদে বিনিয়োজিত করিলেন। অতঃপর তিনি আরোণের পুত্র-গণকে যাজকোচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত করাইয়া তৈলযোগে যাজকপদে বিনিয়ো-জিত করিলেন।

পরে মোইসেস একটী বৃষ আনয়ন করিলে আরোণ ও তাঁহার পুত্রগণ পাপক্ষয়ার্থে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন; সেই বৃষ নিহত হইলে মোইসেস হোমার্থে একটী মেষ ও বিনিয়োগের নিমিত্ত যাজনার্থে দ্বিতীয় মেষ

উৎসর্গ করিলেন। অতঃপর বলি-সম্ভোজন হইল। পরমেশ্বরের আদেশানুসারে মোইসেস সপ্তাহকাল এই প্রকারে যাগকর্ম্ম করিলেন। অষ্টম দিবসে আরোণ বেদিতে গমন করিয়া নিজের ও স্বজাতীয়গণের নিমিত্ত পাপার্থক বলি, হোমার্থক বলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিলেন। তদনন্তর মোইসেস ও আরোণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহারা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জনসমূহকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রভুর প্রতাপ প্রকাশিত হইল ও অগ্নি নির্গত হইয়া বেদির উপরিস্থ হোম-বলি ভস্ম করিল। ইহাতে জনবৃন্দ প্রণত হইয়া প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

অনন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তুমি লেবির অপত্যগণকে আনয়ন করিয়া আরোণের সম্মুখে উপস্থিত কর; তাহারা আরোণের পরিচর্য্যা করিবে; কারণ ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্য হইতে আমি তাহাদিগকে প্রথমজাত সন্তানের স্থানে গ্রহণ করিয়াছি; মন্দিরের সেবা-কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তাহাদিগকে আরোণ ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান করিয়াছি"।

মহাযাজক

ইস্রায়েল-সমাজে যাজকত্ব-সংস্থাপনের সহিত যাজকোচিত পরিচ্ছদও নির্দ্দিষ্ট হইল। যাজকগণের আধিকারিকপরিচ্ছদ ক্ষৌম জঙ্ঘাবস্ত্র, সূক্ষ্মক্ষৌমসূত্রে নির্ম্মিত, আপাদলম্বিত প্রাবরণ, নানাবর্ণের ক্ষৌমসূত্রে রচিত কটিবন্ধন ও শুভ্র ক্ষৌমের উষ্ণীষ। মহাযাজকের পরিচ্ছদ পূর্ব্ববৎ; অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাবারোপরি আজঙ্ঘালম্বিত প্রাবারান্তর; দ্বিতীয় প্রাবার পাটল, তাহার অধঃপ্রান্ত বিচিত্র দাড়িম্বে মণ্ডিত ও প্রত্যেক দাড়িম্বে স্বর্ণের কিঙ্কিণী। দ্বিতীয় প্রাবারোপরি কূর্পাস; ইহা স্বর্ণসূত্রে উদ্গ্রথিত, সূক্ষ্মক্ষৌমে নির্ম্মিত; কূর্পাসের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ স্কন্ধদেশে স্বর্ণনিবিষ্ট গোমেদক-মণিদ্বয়ে সম্বদ্ধ ও প্রত্যেক গোমেদকে

ইস্রায়েলের ষড়্‌বংশের নাম উৎকীর্ণ; কটিদেশে কূর্পাস পট্টবন্ধদ্বয়ে শরীরের সহিত নিবদ্ধ। কূর্পাসোপরি উরস্ত্রাণ; ইহা কূর্পাসের উপকরণে নির্ম্মিত, দৈর্ঘে অর্দ্ধহস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধহস্ত; উরস্ত্রাণ চতুঃপঙ্‌ক্তীকৃত স্বর্ণনিবিষ্ট, দ্বাদশমণি-খচিত, প্রত্যেক মণিতে ইস্রায়েলের বংশবিশেষের নাম উৎকীর্ণ; কোণ-চতুষ্টয়ের স্বর্ণময় চতুশ্চক্র দ্বারা উরস্ত্রাণ শরীরের সহিত নিবদ্ধ; উপরিস্থ কোণদ্বয়ের দ্বিচক্র স্বর্ণের শৃঙ্খলদ্বারা গোমেদকদ্বয়ের সহিত সম্বদ্ধ; অধোভাগের চক্রদ্বয় পাটল সূত্রদ্বারা পট্টবন্ধের সহিত নিবদ্ধ। যাজকের পরিধেয় উষ্ণীষোপরি পাটল বর্ণের দ্বিতীয় উষ্ণীষ; তাহার পুরোভাগে হৈম পট্ট সংযুক্ত, ললাটস্থিত সেই পট্টে উৎকীর্ণ, "প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র"।

যাজকোচিত পরিচ্ছদের সহিত যাজকগণের কর্ত্তব্যও নির্দ্দিষ্ট হইল; তাঁহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পুণ্যস্থানে ধূপ জ্বালাইবেন, হৈম দীপবৃক্ষ পরিষ্কৃত ও প্রজ্জ্বলিত করিবেন, বিশ্রামবারে মঞ্চে নূতন দর্শন-রোটিকা আনয়ন করিবেন, পুণ্যস্থান সম্মার্জ্জিত করিবেন ও তাহার প্রবেশদ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিবেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁহারা হোমাদির অগ্নি দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত রাখিবেন, শিবিরের বহির্দ্দেশে ভস্ম অপসারিত করিবেন, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিরূপিত বলি উৎসর্গ করিবেন, যজমানের অনুষ্ঠিত পশুযাগে উপস্থিত হইয়া হত পশুর শোণিত বেদির প্রতি প্রোক্ষণ করিবেন, হত পশু হোমাগ্নিতে দগ্ধ করিবেন, দৈনন্দিন যাগ-যজ্ঞের পর জনবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, সেবকগণের অধ্যক্ষতা করিবেন, রৌপ্যময় তূর্য্য বাদন করিয়া উৎসবের দিন ঘোষণা করিবেন, জনপদকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, নিরাময় কুষ্ঠিগণকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ব্যাধি-নিগ্রহ ঘোষণা করিবেন।

মহাযাজক বিশ্রামবারে, অমাবস্যায় ও পর্ব্বাহে যাজকের সাধারণ কার্য্য করিবেন; অধিকন্তু মহাপ্রায়শ্চিত্তের দিনে পাপক্ষয়ার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন, মহাপুণ্যস্থানে প্রবেশ করিয়া করুণাসনে বলির রক্ত প্রোক্ষণ করিবেন ও সেই-স্থানে ধূপদাহ করিবেন, জনহিতকর সর্ব্ববিষয়ে পরমেশ্বরের মন্ত্রণা যাজ্ঞা ও গ্রহণ করিবেন, ধর্ম্মাধিকরণের ও মন্দিরের সর্ব্ববিধ সেবাকর্ম্মের অধ্যক্ষতা করিবেন।

সেবকগণের আধিকারিক পরিচ্ছদ ও পুণ্যস্থানে প্রবেশাধিকার থাকিবে না; তাঁহারা মন্দির-প্রাঙ্গণে যাগ-যজ্ঞের সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন, মন্দির স্থানান্তরে

নীত হইবার সময়ে সকল দ্রব্য বহণ করিবেন, যজনকালে গান করিবেন ও সর্ব্ববিষয়ে যাজকবর্গের সহায়তা করিবেন।

১৪। পুরাতন নিয়মের যাগ-যজ্ঞ

(যজনশাস্ত্র, ১ম—৭ম অধ্যায়)

"তোমরা ধার্ম্মিকতার বলি উৎসর্গ কর ও প্রভুতে শ্রদ্ধান্বিত হও"। সাম ৪।৬

ইস্রায়েল-সমাজে পশু-যাগ ও ইষ্টি-যাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। পশু-যাগের বলি নির্দ্দোষ বৃষ, মেষ, ছাগ ও কপোত। ইষ্টি-যাগের নৈবেদ্য গোধূমচূর্ণ, রোটিকা, পিষ্টক, দ্রাক্ষারস, তৈল, লবণ ও ধূপ।

পশু-যাগের উপহার ত্রিবিধ, অর্থাৎ হোমবলি, পাপক্ষয়ার্থক বলি ও মঙ্গলার্থক বলি। হোমযাগে বলির নিঃশেষ দহন পরমেশ্বরের সর্ব্বাধিপত্য ও তাঁহার উদ্দেশে মনুষ্যের সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের নিদর্শন। পরমেশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করা হইলে প্রায়শ্চিত্তার্থে পাপক্ষয়ার্থক বা দোষক্ষয়ার্থক বলি উপহরণীয়। পরমেশ্বর-প্রদত্ত বরবিশেষের নিমিত্ত ধন্যবাদার্থে বা তাঁহার সমীপে কোন বর-ভিক্ষার্থে মঙ্গলার্থক বলি উপহরণীয়।

পশু-যাগ-বিষয়ে সূক্ষ্ম বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। যজমান হোম-বেদিতে উপহরণীয় পশু আনয়ন করিবে, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিবে ও তদনন্তর

তাহা বধ করিবে; যাজক সেই পশুর রক্ত লইয়া বেদির চতুষ্পার্শ্বে প্রোক্ষণ করিবেন ও তদন্তর হোমাগ্নিতে তাহা নিঃশেষে দগ্ধ করিবেন। পাপ-ক্ষয়ার্থক ও মঙ্গলার্থক যাগে নির্দ্দিষ্ট মেদ দহনীয়। বলি যাজকের প্রাপ্য। মঙ্গলার্থক যাগে বলির বক্ষস্থল ও দক্ষিণ জঙ্ঘাদেশ যাজকের প্রাপ্য; অবশিষ্টাংশ যজমানকে প্রত্যর্পণীয়। সেই দিবসেই স্বজনবর্গের সমভিব্যাহারে সে তাহা ভোজন করিবে।

ইষ্টি-যাগ পশু-যাগের সমকালে বা অন্য সময়ে অনুষ্ঠেয়। ইষ্টি-যাগের উপহার অংশতঃ ভক্ষ্য-নৈবেদ্য বা পেয়-নৈবেদ্য ও ধূপ। ভক্ষ্য-নৈবেদ্য লবণ-বিনা অনুপহরণীয়। পেয়-নৈবেদ্য দ্রাক্ষারস; তাহা বেদির পাদদেশে সেচনীয়। ধূপনৈবেদ্য দহনীয়।

১৩। বিশ্রামবার, পর্ব্ব ও শুভকাল

(যাজক-শাস্ত্র, ২৩শ—২৫শ অধ্যায়)

'তিনি তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ স্মরণীয় করিয়াছেন"। সাম ১১০।৪

প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বল, তোমরা আমার বিশ্রামবার পালন করিবে, তোমাদের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের আদেশা-নুসারে তাহা পবিত্ররূপে পালন করিবে। তোমরা ষড়্‌দিবস শ্রম করিবে, কিন্তু সপ্তম দিবস প্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামবার; সেই দিবসে তোমরা, তোমাদের দাস বা দাসী, বৃষ বা গর্দ্দভ, কোন কার্য্য করিবে না। যে বিশ্রামবারে শ্রম করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে"।

বার্ষিক পর্ব্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভু আদেশ করিলেন, "ইস্রায়েল-বংশের সমস্ত পুরুষ বর্ষে বর্ষে বারত্রয়, অর্থাৎ নিস্তার-পর্ব্বাহে*, পঞ্চাশত্তম-পর্ব্বাহে ও কুটীরবাস-পর্ব্বাহে‡ আমার সম্মুখে সমবেত হইবে"।

---

* মিসর-দেশ হইতে ইস্রায়েল-বংশীয়গণের উদ্ধার স্মরণার্থে নিস্তার-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত। প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে প্রত্যেক গৃহস্থ একটী মেষ-শাবক বধ করিয়া পরিজনবর্গের সহিত তাহার মাংস ভোজন করিত। পঞ্চদশ দিবস হইতে সপ্তাহকাল ইস্রায়েল-বংশীয়গণ এই পর্ব্বটা পালন করিত ও সেই সময় কেবল রোটিকা ও তিক্ত শাক আহার করিত। এই সপ্তাহের প্রথম ও শেষ দিনে যথাবিধি উৎসব হইত ও শ্রমসাধ্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ ছিল। এই সময়ে শস্যচ্ছেদন

সপ্তম বৎসর পবিত্র; তদ্বিষয়ে প্রভু বলিলেন, "তুমি ষড়্বৎসর-কাল নিজ-ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র পরিষ্কার করিবে ও ভূমি-উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির বিশ্রামকাল, প্রভুর উদ্দেশে বিশ্রাম-কাল হইবে। তুমি নিজ-ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে না,, দ্রাক্ষাক্ষেত্র পরিষ্কার করিবে না। ক্ষেত্রের স্বচ্ছন্দজাত শস্য তোমার ভক্ষ্য হইবে। সমাজের দীনদরিদ্র ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ভক্ষণ করিবে। এই বৎসরে ঋণ আদায় করিবে না, কারণ প্রভুর আদেশানুসারে ইহা ঋণমুক্তির বৎসর। সপ্ত-বিশ্রামবৎসরের পর পঞ্চাশত্তম বৎসর হইবে, সপ্ত-বার্ষিক বিশ্রামকালের তুল্য উৎসব হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের সম্পত্তি স্বাধিকারে প্রত্যাগমন করিবে। ভূমি সতত বিক্রীত থাকিবে না, কারণ ভূমি আমারই; তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী। পঞ্চাশত্তম বৎসরে বিক্রীত ভূমি প্রথম অধিকারিকে প্রত্যর্পিত হইবে"।

১৩। সামাজিক বিধি

(যাজক-শাস্ত্র, ১১শ—২৭শ অধ্যায়; দ্বিতীয় বিবরণ ১৫শ—২৬শ অধ্যায়)

"আমি সতত তোমার ব্যবস্থা পালন করিব, যুগে যুগে পালন করিব"। সাম ১১৮।৪৪

ইস্রায়েল-বংশ পরমেশ্বরের মনোনীত; এই বংশের বিশিষ্টতারক্ষার্থে, সামাজিক শাসনের নানাবিধি প্রবর্ত্তিত হইল। তন্মধ্যে একটী খাদ্যাখাদ্য-বিষয়ক; কোন কোন পশুর মাংস ও মৎস্য পরিবর্জ্জন করিয়া ইস্রায়েল-বংশীয়-গণকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ প্রদর্শন করিতে হইবে। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যাহাদের ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত ও যাহারা রোমন্থন করে, তাহারা শুচি ও ভক্ষ্য; সরক্ত মাংস অভক্ষ্য ও খাদ্যের সহিত রক্তের ব্যবহার অধর্ম্ম্য।

আরম্ভ হইত; প্রত্যেক গৃহস্থ নূতন শস্যের একটী গুচ্ছ যাজকের নিকট আনিত। তৎপূর্ব্বে নূতন শস্য ভক্ষণ করিলে পাপ হইত।

† নিস্তার-পর্ব্বের পর ঊনপঞ্চাশ দিবস অতীত হইলে সীনাপর্ব্বতে প্রদত্ত বিধিকলাপের স্মরণার্থে পঞ্চাশত্তম পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত। বাৎসরিক শস্যসংগ্রহকালের অবসানহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশার্থে এই পর্ব্বে নূতন গোধূমের রোটিকাদ্বয় উৎসর্গীকৃত হইত।

‡ মরুপথ-প্রবাসের স্মরণার্থে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস হইতে সপ্তাহকাল যাবৎ কুটীরবাস-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত ও নূতন ফল, তৈল ও দ্রাক্ষারসের নিমিত্ত পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইত। পর্ব্বের প্রথম ও শেষ দিবসে যথাবিধি উৎসব হইত।

আয়ের দশমাংশ-বিষয়ে প্রভু বলিলেন, "ইস্রায়েল-কুলে প্রথমজাত সন্তান আমার। যেদিন আমি মিসর-দেশে প্রথমজাত সকল সন্তানকে বধ করি, সেই দিন ইস্রায়েল-সমাজের মনুষ্য ও পশুর প্রথমজাত সকলই নিজোদ্দেশে পবিত্র করিয়াছি। তোমাদের প্রথমজাত সন্তানমাত্রই তোমরা মুক্ত করিবে। ভূমির শস্য হউক বা বৃক্ষের ফল হউক, ভূমিজাত সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ আমার; তাহা আমার উদ্দেশে পবিত্র। বৃষযূথ, মেষযূথ ও ছাগযূথের দশমাংশ, পশুকুলের দশম পশুমাত্রই আমার উদ্দেশে পবিত্র। মন্দিরের সেবাকর্ম্মের বেতনরূপে আমি লেবি-বংশীয়গণের অধিকারার্থে ইস্রায়েল-সমাজের মধ্যে সমস্ত দশমাংশ প্রদান করিলাম"।

ইস্রায়েল-বংশকে দীনবৎসল হইতে আদেশ করিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ দরিদ্র হইলে তুমি নিজ-হৃদয় কঠিন করিবে না বা অমুক্তহস্ত হইবে না; কিন্তু তাহার যাহা প্রয়োজন তাহা প্রদান করিবে। তাহাতে আমি সর্ব্বদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করিবে না,, কারণ মিসর-দেশে তুমি বিদেশী ছিলে। তুমি কোন বিধবাকে বা পিতৃহীনকে ব্যথিত করিবে না। তোমার দরিদ্র সজাতীয়কে ঋণদান করিলে তুমি তাহার প্রতি কুসীদকের তুল্য হইবে না। তুমি ধর্ম্মানুসারে দীনদরিদ্রের বিচার নিষ্পন্ন করিবে। তোমার ক্ষেত্রের শস্য কর্ত্তন করিবার সময়ে তুমি কোন শস্য নিঃশেষে কর্ত্তন করিবে না, তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য সংগ্রহ করিবে না। তুমি নিজ-দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন করিবে না, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পতিত দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করিবে না। দীনদরিদ্র ও বিদেশিগণের নিমিত্ত তুমি তাহা ত্যাগ করিবে। তৃতীয় বৎসরের শেষে তুমি সেই বৎসরে উৎপন্ন শস্যাদির দশমাংস মন্দির-সেবক, আগন্তুক, পিতৃহীন ও বিধবাগণের আপরিতোষ ভোজনার্থে প্রদান করিবে"।

১৭। সীনা হইতে প্রস্থান। লোভের সমাধি

(গণনাগ্রন্থ, ১১শ অধ্যায়)

"তিনি সমস্ত দুর্জ্জনকে সংহার করিবেন"। সাম ১৪৪।২০

দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে, মাসের বিংশতিতম দিবসে, পূর্ব্বোক্ত মেঘ মন্দির হইতে উর্দ্ধে নীত হইল। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের যাত্রার

নিয়মানুসারে সীনা হইতে প্রস্থান করিল। প্রভুর নিয়ম-সম্পুট তাহাদের অগ্রগামী হইল ও তাহারা দিবসত্রয়ের পথ গমন করিল।

পরে কায়ক্লেশ-হেতু জনবৃন্দ অসন্তোষ প্রকাশ করিলে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার অগ্নি শিবিরের প্রান্তভাগ ভস্মীভূত করিল। তাহাতে জনবৃন্দ মোইসেসের সমীপে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মোইসেস পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু কতিপয় দিবস অতীত হইলে তাহারা পুনর্ব্বার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কে আমাদিগকে মাংসভোজন করাইবে? এই স্থানে আমাদের প্রাণ শুষ্ক; "মান্না" ব্যতীত ক্ষুধাশান্তির উপায় নাই"। অনন্তর মোইসেস পরমেশ্বরকে বলিলেন, "প্রভো, এই জনবৃন্দের আহারার্থে মাংস কোন্ স্থানে পাইব? প্রভু বলিলেন, "জনবৃন্দকে বল, এক দিবস, দ্বিদিবস, পঞ্চ দিবস, দশ দিবস বা বিংশতি দিবস নহে, কিন্তু পূর্ণ একমাসকাল, যাবৎ তাহাদের অরুচি না হয়, আমি তাবৎ তাহাদিগকে মাংসভোজন করাইব"। মোইসেস বলিলেন, "প্রভো, আমার সহচরগণ সংখ্যায় ৬০০০০০, আপনি কিন্তু বলিতেছেন, 'আমি একমাসকাল তাহাদিগকে মাংস ভোজন করাইব'। তাহাদের ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত কি মেষযূথ ও বৃষযূথ বধ করিতে হইবে? না সমুদ্রের সমস্ত মৎস্য সংগ্রহ করিতে হইবে"? প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "আমার হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে"?

অনন্তর পরমেশ্বরের বিধানে সমুদ্রতট হইতে বহুসংখ্যক বর্ত্তক-পক্ষী বায়ুবেগবশতঃ শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত হইল। বর্ত্তককুল একদিনের পথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ভূমি হইতে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান থাকিল। জনবৃন্দ সমস্ত দিবারাত্র ও পরদিন বর্ত্তক সংগ্রহ করিয়া শিবিরের চতুষ্পার্শে রাশী করিল, কিন্তু মাংস থাকিতে থাকিতেই প্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইল; সুতরাং সেই স্থানের নাম হইল লোভের সমাধি।

১৮। চর-প্রেরণ

(গণনাগ্রন্থ, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায়)

"মিথ্যাবাদী বিনষ্ট হইবে"। হিতোপদেশ ১৯।৯

হেসেরোথ অর্থাৎ 'লোভের সমাধি' হইতে যাত্রা করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ কানায়াণ দেশের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী কাদেশে উপস্থিত হইল। এই স্থানে প্রভু

মোইসেসকে বলিলেন, "আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ প্রদান করিব, সেই কানায়াণ দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে কতিপয় লোককে প্রেরণ কর;

প্রত্যেক বংশ হইতে এক একটী অধ্যক্ষ মনোনীত কর"। এই আদেশানুসারে মোইসেস দ্বাদশ বংশ হইতে দ্বাদশ চর মনোনীত করিলেন। ইহাদের মধ্যে যুদাবংশীয় কালেব ও এফ্রায়িম বংশীয় ওসির নাম উল্লেখযোগ্য। মোইসেস ওসির নাম যশুয়া রাখিলেন।

প্রেরণকালে মোইসেস চরগণকে বলিলেন, "তোমরা দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিবে; দেশ কি প্রকার, দেশের অধিবাসিগণ সবল কি দুর্ব্বল, অল্পসংখ্যক কি বহুসংখ্যক, তাহা অনুসন্ধান করিবে। ঐ দেশের কিঞ্চিৎ ফল লইয়া আসিবে"। মোইসেসের আদেশে চরগণ দক্ষিণাংশের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া দেশটী সযত্নে পরীক্ষা করিল ও যথাসময়ে হেব্রোণে উপস্থিত হইল। সেই সময় আশুপক্ক দ্রাক্ষাফলে দ্রাক্ষাক্ষেত্রসমূহ সুশোভিত। এস্কোল উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া চরগণ দ্রাক্ষাফলের স্তবকময় একটী বিটপ কাটিল; দুইটী লোককে তাহা স্কন্ধে বহন করিতে হইল। দ্রাক্ষাফলের সহিত তাহারা কিঞ্চিৎ দাড়িম ও উড়ুম্বরও সংগ্রহ করিল। দেশের উর্ব্বরতার প্রমাণ লইয়া চরগণ ৪০ দিবস পরে শিবিরে প্রত্যাগমন করিল; তাহাদের মুখে দেশের সমাচার শ্রবণ করিতে ইস্রায়েল-বংশীয়গণ সমবেত হইল।

চরগণ বলিল, "দেশটী সত্যই দুগ্ধমধুপ্রবাহী; কিন্তু অধিবাসিগণ সবল, সমস্ত নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ও বৃহৎ"। ইহাতে জনবৃন্দ মনোহত হইল। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে কালেব বলিলেন, "আইস, আমরা অবিলম্বে দেশটী অধিকার করি; কারণ আমরা উহা অবলীলাক্রমে জয় করিতে সমর্থ"। কিন্তু তাঁহার দশটী সহচর বলিল, "আমরা ঐ দেশের অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম; তাহারা ভীমকায়, তাহাদের সহিত তুলনায় আমরা পতঙ্গবৎ"। ইহা শ্রবণ করিয়া জনবৃন্দ মোইসেস ও আরোণের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করিল। তাহারা সরোদনে বলিল, "হায়, হায়, মিশর-দেশে আমাদের মৃত্যু হয় নাই কেন? মিসরে প্রত্যাবর্ত্তন বরং আমাদের শ্রেয়ঃ" যশুয়া ও কালেব তাহাদিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে উদ্যত হইল।

অনন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "এই দুরাচার জনবৃন্দ কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? তাহাদিগকে বল, আমি জীবিত; আমার কর্ণগোচরে তাহারা যাহা বলিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমি তাহাই করিব। এই মরুপথে তাহাদের শব পতিত হইবে। বিংশতি বৎসরের ও তদধিক বয়স্ক সমস্ত লোকের একজনও প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করিবে না; কেবল যশুয়া ও কালেব প্রবেশ করিবে। তোমাদের সন্তানগণ ৪০ বৎসর যাবৎ এই মরুপথে পর্য্যটন করিবে; এই মরুপথে তাহাদের পিতৃগণের শব যাবৎ ক্ষয় না হয়, তাবৎ তাহারা তোমাদের পাপের ফল ভোগ করিবে। যে ৪০ দিন তোমরা দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, সেই দিনের সংখ্যানুসারে তোমরা ৪০ বৎসর যাবৎ তোমাদের অপরাধের দণ্ড ভোগ করিবে"। কানায়াণ-দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে মোইসেস যাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দশ জন প্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল; কেবল যশুয়া ও কালেব জীবিত থাকিলেন।

১৯। বিশ্রামবার-লঙ্ঘনের শাস্তি কোরে ও তাহার সপক্ষগণ। আরোণের দণ্ড

(গণনাগ্রন্থ, ১৫শ—১৭শ অধ্যায়)

"প্রভু গর্ব্বিতগণের গৃহ উচ্ছিন্ন করিবেন"। হিতোপদেশ ১৫।২৫

মরুপথে পর্য্যটনকালে কতিপয় ইস্রায়েল-সন্তান একজনকে বিশ্রামদিনে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে দেখিল। তাহারা অপরাধিকে মোইসেস, আরোণ ও সমস্ত সমাজের সম্মুখে আনয়ন করিল। সমাজপতিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লোকটাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "ঐ অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে; সমস্ত সমাজ তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে"। এই আদেশানুসারে সমস্ত-সমাজ তাহাকে শিবিরের বহির্দ্দেশে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল।

অনন্তর লেবি-বংশীয় কোরে, রুবেন-বংশীয় দাথান ও আবীরোণ, এবং ইস্রায়েল-সমাজের ২৫০ নেতা মোইসেসের বিরোধী হইল। তাহারা মোইসেস ও আরোণকে বলিল, "সমগ্র সমাজের প্রত্যেক জনই পবিত্র; তোমরা প্রভুর অনুজীবিগণের মধ্যে স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইয়াছ কেন"? মোইসেস বলিলেন, "কে পবিত্র, কে প্রভুর সম্মুখীন হইবে, তাহা তিনি প্রাতঃকালে জানাইবেন"।

পরদিন মোইসেস জনবৃন্দকে বলিলেন, "তোমরা ঐ দুরাচারদের আবাসের চতুষ্পার্শ্ব হইতে দূরে প্রস্থান কর; নতুবা তাহাদের পাপে তোমরাও বিনষ্ট হইবে। তাহাদের মরণ সাধারণ মনুষ্যের মৃত্যুসদৃশ হইলে আমি প্রভুর প্রেরিত নহি। কিন্তু ভূতল বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিলে তোমরা জানিতে পারিবে, তাহারা প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছে"। তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহিগণের অধঃস্থিত ভূমিতল বিদীর্ণ হইল; পৃথিবী নিজমুখ ব্যাদন করিয়া তাহাদের পরিজনবর্গ ও সর্ব্বস্বের সহিত তাহাদিগকে নিশেষে গ্রাস করিল। সেই সময় প্রভুর অগ্নি তাহাদের সপক্ষ ২৫০ লোককে ভস্মসাৎ করিল।

অনন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "ইস্রায়েল-সন্তানগণের পিতৃকুলানুসারে প্রত্যেক কুলপতির হস্ত হইতে প্রত্যেক কুলের নিমিত্ত এক একটা দণ্ড গ্রহণ কর; প্রত্যেক কুলপতির দণ্ডে তাহার নাম ও লেবিকুলের দণ্ডে আরোণের নাম

লিপিবদ্ধ কর। তাহার পর মন্দিরমধ্যে নিয়ম-সম্পুটের সম্মুখে সমস্ত দণ্ড রাখ। যে আমার মনোনীত ও যাজকত্বে বিনিয়োজিত, তাহার দণ্ডে মুকুলোদ্গম হইবে"। মোইসেস এই আদেশ সযত্নে পালন করিলেন। পরদিন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মোইসেস দেখিলেন, আরোণের দণ্ড মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বাতামফল ধারণ করিয়াছে। অতঃপর মোইসেস সমস্ত দণ্ড ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে আনয়ন করিলেন, এবং প্রত্যেক কুলপতি নিজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। তদন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "আরোণের দণ্ড পুনর্ব্বার নিয়মসম্পুটের সম্মুখে লইয়া যাও; তাহা সেই স্থানে ইস্রায়েল-বংশের বিদ্রোহী সন্তানগণের স্মরণচিহ্নরূপে রক্ষিত হইবে"।

২০। মোইসেস ও আরোণের সংশয়

(গণনাগ্রন্থ, ২০শ অধ্যায়)

"হে স্বল্পবিশ্বাসিন্, সন্দেহ করিলে কেন"? মাথেয় ১৪।৩১

মরুপথে সুদীর্ঘ পর্য্যটনকালে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়োনগাবের পর্য্যন্ত গমন করিয়া, মিসর হইতে যাত্রার পর চত্বারিংশ বৎসরের প্রথম মাসে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনর্ব্বার কাদেশে আগমন করিল; এইস্থানে মোইসেসের ভগিনী মারীয়ার প্রাণবিয়োগ হইল।

কাদেশে জলাভাব হওয়ায় জনবৃন্দ মোইসেস ও আরোণের সহিত বিবাদ করিয়া বলিল, "এই কুস্থানে কৃষিকর্ম্ম নাই, উড়ুম্বর নাই, দ্রাক্ষাফল নাই, দাড়িম নাই, পানীয় জলও নাই! তোমরা প্রভুর সমাজকে এই ঘোর প্রান্তরে আনয়ণ করিলে কেন"? মোইসেস ও আরোণ সন্তপ্ত-হৃদয়ে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণত হইলেন ও প্রভুর প্রতাপ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

পরে প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তোমার যষ্টি লও; তোমার সহোদর আরোণের সহিত তুমি জনবৃন্দকে সমবেত করিয়া তাহাদের কর্ণগোচরে ঐ শৈলকে আদেশ করিবামাত্র তাহা হইতে জল নির্গত হইবে। এইপ্রকারে জল নির্গত হইলে তুমি তাহা মনুষ্য ও পশুকে পান করাইবে"। মোইসেস যষ্টি লইয়া নির্দ্দিষ্ট শৈলের সম্মুখে জনবৃন্দকে সমবেত করিয়া বলিলেন,

"হে বিদ্রোহিগণ, অবধান কর। তোমাদের পিপাসা-নিবারণার্থে আমরা কি এই শৈল হইতে জল নিঃসারিত করিব"? অতঃপর মোইসেস যষ্টিদ্বারা বারদ্বয় শৈলে আঘাত করিলে প্রচুর জল নির্গত হইল; তাহাতে মনুষ্যগণ ও পশুযূথ যথেচ্ছ পান করিল। পরে প্রভু মোইসেস ও আরোণকে বলি-

কাদেশের মরুভূমি

লেন, "আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ প্রদান করিয়াছি, তোমরা সেই দেশে তাহাদের সহিত প্রবেশ করিতে পারিবে না; কারণ তাহাদের দৃষ্টি-গোচরে আমার সম্মানার্থে তোমরা আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হও নাই"।

২১। আরোণের মৃত্যু। পিত্তলের সর্প

(গণনাগ্রন্থ, ২০শ ও ২১শ অধ্যায়)

"মোইসেস মরুপথে সর্পকে যদ্রূপ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন, মনুষ্যপুত্রকেও তদ্রূপ উচ্চীকৃত হইতে হইবে, যেন তাঁহাতে শ্রদ্ধাবান্ সর্ব্ব-মনুষ্য বিনষ্ট না হইয়া অমরত্ব লাভ করে"। যোহন ৩।১৪,১৫।

কাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ এদোম-দেশের প্রান্তবর্ত্তী হোর-পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। এইস্থানে প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "সম্প্রতি আরোণ তাহার স্বজনবর্গ হইতে পৃথক হইবে। আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ প্রদান করিয়াছি, সেই দেশে সে প্রবেশ করিবে না; কারণ মেরীবার জলের নিকটে সে আমার বাক্য অশ্রদ্ধা করিয়াছিল। তুমি আরোণকে ও তাহার পুত্র এলীয়াসরকে হোর-পর্ব্বতোপরি লইয়া যাও; আরোণকে তাহার যাজকীয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া এলীয়াসরকে তাহা পরিধান করাও। সেইস্থানে আরোণের মৃত্যু হইবে"। মোইসেস প্রভুর আদেশ যথাযথ পালন করিলেন। মিসর হইতে প্রস্থান করিবার পর চত্বারিংশ বৎসরে আরোণ হোর-পর্ব্বতের

শিখরদেশে ১২০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর মোইসেস এলীয়াসরের সহিত পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন। আরোণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার উদ্দেশে ত্রিংশতি দিবস যাবৎ অশৌচ ধারণ করিল।

পরে হোর-পর্ব্বত হইতে প্রস্থান করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ এদোম-দেশ পরিহার করিয়া লোহিত-সাগরাভিমুখে যাত্রা করিল। ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাহারা মোইসেসকে বলিল, "তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এই মরুপথে হত্যা করিতে মিসর হইতে আনয়ন করিয়াছ? আমাদের রোটিকা নাই, জল নাই; এই তৃণপ্রায় ভক্ষ্যেও আমাদের অরুচি"। ইহাতে প্রভু তাহাদের মধ্যে বিষধর সর্প প্রেরণ করিলেন।

সর্পদংশনে ইস্রায়েল-বংশের বহুজনের মৃত্যু হইল! ইহাতে জনবৃন্দ মোইসেসের সমীপে সমাগত হইয়া বলিল, "প্রভুর বিরুদ্ধে ও আপনার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আমরা পাপ করিয়াছি। আপনি প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করিয়া এই সর্পকুল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন"। মোইসেস প্রার্থনা করিলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডের ঊর্দ্ধে সংলগ্ন কর; সর্পদষ্ট হইয়া যে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে সুস্থ হইবে"। এই আদেশানুসারে মোইসেস পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডের অগ্রে সংলগ্ন করিলেন। অতঃপর সর্প কোন মনুষ্যকে দংশন করিলে, সে ঐ পিত্তল-ময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র সুস্থ হইল।

২২। বালায়াম

(গণনাগ্রন্থ, ২২শ—২৪শ অধ্যায়)

"আমরা পূর্ব্বগগণে তাঁহার নক্ষত্র দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছি"। মাথেয় ২।২

পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করিয়া যেরিখোর নিকটস্থিত যর্দ্দানের পারে মোয়াবের সমস্থলীতে শিবির স্থাপন করিল। মোয়াবের রাজা বালাক উদ্বিগ্ন হইয়া মেসোপোতামিয়া দেশের গণক বালায়ামকে দূতমুখে জানাইলেন, "মিসর হইতে একটা জাতির আগমন হইয়াছে। এই জাতি ভূতল সমাচ্ছন্ন করিয়া

আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। তাহা আমার অপেক্ষা বলবান্; সুতরাং আমি নিবেদন করিতেছি, আপনি আসিয়া তাহা অভিশপ্ত 'করুন। আপনার অভিশাপের ফলে আমি তাহা পরাজিত করিয়া আমার রাজ্য হইতে দূর করিতে পারিব"।

প্রভু রাত্রিকালে বালায়ামের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে যে কথা বলিব, তুমি কেবল তাহাই বলিবে"। প্রাতঃকালে বালায়াম মোয়াবের দূতগণের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। মোয়াবের প্রান্তবর্ত্তী আর্ণোন-প্রদেশের একটী নগরে আগমন করিয়া বালাক যথাসময়ে বালায়ামকে স্বাগতঃ সম্ভাষণ করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি বালায়ামকে বায়ালের অধিত্যকায় আনয়ন করিলেন! সেই স্থানে বালায়াম মোয়াব-রাজকে বলিলেন, "পরমেশ্বর যাহা অভিশপ্ত করেন নাই, আমি তাহা কি প্রকারে অভিশপ্ত করিব"? অনন্তর বালাক বালায়ামের সহিত ফাস্‌গা-পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। বালায়াম বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করিতে আদেশ পাইয়াছি, সুতরাং অন্যথা করিতে পারি না। তিনি যাকোবের বংশে পাপ দেখেন নাই, ইস্রায়েলে অধর্ম্ম দেখেন নাই। পরমেশ্বর তাহার সহায়। আপনি অবধান করুন; ঐ জাতি সিংহবৎ উত্থিত হইবে; উহা যদবধি শত্রুকে গ্রাস না করে, নিহতের রক্তপান না করে, তদবধি শয়ন করিবে না"। অনন্তর বালাক মরুভূমির অভিমুখ ফোগোর-পর্ব্বতের শৃঙ্গে বালায়ামের সহিত আরোহণ করিলেন। বালায়াম বলিল, "হে যাকোব, তোমার পটমণ্ডপ, হে ইস্রায়েল, তোমার পটগৃহ, কি সুন্দর! যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্যুক্ত; যে তোমাকে অভিশপ্ত করে, সে শাপগ্রস্ত"। ইহাতে বালায়ামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বালাক বলিলেন, "আমার শত্রুকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু তুমি শাপ না দিয়া তাহাকে বারত্রয় আশীর্ব্বাদই করিলে! তুমি দূর হও"। বালায়াম বলিল, "এই জাতি উত্তরকালে আপনার প্রজাবর্গের প্রতি কি করিবে, তাহা আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি। আমি তাঁহাকে দর্শন করিব, কিন্তু সম্প্রতি নহে; তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিব, কিন্তু ইদানীং নহে। যাকোব হইতে একটী নক্ষত্র উদিত হইবে, ইস্রায়েল হইতে একটী রাজদণ্ড উৎপন্ন হইবে। তাহা মোয়াবের বীরগণকে সংহার করিবে"। অতঃপর বালায়াম স্বদেশে প্রস্থান করিল।

২৩। মোইসেসের শেষকাল

(গণনাগ্রন্থ, ২৭শ—৩২শ সর্গ ; দ্বিতীয় বিবরণ, ৪র্থ—৩৪শ সর্গ)

"আমার প্রাণ মৃত্যুকালাবধি প্রভুর স্তব করিবে"। প্রবক্তা ৫১।৮

মোইসেসের মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যশুয়াকে লইয়া মহাযাজক এলিয়াসর ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ কর ; অতঃপর সমগ্র ইস্রায়েল-সমাজ তাহার আজ্ঞাবহ হইবে"। মোইসেস প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া যশুয়াকে ইস্রায়েল-বংশীয়গণের নেতৃপদে নিয়োজিত করিলেন।

যর্দ্দানের পূর্ব্বতীরে মোইসেস যে প্রদেশ জয় করেন, তাহা রুবেন-সন্তানগণকে, গাদ-সন্তানগণকে ও যোসেফের পুত্র মানাস্সেসের অর্দ্ধবংশকে দিয়া তিনি আদেশ করিলেন, তাহাদের স্ত্রী-পুত্র ও পশুযূথ আপাততঃ সেই প্রদেশে থাকিবে, কিন্তু তাহাদিগকে স্বজাতীয়গণের সহিত যর্দ্দান-পারে গমন করিয়া কানায়ানের অবশিষ্টাংশ জয় করিতে হইবে, এবং কানায়ান-বিজয় সমাপ্ত হইলে তাহারা নিজের ভূমিতে প্রত্যাগমন করিবে।

অনন্তর মোইসেস ইস্রায়েল-বংশীয়গণকে বলিলেন, "এই দেশেই আমি গতাসু হইব ; যর্দ্দানপারে আমার যাওয়া হইবে না ; কিন্তু তোমরা পারগত হইয়া সেই উত্তম দেশটী অধিকার করিবে। হে ইস্রায়েল, অবধান কর ; প্রভুই সত্য পরমেশ্বর। তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তির দ্বারা তোমার পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবে। আমার এই অনুশাসন হৃদয়স্থ করিয়া তোমার অপত্যগণকে সযত্নে শিক্ষা দিবে। তোমাকে বিনম্র করিতে, তোমার পরীক্ষা করিতে, পরমেশ্বর মরুপথে চত্বারিংশদ্বৎসর যাবৎ কি প্রকারে তোমার নায়ক হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। তোমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া তিনি অদ্ভুত অন্নে তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন, কেবল অন্নেই মনুষ্যের প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু তাহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বচনেই তাহার প্রাণরক্ষা হয়। অতএব তাঁহার অনুশাসন সযত্নে পালন করিবে। তোমার আরাধ্য পরমেশ্বর তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার নিমিত্ত আমার সদৃশ এক ভবিষ্যদ্বক্তা উৎপন্ন

করিবেন; তাঁহারই বাক্যে অবধান করিবে। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি, অদ্য আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ, নির্দ্দেশ করিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা মনোনীত কর; মঙ্গলার্থে তোমার আরাধ্য পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবে, তাঁহার বচনে অবধান করিবে।

অনন্তর প্রভু মোইসেসকে বলিলেন, "তুমি নেবো-পর্ব্বতে আরোহণ কর; আমি ইস্রায়েল-সন্তানকে যে দেশ প্রদান করিতেছি, সেই কানায়াণ-দেশ সন্দর্শন কর। হোর-পর্ব্বতে তোমার সহোদর আরোণ যেরূপে প্রাণত্যাগ করে, তুমিও ঐ পর্ব্বতে সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিবে; কারণ মেরীবার জলের নিকটে তুমি আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছিলে"। ইস্রায়েলের প্রত্যেক বংশকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মোইসেস মোয়াবের সমস্থলী হইতে নেবো-পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে সমস্ত দেশ প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন, "আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের বংশকে যে দেশ প্রদান করিতে আমি বদ্ধপ্রতিজ্ঞ, উহা সেই দেশ। তুমি দেশটী স্বচক্ষে দর্শন করিলে, কিন্তু তুমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে না"।

অনন্তর প্রভুর দাস মোইসেস সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেন। মোয়াব-দেশের একটী উপত্যকায় তাঁহার দেহ সমাধি-নিহিত হইল, কিন্তু তাঁহার সমাধি-স্থল অদ্যাপি কেহ জানে না। মৃত্যুকালে মোইসেসের বয়স ১২০ বৎসর হইয়াছিল; তাঁহার চক্ষু ক্ষীন হয় নাই, তেজেরও হ্রাস হয় নাই। তিনি মহাপ্রস্থান করিলে পর ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোয়াবের সমস্থলীতে তাঁহার উদ্দেশে ত্রিংশদ্দিবস যাবৎ অশৌচ ধারণ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

যশুয়া ও বিচারকর্ত্তৃগণের যুগ

১। নায়ক যশুয়া

(যেশুয়া, ১ম সর্গ)

"আমি তোমার দাস, আমাকে বুদ্ধি প্রদান কর; তাহাতে আমি তোমার বচন উপলব্ধি করিব"। সাম ১১৮।১২৫

মোইসেসের মৃত্যু হইলে তাঁহার অমাত্য যশুয়াকে প্রভু বলিলেন, "আমার দাস মোইসেসের মৃত্যু হইয়াছে। গাত্রোত্থান কর; এই জনবৃন্দের সহিত যর্দ্দান-পারে যাও। আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ প্রদান করিতেছি, সেই দেশে প্রবেশ কর। যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে ততদিন তোমার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে সাহসী হইবে না; আমি মোইসেসের সহায় ছিলাম, তোমারও সহায় থাকিব; তোমাকে ত্যাগ করিব না। আমার দাস মোইসেস তোমাকে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছে, তাহা সযত্নে পালন করিবে: তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। আমার বিধি তোমার চিত্তগত হউক; তন্মধ্যে যাহা লিখিত আছে তাহা দিবারাত্র ধ্যান করিবে; তাহা সর্ব্বদা পালন করিলে তোমার শুভগতি হইবে"।

অনন্তর যশুয়া জনবৃন্দকে বলিলেন, "তোমাদের আরাধ্য পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ প্রদান করিতেছেন, সেই দেশ অধিকার করিতে তোমাদিগকে দিবসত্রয়ের মধ্যে যর্দ্দানের পারে যাইতে হইবে"। অতঃপর তিনি রুবেণ-বংশকে, গাদ-বংশকে ও মানাসেসের অর্দ্ধ-বংশকে বলিলেন, "মোইসেসের আদেশ স্মরণ কর। যর্দ্দানের পূর্ব্বতীরে তিনি তোমাদিগকে যে দেশ দান করিয়াছেন, তোমাদের পুত্রকলত্র ও পশুযূথ সেই দেশে থাকিবে; কিন্তু তোমরা সজ্জিত হইয়া তোমাদের ভ্রাতৃগণের অগ্রে যর্দ্দান-পারে যাইবে ও তাহাদের সাহায্য করিবে। তোমাদের বিনেতা পরমেশ্বর তাহাদিগকে যে দেশ প্রদান করিতেছেন, তাহারা সেই দেশ অধিকার করিলে তোমরা যর্দ্দানের পূর্ব্বতীরে স্বাধিকারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহা ভোগ করিবে"। তাহারা বলিল, "আপনার

আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। আপনি আমাদিগকে যে কোন স্থানে প্রেরণ করিবেন, সেই স্থানেই আমরা গমন করিব। আমরা সর্ব্ববিষয়ে মোইসেসের আজ্ঞাবহ ছিলাম, আপানরও আজ্ঞাবহ হইব। পরমেশ্বর মোইসেসের সহায় ছিলেন, আপনারও সহায় হউন। যে কেহ আপনার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে"।

২। যর্দ্দানোত্তরণ

(যশুয়া, ৩য়—৫ম সর্গ)

"হে সাগরগণ ও স্রোতস্বিনীগণ, প্রভুর প্রশংসা কর"। দানিয়েল ৩।৭৮

অনন্তর যশুয়া সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের সহিত প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া যর্দ্দান-তটে উপস্থিত হইলেন। দিবসত্রয় অতীত হইলে তিনি জনবৃন্দকে বলিলেন, "তোমরা পরিশুদ্ধ হও; কারণ কল্য প্রভু তোমাদের মধ্যে অদ্ভুতকর্ম্ম করিবেন"। পরে তিনি যাজকগণকে বলিলেন, "আপনারা নিয়ম-সম্পূট স্কন্ধে লইয়া সকলের অগ্রে গমন করুন"। তদনুসারে যাজকগণ অগ্রগামী হইলেন।

অতঃপর প্রভু যশুয়াকে বলিলেন, "বৎস, অদ্য আমি তোমাকে সমগ্র ইস্রায়েলকুলের সম্মুখে মহিমান্বিত করিব; ইহাতে ইস্রায়েল-বংশীয়গণ জানিতে পারিবে, আমি যেমন মোইসেসের সহায় ছিলাম, তেমনি তোমারও সহায় থাকিব। তুমি নিয়ম-সম্পূট -বাহক যাজকগণকে বল, তাহারা যর্দ্দানে উপস্থিত হইয়া জলে দণ্ডায়মান থাকিবে"। যাজকগণ যথাসময়ে যর্দ্দানের জলে পদার্পণ করিবা-মাত্র উত্তরের প্রবাহ পর্ব্বতবৎ স্থির হইল, কিন্তু দক্ষিণের প্রবাহ মরুসাগরে পতিত হইল।

যর্দ্দান নদী

এইপ্রকারে নদীর মধ্যে বিস্তৃত পথ বিরচিত হইল, এবং সেই পথে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যেরিখোর সম্মুখে যর্দ্দান-পারে গমন করিল। যৎকালাবধি সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান পার না হইল, তৎকালাবধি নিয়ম-সম্পুটবাহক যাজকগণ যর্দ্দান-মধ্যে শুষ্কপথে দণ্ডায়মান থাকিলেন। তদনন্তর প্রভু যশুয়াকে বলিলেন, "প্রত্যেক বংশ হইতে একজন অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল-বংশ হইতে দ্বাদশ জন মনোনীত কর; নদীমধ্যে যাজকগণ যে স্থানে দণ্ডায়মান, সেইস্থান হইতে তাহাদিগকে দ্বাদশ প্রস্তর সংগ্রহ করিতে ও তাহা পারে লইয়া যাইতে আদেশ কর। অদ্য যে স্থানে রাত্রিযাপন করিবে, সেই স্থানে ঐ প্রস্তর স্থাপন করিও। তাহা পারগমনের স্মরণার্থে থাকিবে"। এই আদেশ যথাযথ পালিত হইলে প্রভু যশুয়াকে বলিলেন, "নিয়ম-সম্পুটবাহক যাজকগণকে নদী-মধ্য হইতে তীরে আসিতে বল"। তদনুসারে যাজকগণ নদীতটে সমাগত হইলেন ও যর্দ্দানের জল তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ হইল।

অতঃপর ইস্রায়েল-সন্তানগণ গাল্গালে শিবির স্থাপন করিল; সেই মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সায়ংকালে, যেরিখোর সমস্থলীতে, নিস্তার-পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইল। পর্ব্বের পরদিবসে ইস্রায়েল-সন্তানগণ দেশোৎপন্ন ফল, ও রুটী ভোজন করিল। সেই দিবসাবধি আকাশ হইতে অন্ন-বর্ষণের নিবৃত্তি হইল।

৩। যেরিখো-বিজয়

(যশুয়া, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গ)

"প্রভু নগর-রক্ষা না করিলে রক্ষক বৃথা জাগরণ করে"। সাম ১২৬।১

যেরিখোর নিকটে অবস্থিতিকালে যশুয়া একদিন দেখিলেন, একটী পুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাঁহার হস্তে উন্মুক্ত খড়্গ। যশুয়া তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাদের পক্ষ কি আমাদের শত্রুর পক্ষ"? তিনি বলিলেন, "আমি প্রভুর সৈন্যাধ্যক্ষ"। যশুয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, দাসকে কি আদেশ করিতেছেন"? তিনি বলিলেন, "তোমার পাদুকা উন্মোচন কর; কারণ তুমি পুণ্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান"। যশুয়া তৎক্ষণাৎ পাদুকা উন্মোচন করিলেন।

সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণের আক্রমণভয়ে যেরিখোর পুরদ্বার অর্গল-বদ্ধ; প্রভু যশুয়াকে বলিলেন "বৎস, আমি যেরিখো নগর তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমার সকল যোদ্ধা নিয়ম-সম্পুটের সহিত দিবসে একবার এই নগর প্রদক্ষিণ করিবে। কিন্তু সপ্তম দিবসে তোমরা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে; সেই সময়ে যাজকগণ তূর্য্যধ্বনি করিবে। শেষে তাহারা মহাশব্দে তূর্য্য বাদন করিলে সমস্ত যোদ্ধা এককালে অত্যুচ্চকণ্ঠে সিংহনাদ করিবে। তাহাতে নগর-প্রাচীর পতিত হইবে ও প্রত্যেক-জন সরলপথে নগরে প্রবেশ করিবে"।

যশুয়া এই আদেশ পালন করিলেন। প্রত্যূষে যোদ্ধাগণ নগর প্রদক্ষিণ করিল। যাজকগণ নিয়ম-সম্পুট বহন করিয়া চলিলেন; সপ্ত-যাজক তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে নিয়ম-সম্পুটের অগ্রে গমন করিলেন; অবশিষ্ট যোদ্ধা নিয়ম-সম্পুটের অনুগামী হইল। যোদ্ধাগণ এই প্রকারে ষড়্‌দিবস যেরিখো-নগর প্রদক্ষিণ করিল। সপ্তম দিবসে যাজকগণ শেষবার তূর্য্যধ্বনি করিলে যশুয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিলেন, "তোমরা সিংহনাদ কর; কারণ প্রভু তোমাদের হস্তে নগর সমর্পণ করিয়াছেন। নগরের সমস্ত বস্তু বর্জ্জনীয়। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য, পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; তৎসমুদয় প্রভুর ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হইবে"। অনন্তর যাজকগণ তূর্য্যনাদ ও যোদ্ধগণ সিংহনাদ করিবামাত্র নগর-প্রাকার পতিত হইল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ নগর অধিকার করিয়া অধিবাসিগণকে নিঃশেষে বধ করিল। এই প্রকারে প্রভুর সহায়তায় যশুয়া সমগ্র দেশে যশস্বী হইলেন।

৪। হাই-নগরের উচ্ছেদ। আখানের চৌর্য্য

(যশুয়া, ৭ম ও ৮ম সর্গ)

"তোমার সম্মুখ হইতে কোন স্থানে পলায়ন করিব" ? সাম ১৩৮।৭

যেরিখো হস্তগত হইলে যশুয়া বেথেলের পূর্ব্ববর্ত্তী হাই-নগরে চর প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে চরগণ নগর পর্য্যবেক্ষণ করিল। পরে তাহারা শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বলিল, "নগর অধিকার করিতে

সমস্ত সৈন্যের অভিযান অনাবশ্যক, কারণ অধিবাসিগণ দুর্ব্বল; ২০০০ বা ৩০০০ যোদ্ধা নগর অধিকার করিতে পারে"। ৩০০০ যোদ্ধা হাইনগরে প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল; তাহাদের ৩৬ জন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল।

এই সংবাদে ব্যথিত হইয়া যশুয়া ও ইস্রায়েল-সমাজের প্রাচীনবর্গ নিয়ম-সম্পুটের সম্মুখে সায়ংকাল যাবৎ সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইয়া থাকিলেন, পরে যশুয়া বলিলেন, "হায়, প্রভো, ইস্রায়েলের পরাজয়ে আমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে। হায়, ভগবন্, কানায়াণের অধিবাসিগণ এই পরাজয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিবে, জগৎ হইতে আমাদের নাম উচ্ছেদ করিবে! তাহা হইলে তোমার নাম-মাহাত্ম্যের কি হইবে, প্রভো"? প্রভু যশুয়াকে বলিলেন, "বৎস, ইস্রায়েল-বংশ পাপ-কলঙ্কিত হইয়াছে। তোমাদের একজন নিষিদ্ধ দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছে। সেই চোর বিনষ্ট না হইলে ইস্রায়েল-বংশ শত্রুর সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবে না। জনবৃন্দকে বল, নিষিদ্ধ দ্রব্য যাহার অধিকারে থাকিবে, তাহার সকল বস্তুর সহিত তাহাকে দগ্ধ করিতে হইবে; কারণ সে আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ইস্রায়েল-বংশ কলঙ্কিত করিয়াছে"।

যশুয়া প্রত্যূষে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বংশানুসারে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করাইলেন। অনুসন্ধানের পর যুদা-বংশীয় আখান অপরাধী বিবেচিত হইল। যশুয়া তাহাকে বলিলেন, "বৎস, ইস্রায়েলের আরাধ্য পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য স্বীকার কর, তুমি কি করিয়াছ, আমাকে বল; কোন বিষয় গোপন করিও না"। আখান বলিল, "আমি সত্যই প্রভুর নিকটে পাপ করিয়াছি। আমি লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে সিন্দুরবর্ণের এক উত্তম পরিচ্ছদ, ন্যূনাধিক ৮ কুড়ব রৌপ্য ও ২ কুড়ব পরিমাণের এক স্বর্ণপিণ্ড দেখিয়া লোভবশে হরণ করিয়াছি। সমস্তই আমার আবাসে ভূমিমধ্যে লুক্কায়িত আছে"। যশুয়ার আদেশে রক্ষিগণ আখানের আবাসাভিমুখে ধাবিত হইল ও অপহৃত বস্তু যশুয়ার সম্মুখে আনয়ন করিল। অতপর আখান আখোরের উপত্যকায় আনীত হইল। পরে সমগ্র ইস্রায়েল সমাজ আখানকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ করিল এবং তাহার শবোপরি প্রস্তরের বিশাল স্তূপ করিল। এই প্রকারে প্রভুর ক্রোধ নিবৃত্ত হইল।

অনন্তর প্রভু যশুয়াকে বলিলেন, "সমস্ত সৈন্যের সহিত হাই-নগরে গমন কর। আমি তাহার রাজাকে ও অধিবাসিগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তদনুসারে যশুয়া সসৈন্যে যাত্রা করিয়া হাই-নগর জয় করিলেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর আদেশানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ নগরের সমস্ত পশু ও ধনরত্ন আত্মসাৎ করিল। অনন্তর যশুয়া অগ্নিযোগে সেই নগর উৎসন্ন করিলেন।

৫। উত্তরোত্তর বিজয়লাভ

(যশুয়া, ৯ম—১২শ সর্গ)

"বিনয়ীর প্রার্থনা অভ্রভেদী"। প্রবক্তা ৩৫।২১

হাই-নগর উৎসন্ন হইলে কানায়াণের সমস্ত রাজা ইস্রায়েল-বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু গাবায়োণ-প্রদেশের অধিবাসিগণ আত্ম-রক্ষার এক উপায় স্থির করিল। তদনুসারে তাহাদের প্রতিনিধিগণ ছদ্মবেশে ইস্রায়েল-শিবিরে উপস্থিত হইল। এই প্রতিনিধিগণের চরণে জীর্ণ পাদুকা, গাত্রে ছিন্ন বস্ত্র, এবং তাহাদের গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে পুরাতন শাণকোষ ও দ্রাক্ষা-রসের পুরাতন, জীর্ণ কূপক; তাহাদের রুটী শুষ্ক ও বাসি। তাহারা দীনবেশে যশুয়ার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমরা দূরদেশ হইতে আসিতেছি। গৃহ হইতে যাত্রাকালে আমাদের রুটী টাট্‌কা ছিল, কিন্তু তাহা সম্প্রতি বাসি; দ্রাক্ষারসের জলপাত্র নূতন ছিল, কিন্তু এখন তাহা বিদীর্ণ, সুদীর্ঘ দেশ-ভ্রমণে আমাদের পরিচ্ছদ ও পাদুকা জীর্ণ হইয়াছে। আমরা আপনার সহিত সন্ধির কামনা করি"। যশুয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন, কিন্তু দিবসত্রয় অতীত হইলে তিনি জানিলেন, তাহারা নিকটেই বাস করে। তিনি তাহাদের কোন অপকার না করিয়া আদেশ করিলেন, তাহারা ও তাহাদের স্বজাতীয়গণ ইস্রায়েল-বংশের দাস হইয়া পরমেশ্বরের মন্দিরের নিমিত্ত কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহন করিবে।

ইস্রায়েল-বংশের সহিত গাবায়োণ-নিবাসিগণের সন্ধির সংবাদ অবগত হইয়া যেরুসালেমের রাজা আদোনিসেদেখ প্রতিবেশী রাজ-চতুষ্টয়ের সহিত সন্ধি

করিলেন। অনন্তর সম্মিলিত রাজগণ গাবায়োণ-রাজ্য আক্রমণ করিলে প্রজা-বৃন্দ যশুয়ার শরণাপন্ন হইল। সমস্ত সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যশুয়া অকস্মাৎ পাঁচজন রাজাকে আক্রমণ করিলেন। রাজগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। শত্রুসৈন্যের অনুধাবনকালে যশুয়া বলিলেন, "হে সূর্য্য, তুমি অচল হও; হে চন্দ্র, তুমিও নিশ্চল হও"। অতঃপর ইস্রায়েল-সন্তানগণ যৎ-কালাবধি শত্রুগণকে উচ্ছিন্ন না করিল, তৎকালাবধি সূর্য্য-চন্দ্র অবিচল থাকিল।

অনন্তর কানায়াণের অবশিষ্ট রাজগণ ইস্রায়েল-বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সৈন্য, অশ্ব, ও রথ অসংখ্য। মেরোমের জলাশয়ের নিকটে তুমুল যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে সম্মিলিত রাজগণ পরাজিত হইলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইস্রায়েল-বংশ সমস্ত দেশ অধিকার করিল কেবল সমুদ্রতট-বাসী ফিলিষ্টীয়, যেরুসালেমের যেবূসীয়গণ ও উত্তরাংশের কানায়াণীয়গণ বশবর্ত্তী হইল না।

৬। দেশ-বিভাগ; যশুয়ার মৃত্যু

(যশুয়া, ১৩শ— ২৪শ সর্গ)

"প্রভুর দৃষ্টিতে তাঁহার সাধুগণের মৃত্যু অমূল্য।" সাম ১১৫।১৫।

যশুয়া গতবয়স্ক হইলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "নয়-বংশকে ও মানাসেসের অর্দ্ধ-বংশকে দেশটী অধিকারার্থে বিভাগ করিয়া দাও; কারণ মানাসেসের অপরার্দ্ধ-বংশ, রুবেন-বংশ ও গাদ-বংশ যর্দ্দানের পূর্ব্বতীরে মোইসেসের দত্ত অংশ লাভ করিয়াছে।" এই আদেশানুসারে যশুয়া অক্ষপাতদ্বারা দেশটী বিভাগ করিলেন। তাহার দক্ষিণ-ভাগ যূদা-বংশকে প্রদত্ত ও সিমেয়োন-বংশের অধিকার যূদা-বংশের অধিকারের মধ্যে নির্দ্ধারিত হইল। দান-বংশ, বেঞ্জামিন-বংশ, এফ্রায়িম-বংশ, মানাসেসের অর্দ্ধবংশ, ইসাখার-বংশ, সাবুলোন-বংশ, আসের-বংশ ও নেফ্‌তালি-বংশের অধিকার দেশের উত্তরাভিমুখে নিরূপিত হইল।

অনন্তর লেবিবংশের অগ্রণীগণ যশুয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমাদের বাসার্থে নগর ও পশুযূথের নিমিত্ত পরিসর দান করিবার আদেশ

প্রভু মোইসেসদ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন”। এই বৃত্তান্তানুসারে ইস্রায়েল-বংশের অধিকারমধ্যে পরিসরের সহিত অষ্টচত্বারিংশৎ নগর লেবি-বংশের নিমিত্ত নিরূপিত হইল। যুদা-বংশের, সিমেয়োন-বংশের ও বেঞ্জামিন-বংশের অধিকারমধ্যে স্থিত এই নগরসমূহের ত্রয়োদশটী পরিসরের সহিত যাজকগণের নিমিত্ত পৃথক্কৃত ও এফ্রায়িম-বংশের অধিকারমধ্যে স্থিত শীলোতে পটমন্দির সংস্থাপিত হইল।
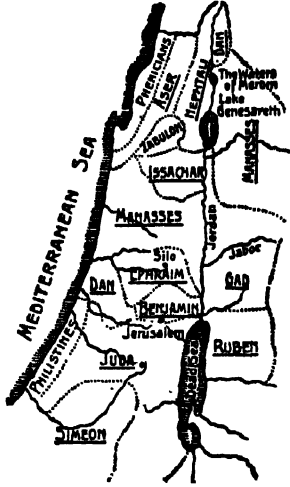
মৃত্যুর পূর্ব্বে যশুয়া সিখেমে ইস্রায়েলের সকল-বংশকে সমবেত করিয়া বলিলেন, “তোমরা প্রভুকে ভক্তি করিবে, অবিকল ও সরলচিত্তে তাঁহার আরাধনা করিবে। তাঁহাকে জলাঞ্জলি দিয়া তোমরা অলীক দেবতাগণের আরাধনা করিলে তিনি তোমাদের অমঙ্গল করিবেন, তোমাদিগকে সংহার করিবেন। তোমরা যাহার আরাধনা করিবে, তাহাকে অদ্যই মনোনীত কর। আমার পরিজনবর্গের সহিত আমি কিন্তু প্রভুরই আরাধনা করিব”। জনবৃন্দ একমতে বলিল, “আমরাও প্রভুরই আরাধনা করিব, তাঁহার আদেশ পালন করিব।”

অতঃপর প্রভুর সেবক যশুয়া ১১০ বৎসর বয়সে পুণ্যালোকে প্রস্থান করিলেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ এফ্রায়িম প্রদেশের একটী পর্ব্বতে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর যোসেফের অস্থি সিখেমে সমাধিমধ্যে নিহিত হইল।

৭। বিচারকর্ত্তৃগণের যুগে ইস্রায়েল-বংশের ধর্ম্মলোপ

(বিচারকগণের ইতিহাস, ২য়—৬ষ্ঠ সর্গ)

"তুমি আমাকে জলাঞ্জলি দিয়াছ, আমাকে নিরস্ত করিয়াছ; সুতরাং তুমি নিজ-পাপের দণ্ড ভোগ কর"। এসিকিয়েল ২৩।৩৫।

যতদিন যশুয়া ও তৎকালীন বৃদ্ধ-লোকসমূহ যাহারা পরমেশ্বরের মহান কর্ম্ম দর্শন করিয়াছিলেন, জীবিত ছিলেন, ততদিন ইস্রায়েল-সন্তানগণ ধর্ম্মপথে স্থির ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর যে বংশের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রভুর মাহাত্ম্যের অণুমাত্র জানিত না। ফলতঃ প্রভুর দৃষ্টিতে যাহা গর্হিত, ইস্রায়েল-সন্তাগণ তাহাতেই আসক্ত হইল। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধিত পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া তাহারা অলীক দেবতাগণের পূজায় নিরত হইল। এই কারণে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ শত্রুগণের হস্তে প্রভু তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন ও তাহারা অত্যন্ত ক্লেশ পাইল।

শেষে শত্রুহস্ত হইতে তাহাদের উদ্ধার সাধনার্থে প্রভু বিচারকগণকে* উৎপন্ন করিলেন। কিন্তু এক বিচারকর্ত্তার মৃত্যু হইবামাত্র তাহারা পুনর্ব্বার বিপথে গমন করিল ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণাপেক্ষা অধিক ভ্রষ্ট হইল। ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে যে নিয়ম পালন করিতে বলিয়াছিলাম, ইহারা তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে। যশুয়া মৃত্যুকালে যে যে জাতিকে জয় করে নাই, আমি তাহাদের বিনাশ করিব না"।

৮। গেদেয়োন

(বিচারকগণের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ—৮ম সর্গ)

"প্রভো, রাজ্য তোমারই, এবং তুমি সকল নৃপতির ঊর্দ্ধে"। ১ম বংশচরিত ২৯।১১।

পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনর্ব্বার তাহাতে আসক্ত হইলে তিনি সপ্তবৎসর যাবৎ তাহাদিগকে মাদিয়াণীয় জাতির হস্তে

* ইস্রায়েল-বংশে চতুর্দ্দশ বিচারকর্ত্তার আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের নাম (১) ওথোনিয়েল, (২) আয়োদ, (৩) সাংগার, (৪) বারাখ (এবং দেবোরা), (৫) গেদেয়োন, (৬) থোলা, (৭) যায়ীর, (৮) যেফ্‌তে, (৯) আবেসান, (১০) আহিয়ালোন, (১১) আব্দোন, (১২) সামসোন, (১৩) হেলি, (১৪) সামুয়েল।

সমর্পণ করিলেন। মাদিয়ানীয়গণ তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল; সেই নৃশংস শত্রুর হস্তে উপদ্রুত হইয়া তাহারা দুর্গম স্থানে পলায়ন করিল। এই প্রকারে দুরবস্থ হইয়া তাহারা প্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অনন্তর প্রভুর দূত এফ্রা-নামক স্থানে গেদেয়োনের সম্মুখীন হইলেন; গেদেয়োন সেই সময়ে গোধূম কণ্ডন করিতেছিলেন। দেবদূত তাঁহাকে বলিলেন, "হে পুরুষ-সিংহ, প্রভু তোমার সহায়। তুমি ইস্রায়েল-বংশকে মাদিয়াণীয়-জাতির উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিবে। আমি তোমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম"। গেদেয়োন সবিনয়ে বলিলেন, "প্রভো, আমি কি প্রকারে ইস্রায়েল-বংশকে উদ্ধার করিব? মানাস্সেস্-প্রদেশে আমাদের গোত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, আমার পিতৃগৃহে আমিই সর্ব্বকনিষ্ঠ"। দেবদূত বলিলেন, "আমি তোমার সহায় হইব"।

পরে মাদিয়াণীয়গণ ইস্রায়েল-বংশের অধিকার পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলে প্রভুর আত্মা গেদেয়োনের চিত্তে আবেশ করিলেন। প্রভুর প্রেরণায় গেদেয়োন তূর্য্যধ্বনি করিলেন ও ৩২০০০ ইস্রায়েল-সন্তান অতিশীঘ্র তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইল। অনন্তর গেদেয়োন পরমেশ্বরকে বলিলেন, "প্রভো, আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েল-বংশের উদ্ধার-সাধন আপনার অভিপ্রায় হইলে আমাকে একটী চিহ্ন প্রদর্শন করুন। আমি ভূমিতলে মেষলোম রাখিব; কেবল সেই লোমে শিশির পতিত হইলে ও সমস্ত ভূমিতল শুষ্ক থাকিলে আমি জানিব, আপনি আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েল-বংশকে উদ্ধার করিবেন"। পরদিন প্রত্যূষে তিনি সেই লোম নিপীড়ন করিলে একটী পাত্র শিশিরে পরিপূর্ণ হইল। অতএব তিনি পরমেশ্বরকে বলিলেন, "প্রভো, আমি পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিলে আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না! আমি অন্য চিহ্ন চাই; এইবার মেষলোম শুষ্ক থাকিবে, কিন্তু সমস্ত ভূতল শিশিরে সিক্ত হইবে"। সেই রাত্রিতে তাহাই হইল।

অনন্তর গেদেয়োন সহযোদ্ধাগণের সহিত যাত্রা করিয়া হারাদ-নামক বারিপ্রবাহের নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। সেই স্থানে প্রভু গেদেয়োনকে বলিলেন, "তোমার সহযোদ্ধাগণ বহুসংখ্যক। তোমার হস্তে মাদিয়াণীয় জাতির পরাজয় হইবে না; অন্যথা ইস্রায়েল-বংশীয়গণ গর্ব্ব করিয়া বলিবে, আমরা নিজ-বাহুবলে নিস্তার লাভ করিয়াছি। অতএব শিবিরে ঘোষনা কর,

যে ভীরু, সে প্রস্থান করুক"। ইহাতে ২২০০০ ইস্রায়েল-সন্তান প্রস্থান করিল ও ১০০০০ অবশিষ্ট থাকিল। পরে প্রভু গেদেয়োনকে বলিলেন, "যোদ্ধগণ অদ্যাপি বহুসংখ্যক। তাহাদিগকে জলের নিকটে লইয়া যাও; যাহারা করকোষে জল লইয়া পান করিবে ও যাহারা পানার্থে নতজানু হইবে, তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিবে"। অতঃপর ৩০০ যোদ্ধা করকোষে জল লইয়া পান করিল ও অবশিষ্ট যোদ্ধা জলপানার্থে নতজানু হইল। প্রভো গেদেয়োনকে বলিলেন, "এই ৩০০ যোদ্ধার দ্বারা আমি তোমাদিগকে নিস্তার করিব; অবশিষ্ট লোক প্রস্থান করুক"।

অনন্তর গেদেয়োন যোদ্ধগণকে ত্রিদলে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক যোদ্ধাকে তূর্য্য, শূন্য-ঘট ও ঘটমধ্যে উল্কা প্রদান করিলেন। তিনি যোদ্ধগণকে বলিলেন, "তোমাদিগকে আমার অনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে"। মধ্যরাত্রে গেদেয়োন সহযোদ্ধগণের সহিত ত্রিপার্শ্ব হইতে শত্রু শিবিরের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তূর্য্যধ্বনি করিয়া, ঘট ভগ্ন করিয়া, উল্কা আন্দোলন করিয়া গেদেয়োন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "প্রভুর ও গেদেয়োনের খড়্গ"। সমস্ত-যোদ্ধা তাঁহার অনুকরণ করিল। তুমল কোলাহলে হতবুদ্ধি হইয়া শত্রুগণ চীৎকার-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সেই রাত্রিতে ১২০০০০ শত্রুসৈন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করিল; কেবল ১৫০০০ লোক পলায়ন করিতে পারিল। অনন্তর ইস্রায়েল-সন্তানগণ গেদেয়োনকে বলিল, "আপনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে আমাদের অধিপতি হউন; কারণ আপনি আমাদিগকে মাদিয়ানীয় জাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন"। গেদেয়োন বলিলেন, "আমি তোমাদের অধিপতি হইব না; পরমেশ্বর স্বয়ং তোমাদের অধিপতি হইবেন"। গেদেয়োনের জীবিতকালে ইস্রায়েল-বংশের অধিকার চত্বারিংশ বৎসর নিষ্কণ্টক থাকিল।

৯। যেফ্‌তে

(বিচারকগণের ইতিহাস, ১০ম—১২শ সর্গ)

"হে আমার ভগবন্ আমি তোমারই শরনাগত; আমাকে ব্যাকুল করাইও না"। সাম ২৪।২।

অলীক দেবতাগণের পূজায় নিরত হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনর্ব্বার পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিল। ইহাতে তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল,

এবং তিনি অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ ফিলিষ্টীয়-জাতির ও আম্মোণীয়-জাতির দ্বারা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে নিপীড়িত করাইলেন। যর্দ্দানের পূর্ব্বতীরবাসী ইস্রায়েল-বংশীয়গণকে পরাজিত করিয়া আম্মোণীয়-জাতি নদী অতিক্রম করিত, এবং যুদা, বেঞ্জামিন ও এফ্রায়িম-বংশকে আক্রমণ করিত। শেষে আম্মোণীয়-জাতির উপদ্রব অসহণীয় হইল ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, "হে দেবাতিদেব, আমরা আপনার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন"। প্রভু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব না। তোমাদের মনোনীত দেবতাগণের শরণাপন্ন হও; সঙ্কটের সময়ে তাহারাই তোমাদিগকে রক্ষা করুক"। ইস্রায়েল-সন্তানগণ সনির্ব্বন্ধে বলিল, "প্রভো, আমরা পাপী। আপনার যাহা ইচ্ছা আমাদের প্রতি তাহাই করুন; কিন্তু এইবার আমাদিগকে রক্ষা করুন। শেষে প্রভু তাহাদের দুর্দ্দশায় সানুকম্প হইলেন।

তৎকালে ইস্রায়েল-বংশে এক মহাবীর ছিলেন; তিনি গালায়াদের পুত্র যেফ্‌তে। ইস্রায়েল-বংশের প্রাচীনবর্গ তাঁহাকেই সেনাপতি করিল। অনন্তর পরমেশ্বর যেফ্‌তের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইলে তিনি যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যেফ্‌তে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আপনি আম্মোণীয়-জাতিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলে, আমি কুশলে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আমার গৃহদ্বার হইতে নির্গত হইয়া যে প্রথমে আমার প্রত্যুদ্গমন করিবে, আমি তাহাকে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করিব"। পরমেশ্বরের সংবিধানে আম্মোণীয়গণ সর্ব্বথা পরাজিত ও ভগ্নদর্প হইল।

যেফ্‌তে বিজয়লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহার কন্যা হস্তে মুরজ লইয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কন্যাকে দর্শন করিয়া স্নেহময় পিতা মনোদুঃখে বলিলেন, "হায়, বৎসে, তুমি আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিলে; আমি তোমার বিষয়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ; আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। কন্যা পিতাকে বলিলেন, "প্রভু আপনাকে শত্রুঞ্জয় করিয়াছেন; আপনি আমার প্রতি আপনার প্রতিজ্ঞা-নুরূপ কার্য্য করুন"। যেফ্‌তে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন; তাঁহার কন্যা কুমারী থাকিলেন।

১০। সাম্‌সন

(বিচারকগণের ইতিহাস, ১৩শ—১৬শ সর্গ)

"প্রভু আমার বল ও স্তোত্রের যোগ্য"। সাম ১১৭।১৪।

পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা বীভৎস, ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনর্ব্বার তাহাতে আসক্ত হইলে তিনি চত্বারিংশ বৎসর যাবৎ ফিলিষ্টিয়-জাতির দ্বারা তাহাদিগকে উপদ্রুত করাইলেন। তৎকালে দান-বংশের একটী লোক শেরা-নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার নাম মানুয়ে; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন প্রভুর দূত মানুয়ের পত্নীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি পুত্রবতী হইবে। তোমার সন্তানের মস্তক কদাপি মুণ্ডন করিও না; কারণ সে প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইবে ও ফিলিষ্টীয়-জাতির উপদ্রব হইতে ইস্রায়েল-বংশকে উদ্ধার করিবে"। মানুয়ের পত্নী যথাসময়ে পুত্রবতী হইলেন ও সন্তানের নাম সাম্‌সন রাখিলেন। বালকটী কালানুক্রমে কিশোর হইলেন ও পরমেশ্বর তাঁহাকে নানা বর প্রদান করিলেন।

প্রাপ্তযৌবন হইলে সাম্‌সন একবার তাঁহার পিতা ও মাতার সহিত ফিলিষ্টীয়-দেশের থাম্নাথা-নামক স্থানে গমন করেন। সেই সময়ে এক গর্জ্জমান, কোপাকুল সিংহ-শিশু তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু তিনি দৈববল লাভ করিয়া সেই সিংহ-শিশুকে ছাগবৎসবৎ সংহার করেন। আস্কালোন-নামক স্থানে ৩০০ ফিলিষ্টীয় তাঁহার হস্তে নিহত হয়।

একবার সাম্‌সন ৩০০ শৃগাল ধরিলেন ও তাহাদের লাঙ্গুল সম্বদ্ধ করিয়া লাঙ্গুল-যুগের প্রতিগ্রন্থিতে উল্কা বন্ধন করিলেন। পরে উল্কা প্রজ্বলিত করিয়া তিনি সেই শৃগালকুলকে ফিলিষ্টীয়দের শস্য-ক্ষেত্রে ত্যাগ করিলেন। তাহাতে ফিলিষ্টীয়দের শস্য, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও কোশাম্রবৃক্ষের উদ্যান বিনষ্ট হইল। ফিলিষ্টীয়দের আক্রমণ-ভয়ে অকৃতজ্ঞ ইস্রায়েল-সন্তানগণ নূতন রজ্জুতে সাম্‌সনের হস্তদ্বয় বন্ধন করিল, এবং তাঁহাকে ফিলিষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের শিবিরে লইয়া গেল। ফিলিষ্টীয়গণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু পরমেশ্বর সাম্‌সনের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইবামাত্র তাঁহার বাহুস্থিত রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণসদৃশ হইল। সাম্‌সন মুক্ত-

বন্ধন হইয়া একটা মৃত গর্দ্দভের হনু লইলেন ও তদ্দ্বারা একসহস্র ফিলিষ্টীয়কে বধ করিলেন।

একদা সাম্‌সন রাত্রিযোগে গাজা-নামক স্থানে গমন করিলেন। ইহা অবগত হইয়া ফিলিষ্টীয়গণ তাঁহাকে প্রাতঃকালে বধ করিবার উদ্দেশ্যে নগরদ্বার বন্ধ করিল। সাম্‌সন অর্দ্ধরাত্র যাবৎ শয়ান থাকিলেন; অর্দ্ধরাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি নগরদ্বারের সার্গল কবাটদ্বয় ও বাহুযুগল উৎপাটন করিলেন ও স্কন্ধে বহন করিয়া নিকটস্থ পর্ব্বত-শিখরে আরোহন করিলেন।

অতঃপর সাম্‌সন ফিলিষ্টীয়-দেশের একটা রমণীকে বিবাহ করিলেন; তাহার নাম দালিলা। ফিলিষ্টীয় ভূপালগণ দালিলাকে বলিলেন; সে স্বামির মহাবলের রহস্য নির্ণয় করিতে পারিলে তাহাকে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইবে। বিশ্বাসঘাতিনী দালিলা সাম্‌সনকে প্রত্যহ নির্ব্বন্ধ করিলেও তিনি তাঁহার মহাবলের রহস্য প্রকাশ করিলেন না। শেষে দালিলার নির্ব্বন্ধ তাঁহার অসহণীয় হইল; একদিন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমার মস্তক কদাপি ক্ষুরস্পৃষ্ট হয় নাই; কারণ মাতৃগর্ভ হইতেই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। আমার মস্তক মুণ্ডিত হইলেই আমি হৃতবল হইয়া অপরাপর মনুষ্যের সদৃশ হইব"। তদনন্তর সাম্‌সন নিদ্রিত হইলে দালিলা তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত করাইল। তৎক্ষণাৎ সাম্‌সন হৃতবল হইলেন। ফিলিষ্টীয়গণ তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় উৎপাটন করিল ও তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গাজায় আনয়ন করিল। অন্ধীকৃত সাম্‌সন অতঃপর কারাগারে শস্যপেষক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কেশ পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পরে ফিলিষ্টীয় ভূপালগণ তাঁহাদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ ও উৎসবানন্দ করিতে সমবেত হইলেন; কারণ দাগোনের কৃপায় তাঁহাদের শত্রু সাম্‌সন ভগ্নদর্প। যজ্ঞশালায় ন্যূনাধিক ৩০০০ স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত। তাহারা উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া বলিল, সাম্‌সন কারাগার হইতে আনীত হইয়া তাহাদের সম্মুখে কৌতুক করুক। তদনুসারে সাম্‌সনকে কারাগার হইতে আনয়ন করা হইল। যে স্তম্ভদ্বয়োপরি গৃহের ভার ছিল, তাহাদের মধ্যদেশে তাঁহার পথ-দর্শক ভৃত্যকে তিনি বলিলেন, "আমাকে স্তম্ভস্পর্শ করাও, আমি তাহাতে ভার দিয়া থাকিব"। অনন্তর তিনি প্রার্থনা করিলেন,

"প্রভো, ভগবন্, আমাকে স্মরণ করুন, পুনর্ব্বার আমাকে বলবান্ করুন"। পরে স্তম্ভদ্বয়ের একটী দক্ষিণহস্তে ও অন্যটী বামহস্তে ধারণ করিয়া সাম্সন যথাশক্তি আকর্ষণ করিলেন; তাহাতে ঐ গৃহ তন্মধ্যস্থিত সর্ব্বজনের মস্তকোপরি নিপতিত হইল। সাম্সন জীবিতকালে যত লোক বধ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তদপেক্ষা অধিক লোক এই প্রকারে বধ করিলেন। তিনি বিংশতি-বৎসর ইস্রায়েল-বংশের নায়ক ছিলেন।

১১। রূথ

(রূথোপাখ্যান, ১ম—৪র্থ সর্গ)

"তিনি কি কেবল যিহুদি-জাতির পরমেশ্বর? তিনি কি ভিন্নজাতীয়গণেরও পরমেশ্বর নহেন? তিনি নিঃসন্দেহে ভিন্নজাতীয়গণেরও পরমেশ্বর"। রোমক-মণ্ডলীর প্রতি পত্র ৩।২৯।

বিচারকর্ত্তৃগণের শাসনকালে দেশে একবার দুর্ভিক্ষ হইলে একটী লোক তাহার পত্নী ও পুত্রদ্বয়ের সহিত প্রবাসার্থে মোয়াব-দেশে গমন করে। লোকটীর নাম এলীমেলেখ ও তাহার পত্নীর নাম নোয়েমী; তাহারা যুদা প্রদেশের অন্তর্গত বেথলেহেমে বাস করিত। প্রবাসে এলীমেলেখের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র মাহালোন ও খেলীয়োন মোয়াব-দেশীয় কন্যা-যুগল বিবাহ করিল; বধূদ্বয়ের নাম ওর্ফা ও রূথ। দশ বৎসর অতীত হইলে নোয়েমীর উভয় পুত্রই প্রাণত্যাগ করিল। পরে পতিপুত্রবিয়োগ-বিধুরা নোয়েমী শ্রবণ করিল, তাহার জন্মভূমি ভগবৎ কৃপায় দুর্ভিক্ষ-মুক্তা ও পুনর্ব্বার শস্যশ্যামলা হইয়াছে। তাহাতে সে পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া নোয়েমী তাহাদিগকে বলিল, "কন্যে, এই দুঃখিনীর বাটীতে তোমাদের কোনও সুখের আশা নাই; তোমরা বরং পিতৃগৃহে যাও। তোমরা কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিয়াছ, আমারও সেবা করিয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। শ্বশ্রূর আশীর্ব্বাদ লইয়া ওর্ফা প্রস্থান করিল। কিন্তু রূথ বলিল, "এই দাসীকে আপনার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিবেন না। আপনি যে স্থানে যাইবেন, আমিও সেই স্থানে যাইব; আপনি যে স্থানে থাকিবেন, আমিও সেই স্থানে থাকিব;

আপনার স্বজনগণই আমার স্বজন, আপনার পরমেশ্বরই আমার পরমেশ্বর। কেবল মৃত্যুই আমাকে ও আপনাকে পৃথক্ রাখিতে পারে।" অতঃপর শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূ পুনর্ব্বার যাত্রা করিল।

যবশস্যচ্ছেদনের আরম্ভ-কালে তাহারা বেথলেহেমে আগমন করিল। রূথকে শস্য কুড়াইতে প্রত্যহ ক্ষেত্রে যাইতে হইত। রূথ যে ক্ষেত্রে যাইত, পরমেশ্বরের সংবিধানে তাহা মৃত এলীমেলেখের ধনাঢ্য জ্ঞাতি বোয়াসের। একদিন বোয়াস নিজ ক্ষেত্রে আগমন করিয়া শস্যচ্ছেদকগণের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবতী কে?" অধ্যক্ষ বলিল, "এই যুবতী নোয়েমী ঠাকুরাণীর সহিত মোয়াব হইতে আসিয়াছে। যুবতী প্রাতঃকাল হইতে শস্য কুড়ায়; এক মূহূর্ত্তের নিমিত্তও গৃহে যায় না"। পরে বোয়াস রূথকে বলিলেন, "বৎসে, তুমি এই ক্ষেত্রে আমার দাসীগণের সঙ্গে থাকিবে; তাহারা যে স্থানে শস্যসংগ্রহ করিবে, তুমি সেই স্থানে থাকিবে। তোমার পিপাসা হইলে তাহাদের কলস হইতে জল পান করিবে; ভোজন-সময়ে তাহাদের সহিত আহার করিবে।" তদনুসারে রূথ শস্যচ্ছেদকদের মধ্যে উপবেশন করিয়া আহার করিল। সে আপরিতোষ ভোজন করিলেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিল। অতঃপর সে সায়ংকাল যাবৎ পুনর্ব্বার শস্য কুড়াইল; পরে সে সঞ্চিত শস্য কণ্ডন করিলে দশ কুড়ব প্রায় যব হইল। সেই যব ও ভুক্তশেষ সে তাহার শ্বশ্রূকে প্রদান করিল।

যব ও গোধূমের কর্ত্তন-সমাপ্তি-যাবৎ রূথ বোয়াসের ক্ষেত্রে শস্য কুড়াইত। শস্যচ্ছেদন সমাপ্ত হইলে বোয়াস রূথকে বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সুচরিত্র এই নগরের সর্ব্বজনবিদিত; তুমি পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ-পাত্রী।" অনন্তর বোয়াস রূথের পাণিগ্রহণ করিলেন। যথাকালে রূথের একটী পুত্র হইল; সেই পুত্রের নাম ওবেদ। ওবেদের পুত্র যিশায়, যিশায়ের পুত্র দাবিদ; দাবিদের বংশেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।

১২। হেলি ও সামুয়েল

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ১ম—৩য় সর্গ)

"প্রভো, যাহারা তোমার গৃহে বাস করে, তাহারাই ধন্য"। সাম ৮৩।৫।

হেলি ইস্রায়েল জাতির মহাযাজক ও বিচারক ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে পর্ব্বতময় এফ্রায়িম-প্রদেশের রামাথায়িম-সোফীমে এল্কানা নামা একটী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম হান্না; তিনি বন্ধ্যা ছিলেন। এল্কানা ও তাঁহার পত্নী প্রতি বৎসর শীলোতে গমন করিয়া যথাবিধি ভগবদারাধনা ও যাগযজ্ঞ করিতেন। একদা হান্না সাশ্রুনয়নে ভগবৎ সমীপে পুত্ত্রলাভের বর প্রার্থনা করিলেন; তিনি ব্রত ধারণ করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্ আমি আপনার দুঃখিনী দাসী। আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে একটী পুত্ত্র দান করিলে আমি চিরকালের নিমিত্ত তাহাকে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করিব।" প্রভু হান্নার প্রার্থনায় অবধান করিলেন এবং হান্না যথাকালে একটী পুত্ত্র প্রসব করিলেন ও শিশুটির নাম সামুয়েল রাখিলেন। সামুয়েল স্তন্যত্যাগ করিলে এল্কানা ও হান্না তাঁহাকে শীলোতে আনয়ন করিলেন। তৎকালাবধি বালক সামুয়েল মহাযাজক হেলির সাক্ষাৎ প্রভুর মন্দিরে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বয়ঃস্থ হইয়া সামুয়েল পরমেশ্বরের ও মনুষ্যের প্রীতি-ভাজন হইলেন।

হেলির পুত্ত্র ওফ্নি ও ফীনেশ অত্যন্ত দুরাচার ছিল। কোন যজমান বলিদান করিলে তাহারা যাজকের প্রাপ্যঅংশ বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিত; সুতরাং যজমানের যাগযজ্ঞ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইত না। এই প্রকারে তাহাদের পাপ পরমেশ্বরের দৃষ্টিগোচরে বীভৎস হইল।

হেলি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্ত্রদ্বয়ের দোষ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাদিগকে অসদাচার ত্যাগ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাহারা পিতার উপদেশে অবধান করিত না। অনন্তর ভগদ্ভক্ত একটী লোক হেলির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু বলেন, তুমি নিজ পুত্ত্রদ্বয়কে আমার অপেক্ষা অধিক সম্মান কর কেন? যাহারা আমাকে সম্মান করে, আমি তাহাদিগকে সম্মানিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে

তাহারা অবজ্ঞাত হইবে। এক দিবসেই তোমার উভয়-পুত্র প্রাণত্যাগ করিবে।"

সামুয়েল মন্দিরমধ্যে শয়ন করিতেন। এক রাত্রে প্রভু সামুয়েলকে সম্বোধন করিলে তিনি দ্রুতপদে হেলির সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "প্রভুর আহ্বানে দাস উপস্থিত।" হেলি বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে আহ্বান করি নাই; যাও, শয়ন কর।" ইহাতে সামুয়েল নিজ শয্যায় গিয়া নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিলে তিনি পুনর্ব্বার হেলির কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "প্রভুর আহ্বানে দাস উপস্থিত।" হেলি যথাপূর্ব্ব বলিলেন, তিনি সামুয়েলকে আহ্বান করেন নাই। তৎকালে সামুয়েল জানিতেন না যে, স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছেন। অনন্তর পরমেশ্বর তৃতীয়বার তাঁহাকে সম্বোধন করিলে তিনি হেলির কক্ষে প্রবেশ করিয়া যথাপূর্ব্ব বলিলেন, "প্রভুর আহ্বানে দাস উপস্থিত।" এইবার হেলি অবধারণ করিলেন, পরমেশ্বরই বালকটীকে বারংবার সম্বোধন করিতেছেন। অতএব তিনি সামুয়েলকে বলিলেন, "যাও শয়ন কর; কিন্তু তুমি পুনর্ব্বার আহূত হইলে বলিবে, 'আদেশ করুন, প্রভো, আপনার দাস উপস্থিত।" সুতরাং সামুয়েল পুনর্ব্বার নিজ শয্যায় গিয়া নিদ্রিত হইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর তাঁহাকে যথাপূর্ব্ব সম্বোধন করিলে তিনি বলিলেন, "আদেশ করুন, প্রভো, আপনার দাস উপস্থিত"। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, 'হেলির কুলের বিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা নিঃশেষে সফল করিব; সে জানে, তাহার পুত্রদ্বয় দুরাচার; তথাপি সে তাহাদিগকে শাসন করে নাই"।

সামুয়েল প্রভাত যাবৎ শয্যাগত থাকিয়া যথাসময়ে মন্দিরের কবাট উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি গত রাত্রের দর্শন বৃত্তান্ত হেলির সাক্ষাৎ প্রকাশ করিতে ভীত হইলেন। কিন্তু হেলি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস সামুয়েল, প্রভু তোমাকে কি বলিয়াছেন? যাহা শ্রবণ করিয়াছ, তাহার একাক্ষরও গোপন করিও না।" সামুয়েল সমস্তই জ্ঞাপন করিলেন। সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হেলি বলিলেন, "তিনি পরাৎপর ভগবান; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, তিনি তাহাই করুন।" অতঃপর শীলোতে সামুয়েলের সাক্ষাৎ পুনঃপুনঃ প্রভুর আবির্ভাব হইত। তাহাতে সমগ্র ইস্রায়েল-বংশ জানিল, সামুয়েল ভগদ্ভক্ত সিদ্ধপুরুষ।

১৩। ফিলিষ্টীয়দের হস্তে নিয়ম-সম্পুট। হেলির মৃত্যু

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ৪র্থ—৭ম সর্গ)

"তুমি জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করায় আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিব; সুতরাং তুমি আমার যাজক থাকিবে না। তোমার পরমেশ্বরের ব্যবস্থাও তুমি বিস্মরণ করিয়াছ; আমিও তোমাকে বিস্মরণ করিব"। ওসেয় ৪।৬

অচিরাৎ ফিলিষ্টীয়-জাতির সহিত ইস্রায়েল-সন্তানগণের যুদ্ধ হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে ফিলিষ্টীয়-জাতি জয়লাভ করিল ও প্রায় চতুঃসহস্র ইস্রায়েল-সৈন্য নিহত হইল। পরাজিত ইস্রায়েল-সন্তানগণ শিবিরে উপস্থিত হইলে প্রাচীন-বর্গ বলিলেন, "প্রভুর নিয়ম-সম্পুট শীলো হইতে আনীত হউক; তাহাতে তিনি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন"। তদনুসারে নিয়ম-সম্পুট ইস্রায়েল-শিবিরে আনীত হইল। হেলির পুত্র ওফ্‌নি ও ফিনীস নিয়ম-সম্পুটের সহিত ছিল। অতঃপর পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইল; কিন্তু এই যুদ্ধেও ইস্রায়েল-সন্তানগণ পরাজিত হইল ও তাহাদের ত্রিংশতি-সহস্র পদাতিক প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। নিয়ম-সম্পুট শত্রু-হস্তগত ও হেলির দুর্বৃত্ত পুত্রদ্বয় নিহত হইল।

এক জন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া সেই দিবসেই শীলোতে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে পক্ককেশ, ক্ষীণদৃষ্টি হেলি নগর-দ্বারের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই লোকটা নগরে উপস্থিত হইয়া অশুভ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে সমস্ত নাগরিক হাহাকার করিতে লাগিল। হেলি সেই হাহাকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনতিবিলম্বে সেই বার্ত্তাবহ হেলির সম্মুখীন হইয়া বলিল, "ইস্রায়েল-সৈন্য ফিলিষ্টীয়দের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; আপনার উভয় পুত্র নিহত ও নিয়ম-সম্পুট শত্রু-হস্তগত হইয়াছে"। সে নিয়ম-সম্পুটের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র হেলি তাঁহার আসনের পশ্চাৎ পতিত হইলেন; তাঁহার গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইল ও তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যু-কালে তিনি ৯৮ বৎসর বয়স্ক ছিলেন ও ৪০ বৎসর যাবৎ ইস্রায়েল-বংশ শাসন করিয়াছিলেন।

ফিলিষ্টীয়গণ নিয়ম-সম্পুট আজোতুস-নগরে আনয়ন করিয়া তাহাদের দেবতা দাগোনের আলয়ে, দাগোনের প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপন করিল। পরদিন প্রভাতে নাগরিকগণ দেখিল, দাগোন সম্পুটের সম্মুখে ভূমিতলে অধোমুখে পতিত; তাহারা দাগোনকে শীঘ্র ধরিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। তাহার পরদিবসে নাগরিকগণ দাগোনের আলয়ে সমবেত হইয়া দেখিল, দাগোন সম্পুটের সম্মুখে যথাপূর্ব্ব পতিত, তাহার মুণ্ড ও হস্তদ্বয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেহলিতে স্থিত। অনন্তর আজোতুস-নগর পরমেশ্বরের অভিশাপে মহামারীতে উচ্ছিন্ন-প্রায় হইলে নিয়ম-সম্পুট ফিলিষ্টীয়-দেশের অন্যান্য নগরে নীত হইল ও প্রত্যেক নগরে বহু নরনারী মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিল। নিয়ম-সম্পুট ফিলিষ্টীয়-দেশে সপ্ত-মাস থাকিল। শেষে ফিলিষ্টীয়গণ ইস্রায়েল-বংশের অধিকারে নিয়ম-সম্পুট প্রত্যর্পন করিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহারা এক শকটে ধেনু-যুগল যোজন করিয়া তাহাদের শাবকদ্বয় গোশালায় আবদ্ধ করিল ও সেই শকটে নিয়ম-সম্পুট স্থাপন করিল। ধেনু-যুগল দক্ষিণমুখ বা বামমুখ না হইয়া হম্বারব করিতে করিতে বেথ্‌সামেসে যাইবার সরল পথে চলিল। ফিলিষ্টীয় ভূপালগণ বেথ্‌সামেসের প্রান্ত যাবৎ সেই শকটের অনুসরণ করিলেন। বেথ্‌সামেস-গ্রামে মন্দির-সেবকগণ ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ম-সম্পুট গ্রহণ করিয়া সেই শকটের কাষ্ঠ বিদারণ করিলেন ও ধেনু-যুগলকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা কারিয়াথিয়ারিম নামক স্থানে, আবিনাদাবের পর্ব্বতস্থিত গৃহে নিয়ম-সম্পুট আনয়ন করিলেন। আবিনাদাবের পুত্র এলিয়েসর নিয়ম-সম্পুট রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। নিয়ম-সম্পুট বিংশতি বৎসর যাবৎ কারিয়াথিয়ারিমে ছিল।

মৎস্য-দেবতা দাগোন

১৪। বিচারকপদে সামুয়েল

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ৭ম ও ৮ম সর্গ)

"তোমার প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি পরাবৃত্ত হও কারণ তিনি কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে বিলম্বিত ও মহাকরুণ"। যোয়েল ২।১৩।

হেলির মৃত্যুর পর সামুয়েল ইস্রায়েল-জাতির বিচারক হইলেন। তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিলেন, "তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভুর প্রতি পরাবর্ত্তন করিয়া তোমাদের মধ্য হইতে অলীক দেবতাগণকে দূর কর। তাহা হইলে তিনি ফিলিস্তীয়দের হস্ত হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন"। সামুয়েলের উপদেশানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ প্রতিমাপূজা ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের সেবায় রত হইল। অনন্তর সামুয়েল বলিলেন, "সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান মাস্‌ফাতে সমবেত হউক; আমি তাহাদের কল্যাণার্থে পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিব"। তদনুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মাস্‌ফাতে সমবেত হইল, এবং একত্র উপবাস করিল ও দোষ স্বীকার করিয়া বলিল, "আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি"।

মাস্‌ফাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমাগম-সংবাদ অবগত হইয়া ফিলিস্তীয় ভূপালগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ভীত হইয়া সামুয়েলকে বলিল, "ফিলিস্তীয়দের হস্ত হইতে আমাদের উদ্ধারার্থে আপনি পরমেশ্বরের সমীপে অবিরত প্রার্থনা করুন"। সামুয়েল দুগ্ধপোষ্য এক মেষ-বৎস লইয়া হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিলেন ও ইস্রায়েল-বংশের নিমিত্ত প্রার্থনায় রত হইলেন। যে সময়ে তিনি হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফিলিস্তীয়-সৈন্য ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আক্রমণ করিল। কিন্তু পরমেশ্বর মহা-বজ্রনাদে শত্রুসৈন্যকে ব্যাকুল করিলেন। তাহারা ভয়াকুল হইয়া পলায়ন করিল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া যথাশক্তি বধ করিল। ফিলিস্তিয় ভগ্নদর্প হইয়া সাম্য়েলের শাসনকালে ইস্রায়েল-সন্তানগণের অধিকার পুনর্ব্বার আক্রমণ করে নাই।

পরে সামুয়েল বৃদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রগণকে ইস্রায়েল-জাতির বিচারক-পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিত না; তাহারা

উৎকোচ লইত ও অন্যায় বিচার করিত। এই কারণে ইস্রায়েল-বংশের প্রাচীন-গণ সামুয়েলকে বলিলেন, "অপরাপর জাতির সদৃশ আমাদের দেশে রাজপদ প্রতিষ্ঠা করুন"। এই প্রস্তাব সামুয়েলের প্রীতিকর হইল না। সুতরাং তিনি কর্ত্তব্য নিরূপণার্থে পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনায় রত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, লোকানুসরণ কর। জনবৃন্দ কেবল তোমাকেই পরিত্যাগ করিতেছে না, আমাকেও পরিত্যাগ করিতেছে; কারণ আমার আধিপত্য তাহাদের স্পৃহনীয় নহে। তুমি কিন্তু তাহাদের ভাবী রাজগণের রাজ্যশাসন রীতি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবে"। প্রভুর নিদেশানুসারে সামুয়েল সর্ব্বজন-সমক্ষে রাজতন্ত্রের কুনীতি বর্ণনা করিলেন; কিন্তু জনবৃন্দ তাহার বাক্যে অবধান না করিয়া বলিল, "আমরা রাজাধীন হইব; আমাদের জাতি অপরাপর জাতির তুল্য হইবে"।

পঞ্চম অধ্যায়। রাজগণের যুগ

১। ইস্রায়েলের প্রথম রাজা শৌল

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ৯ম ও ১০ম সর্গ)

"পরমেশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সমাদর কর"। ১ম পেত্র ২।১৭।

বেঞ্জামীন-বংশীয়. গাবায়া-নিবাসী চীশের শৌল-নামা পুত্র ছিলেন। ইস্রায়েল-বংশে শৌলের তুল্য সুন্দর পুরুষ ছিল না; তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ছিলেন' একদা তাঁহার পিতার গর্দ্দভযুথ হারাইয়া গেলে তিনি তাহার অন্বেষণার্থে এক ভৃত্যের সহিত বাহির হইলেন। নানাস্থানে গর্দ্দভযুথের অন্বেষণ করিয়া তিনি শেষে সামুয়েলের বাসস্থান রামায় আগমন করিলেন।

শৌল সামুয়েলের নয়ন-গোচর হইলে পরমেশ্বর সামুয়েলকে বলিলেন, "ঐ পুরুষটী আমার অনুজাবিগণের রাজা হইবে"। শৌল অনতিবিলম্বে সামুয়েলের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সামুয়েল শৌলকে বলিলেন. "অদ্য আপনাকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে; কল্য প্রত্যুষে আপনাকে বিদায় করিব। গর্দ্দভযুথের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবেন না; তাহা পুনর্লব্ধ হইয়াছে"।

পরদিবস প্রত্যুষে সামুয়েল শৌলকে বলিলেন, "প্রস্তুত হউন; আমিও আপনার সহিত যাইব"। অনন্তর তাঁহারা নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলে শামুয়েল তৈলাধার লইয়া শৌলের মস্তকে তৈল সেচন করিলেন ও তাঁহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন"। অতঃপর শৌল স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু রাজত্ব বিষয়ে সামুয়েল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিলেন না।

পরে শামুয়েল ইস্রায়েল-সন্তানগণকে মাস্‌ফাতে সমবেত করাইয়া বলিলেন, "তোমাদের সমস্ত সঙ্কট হইতে যে পরমেশ্বর তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছ, 'আমাদের শাসনার্থে একজনকে রাজপদে বিনিয়োজিত করুন'। অতএব তোমরা বংশানুসারে ও গোত্রানুসারে পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হও"। অনন্তর ইস্রায়েলের সকল বংশ সামুয়েলের সমীপে আনীত হইলে তিনি অক্ষপাত করিলেন ও তদ্দ্বারা বেঞ্জামীন-বংশ নির্ব্বাচিত হইল। অতঃপর তিনি বেঞ্জামীন বংশীয়গণকে পৃথক্ করিয়া পুনর্ব্বার অক্ষপাত করিলে চীশের পুত্র শৌল রাজপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। শৌল কিন্তু শকটশ্রেণীর মধ্যে লুক্কাইত হইলেন। সুতরাং উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, শৌল সেই স্থানে আছেন কি না। প্রভু শৌলের নিভৃতস্থান নির্দ্দেশ করিলে তাহারা দ্রুতপদে তাঁহাকে সর্ব্বজন-সমক্ষে আনয়ন করিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবে, রাজোচিত সৌন্দর্য্যে জনবৃন্দ অতিশয় প্রীত হইল। অনন্তর সামুয়েল বলিলেন, "ইনিই প্রভুর মনোনীত; সমগ্র ইস্রায়েল-সমাজে ইহার তুল্য একজনও নাই"। জনতা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "রাজা চিরঞ্জীব হউন"।

২। শৌলের বীরত্ব

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ১১শ সর্গ)

"কেহ রথে ও কেহ অশ্বে বিশ্বাস স্থাপন করে; আমরা কিন্তু আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিব"। সাম ১৯।৮।

এক মাস অতীত হইলে আম্মোনীয়-জাতির রাজা নায়াস গালায়াদের অন্তর্গত যাবেশ-নামক স্থান অবরোধ করিলেন। যাবেশের অধিবাসীগণ তাঁহার

সমীপে নিবেদন করিল, "রাজন্, আপনি সদয় হইয়া আমাদের সহিত সন্ধি করুন ; আমরা আপনার আশ্রিত হইব"। নায়াস বলিলেন, "আমি এক নিয়মে তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত ; আমি তোমাদের প্রতি জনের দক্ষিণ নেত্র উৎপাটন করিয়া সমগ্র ইস্রায়েল-বংশ অপমানিত করিব" ; আম্মোনীয়-রাজের এই ভীষণ নিয়ম অবগত হইয়া যাবেশের প্রাচীনবর্গ শৌলের সাহায্য-ভিক্ষার্থে তাঁহার বাসস্থান গাবায়া-নগরে দূত প্রেরণ করিল। দূতমুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গাবায়ার অধিবাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে শৌল বৃষদের পশ্চাৎ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রোদনের কারণ শ্রবণ করিলে ভগবদাত্মা তাঁহার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর তিনি যুগ্ম-বৃষ খণ্ডখণ্ড করিলেন ও ছিন্ন-মাংস দূতগণের দ্বারা ইস্রায়েল-দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি শৌল ও সামুয়েলের অনুসরণ না করিবে, তাহার বৃষযূথের পরিণাম এই প্রকার হইবে"। এই ঘোষনানুসারে ত্রিংশতি-সহস্র ইস্রায়েল-সন্তান শৌলের অনুচর হইল। পরদিবস প্রাতে শৌল তাঁহার ত্রিধা বিভক্ত সৈন্যের সহিত আম্মোনীয়দের শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু নাশ করিলেন।

বিজয়ী ইস্রায়েল-সন্তানগণ শৌল ও সামুয়েলের সহিত গাল্গালে গমন করিল। সেই স্থানে শৌলের রাজ্যাভিষেক হইল। অনন্তর সামুয়েল সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে বলিলেন, "তোমাদের নির্ব্বন্ধানুসারে আমি একজনকে তোমাদের অধিপতি করিলাম। অদ্য হইতে তিনিই তোমাদের বিনেতা; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ! বাল্যাবধি আমি তোমাদের সহচর। তোমাদের সাধ্য হইলে তোমরা পরমেশ্বরের সমক্ষে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান কর। আমি কাহার প্রতি অন্যায় করিয়াছি ? কাহাকেই বা নিপীড়ন করিয়াছি ? কিম্বা কাহার উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি" ? ইস্রায়েল সন্তানগণ বলিল, "আপনি আমাদের প্রতি কদাপি অন্যায় করেন নাই, কাহারও উৎকোচের অণুমাত্র গ্রহণ করেন নাই"। অনন্তর সামুয়েল তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের দুষ্কর্ম্ম সংখ্যাতীত, তথাপি পরমেশ্বরের সেবা হইতে অদ্যাবধি নিবৃত্ত হইও না! সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অনুগত হও ; তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমিও তোমাদের কল্যাণ-প্রার্থনা করিতে বিরত হইব না"।

৩। শৌলের দর্প ও অধঃপতন

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ১৩শ—১৫শ সর্গ)

"যে অন্যায় করে, সে স্বকৃত অন্যায়ের প্রতিফল লাভ করিবে ; তদ্বিষয়ে পরমেশ্বরের পক্ষপাত নাই।" কলসীয় ৩।২৫

শৌলের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ফিলিষ্টীয়গণ ইস্রায়েল-বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইল। শৌল গাল্গালে সপ্তাহকাল সামুয়েলের প্রতীক্ষা করিলেন ; কিন্তু সামুয়েলের আগমন না হওয়ায় প্রজাগণ সভয়ে শৌলের নিকট হইতে নিভৃতে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহাতে শৌল পার্শ্ব-চরগণকে বলিলেন, "আমার সমীপে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি আনয়ন কর"। অনন্তর

তিনি স্বহস্তে হোমবলি উৎসর্গ করিলেন। উৎসর্গ সমাপ্ত হইবামাত্র শামুয়েল গাল্গালে আগমন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র শৌল তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ের সমাগম হইলে সামুয়েল শৌলকে বলিলেন, "আপনি কি করিয়াছেন"? শৌল বলিলেন, "গুরুদেব, সম্মুখে রণকামী শত্রু, প্রজাগণ আমার নিকট হইতে প্রস্থানপর, আপনিও অনুপস্থিত ; নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আমি হোমবলি উৎসর্গ কয়িয়াছি"। সামুয়েল

বলিলেন, "আপনি মূঢ়ের কার্য্য করিয়াছেন; আপনার রাজত্ব থাকিবে না। পরমেশ্বর স্বয়ং একজনকে নিরূপণ করিয়া তাঁহাকেই স্বানুজীবিগণের অধিপতি করিয়াছেন"। সামুয়েল রাজ-সন্নিধান হইতে প্রস্থান করিলে পর শৌল নিজ পুত্র যোনাথানের বীরোচিত একটা কার্য্যের ফলে ফিলিষ্টীয়গণকে পরাজিত করিলেন। এক রাত্রে যোনাথান তাঁহার শস্ত্র-বাহকের সহিত দুরারোহ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিলেন ও বহু শত্রুসৈন্য বধ করিলেন। শত্রুসৈন্যগণের পরস্পর খড়্গাঘাতে শত্রুশিবিরে তুমুল কোলাহল হইল। শেষে তাহারা পলায়ন করিল; শৌল সসৈন্যে তাহাদের অনুধাবন করিয়া যথাশক্তি শত্রুঘাত করিলেন।

পরে সামুয়েল শৌলকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ আমালেখীয়গণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব নিঃশেষে বিনষ্ট কর"। তদনুসারে শৌল আমালেখীয়-জাতিকে মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের উত্তম গোমেষাদি ত্যাগ করিয়া তুচ্ছ, অকর্ম্মণ্য পশুই বধ করিলেন। তিনি গর্ব্বিত হইয়া এক জয়স্তম্ভও নির্ম্মাণ করাইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর সামুয়েলকে বলিলেন, "আমি শৌলকে রাজা করায় আমার অনুশোচনা হইতেছে; কারণ সে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আমার অনুশাসন পালন করে নাই"। সামুয়েল প্রত্যুষে রাজ-দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে শৌল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমি প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছি"। সামুয়েল বলিলেন, "তাহা হইলে আমার কর্ণ-গোচরে মেষের ডাক ও হম্বারব হইতেছে কেন"? শৌল বলিলেন, "প্রভুর উদ্দেশে বলিদানার্থে সৈন্যগণ উত্তম মেষ ও বৃষ বধ করে নাই"। ইহার প্রত্যুত্তরে সামুয়েল বলিলেন, "রাজন, বলিদানাপেক্ষা আদেশপালনই শ্রেয়ঃ। আপনি পরমেশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন; এই কারণে তিনিও আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন"। অতঃপর সামুয়েল রামায় প্রস্থান করিলেন; তদবধি তিনি মৃত্যুকাল যাবৎ শৌলের মুখদর্শন করেন নাই।

৪। দাবিদের নির্ব্বাচন

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ১৬শ সর্গ)

"তিনি বিক্রান্তকে আসনচ্যুত ও হীনাবস্থকে উচ্চপদান্বিত করিয়াছেন"। লুক ১।৫২।

অনন্তর পরমেশ্বর সামুয়েলকে বলিলেন, "বৎস, যে শৌলকে আমি ত্যাগ করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত তুমি কতকাল অনুশোচনা করিবে? তোমার শৃঙ্গ তৈলে পরিপূর্ণ করিয়া বেথ্‌লেহেমে যেস্সের বাটীতে যাও; কারণ তাহার পুত্রগণের মধ্য হইতে আমি একজনকে রাজপদের নিমিত্ত মনোনীত করিয়াছি। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তুমি সপুত্রক যেস্সেকে নিমন্ত্রণ করিবে; যাহাকে অভিষিক্ত করিতে হইবে, সেই সময়ে আমি তাহাকে নির্দ্দেশ করিব"।

সামুয়েল পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিলেন। যেস্সের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অবলোকন করিয়া সামুয়েল স্বগত বলিলেন, "ইনিই প্রভুর মনোনীত"। কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে বলিলেন, "ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি করিও না; প্রভু ইহাকে মনোনীত করেন নাই। তিনি অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন"। অনন্তর যেস্সের অপরাপর পুত্র সামুয়েলের সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন, "ইহাদের একজনও প্রভুর মনোনীত নহে"। পরে তিনি যেস্সেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তোমার সমস্ত সন্তান"? যেস্সে বলিলেন, "না, গুরুদেব কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে; সে মেষ-চারণ করিতেছে"। সামুয়েল যেস্সের কনিষ্ঠ পুত্রকে যজ্ঞ-স্থলে আনয়ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে দাবিদ যজ্ঞ-স্থানে আনীত হইলে প্রভু সামুয়েলকে বলিলেন, "আমি ইহাকেই মনোনীত করিয়াছি; ইহাকেই অভিষিক্ত কর"। অতএব সামুয়েল তৈলাধার লইয়া দাবিদকে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি পরমাত্মা দাবিদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইলেন।

পরমেশ্বর শৌলকে ত্যাগ করিলেন; তৎপ্রযুক্ত শৌলের চিত্তবিকার হইল। পরে শৌলের পরিচারক তাঁহাকে বলিল, "মহারাজের অনুমতি হইলে আমরা একটী নিপুণ বীণাবাদকের অন্বেষণ করি। মহারাজের চিত্ত-বিকার হইলে সে বীণাবাদন করিবে; তাহাতে মহারাজ সুস্থ হইবেন"।

শৌল সম্মত হইলে একজন বলিল, "বেথলেহেম-নিবাসী যেসের একটী পুত্র আমার পরিচিত; সে নিপুণ বীণাবাদক, বাক্‌পটু ও রূপবান্"। তদনন্তর শৌল দাবিদকে বীণাবাদকের পদে নিযুক্ত করিলে তিনি যথাসময়ে রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর শৌলের চিত্ত-বিক্ষেপ হইলেই দাবিদ বীণাবাদন-পূর্ব্বক তাহাকে স্বস্থ করিতেন। শেষে দাবিদ শৌলের প্রীতি-ভাজন ও আসন্ন-সহায় হইলেন।

৫। দাবিদ ও গোলিয়াথ

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ১৭শ সর্গ)

"গর্ব্বিত মনুষ্যমাত্রই প্রভুর ঘৃণাস্পদ"। হিতোপদেশ ১৬।৫।

অচিরাৎ ফিলিষ্টীয়গণ ইস্রায়েল-বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইল। ফিলিষ্টীয়গণ এক পর্ব্বতে ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের সম্মুখস্থ পর্ব্বতে সৈন্য-রচনা করিল; উভয় সৈন্যের মধ্যে একটী উপত্যকা ছিল। পরে ফিলিষ্টীয়দের শিবির হইতে এক মহাবীর নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার নাম গোলিয়াথ; সে ৬।০ হস্ত দীর্ঘ। তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র, গাত্রে পিত্তলের বর্ম্ম, স্কন্ধে পিত্তলের শল্য ও পদদ্বয় পিত্তলের পত্রে আবৃত। তাহার শূলের দণ্ড তন্তুবায়ের তন্তুদণ্ড-সদৃশ। সে ইস্রায়েল-সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমরা একজনকে মনোনীত কর; সে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। সে আমাকে বধ করিলে আমরা তোমাদের দাস হইব; কিন্তু আমি তাহাকে বধ করিলে তোমরা আমাদের দাস হইবে। সে ৪০ দিবস যাবৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এই প্রকারে আহ্বান করিত। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া সসৈন্য শৌল নিরাশ ও নিরতিশয় ভীত হইলেন।

দাবিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় শৌলের অনুগামী হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ হইলেও দাবিদ শিবির হইতে বহুবার বেথ্‌লেহেমে মেষ-চারণ করিতে যাইতেন। একবার তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভ্রাতৃত্রয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে শিবিরে প্রেরণ করিলেন। গোলিয়াথের আহ্বান শ্রবণ করিয়া দাবিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিত্যজাগরূক পরমেশ্বরের সৈন্যগণের নিন্দক ঐ লোকটা কে?

আমি উহার সহিত যুদ্ধ করিব”। শৌল বলিলেন, “তুমি বালক, কিন্তু ঐ লোকটা বাল্যাবধি যোদ্ধা; তুমি উহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না” দাবিদ বলিলেন, “রাজন্, আমি বালক হইলেও মেষহন্তা সিংহ-ভল্লুক এই বয়সে বধ করিয়াছি; ঐ ফিলিষ্টীয়টাকেও আমি বধ করিব। সিংহ-ভল্লুকের চপেট হইতে যে ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি ঐ ফিলিষ্টীয়ের হস্ত হইতেও আমাকে রক্ষা করিবেন”। ইহাতে শৌল দাবিদকে বলিলেন, “যাও, বৎস, ভগবান্ তোমার সহায় হইবেন”।

অনন্তর শৌল নিজ-হস্তে দাবিদকে সজ্জিত করিলেন, দাবিদের মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বর্ম্ম-মণ্ডিত করিলেন। কিন্তু দাবিদ

অনভ্যাসবশতঃ সেই বেশে চলিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহা উন্মোচন করিলেন তিনি নিজ-যষ্টি লইলেন, স্রোতমার্গ হইতে পাঁচটি নুড়ি লইয়া ঝুলির মধ্যে রাখিলেন ও ফিঙ্গা লইয়া গোলিয়াথের অভিমুখে গমন করিলেন। গোলিয়াথ ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহাকে বলিল, “আমি কি কুক্কুর যে, তুই দণ্ড লইয়া আমার নিকটে আসিতেছিস্? আয়, আমি তোর মাংস আকাশের পক্ষিগণের ও প্রান্তরের পশুগণের ভক্ষ্য করি”। দাবিদ বলিলেন, “তুমি খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া, হস্তে শূল লইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত; আমি কিন্তু অলীকনাথ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তোমার সম্মুখীন

হইতেছি। তুমি যাঁহার নিন্দা করিয়াছ অদ্য সেই মহাপ্রভু আমার হস্তে তোমার শিরশ্ছেদন করাইবেন। তাহাতে সমস্ত জীব-লোক জানিবে, ইস্রায়েল-বংশের সহায় অদ্বিতীয় শ্রীভগবান্।"

অনন্তর গোলিয়াথ দাবিদকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি একটী নুড়ি লইয়া ফিঙ্গা-যোগে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই প্রস্তর গোলিয়াথের ললাট ভেদ করিল ও সে ভূমিতলে অধোমুখে পতিত হইল। দাবিদ দ্রুতপদে গোলিয়াথের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন ও কোষ হইতে তাহারই খড়্গ লইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। ফিলিষ্টীয় সৈন্যগণ তাহাদের মহাবীরের মৃত্যুতে হতাচিত্ত হইয়া পলায়ন করিল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ জয়ধ্বনি-পূর্ব্বক তাহাদের অনুধাবন করিল ও বহু ফিলিষ্টীয়কে বধ করিয়া শেষে শত্রু-শিবির লুণ্ঠন করিল।

৬। দাবিদের প্রতি শৌলের বিদ্বেষ ও যোনাথানের প্রীতি

১ম রাজা [illegible], ১৮শ ও ১৯শ সর্গ

"কোন বন্ধুর বিশ্বস্ত প্রেমের সহিত তুলনা হইতে পারে না, এবং তাহার মহানুরাগের সহিত স্বর্ণ-রৌপ্য সমান হইতে পারে না।" প্রবক্তা ৬।১৫।

গোলিয়াথকে বধ করিয়া দাবিদ সসৈন্য শৌলের সহিত যে সময়ে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে নারীগণ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গান করিল। "শৌল বধিলেন সহস্র শত্রু, দাবিদ বধিলেন অযুত"। ইহাতে শৌল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই দিন হইতে দাবিদের প্রতি কুদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরদিবস দাবিদ রাজসন্নিধানে বীণাবাদন করিতেছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে শৌল তাঁহার প্রতি শূল নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তিনি সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। দাবিদের প্রতি ভগবানের কৃপা উপলব্ধি করিয়া শৌল তাঁহার বিষয়ে ভীত হইতে লাগিলেন। শেষে শত্রুহস্তে দাবিদের বিনাশ-কামনা করিয়া শৌল

তাঁহাকে সহস্রসেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ভগবান্ দাবিদের সহায় ছিলেন ও সমগ্র ইস্রায়েল-বংশ তাঁহাকে স্নেহ করিত।

অনন্তর দাবিদের প্রতি শৌলের কন্যা মীখোলের অনুরাগ হইল। ইহা অবগত হইয়া শৌল অঙ্গীকার করিলেন, দাবিদ একশত ফিলিষ্টীয় বধ করিতে পারিলে মীখোলের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। শৌল মনে করিলেন ফিলিষ্টীয়দের হস্তেই দাবিদের প্রাণান্ত হইবে। দাবিদ কিন্তু দ্বিশত ফিলিষ্টীয় বধ করিলেন। ইহার ফলে তিনি মীখোলকে বিবাহ করিয়া রাজ-জামাতা হইলেন। দাবিদের এই ভাগ্যোদয়ে শৌলের চিত্ত অধিকতর ভয়াকুল হইল।

পরে শৌল দাবিদের হত্যা-বিষয়ে যুবরাজ যোনাথান ও ভৃত্যগণের সহিত মন্ত্রনা করিলেন। গোলিয়াথের সহিত যুদ্ধের পর দাবিদ রাজপুত্র যোনাথানের বন্ধু হইয়াছিলেন। অতএব যোনাথান শৌলকে বলিলেন, "রাজন্, দাবিদকে বধ করিয়া পাপকলুষিত হইবেন না। সে রাজদ্রোহী নহে, আপনার মহোপকারী। সে নিজ-প্রাণের পণ করিয়া গোলিয়াথকে বধ করিয়াছে। আপনি তাহা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। অকারণে দাবিদকে বধ করিয়া কেন নির্দোষের রক্তপাত করিবেন"? যোনাথানের কথায় করুনার্দ্র হইয়া শৌল ভগবানের নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি দাবিদকে বধ করিবেন না।

অনন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইলে দাবিদ ফিলিষ্টীয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া বহু শত্রুসৈন্য বধ করিলেন। ইহাতে শৌল পুনর্ব্বার ঈর্ষ্যাবশ হইলেন। তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য হইলে তিনি একদিন দাবিদের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় শূল নিক্ষেপ করিলেন। দাবিদ পুনর্ব্বার সরিয়া গিয়া নিজ-প্রাণ রক্ষা করিলেন ও সেই শূল প্রাচীরে বিদ্ধ হইল; দাবিদ স্বগৃহে পলায়ন করিলেন। পরে শৌল দাবিদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ও প্রাতঃকালে তাঁহাকে বধ করিতে সৈনিকগণকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দাবিদের পত্নী মীখোল এক বাতায়ণ হইতে তাঁহাকে অবতারিত করিলে তিনি দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন ও রামাথায় সামুয়েলের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। দাবিদকে ধরিতে শৌল পুনর্ব্বার সৈনিকগণকে প্রেরণ করিলে কতিপয় অনুচরের সহিত

তিনি মরুস্থলে পলায়ন করিলেন। সেই সময়ে দাবিদ ও যোনাথানের সাক্ষাৎ হইল। বিদায়কালে যোনাথান অশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া বলিলেন, "মিত্র, তোমার মঙ্গল হউক. শ্রীভগবানের পুণ্যনাম গ্রহণপূর্ব্বক আমরা মিত্রতা রক্ষার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন করিব"।

৭। শৌলের প্রতি দাবিদের ঔদার্য্য

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ২৪শ—২৬শ সর্গ)

"বৈর-শুদ্ধি ও প্রতিফল-প্রদান আমারই কর্ম্ম"। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২।৩৫।

অনন্তর দাবিদ এন্‌গাদ্দির অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইহা অবগত হইয়া শৌল তাঁহার অন্বেষণার্থে ৩০০০ সৈনিকের সহিত সেই অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একটী গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন: নিকটে একটী গুহা ছিল: তিনি সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার অন্তঃপ্রদেশে সহচরগণের সহিত দাবিদ উপবিষ্ট ছিলেন। তাহারা দাবিদকে বলিল, অদ্য প্রভু আপনার শত্রুকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলেন, অবিলম্বে নিপাত করুন।" দাবিদ

বলিলেন. "রাজহত্যা হইতে ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন। অতঃপর দাবিদ নিভৃতে শৌলের বসনাগ্র ছেদন করিলেন। পরে শৌল গুহা হইতে বাহির হইলে দাবিদ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন. "প্রভো, রাজন্"! শৌল পশ্চাদ্দৃষ্টি করিলেন; দাবিদ দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "রাজন. অদ্য এই গুহামধ্যে পরমেশ্বর আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন. কিন্তু আমি রাজহত্যা-পাপে নিজ-হস্ত কলঙ্কিত করি নাই। আমার হস্তে আপনার উত্তরীয়

বসনাগ্র দর্শন করুন; আমি ইহা ছেদন করিয়াছি, তথাপি আপনাকে বধ করি নাই। ইহাতে আপনার চাক্ষুষ জ্ঞান হইল, আমি হিংসাপরবশ হই নাই, রাজদ্রোহী হই নাই। তথাপি আপনি আমার প্রাণ বিনাশ করিতে সচেষ্ট। পরমেশ্বর আমার ও আপনার বিচার করুন, আপনার হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন"। দাবিদের কথায় অনুতপ্ত হইয়া শৌল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দাবিদকে বলিলেন, "আমার অপেক্ষা তুমি ধার্ম্মিক; কারণ তুমি আমার মঙ্গল করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমার অমঙ্গল করিয়াছি। অদ্য তুমি আমার প্রতি যাহা করিলে, তাহার পরিশোধে পরমেশ্বর তোমার সমুচিত মঙ্গল বিধান করুন" অনন্তর দাবিদ ও তাঁহার সহচরগণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরে শৌল শুনিলেন, দাবিদ হেব্রোণের দক্ষিণে জীফ-প্রান্তরে বাস করিতেছেন। দাবিদের অন্বেষণে ৩০০০ সৈনিকের সহিত যাত্রা করিয়া শৌল সেই প্রান্তরের নিকটে এক পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ দাবিদের কর্ণগোচর হইল। পরে রাত্রিকালে দাবিদ তাঁহার মিত্র আবীশায়ের সহিত শৌলের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে রক্ষিবর্গ শয়ান, শৌল নিদ্রিত ও তাঁহার শীর-সমীপে শূল ভূমিতে বিদ্ধ। আবীশায় শৌলকে বধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে দাবিদ তাঁহাকে বলিলেন, "রাজহত্যা মহাপাপ; উনি অবধ্য"। অনন্তর দাবিদ শৌলের শূল ও জলপাত্র লইয়া আবীশায়ের সহিত শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরে সম্মুখস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৌলের সেনাপতি আবনেরকে সম্বোধন করিয়া দাবিদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সেনাপতি, আপনার রাজাকে রক্ষা করেন নাই কেন? রাজার শূল ও জলপাত্র কোথায়"? কোলাহলে শৌলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দাবিদের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, "বৎস দাবিদ, তুমিই কি কথা বলিতেছ"? দাবিদ বলিলেন, "প্রভো, রাজন, আমিই কথা বলিতেছি। আপনার এই দাসানুদাসের অনুধাবন করিতেছেন কেন? আমি কি করিয়াছি? ইস্রায়েল-রাজ আমাকে পর্ব্বতের তিত্তির ন্যায় অনুসরণ করিতেছেন।" শৌল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি পাপ করিয়াছি! বৎস দাবিদ! আমার অনুগামী হও। আমি পুনর্ব্বার তোমার অনিষ্ট করিব না; কারণ অদ্য তুমি আমাকে প্রাণদান

করিয়াছ"। অনন্তর দাবিদ নিজ-পথে প্রস্থান করিলেন ও শৌল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।*

৮। শৌলের মৃত্যু ও দাবিদের রাজত্ব

(১ম রাজবংশ-চরিত্র, ৩১শ সর্গ ; ২য় রাজবংশ-চরিত্র, ৫ম সর্গ)

"শত্রুর মৃত্যুতে উল্লাসিত হইও না"। প্রবক্তা ৮।৭।

অনন্তর ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত ফিলিষ্টীয়-জাতির পুনরায় যুদ্ধ হইল। গেল্‌বোয় পর্ব্বতের যুদ্ধে ফিলিষ্টীয়-জাতি জয়লাভ করিল। যুবরাজ যোনাথান ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলেন; স্বয়ং শৌল শোকাভিভূত হইলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "তোমার খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আমাকে বধ কর"; কিন্তু সে রাজহত্যা করিতে অসম্মত হওয়ায় শৌল আত্মহত্যা করিলেন। পরদিবসে শৌলের মৃতদেহ ফিলিষ্টীয় সৈনিকগণের নয়ন-গোচর হইল; তাহারা শৌলের শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহার মস্তক ও শস্ত্র স্বদেশে প্রেরণ করিল। একটী লোক শৌলের শিবির হইতে দ্রুতপদে দাবিদের সন্নিধানে গমন করিয়া বলিল, ইস্রায়েল-সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; যুদ্ধক্ষেত্রে বহু-সৈন্যের প্রাণান্ত হইয়াছে; রাজা ও যুবরাজ নিহত হইয়াছেন"। এই অশুভ-বার্ত্তা শুনিয়া দাবিদ শোক-পরিপ্লুত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে, তিনি এই বিলাপ-গীত রচনা করিলেন:—

"ইস্রায়েল-বংশের গৌরব উচ্চৈঃস্থানে লুপ্ত হইল। হায়! বীরগণ পতিত হইলেন। ইহা গেথে প্রকাশ করিও না, আস্কেলোনের রাজপথে ঘোষনা করিও না; কারণ ফিলিষ্টীয়দের কন্যাগণ আনন্দ করিবে, বিজাতীয়দের রমণীগণ উল্লাস করিবে। হে গেল্‌বোয়-পর্ব্বতশ্রেণি, তোমার শিখরে তুষারপতন ও বৃষ্টিসম্পাতের লোপ হউক, তোমার ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হউক; কারণ ঐ স্থানে বীরগণের ফলক হস্তচ্যুত হইল, শৌলের ফলক তৈলে নহে কিন্তু যোদ্ধাগণের রক্তে ও বীরগণের মেদে সিক্ত। যোনাথানের ধনু নিবর্ত্তিত হইত না, শৌলের খড়্গও বৃথা পরাবৃত্ত হইত না। শৌল ও যোনাথান জীবিতকালে নয়নাভিরাম ও মনোহর ছিলেন, মৃত্যুকালেও তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেন না।

* এই সময়ে সামুয়েল পুণ্যলোকে প্রস্থান করিলে সমস্ত ইস্রায়েল-বংশ অশৌচ ধারণ করিল। সামুয়েলের মৃতদেহ রামাথায় তাঁহার বাটীতে সমাধি-নিহিত হইল।

তাহারা কুররাপেক্ষা বেগবান্, সিংহাপেক্ষা বলবান্ ছিলেন। হে ইস্রায়েল-কন্যাগণ, শৌলের নিধনে রোদন কর; তিনি তোমাদিগকে সিন্দূর-বর্ণের রমণীয় বসন পরিধান করাইতেন, তোমাদের বসন স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করাইতেন। হায়! রণাঙ্গণে বীরগণ নিপতিত হইলেন, যোনাথান পর্ব্বতোপরি নিহত হইলেন। ভ্রাতা যোনাথান, তোমার নিধনে আমি শোকাহত। আমার প্রতি তোমার সাতিশয় প্রীতি ছিল, আমার প্রতি তোমার প্রেম নারীর প্রেমাপেক্ষা অধিক ছিল। হায়! বীরগণ নিপাতিত হইলেন, যোদ্ধাগণ গতাসু হইলেন।

অতঃপর দাবিদ পরমেশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে হেব্রোণে গমন করিলেন। সেই স্থানে যুদা-বংশ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। কিন্তু শৌলের সেনাপতি আব্নের শৌলের পুত্র ঈশবোশেথকে স্থানান্তরে ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর শৌলের ও দাবিদের কুলমধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইল। দাবিদ উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইলেন, শৌলের কুল ক্ষীণশক্তি হইল। শেষে ৭।৹ বৎসরব্যাপি যুদ্ধের পর সমগ্র ইস্রায়েল-বংশ দাবিদের অধীন হইল। পরে সসৈন্য দাবিদ যেবূষীয়দের বিরুদ্ধে যেরুশালেমে যাত্রা করিলেন। সিয়োনের দুর্গ অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইল; তিনি সেই দুর্গে বসতি করিয়া তাহার নাম দাবিদ-নগর রাখিলেন। অনন্তর তীর-রাজ হীরাম দাবিদের সমীপে দেবদারু, সূত্রধর ও কারিকর প্রেরণ করিলেন; তাহারা দাবিদের নিমিত্ত একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল।

দাবিদের রাজ্যাভিষেক-সংবাদ শুনিয়া ফিলিষ্টীয়-জাতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া যেরুশালেমের নিকটে শিবির স্থাপন করিল। দাবিদ ফিলিষ্টীয় সৈন্যগণকে অবিলম্বে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। তাহাদের প্রতিমাদি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা দ্রুতপদে পলায়ন করিল; দাবিদের সৈন্যগণ তাঁহার আদেশে তৎসমুদয় ভস্মসাৎ করিল। পরে ফিলিষ্টীয়-সৈন্যগণ দাবিদের রাজ্য পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার পরাভূত করিলেন। শৌলের বংশ-লোপ ও শত্রু-সৈন্যের পরাজয়ে দাবিদের প্রত্যয় হইল, স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁহাকে ইস্রায়েল-রাজ্যের অধিপতি করিয়াছেন।

৯। রাজর্ষি দাবিদ

(২য় রাজবংশ-চরিত্র, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গ ; ১ম বংশ-চরিত্র, ১৫শ, ১৬শ, ২৩শ ও ২৪শ সর্গ)

"আমি তাহাদের এক পালক উৎপন্ন করিব, তিনি তাহাদিগকে পালন করিবেন ; তিনি আমার দাস দাবিদ"। যিহিস্কেল ৩৪।২৩।

নিয়ম-সম্পুট অদ্যাপি কারিয়াথিয়ারিমে আবিনাদাবের গৃহে ছিল। সম্পুট-রক্ষনার্থে দাবিদ সিয়োন-পর্ব্বতে নূতন পটমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহা আনয়ন করিতে ত্রিংশতি-সহস্র অনুচরের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যথাসময়ে

সম্পুট নূতন শকটে স্থাপিত হইল ও দাবিদ যেরুশালেমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বৃষদ্বয়ের পদস্খলনহেতু সম্পুট একপার্শ্বে নত হইলে আবিনাদাবের পুত্র, শকট-বাহক ওজা হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক তাহা ধারণ করিল। তাহার এই অপচারে পরমেশ্বর সেই স্থানে তাহাকে নিহত করিলেন। দাবিদ ভয়াকুল হইয়া পথপার্শ্বস্থ ওবেদেদোমের গৃহে সম্পুট স্থাপন করাইলেন। পরে দাবিদ শুনিলেন, পরমেশ্বর ওবেদেদোমের গৃহ ও তাহার সর্ব্বস্ব আশীর্যুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি যেরুশালেমে নিয়ম-সম্পুট আনয়ন করিতে ইস্রায়েলের সমস্ত কুলের সহিত ওবেদেদোমের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

যাজকগণ নিয়ম-সম্পুট বহন করিলেন। বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। বহু গায়ক ও বাদক নিয়ম-সম্পুটের অনুগমন করিল; স্বয়ং দাবিদ তাহার সম্মুখে বীণাবাদন করিয়া চলিলেন।

নিয়ম-সম্পুট যেরুশালেমে আনীত ও নূতন পটমন্দিরে স্থাপিত হইলে দাবিদ উপাসনা-কার্য্যের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি যাজকগণকে চতুর্ব্বিংশতি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া নিয়ম করিলেন, প্রত্যেক পর্য্যায় সপ্তাহকাল মন্দিরে যাজন করিবে। উপাসনা-কালে সামগান করিতে ও বাদ্যবাদন করিতে চতুঃসহস্র মন্দির-সেবক নিযুক্ত হইল।

অনন্তর দাবিদ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মন্দির-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ঋষি নাথানকে বলিলেন, "গুরুদেব, আমি দেবদারু-নির্ম্মিত গৃহে বাস করি, কিন্তু প্রভুর নিয়ম-সম্পুট যবনিকার মধ্যে স্থাপিত। আমি প্রভুর উদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিব"। কিন্তু নাথানের মুখে প্রভু দাবিদকে বলিলেন, "আমার উদ্দেশে মন্দির-নির্ম্মাণ তোমার দ্বারা হইবে না, তোমার পুত্র তাহা নির্ম্মাণ করিবে। আমি তাহার রাজাসন অক্ষয় করিব। আমি তাহার পিতা হইব, সে আমার পুত্র হইবে। তোমার বংশ বিশ্বস্ত হইবে, তোমার রাজ্য ও রাজাসন অক্ষয় হইবে"।

দাবিদ মহাকবি ছিলেন। সামসংহিতার ১৫০ সামের অধিকাংশই তাঁহার রচিত। সামসংগ্রহে ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাদ লিপিবদ্ধ থাকায় তাহা আমাদের আদরনীয়। ভগবৎ-প্রণোদিত ঋষি সামসংহিতার নানাস্থানে ভাবী ত্রাণকর্ত্তার দেবত্ব, যাজকত্ব, দুঃখভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের নিরূপণ করিয়াছেন—

প্রভু আমাকে বলিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্মদান করিয়াছি। আমার সমীপে যাচ্ঞা কর; আমি তোমাকে সর্ব্বজাতি পৈত্রিক-বিত্তবৎ, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত দায়ভাগ প্রদান করিব। সাম ২।৭, ৮।

তুমি মানব সন্তানগণ অপেক্ষা সুন্দর, তোমার ওষ্ঠাধরে প্রসাদ-সেচিত। সাম ৪৪।৩।

পরেশ শপথ করিলেন, অনুশোচনা করিবেন না, তুমি মেল্‌খীসেদেখের রীত্যনুসারে শাশ্বত যাজক। সাম ১০৯।৪।

হে ভগবান, হে আমার ভগবান, আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ কেন? আমি কীট, মানব নহি আমি মনুষ্যের সুণার্হ, জনসমাজের বহিষ্কৃত। যাহারা আমাকে অবলোকন করিল, আমি তাহাদের সকলেরই উপহাসাস্পদ হইলাম। তাহারা অধরোষ্ঠ বক্র করিয়া শিরশ্চালন পূর্ব্বক বলিল, লোকটা

প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিত, তিনিই উহাকে উদ্ধার করুন। আমার অস্থিসমূহ সন্ধিচ্যুত হইয়াছে। তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে, আমার সমস্ত অস্থি গণনা করিয়াছে। তাহারা নিজ-মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ করিয়াছে, আমার উত্তরীয়ের নিমিত্ত অক্ষপাত করিয়াছে। তাহারা আমার আহারার্থে তিক্ত ও আমার পিপাসাকালে আমাকে পানার্থে সিকা প্রদান করিল। সাম ২১।২, ৭- -৯, ১৫, ১৭—১৯; সাম ৬৮।২২।

পরেশ সতত আমার নয়নগোচর; কারণ তিনি আমার দক্ষিণপার্শ্বস্থ, আমি বিচলিত হইব না। এই কারণে আমার চিত্ত আনন্দিত, আমার জিহ্বাও উল্লাসিত, অধিকন্তু আমার শরীর নির্বিঘ্নে বিশ্রাম করিবে। কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না, স্বকীয় পুণ্যজনকে ক্ষয়গত করাইবে না। সাম ১৫।৮—১০।

হে নৃপতিগণ, তোমাদের পুরদ্বার-সমূহ উদ্ঘাটন কর। হে সনাতন দ্বারসমূহ, উদ্ঘাটিত হও; মহিমময় রাজরাজ প্রবেশ করিবেন। সেই মহিমময় রাজরাজ কে? তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত পরেশ, যুদ্ধবীর পরেশ, অনীকনাথ, তিনিই মহিমময় রাজরাজ। সাম ২৩।৮- ১০।

পরমেশ্বর আমার প্রভুকে বলিলেন, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, আমার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন কর। সাম ১০৯।১।

হে ভগবান তোমার রাজাসন শাশ্বত। সাম ৪৪।৭।

সুখে ও দুঃখে দাবিদ যাহা অনুভব করিতেন, প্রার্থনা করিতেন, অনুতাপে অশ্রুলোচন করিয়া তিনি যাহা গান করিতেন, তাহার প্রতিধ্বনি অগণ্য ভক্ত-হৃদয় হইতে অদ্যাপি উত্থিত হইতেছে। সেই নিরূপম, সুখ-শ্রুতি সামসংগ্রহ মণ্ডলীর, বিশেষতঃ যাজকবর্গের ও ব্রতিগণের ভজন-গ্রন্থ। প্রত্যেক মন্দিরে, প্রত্যেক মঠে সামসংগ্রহ দিবারাত্র পঠিত বা গীত হয়, এবং যুগান্ত যাবৎ প্রতিধ্বনিত হইবে।

ধন্য সেই জন, যে অধর্ম্মাচারীর মন্ত্রণানুবর্ত্তী হয় নাই, পাপীর পথে যাতায়াত করে নাই বা নিন্দকাসনে উপবেশন করে নাই, কিন্তু যে পরেশের শাস্ত্রে আনন্দ লাভ করে, দিবারাত্র তাহার ব্যবস্থা ধ্যান করে; সে স্রোতস্বিনীর তীরে রোপিত, যথাকালে ফলপ্রদ, অম্লান-পল্লব বৃক্ষের সদৃশ হইবে; তাহার সকল কর্ম্মই সফল হইবে। দুর্জ্জন কদাপি তাদৃশ নহে, কিন্তু বায়ুকীর্ণ তুষের সদৃশ। অতএব দুর্জ্জনগণ ধর্ম্মাধিষ্ঠানে বা পাপিগণ ধার্ম্মিকের সভায় সমুত্থান করিবে না। কারণ ধার্ম্মিকের পথ পরেশের বিদিত, কিন্তু দুর্জ্জনের পথ ধ্বস্ত হইবে। সাম ১।

প্রভো, তোমার মন্দিরে কে অবস্থিতি করিবে? তোমার পবিত্র শৈলে কে বসতি করিবে? যে সরলাচার, ধর্ম্মচারী-হৃদয়, সত্যবাদী; জিহ্বায় বাগদুষ্ট হয় নাই, প্রতিবাসীর অপকার করে নাই, প্রতিবাসীর নিন্দা করে নাই, যাহার দৃষ্টিতে পামর তুচ্ছ, কিন্তু যে ভগবদ্ভক্তগণকে সম্মান করে;

দিব্য করিবার পর ক্ষতি হইলে যে অনুতাপ করে না, কুশীদার্থে ঋণদান করে না, নির্দ্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ করে না এইরূপ মনুষ্য কদাপি স্খলিত হইবে না। (সাম ১৪)।

নলবেণু (সুষির)

হে জাতিবৃন্দ, পরেশের প্রশংসা কর; হে জনবৃন্দ, তাঁহার প্রশংসা কর। কারণ তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও পরেশের সত্য শাশ্বত।

(সাম ১১৬)।

বীণা

তোমরা পরেশের পুণ্যস্থানে তাঁহার প্রশংসা কর; তাঁহার শক্তিসূচক নভোমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা কর। তাঁহার অদ্ভুত-কর্ম্ম-কলাপের নিমিত্ত তাঁহার প্রশংসা কর; তাঁহার মহামহিমার কারণে তাঁহার প্রশংসা কর। তূরীধ্বনি-যোগে তাঁহার প্রশংসা কর; দশতন্ত্রী ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার প্রশংসা কর। মৃদঙ্গ ও নৃত্যযোগে তাঁহার প্রশংসা কর; তন্তুবাদ্যে ও সুষিরে তাঁহার প্রশংসা কর। মহাস্বন করতালযোগে তাঁহার প্রশংসা কর; আনন্দপ্রদ করতাল-যোগে তাঁহার প্রশংসা কর। সর্ব্বপ্রাণী পরেশের প্রশংসা করুক। (সাম ১৫০)

করতাল

১০। দাবিদের পাপ ও অনুতাপ

(২য় রাজবংশ-চরিত্র, ১১শ ও ১২শ সর্গ)

"প্রভু, তোমার ক্রোধে আমাকে ভৎর্সনা করিও না, তোমার প্রচণ্ড রোষে আমাকে দণ্ড প্রদান করিও না"। সাম ৩৭।১।

"হে ভগবান, তোমার মহাকারুণ্যানুসারে আমার প্রতি সদয় হও, এবং তোমার করুণাতিশয্যে আমার পাপ বিলুপ্ত কর। হে ভগবান আমার মধ্যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, এবং আমার অন্তরে সারল্য নবীভূত কর"। সাম ৫০।১, ১২।

দাবিদের সেনাপতি যে সময়ে আম্মোণীয়-জাতিকে আক্রমণ করেন, সেই সময়ের এক বৈকালে দাবিদ রাজপ্রসাদের ছাদে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ছাদ হইতে তিনি যুদ্ধগত উরিয়ের পরম-সুন্দরী পত্নী বেথ্‌শেবাকে দেখিলেন। পরে তিনি বেথ্‌শেবাকে প্রাসাদে আনয়ন করাইলে সে তাঁহার প্রোৎসাহনে পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইল। অতঃপর তিনি যোয়াবকে লিখিলেন, "তুমুল যুদ্ধে উরিয়কে সেনাগ্রে নিযুক্ত করিয়া হত্যা করাইবে"। ছন্দানুবর্ত্তী যোয়াব উরিয়কে বধ করাইলে বেথ্‌শেবা দাবিদের পত্নী হইল।

অনন্তর ভগবৎ-প্রেরিত নাথান দাবিদের সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এক নগরে দুইটী লোক ছিল; তাহাদের এক জন ধনী, এক জন দরিদ্র। সেই ধনীর প্রচুর গো-মেষাদি ছিল, কিন্তু তাহার দরিদ্র প্রতিবেশীর ছিল কেবল একটী মেষশাবক। পরে ঐ ধনবানের গৃহে একটী অতিথির আগমন হইলে সে তাহার দরিদ্র প্রতিবেশীর মেষশাবকটী বধ করিয়া অতিথি-সৎকার করিল"। দাবিদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঐ নরাধম প্রাণদণ্ডের যোগ্য"! নাথান দাবিদকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনিই সেই নরাধম। পরমেশ্বর বলিতেছেন, 'আমি তোমাকে ইস্রায়েল রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছি। কিন্তু তুমি প্রভুভক্ত উরিয়কে বধ করাইয়া তাহার বিধবাকে তোমার পত্নী করিয়াছ। আমার দৃষ্টিতে যাহা বীভৎস, তুমি তাহাই করিলে কেন? তোমার এই মহাপাপের নিমিত্ত আমি তোমার কুল হইতেই তোমার অমঙ্গল উৎপন্ন করিব'।" স্বকৃত পাপের ভীষণতা অনুভব করিয়া দাবিদ নাথানকে বলিলেন, "আমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি"। নাথান বলিলেন, "মহারাজ, পাপের নিমিত্ত আপনার অনুতাপ হওয়ায় পরমেশ্বর আপনার পাপ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু আপনার পুত্রটী অবশ্যই মরিবে"। পরে সপ্তম দিবসে শিশুটীর মৃত্যু হইল। অতঃপর দাবিদের নবজীবনের আরম্ভ হইল। স্বকৃত মহাপাপ স্মরণ করিয়া তিনি আমরণ অনুতাপ করিলেন, এবং অনুতাপবশতঃ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রণীত সকল দণ্ডই সবিনয়ে বহন করিতেন।

১১। আব্শালোমের রাজদ্রোহ

(২য় রাজবংশ-চরিত্র, ১৫শ--১৮শ সর্গ)

"যে পিতৃক্লেশাবহ ও মাতৃবিতাড়ক, সে নিন্দ্য ও অসুখী"। হিতোপদেশ ১৯।২৬।

দাবিদের একটী পুত্রের নাম আব্শালোম। ইস্রায়েল-বংশে কেহ আব্শালোমের তুল্য সুদর্শন ছিল না; তাঁহার আপাদমস্তক নির্দোষ ছিল। তাঁহার রাজপুত্রোচিত রথ ও রক্ষিবর্গ ছিল। তিনি প্রত্যহ পুরদ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। বিবাদের সমাধানার্থে কেহ রাজ-সন্নিধানে গমনোৎসুক

হইলে তিনি তাহাকে বলিতেন, "তোমার অভিযোগ ন্যায্য, কিন্তু ইহার সমাধান করিতে রাজার কোন ধর্ম্মাধিকারী নাই আমি দেশের ধর্ম্মাধিকারী হইলে ন্যায়ানুসারে সকল বিবাদের সমাধান করিতাম"। কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। এই প্রকারে তিনি ইস্রায়েল বংশীয়গণের হৃদয়-রঞ্জন হইলেন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইলে আব্‌শালোম একদিন দাবিদকে বলিলেন, "পিতঃ, আমি একটী ব্রত করিয়াছি; আপনার অনুমতি হইলে আমি তাহা পূর্ণ করিতে একবার হেব্রোণে যাই"! দাবিদ বলিলেন, "এস, বৎস, পথে তোমার মঙ্গল হউক"। অনন্তর আব্‌শালোম দ্বিশত অনুচরের সহিত হেব্রোণে উপস্থিত হইয়া রাজদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। একটী দূত দ্রুতপদে দাবিদের সমীপে উপস্থিত হইয়া

হেব্রোণ

বলিল, "মহারাজ, সমস্ত ইস্রায়েল-বংশ রাজদ্রোহী কুমারের পক্ষপাতী হইয়াছে"। এই অশুভ-বার্ত্তা শুনিয়া দাবিদ আত্মরক্ষার্থে বিশ্বস্ত অনুচরগণের সহিত রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলেন; ইহাতে নাগরিকগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কেদ্রোণ-নাম্নী ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করিয়া আচ্ছন্নমস্তক, নগ্নপাদ, অশ্রুলোচন নৃপতি জৈতুন পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন; শেষে নিরাপদ-স্থানে যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি যর্দ্দান-নদী পার হইলেন।

আব্‌শালোম পিতার অনুধাবন করিলেন। তাহা শুনিয়া দাবিদ তাঁহার সেনাপতিগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার অনুরোধে তরুণ আব্‌শালোমের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবে"। শেষে এফ্রায়িমের অরণ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে আব্‌শালোমের সৈন্য সর্ব্বথা পরাজিত হইলে তিনি এক অশ্বতরে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আব্‌শালোম এক বৃহৎ সিন্দুর-বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইলে তাঁহার কেশ শাখায় পরিলগ্ন হইল; অশ্বতর প্রস্থান করিল, আব্‌শালোম শূন্যে প্রলম্বিত থাকিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দাবিদের সেনাপতি যোয়াব দশটী সৈনিকের সহিত সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন ও শল্যদ্বারা আব্‌শালোমের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। রাজপুত্র আহত হইয়াও জীবিত ছিলেন; কিন্তু যোয়াবের সৈনিকগণ তাঁহাকে সত্বর বেষ্টন করিয়া বধ করিল। অনন্তর তাহারা রাজপুত্রের মৃতদেহ অরণ্যের এক বৃহৎ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি প্রস্তরের এক বিশাল স্তূপ করিল।
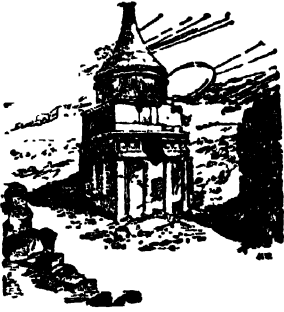
আব্‌শালোমের সমাধি

অনন্তর এক দূত রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রণ-জয়ের সংবাদ নিবেদন করিল। পুত্রবৎসল দাবিদ তাহাকে আব্‌শালোমের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "মহারাজের সমস্ত শত্রু আব্‌শালোমের সমভাগ্য হউক"। অতঃপর পুত্রবিরহকাতর রাজা বাষ্পকণ্ঠ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হা বৎস আব্‌শালোম! তোমার স্থানে আমার মৃত্যু হইল না কেন? হা আব্‌শালোম! হা বৎস আবশালোম"!

১২। দাবিদের বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু।

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ২য় সর্গ ; ১ম বংশ-চরিত্র, ২৮শ ও ২৯শ সর্গ)

"যাহাদের পাপের ক্ষমা হইয়াছে, তাহারাই ধন্য"। সাম ৩১।১।

দাবিদ বৃদ্ধ হইলে মহাযাজক সাদোখের হস্তে নিজ-পুত্র সলোমনকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। অনন্তর তিনি ইস্রায়েলের সমস্ত বংশনাথ ও সমস্ত রাজপুরুষকে সমবেত করাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সমস্ত আদেশ সযত্নে পালন করিবে; তাঁহার আদেশ অনুবর্ত্তন করিলেই তোমরা এই উৎকৃষ্ট দেশের স্বত্ব রক্ষা করিতে পারিবে ও তোমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে ইহার উত্তরাধিকার প্রদান করিতে পারিবে"। অতঃপর তিনি সলোমনকে বলিলেন, "বৎস, একাগ্র অন্তঃকরণে ও প্রসন্ন চিত্তে তোমার কৌলিক পরমেশ্বরের সেবা করিবে। তুমি ধর্ম্মপথে স্থির থাকিলে তাঁহাকে লাভ করিবে, কিন্তু ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিলে তিনিও তোমাকে ত্যাগ করিবেন"।

মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ করিয়া দাবিদ সলোমনকে বলিলেন, "বৎস, প্রভুর নিয়ম-সম্পুটের নিমিত্ত আমি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলাম, নির্ম্মাণের আয়োজনও করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভু আমাকে বলিলেন, 'আমার উদ্দেশে মন্দির-নির্ম্মাণ তোমার কর্ত্তব্য নহে; কারণ তুমি যোদ্ধা, রক্তপাত করিয়াছ। তোমার পুত্র সলোমন আমার উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে; সে আমার স্বীকৃত পুত্র, আমি তাহার পিতা। সে ধর্ম্মপরায়ণ থাকিলে আমি তাহার রাজ্য অক্ষয় করিব। বৎস, মন্দির নির্ম্মাণার্থে প্রভু তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন; উদ্যোগী হইয়া কার্য্য কর। অনন্তর তিনি সলোমনকে মন্দিরের আলেখ্য ও নির্ম্মাণের দ্রব্যজাত প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই আলেখ্য পরমেশ্বরের প্রণোদনে রচিত; অতএব এই আলেখ্য অনুসারে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে। প্রভুই তোমার সহায় হইবেন"।

অতঃপর দাবিদ সমস্ত সমাজকে বলিলেন, "কার্য্যটী অতি মহৎ; কারণ মন্দির মনুষ্যের নিমিত্ত নহে, পরমেশ্বরের উদ্দেশে নির্ম্মিত হইবে। আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণার্থে আমি যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছি, ৪৬৫০ মণ স্বর্ণ ও ১০৮৫০ মণ রৌপ্য দান করিয়াছি। অদ্য কে পরমেশ্বরের

উদ্দেশে মুক্তহস্তে উপকরণাদি দান করিবে”? রাজার প্রবর্ত্তনায় কুলপতিগণ ও রাজপুরুষগণ ৭৭৫০ মণ স্বর্ণ, ১৫৫০০ মণ রৌপ্য, ২৬৯০০ মণ পিত্তল ও ১০৫০০০০ মণ লৌহপ্রদান করিল; যাহাদের সামর্থ ছিল, তাহারা সানন্দে মণিমাণিক্যাদি আনয়ন করিল। ইহাতে পরমানন্দিত হইয়া দাবিদ সভামধ্যে পরমেশ্বরের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

দাবিদের সমাধি-মন্দির

পরে দাবিদের মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে তিনি সলোমনকে বলিলেন, “বৎস, সমস্ত মর্ত্ত্যকে একদিন যে পথে যাইতে হইবে, আমি সেই পথে প্রস্থান করিতেছি। তুমি দৃঢ়চিত্ত হও; কর্ম্মবীর হও। প্রভুর সমস্ত বিধি সযত্নে পালন করিবে; তাহাতে তোমার সকল কার্য্যই সফল হইবে”। অনন্তর দাবিদ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ সিয়োন-পর্ব্বতে সমাধিমধ্যে নিহিত হইল। রাজর্ষি দাবিদ ৪০ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন; তন্মধ্যে তিনি ৭ বৎসর হেব্রোণে ও ৩৩ বৎসর যেরুশালেমে বসতি করেন।

১৩। সালোমনের বিজ্ঞতা

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ২য় ও ৩য় সর্গ)

“পরমেশ্বর শলোমনকে অপরিমিত জ্ঞান, সূক্ষ্মবুদ্ধি, ও সমুদ্রতটের বালুকার তুল্য চিত্ত-প্রসারতা প্রদান করিলেন”। ৩য় রাজবংশ-চরিত্র ৫।৯।

দাবিদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সলোমন ইস্রায়েলের রাজাসনে আরোহণ করিলেন। সলোমন ভগবদ্ভক্ত ছিলেন ও পিতার উপদেশ সযত্নে পালন

করিতেন। একদা পরমেশ্বর রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে সলোমনকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস, বর প্রার্থনা কর"। সলোমন বলিলেন, "প্রভু, ভগবান, আপনার দাসকে আপনি রাজপদ প্রদান করিয়াছেন। আমি অদ্যাপি তরুণ, অনভিজ্ঞ; কিন্তু আমার প্রজাগণ অসংখ্য। তাহাদের বিবাদ ন্যায়ানুসারে সমাধান করিতে, ভদ্রাভদ্রের অবধারণ করিতে আপনার দাসকে বিবেক প্রদান করুন"।

পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া শলোমনকে বলিলেন, বৎস, তুমি দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করিলে না, বিভব প্রার্থনা করিলে না, কিন্তু ন্যায় অন্যায় অবধারণ করিতে কেবল জ্ঞান প্রার্থনা করিলে। তোমার ইচ্ছানুসারে আমি তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারা বিভূষিত করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে কেহ তোমার তুল্য জ্ঞানী হয় নাই, উত্তরকালে হইবেও না। যে বিভব, যে সম্মান তুমি প্রার্থনা কর নাই, তাহাও তোমাকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিলাম। তোমার জীবিতকালে রাজগণের মধ্যে কেহ তোমার তুল্য হইবে না। তোমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তুমি ধর্ম্মপরায়ণ থাকিলে আমি তোমাকে দীর্ঘজীবীও করিব"।

একদা দুই নারী শলোমনের রাজসভায় বিচার প্রার্থনা করিল। বাদিনী বলিল, সে ও প্রতিবাদিনী এক বাটীতে বাস করে। তাহার একটী শিশু ছিল, প্রতিবাদিনীরও একটী শিশু ছিল। রাত্রিকালে প্রতিবাদিনী নিদ্রিতাবস্থায় নিজ-শিশুকে শরীরভারে মথিত করায় শ্বাস-রোধে শিশুটীর মৃত্যু হয়। মধ্যরাত্রে বাদিনী যখন নিদ্রিতা, তখন প্রতিবাদিনী তাহার মৃত শিশুকে বাদিনীর

শয্যায় রাখিয়া বাদিনীর জীবিত শিশুকে অপহরণ করে। প্রাতঃকালে বাদিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিবাদিনীর কাপট্য প্রকাশ হয়। প্রতিবাদিনী বলিল, বাদিনীর কথা মিথ্যা, মৃত শিশু বাদিনীর, জীবিত শিশু আমার। এই বাদানুবাদ-শ্রবণে রাজা ঘাতককে আদেশ করিলেন, "জীবিত শিশুটীকে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অর্দ্ধাংশ বাদিনীকে ও অর্দ্ধাংশ প্রতিবাদিনীকে দাও"। তাহাতে প্রতিবাদিনী লেশমাত্র হৃদয়-বিকার প্রকাশ করিল না, কিন্তু বাৎসল্য-বশতঃ শিশুটীর গর্ভধারিণী রাজাকে বলিল, "মহারাজ, শিশুটী উহাকেই দান করুন, হত্যা করিবেন না"। ইহাতে রাজা বলিলেন, "সন্তান হত্যাভয়ে ব্যাকুলিতা এই নারীই শিশুটীর জননী; শিশুটী ইহারই হউক"। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমগ্র ইস্রায়েল-বংশ রাজার প্রতি ভক্তিমান্ হইল; কারণ সকলেই অনুভব করিল, বিবাদের সমাধান করিতে রাজার অন্তরে ভগবদ্দত্ত জ্ঞান আছে।

মহাজ্ঞানী শলোমনের "হিতোপদেশ" লোক-প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

পুত্রধর্ম্ম। "বৎস, তোমার পিতার উপদেশ অবধান করিবে, তোমার মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না; কারণ উভয়ই তোমার শিরোভূষণ ও কণ্ঠাভরণ। তোমার পিতার আদেশ পালন করিবে, তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না। যে পিতাকে নির্য্যাতন করে, মাতাকে বিতাড়িত করে, সে নিন্দনীয় ও অসুখী। যে পিতাকে উপহাস করে, মাতার আদেশ অবজ্ঞা করে, প্রান্তরের কাক তাহার নয়ন উৎপাটন করিবে, গৃধ্র-শাবক তাহা গ্রাস করিবে"। ১৮, ৯; ২৩।২২; ১০।২৬; ৩০।১৭।

দয়া। "অদ্য তোমার দান করিবার ক্ষমতা হইলে তোমার মিত্রকে বলিবে না, 'যাও, কল্য আসিও, কল্য তোমাকে সাহায্য করিব। দীনহীনের প্রতি অত্যাচারী স্রষ্টার নিন্দা করে, কিন্তু দীনবৎসল তাঁহার স্তব করে। দীনবৎসল পরেশকে ঋণ দান করে; তিনি তাহাকে সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন। দরিদ্রের ক্রন্দনে যে নিজ-কর্ণ রোধ করে, তাহাকে স্বয়ং চীৎকার করিতে হইবে; কিন্তু সে উত্তর পাইবে না। ধনাঢ্য ও ধনহীনের মিলন হয়, প্রভু উভয়েরই স্রষ্টা; ধার্ম্মিক নিজ পশুর প্রাণরক্ষা-বিষয়ে চিন্তাশীল, কিন্তু দুর্জ্জনের স্নেহও ক্রূর"। ৩।২৮, ১৪।৩১, ১৯।১৭; ২১।১৩; ২২।২; ১২।১০।

মিতাচার। "প্রচুর বিভবাপেক্ষা সুখ্যাতি শ্রেষ্ঠ। ন্যায়বানের স্বল্পধন অন্যায়ের প্রচুর ধনাপেক্ষা শ্রেয়। অশান্তির সহিত প্রচুর বিভবাপেক্ষা ভগবদ্ভক্তির সহিত অল্পমাত্রও শ্রেয়। কেহ অকিঞ্চন হইয়াও ধনাঢ্যের তুল্য, কেহ বা ধনেশ্বর হইয়াও দরিদ্রের তুল্য। ক্রোধের দিনে ধন উপকার করে না, কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে"। ২২।১, ১৬।৮, ১৫।১৬; ১৩।৭; ১১।৪।

বাক্ সংযম। "যে নিজমুখ রক্ষা করে, সে নিজ প্রাণও রক্ষা করে; যে সংযতবাগ্ নহে, তাহার অমঙ্গল হয়। বাগ্‌বাহুল্যে অধর্ম্মের অভাব হয় না; কিন্তু যে ওষ্ঠাধর সংযত করে, সে পরম বুদ্ধিমান্। মূর্খও মৌন থাকিলে পণ্ডিত সদৃশ,। যে প্রতিবেশীকে অবজ্ঞা করে, সে বুদ্ধিবর্জ্জিত, বুদ্ধিমান্ কিন্তু মৌন হইয়া থাকে"। ১৩।৩; ১০।১৯; ১৭।২৮; ১১।১২।

মিথ্যা-বাদ। "সত্যোষ্ঠ সর্ব্বদা স্থায়ী। প্রভু মিথ্যাবাদী জিহ্বা ঘৃণা করেন। মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর প্রভুর ঈর্ষাজনক, কিন্তু সত্যবৃত্ত তাঁহার প্রীতি-পাত্র। মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না মিথ্যাভাষী বিনষ্ট হইবে"। ১২।১৯; ৬।১৭; ১২।২২; ১৯।৯।

সহিষ্ণুতা। "যে ক্রোধে ধীর, সে মহাবুদ্ধি; কিন্তু আশুক্রোধী অজ্ঞতা প্রদর্শন করে। যে ক্রোধে ধীর, সে বীর হইতেও উত্তম; যে সংযত-চিত্ত, সে নগরবিজয়ী হইতেও শ্রেষ্ঠ। দ্বেষ বিবাদোৎপাদক, কিন্তু প্রেম সর্ব্বপাপ প্রচ্ছদ"। ১৪।২৯; ১৬।৩২; ১০।১২।

কর্ম্মোদ্যোগ। "রে অলস, পিপীলিকার নিকটে যাও, তাহার আচরণ অবলোকন করিয়া জ্ঞানবান্ হও। তাহার পথ-দর্শক নাই, নায়ক নাই; রাজাও নাই, তথাপি সে গ্রীষ্মকালে নিজ-খাদ্য সংগ্রহ করে, শস্যকর্ত্তন-কালে নিজ-ভক্ষ্য সঞ্চয় করে। যে নিজ-কার্য্যে শিথিল, সে বিনাশকের সহোদর। অলস শীত-ভীরু হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণ করে না; অতএব শস্যকালে সে ভিক্ষা করিবে, কিন্তু তাহাকে ভিক্ষান্নও প্রদত্ত হইবে না"। ৬।৬—৮; ১৮।৯; ২০।৪।

গর্ব্ব। "অভিমান হইলে অপমানও হয়; কিন্তু প্রজ্ঞাই বিনীতগণের সহচরী। দর্প বিনাশের ও চিত্তৌদ্ধত্য পতনের অগ্রগামী। উদ্ধতমনস্ক মাত্রই প্রভুর বিদ্বিষ্ট। বিনাশের পূর্ব্বে মনুষ্যের চিত্ত গর্ব্বিত হয় কিন্তু সম্মানের অগ্রে নম্রতা থাকে"। ১১।২; ১৬।১৮; ১৬।৫; ১৮।১২।

নৃপতি সলোমনের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম উপদেশক। তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। "তোমার যৌবনকালে তুমি নিজ-স্রষ্টাকে স্মরণ করিও; যে বয়সে তুমি বলিবে, 'ইহাতে আমার প্রীতি নাই', তাহার প্রতীক্ষা করিও না। উদ্ধত-স্বভাব হইতে ধীর-স্বভাব শ্রেয়। সত্বর ক্রুদ্ধ হইও না, কারণ অজ্ঞানীর বক্ষঃস্থলই ক্রোধের আশ্রয়। লোভী অর্থে পরিতৃপ্ত হয় না; যে ধনাসক্ত, সে ধনফল ভোগ করে না। শ্রমজীবীর নিদ্রা মধুময়ী, কিন্তু ধনাঢ্যের প্রাচুর্য্য তাহার নিদ্রার অন্তরায়। হীনবুদ্ধির গীত-শ্রবণ হইতে জ্ঞানবানের ভৎর্সন-শ্রবণ শ্রেয়। অলীকের অলীক, সমস্তই অলীক। কেবল ভগবদ্ভক্ত হও ও তাঁহার আদেশকলাপ পালন কর; কারণ পরমেশ্বর ভদ্রাভদ্র সকল কার্য্যেরই বিচার করিবেন"। ১২।১; ৭।৯; ৭।১০; ৫।৯; ৫।১১; ৭।৬; ১।২; ১২, ১৩, ১৪।

শলোমন-বিরচিত পরমগীত সুখশ্রুতি কাব্য। দিব্য বর শ্রীখৃষ্টের নিমিত্ত বধূ শ্রীমণ্ডলীর উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিয়া কবি সলোমন লিখিয়াছেন, "আমি আমার প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমি গাত্রোত্থান করিয়া নগরের ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিব; প্রত্যেক মার্গে, আমার প্রাণবল্লভের অন্বেষণ করিব। আমার চিত্তাপহারী হও, আমরা তোমার পশ্চাদ্ ধাবমানা

হইব। রাজা নিজঅন্তঃপুরে আমাকে আনয়ন করিলে আমরা তোমাতে উল্লাসিতা হইব, আনন্দ করিব। সাধুবৃত্তগণ তোমার ভক্ত। আমার বল্লভ আমারই, আমিও তাঁহারই"। ৩।১, ২ : ১।৩ ; ২।১৬। প্রিয়তমা বধূ শ্রীমণ্ডলীকে স্বর্গলোকে প্রণয়ন করিতে উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীখ্রীষ্ট তাঁহাকে বলিতেছেন, "অয়ি প্রিয়ে আমার, তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, নিষ্কলঙ্কা। কণ্টকমধ্যে পদ্ম যাদৃশ, কন্যাকুলমধ্যে আমার দয়িতা তাদৃশী। অয়ি দয়িতে আমার, অয়ি কপোতি আমার, উঠ, সত্বর আইস। ৪।৭ ; ২২ ; ২।১০।

১৪। মন্দির নির্ম্মাণ।

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সর্গ)

"কি সুন্দর তোমার মন্দির, হে অনীকনাথ"! সাম ৮৩।২.।

এউফ্রাতেস-নদী হইতে মিসরদেশের সীমা যাবৎ সকল রাজ্যের চক্রবর্ত্তী ছিলেন সলোমন। তাঁহার প্রজাগণ নিজনিজ দ্রাক্ষালতার ও উড়ুম্বরতরুর ছায়ায় নির্ব্বিঘ্নে বসতি করিত। রাজাসনে সুস্থির হইয়া তিনি দূত-মুখে তীর-রাজ

হীরামকে বলিলেন, "অধুনা পরমেশ্বর আমার রাজ্য সর্ব্বথা নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। আমি তাঁহার উদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অভিনিবিষ্ট। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিবানস-পর্ব্বতে দেবদারু ও ঝাবুককাষ্ঠ ছেদন

করাইয়া আমার সমীপে প্রেরণ করিবেন"। অনন্তর হীরাম সলোমনের সমীপে দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; তদ্বিনিময়ে আপনি আমার পরিজনগণের নিমিত্ত খাদ্যাদি সম্ভার করিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন"। শলোমন ও হীরাম এইপ্রকারে সন্ধি করিলেন।

অনন্তর শলোমন সমগ্র ইস্রায়েল-বংশের মধ্য হইতে ৩০০০০ ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি মাসিক-পর্য্যায়ানুসারে তাহাদের ১০০০০ জনকে লিবানস-পর্ব্বতে প্রেরণ করিতেন। তাহারা একমাস লিবানসে ও দ্বিমাস বাটীতে থাকিত। শলোমনের ৩৩০০ কার্য্যদর্শী, ৭০০০০ ভারবাহক ও পর্ব্বতে ৮০০০০ প্রস্তরচ্ছেদক ছিল মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিতে তাহারা রাজাজ্ঞানুসারে বৃহৎকায় প্রস্তররাশি আনয়ন করিল। মিসর-দেশ হইতে ইস্রায়েল-বংশের নিষ্ক্রমের পর ৪৮০ বৎসর গত হইল, নিজ-রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসে, সলোমন মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করাইলেন।

সপ্ত বৎসর যাবৎ পরিশ্রম করিয়া স্থপতিগণ যে পাষাণ-মন্দির নির্ম্মাণ করিল, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত পটমন্দিরের সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা বিশাল ও শোভমান। মূল মন্দির দৈর্ঘ্যে ষষ্টি হস্তপ্রমাণ, প্রস্থে বিংশতি হস্তপ্রমাণ ও ত্রিংশদ্ধস্ত উচ্চ। মন্দিরের প্রাঙ্মুখ বরণ্ড দৈর্ঘ্যে বিংশতি হস্তপ্রমাণ ও প্রস্থে দশ হস্ত প্রমাণ। বরণ্ডের প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ পিত্তল স্তম্ভদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত ও অষ্টা-

দশ হস্ত উচ্চ; তাহাদের মহাযত্নালঙ্কৃত মূর্দ্ধা পঞ্চ হস্ত উচ্চ। উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে মন্দিরের সহিত ত্রিভূমিক গৃহ সংযোজিত। সেই আয়তন অষ্টাদশ হস্তপ্রমাণ উচ্চ; যাগযজ্ঞে ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত রাখিতে তন্মধ্যে কক্ষের পর কক্ষ। আয়তন হইতে মূল মন্দির দ্বাদশ হস্ত উচ্চ, উত্তরে ও দক্ষিণে আয়তনের ঊর্দ্ধস্থ মন্দির-সালে বাতায়ন।
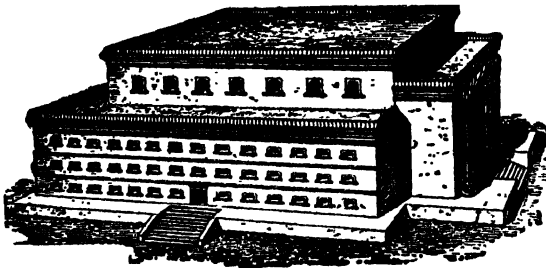
মন্দিরের অভ্যন্তর পুণ্যস্থানে ও মহা-পুণ্যস্থানে বিভক্ত। পুণ্যস্থান দৈর্ঘ্যে ৪০ হস্ত প্রমাণ। ইহার পশ্চিমে অন্ধকারময় মহাপুণ্যস্থান দৈর্ঘ্যে বিংশতিহস্ত প্রমাণ, প্রস্থে বিংশতিহস্ত প্রমাণ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ। মহা-পুণ্যস্থানের ঊর্দ্ধে পূর্ব্বকালের সম্মান্য স্মরণীয় বিষয়াদি রাখিতে দশহস্ত প্রমাণ উচ্চ অন্তরাল। বিকসিত পুষ্প, খর্জ্জুর-বৃক্ষ ও দেবদূত উৎকীর্ণাকারে সবিশেষ প্রসাধিত, স্বর্ণমণ্ডিত দেবদারু-ফলকে মন্দিরের অন্তঃপটল ও প্রাচীর সমাবৃত; গৃহতল হেমাচ্ছন্ন।

পুণ্যস্থানের প্রবেশদ্বার প্রস্থে পঞ্চহস্তপ্রমাণ, ঝাবুক-কাষ্ঠে নির্ম্মিত, স্বর্ণমণ্ডিত ও কলাকৌশলপূর্ণ উৎকীর্ণাকারে বিভূষিত। মহা-পুণ্যস্থানের প্রবেশদ্বার ইহার সদৃশ, কিন্তু তাহা প্রস্থে চতুর্হস্তপ্রমাণ ও কোশাম্র-কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

মন্দির প্রাঙ্গণ-দ্বয়ে বেষ্টিত। অন্তঃপ্রাঙ্গণ যজমানবর্গের ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ হইতে প্রথম প্রাঙ্গণ পঞ্চদশপদপ্রমাণ উচ্চ; উভয়ের মধ্যে একটী অনুচ্চ প্রাচীর। শিলাবৃত উভয় প্রাঙ্গণই উচ্চ-প্রাকার-বেষ্টিত।

মহা-পুণ্যস্থানে নিয়মসম্পুট ও তদুপরি কোশাম্রকাষ্ঠ-নির্ম্মিত, দশহস্তপ্রমাণ উচ্চ, হেমচ্ছন্ন দেবদূতের প্রতিরূপদ্বয় স্থাপিত। পুণ্যস্থানাভিমুখ দেবদূতদ্বয়ের প্রত্যেক পক্ষ পঞ্চহস্তপ্রমাণ দীর্ঘ। একটীর পক্ষ দক্ষিণ কুড্য ও অন্যটীর পক্ষ উত্তর কুড্যাবৎ প্রসারিত; অপর পক্ষদ্বয় সম্পুটোপরি সংযুক্ত। পুণ্যস্থানে ধূপবেদী, দর্শনীয়রুটীর স্বর্ণাসন, দক্ষিণে পঞ্চ ও বামে পঞ্চ হৈমদীপবৃক্ষ।

যাজকবর্গের প্রাঙ্গণে হোমবেদী; তাহা দৈর্ঘ্যে বিংশতিহস্তপরিমিতা, প্রস্থে বিংশতিহস্ত-পরিমিতা ও উচ্চে দশহস্তপরিমিতা। হোমবেদীর নিকটে যাজকগণের নিমিত্ত পিত্তলময়, গোলাকার, বৃহৎ প্রক্ষালন-পাত্র। ইহা দ্বাদশ-বৃষ-পৃষ্ঠে স্থাপিত, পরিসরে দশহস্তপরিমিত ও বেধে পঞ্চহস্তপরিমিত। যজ্ঞীয় পশুমাংসের ধাবনার্থে ইহার দক্ষিণে পিত্তলময় পঞ্চভাণ্ড ও বামে পঞ্চভাণ্ড।

১৫। শলোমনের ঐশ্বর্য্য ও পতন

(৩য় রাজবংশ-চরিত, ৭ম- ১১শ সর্গ।)

"কি ভয়াবহ এই স্থান। ইহা সত্যই পরমেশ্বরের আলয় স্বর্গের দ্বার"। আদিগ্রন্থ ২৮।১৭;
"যে সুস্থিরম্মনা, সে সাবধান হউক, অন্যথা সে পতিত হইবে"। ১ম করিন্থীয় ১০।১২।

মন্দির নির্ম্মিত হইলে দাবিদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন-পর্ব্বত হইতে পরমেশ্বরের নিয়ম-সম্পুট আনয়নার্থে রাজা শলোমন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত কুলপতিকে যেরুশালেমে সমবেত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যাত্রা-মহোৎসবের মধ্যে নিয়ম-সম্পুট যাজকগণের স্কন্ধে মন্দিরে আনীত ও মহা-পুণ্যস্থানে স্থাপিত হইল। অনন্তর রাজা শলোমন বলিলেন, "প্রভু বলিয়াছেন, তিনি ঘোরঅন্ধকারে বাস করিবেন। তাঁহার অধিষ্ঠানার্থে আমি এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম"। অতঃপর পরিবৃত্ত-মুখ হইয়া রাজা সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জন-বৃন্দ দণ্ডায়মান হইলে রাজা বলিলনে, "ইস্রায়েল-বংশের আরাধ্য পরমেশ্বর ধন্য। আমার পিতৃদেবকে যাহা স্বমুখে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা

সফল করিয়াছেন। প্রভু বলিয়াছিলেন,—“আমার অনুজীবী ইস্রায়েল-বংশকে আমি যে দিবসে মিসর-দেশ হইতে উদ্ধার করি, সেই দিবস নিজ-মন্দির-নির্ম্মাণার্থে আমি ইস্রায়েল-বংশীয়গণের কোন নগর মনোনীত করি নাই; কিন্তু আমার অনুজীবীগণের অধিপতিত্বে দাবিদকে নিয়োজিত করি’। ইস্রায়েল-বংশের আরাধিত পরমেশ্বরের পুণ্যনামোদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতৃদেব অভিনিবিষ্ট হন। কিন্তু প্রভু আমার পিতৃদেবকে বলেন, ‘বৎস, তুমি আমার মন্দির-নির্ম্মাণের যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা সাধু; কিন্তু তুমি সে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে না, তোমার ঔরস তাহা নির্ম্মাণ করিবে’। প্রভু নিজ-বচন সফল করিয়াছেন; তাঁহার কৃপায় আমি পিতৃদেবের পদলাভ করিয়াছি, ইস্রায়েলের রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলারাধিত পরমেশ্বরের পুণ্যনামোদ্দেশে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি”।

অনন্তর রাজা শলোমন সমস্ত ইস্রায়েল-সমাজের সাক্ষাৎ প্রভুর হোম-বেদির সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন ও স্বর্গাভিমুখে অঞ্জলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন—

“প্রভো, ইস্রায়েল-বংশের ভগবান, ঊর্দ্ধস্থিত স্বর্গে বা অধঃস্থিত ভূমণ্ডলে তুমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। তোমার চক্ষুগোচরে যাহারা সর্ব্বাংশে সাধুবৃত্ত, তুমি তাহাদের প্রতি সত্য-প্রতিজ্ঞ ও সদয়। হে ইস্রায়েল-বংশের ভগবান, আমি অনুনয় করিতেছি, আমার পিতৃদেবকে তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা স্থিরীকৃত হউক”।

“কিন্তু তুমি কি সত্যই পৃথিবীতে বাস করিবে? অহো! স্বর্গ ও স্বর্গোপরিস্থ স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না। আমার নির্ম্মিত এই মন্দির কি পারিবে? তথাপি, প্রভু, ভগবান, অদ্য তুমি নিজ-দাসের অনুনয়ে অবধান কর। এই মন্দিরের প্রতি তোমার নয়ন দিবারাত্র উন্মীলিত থাকুক। তোমার অনুজীবী ইস্রায়েল-বংশজগণ এই স্থানের অভিমুখ হইয়া যতবার তোমার কৃপা প্রার্থনা করিবে, ততবার তাহাদের অনুনয়ে কর্ণার্পণ করিও; তোমার স্বর্গ-নিকেতন হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিও। শত্রুহস্তে দণ্ডিত তোমার অনুজীবীগণ এই মন্দিরে তোমার শরণাপন্ন হইলে স্বর্গ হইতে তাহাদের অনুনয় শ্রবণ করিও, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিও”।

“যৎকালে আকাশ রুদ্ধ হইবে, অনাবৃষ্টি হইবে, তৎকালে তাহারা এই মন্দিরের অভিমুখ হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিলে, তোমার নামের স্তব করিলে, স্বর্গ হইতে তাহা শ্রবণ করিও ও তাহাদের পাপ ক্ষমা করিও। দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে, মহামারী হইলে, শস্য নষ্ট হইলে, তাহাদের শত্রুগণ নগরে নগরে তাহাদিগকে অবরোধ করিলে, তাহারা এই মন্দিরাভিমুখে অঞ্জলি প্রসারিত করিয়া যৎকালে তোমার কৃপা প্রার্থনা করিবে, তৎকালে তোমার স্বর্গ-নিকেতন হইতে তাহা শ্রবণ

করিয়া তাহাদের পাপ ক্ষমা করিও। তাহাদের পাপে ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি তাহাদিগকে বন্দি করিয়া দূর বা নিকট দেশে নির্ব্বাসিত করিলে, সেই দেশে তাহারা নিজদশা বিবেচনা করিয়া যৎকালে অনুতপ্ত হইবে, তোমাকে অনুনয় করিয়া বলিবে, 'আমরা পাপ করিয়াছি, অপরাধ করিয়াছি, দুরাচার হইয়াছি,' যৎকালে তাহারা একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাপন্ন হইবে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে প্রদত্ত দেশ, তোমার মনোনীত নগর ও আমার নির্ম্মিত মন্দির স্মরণ করিয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিবে, তৎকালে তোমার স্বর্গ-নিকেতন হইতে তাহাদের অনুনয় শ্রবণ করিও, তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম ক্ষমা করিও; কারণ তাহারা তোমারই অনুজীবী"।

প্রার্থনা সমাপ্ত করিয়া রাজা শলোমন দণ্ডায়মান হইলেন ও পুনর্ব্বার জনতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তি-হোমার্থে দ্বাবিংশতি সহস্র বৃষ ও বিংশতিসহস্রাধিক লক্ষ মেষ উৎসর্গ করিলেন। এই প্রকারে রাজা সমস্ত ইস্রায়েল-বংশের সমভিব্যাহারে প্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। শলোমন এয়োদশ বৎসরে তাঁহার পরম-শোভন প্রাসাদ নির্ম্মান করেন। তাঁহার হস্তিদন্তময় রাজাসন হেমাচ্ছন্ন ও সমস্ত গৃহের উপকরণ সুবর্ণময় ছিল। তাঁহার পোত-সকল সুদূর হইতে মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, হস্তিদন্তাদি আনয়ন করিত। এই প্রকারে তিনি ঐশ্বর্য্যে ও পাণ্ডিত্যে পৃথিবীর নিখিল-ভূপতির শ্রেষ্ঠ হন। সর্ব্বদেশীয় লোক তাঁহার দর্শনানুগ্রহ লাভ করিতে, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিতে, তাঁহাকে উপায়নাদি প্রদান করিতে সমুৎসুক হইত।

শলোমনকে নানা-প্রহেলিকায় পরীক্ষা করিতে আরব-দেশের অন্তঃপাতি সাবা-রাজ্যের রাণী বহু-পরিজনের সহিত একদা যেরুশালেমে আগমন করিলেন। শলোমনের পাণ্ডিত্য পরিক্ষা করিয়া, বৈভব দর্শন করিয়া, রাণী সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি স্বদেশে আপনার ঐশ্বর্য্যের ও পাণ্ডিত্যের বৃত্তান্ত বহুশঃ শ্রবণ করিয়াছি। আমি কিন্তু অবলোকন করিতেছি, আপনার ঐশ্বর্য্য ও পাণ্ডিত্য জনবাদের অধিক। ধন্য আপনার প্রজাগণ, ধন্য আপনার ভৃত্যগণ! কারণ তাহারা সর্ব্বদা আপনার সম্মুখে থাকিয়া আপনার জ্ঞানালাপ শ্রবণ করে। আপনার প্রভু পরমেশ্বরের সাধুবাদ হউক; কারণ তিনি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ইস্রায়েলের রাজাসনে উপবেশন করাইয়াছেন। পরমেশ্বর ইস্রায়েল-বংশে সতত প্রীত; এই কারণে তিনি ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন"।

অনন্তর তিনি শলোমনকে স্বর্ণ ও মণি-মানিক্যাদি প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

শলোমন প্রতিমা-পূজিকা বহু রমণীকে বিবাহ করেন। তিনি বৃদ্ধ হইলে তাঁহার মহিষীগণ তাঁহাকে বিপথগামী করিলেন; তিনি অলীক দেবদেবীগণের উপাসক হইলেন। ইহাতে পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমার নিয়ম, আমার আদিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করিয়াছ, আমি তোমার রাজ্য ভেদ করিব; কিন্তু আমার দাস দাবিদের নিমিত্ত তোমার পুত্র একটী বংশে রাজত্ব করিবে। অতঃপর আহিয়াস-নামা ধর্ম্মপ্রবক্তা ও শলোমনের ভৃত্য যেরোবোয়াম সমাগত হইল। আহিয়াস যেরোবোয়ামকে বলিলেন, "পরমেশ্বর শলোমনের রাজ্য ভেদ করিয়া তোমাকে দশ বংশের রাজা করিবেন"। ইহা শ্রবণ করিয়া শলোমন যেরোবোয়ামকে বধ করিতে সচেষ্ট হইলেন; যেরোবোয়াম প্রাণরক্ষার্থে মিসর-দেশে পলায়ন করিলেন। শলোমন চত্বারিংশদ্বৎসর যাবদ্ যেরুশালেমে রাজত্ব করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়। যুদা-রাজ্য ও ইস্রায়েল-রাজ্য

১। রাজ্য-ভঙ্গ

(৩য় রাজবংশ চরিত্র, ১২শ—১৪শ সম্ম)

"মৃদু উত্তর ক্রোধ প্রশমন্ করে, কিন্তু কটু বাক্য কোপ উত্তেজিত করে"। হিতোপদেশ ১৫।১।

শলোমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রোবোয়াম ইস্রায়েলের রাজা হইলেন। অনন্তর প্রজাবৃন্দ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "স্বর্গীয় মহারাজ আমাদের স্কন্ধে দুর্ব্বহ করভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন; আপনি তাহা লঘু করিলে আমরা আমরণ আপনার সাধুবাদ করিব"। রোবোয়াম তাহাদিগকে দিবসত্রয়ের পর রাজসভায় আসিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি বর্ষীয়ান্ মন্ত্রিগণকে ইতিকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রজাগণের আবেদনানুযায়ি কর্ম্ম করিলে তাহারা রাজভক্ত থাকিবে, রাজ্যেরও মঙ্গল হইবে"। কিন্তু রোবোয়াম তাঁহাদের সুমন্ত্র প্রত্যাখান করিয়া তাঁহার তরুণ বয়স্যগণের কুমন্ত্রনা অনুসারে কার্য্য করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রজাগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার পিতা তোমাদের স্কন্ধে যে গুরুভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা গুরুতর করিব; তিনি তোমাদিগকে কশাদ্বারা দণ্ডিত করিতেন, আমি গ্রন্থিল-তাড়নীদ্বারা তোমাদিগকে দণ্ডিত করিব"। ইহাতে ইস্রায়েলের দশকুল সম্মিলিত হইয়া যেরোবোয়ামকে রাজা করিল; কেবল যূদা-বংশীয়গণ ও বেঞ্জামীন-বংশীয়গণ রোবোয়ামের অধীন থাকিল। এই প্রকারে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যূদা-রাজ্যে ও ইস্রায়েল-রাজ্যে* পরিণত হইল।

---

*খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৯৭৫ হইতে ৭২২ অব্দ যাবদ্ ইস্রায়েল-রাজ্যে নবদশ নৃপতি রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নাম (১) ১ম যেরোবোয়াম, (২) নাদাব, (৩) বাসা, (৪) এলা, (৫) জাম্রি, (৬) আম্রি, (৭) আগাব, (৮) অখসিয়াস (৯) যোরাম, (১০) যেহু, (১১) যোহাখাজ, (১২) যোযাস, (১৩) ২য় যেরোবোয়াম, (১৪) শখরিয়াহ (১৫) শেল্লুম, (১৬) মনোহেম, (১৭) ফাকেইয়া, (১৮) ফাকে ও (১৯) হোসেয। ১ম যেরোবোয়াম প্রথমে শিখেমে ও পরে থেসায়, রাজধানী স্থাপন করেন। সামারিয়া আম্রির রাজধানী ছিল।

অতঃপর যেরোবোয়াম স্বর্ণময় গোবৎসদ্বয় নির্ম্মাণ করাইলেন; তাহাদের একটা উত্তরে বেথেল নগরে, ও একটা দক্ষিণে, দান নগরে স্থাপিত হইলে তিনি ঘোষণা করিলেন, "হে ইস্রায়েল-বংশীয়গণ, অবধান কর; তোমরা যেরুশালেম-মন্দিরে যাইবে না। মিসর-দেশ হইতে যিনি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, ইনিই সেই দেবতা। তোমরা এই দেবতার পূজা করিবে"। পরে তিনি কতিপয় মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন ও যাহারা লেবি-বংশোদ্ভব নহে, তাহাদিগকে যাজকের পদে নিয়োজিত করিলেন। ইস্রায়েল-বংশীয়গণ তাঁহার প্রোৎসাহনে এই প্রকারে প্রতিমাপূজক হইল। ইহাতে আহিয়াসের মুখে পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, আমি তোমার কূল উচ্ছিন্ন করিব"।*

২। ঋষি এলিয়

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ১৭শ সর্গ)

"প্রভু ধার্ম্মিকের প্রাণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত করেন না"। হিতোপদেশ ১০।৩

ইস্রায়েল-রাজ্যের সপ্তম নৃপতি আথাব তাঁহার অগ্রগামী রাজগণ হইতে অধিক দুরাচার ছিলেন। সিদোন-রাজ এথবায়ালের কন্যা যেসাবেলকে বিবাহ করিয়া তিনি বায়াল-দেবের উপাসক হইলেন, শমরিয়ায় বায়ালের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৪৫০ যাজক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু প্রভুর যাজকগণকে বধ করাইলেন। পরমেশ্বরের আদেশানুসারে এলিয় দুরাচার নৃপতির সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আমি যে পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করি, তিনি নিত্যজাগরূক। আমার আদেশ বিনা এই রাজ্যে কতিপয় বৎসর যাবৎ শিশির-নিপাত বা বৃষ্টি হইবে না।" অতঃপর প্রভু এলিয়কে বলিলেন, "যর্দ্দান-নদীর পারে কারীৎ-নদীর তীরে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাক। সেই স্থানে সরিতের জল পান করিবে; আমার আদেশানুসারে কাক তোমাকে ভক্ষ্য দান

* সমস্ত জনপদকে পাপ হইতে বিরত করিতে পরমেশ্বর ধর্ম্মপ্রবক্তাগণকে প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা অনুতাপের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করিতেন, আসন্ন দণ্ড ঘোষণা করিতেন ও ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে নানা-তথ্যের ভবিষ্য-সূচনা করিতেন। তাঁহাদের দ্বারা বহুবিধ অদ্ভুত-কর্ম্ম করাইয়া পরমেশ্বর জ্ঞাপন করিতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

করিবে"। এলিয় অবিলম্বে কারীথের তীরে প্রস্থান করিলেন। সেই স্থানে প্রতি প্রভাতে ও প্রতি সন্ধ্যায় কাক তাঁহার সমীপে রুটী ও মাংস আনয়ন করিত; ভোজনান্তে তিনি কারীথের জল পান করিতেন। কিন্তু দেশে অনাবৃষ্টিবশতঃ কারীথ অনতিবিলম্বে নির্জ্জলা হইল।

অনন্তর প্রভু এলিয়কে বলিলেন, "সিদোন-দেশের অন্তঃপাতী সারেফতে যাও। সেই নগরের একটি বিধবা আমার আদেশানুসারে তোমাকে অন্নজল প্রদান করিবে"। এলিয় সারেফতে যাত্রা করিলেন। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন. একটী বিধবা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছে। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন. "ভদ্রে, আমাকে একটু জল দিউন" বিধবা জল আনিতে গমনোন্মুখী হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, 'ভদ্রে. আমার নিমিত্ত একখণ্ড রোটিকা লইয়া আসিবেন"। বিধবা বলিল. "আমর গৃহে রুটী নাই; কেবল পাত্রে একমুষ্টি গোধূমচূর্ণ ও ভাণ্ডে কিঞ্চিৎ তৈল আছে। কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে উহাই পাক করিয়া আমার পুত্রের সহিত ভোজন করিব. তাহাতে ক্ষুধা-শান্তি হইবে না. আমরা মরিব"। এলিয় বলিলেন. "ভদ্রে. ভয় করিবেন না। প্রথমে আমার নিমিত্ত এক ক্ষুদ্র রুটী পাক করুন; পরে আপনার ও পুত্রটীর নিমিত্ত ভক্ষ্য পাক করিবেন। কারণ প্রভু আদেশ করিয়াছেন, ভূতলে তিনি যাবদ্ বৃষ্টি-সম্পাত না করাইবেন, তাবৎ সেই পাত্র খাদ্যশূন্য হইবে না, ভাণ্ডও তৈলহীন হইবে না"। বিধবা এলিয়ের আদেশ পালন করিল; তাহার পাত্র শূন্য হইল না. ভাণ্ডও তৈলহীন হইল না।

অনন্তর উৎকট রোগে সেই বিধবার পুত্রটীর প্রাণ-বিয়োগ হইল। এলিয় প্রার্থনা করিলেন. "প্রভো. ভগবান. সদয় হইয়া আমার উপকারিণীর এই পুত্রটী পুনর্জ্জীবিত করুন"। পরমেশ্বর এলিয়ের প্রার্থনায় কর্ণার্পণ করিলেন বালকটী সজীব হইল। ইহাতে সেই বিধবা এলিয়কে বলিল, "এই বার জানিতে পারিলাম, আপনি মহাপুরুষ. আপনার মুখস্থিত ভগবদ্বাক্য সত্য"।

৩। এলিয়ের যজ্ঞ

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ১৮শ সর্গ)

"হে ইস্রায়েল, অবধান কর; আমাদের প্রভু পরমেশ্বর অদ্বিতীয় প্রভু"। দ্বিতীয় বিবরণ ৬।৪।

ইস্রায়েল-রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইল। অনন্তর প্রভু এলিয়কে বলিলেন, "আখাবের সন্নিধানে যাও; পরে আমি বৃষ্টিপাত করাইব"। এলিয় যথাসময়ে রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আখাব বলিলেন, "আপনিই কি ইস্রায়েল-রাজ্যের কণ্টক"? এলিয় বলিলেন, "আমি ইস্রায়েল-রাজ্যের কণ্টক নহি; রাজ্যের কণ্টক আপনি ও আপনার পিতৃকুল; কারণ আপনারা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বায়ালের উপাসক হইয়াছেন, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে ও বায়ালের ৪৫০ জন যাজককে কার্ম্মেল-পর্ব্বতে সমবেত হইতে আদেশ করুন আমি রাজ্যের কণ্টক কি আপনি রাজ্যের কণ্টক, ইহার বিচার সেই স্থানে হইবে"। আখাবের আদেশে ইস্রায়েল-বংশীয়গণ ও বায়ালের যাজকগণ কার্ম্মেল-পর্ব্বতে সমবেত হইল। এলিয় তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "কতকাল তোমরা দুই

নৌকায় পা দিয়া থাকিবে? প্রভু যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁহারই উপাসক হও; বায়াল যদি পরমেশ্বর, তবে তাহারই পরিচর্য্যা কর"। জনবৃন্দ

থাকিল। ইহাতে এলিয় বলিলেন, "একাকী আমিই পরমেশ্বরের সেবক, কিন্তু বায়ালের সেবক সার্দ্ধচতুঃশত। আমাদের সম্মুখে বৃষ-যুগ আনীত হউক। বায়ালের যাজকগণ একটী বৃষ খণ্ড করিয়া কাষ্ঠোপরি স্থাপন করিবে, কিন্তু অগ্ন্যাধান করিবে না; আমি অন্য বৃষটী খণ্ড করিয়া কাষ্ঠোপরি স্থাপন করিব, কন্তু অগ্ন্যাধান করিব না। উহারা নিজ দেবতাকে আহ্বান করিবে, আমিও নিজ-প্রভুকে আহ্বান করিব। উভয়ের মধ্যে যিনি অগ্নিরূপ উত্তর দিবেন, তিনিই পরমেশ্বর হইবেন"। উপস্থিত জনবৃন্দ বলিল, "ইহা উত্তম প্রস্তাব"।

অতঃপর বৃষ-যুগের একটী খণ্ড করিয়া বায়ালের যাজকগণ প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল যাবৎ তাহাকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহার কোন উত্তর শ্রুত হইল না। মধ্যাহ্নকালে এলিয় তাহাদিগকে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান কর; কারণ বায়াল-দেবতা ধ্যানে থাকিতে পারেন, বিহারে বা প্রবাসেও থাকিতে পারেন, অথবা নিদ্রিতও থাকিতে পারেন; তিনি নিদ্রিত থাকিলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে উত্তাল চীৎকার আবশ্যক"। এই প্রকারে পরিহসিত হইয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বায়ালকে আহ্বান করিল ও তাহাদের রীতানুসারে স্বীয় শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিল; তথাপি বায়াল নিরব থাকিল. অনন্তর এলিয় জনবৃন্দকে বলিলেন, "আমার নিকট আইস"। ইহাতে সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে সমাগত হইল তিনি দ্বাদশ প্রস্তর লইয়া যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিলেন, বেদীর চতুষ্পার্শ্বে গর্ত্ত খনন করিলেন, বেদ্যপরি কাষ্ঠ রচনা করিলেন. দ্বিতীয় বৃষটী খণ্ড করিয়া কাষ্ঠোপরি বিন্যাস করিলেন ও বলিতে বারত্রয় জলসেচন করাইয়া বেদীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গর্ত্ত জলময় করাইলেন। বৈকালিক বলিদানের সময়ে তিনি প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, ভগবান, অদ্য সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ কর, তুমিই সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর"। তৎক্ষণাৎ প্রভুর অগ্নি পতিত হইয়া বলি, কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদি ভস্মসাৎ করিল, এবং বেদীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গর্ত্তের জল শোষণ করিল। তাহা দেখিয়া জনবৃন্দ প্রণত হইয়া বলিল, "প্রভুই সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর"। এলিয় বলিলেন, "বায়ালের যাজকগণকে ধর, তাহাদের এক জনও পলায়ন করিবে না"। পরে এলিয় তাহাদিগকে কীশোননাম্নী স্রোতস্বিনীর তটে আনয়ন করাইলেন ও সেই স্থানে তাহাদিগকে বধ করাইলেন।

অতঃপর এলিয় কার্ম্মেল-পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ভগবদারাধনার্থে প্রণত হইলেন। তদনন্তর তিনি নিজ-দাসকে বলিলেন, "যাও, সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর"। তাহাতে সে স্থানান্তরে যাইয়া সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল ও অবিলম্বে এলিয়ের সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল "কিছুই দেখিলাম না"। এলিয় বলিলেন, "পুনর্ব্বার যাও"। এই প্রকারে তিনি তাহাকে সপ্তবার সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। সপ্তম বারে সে বলিল, "সমুদ্র হইতে এক ক্ষুদ্র মেঘের উদয় হইতেছে"। তচ্ছ্রবণে এলিয় বলিলেন, "শীঘ্র যাও, আখাবকে বল, তিনি রথারোহণে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান না করিলে বৃষ্টিতে তাঁহার গমনের ব্যাঘাত হইবে"। অনতিবিলম্বে আকাশমণ্ডল মেঘে কৃষ্ণবর্ণ হইলে ভূতলে অতিবৃষ্টি হইল।

৮। মরুপথে এলিয়

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ১৯শ সর্গ)

"আমি দেহবাস ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের সহবাসী হইতে উৎসুক"। ফিলিপ্পীয় ১।২৩।

আখাব যেসাবেলকে বলিলেন, "এলিয় বায়ালের যাজকগণকে বধ করিয়াছেন"। তচ্ছ্রবণে যেসাবেল এলিয়ের প্রতি তর্জ্জন করিলে তিনি প্রাণরক্ষার্থে যুদা-রাজ্যের অন্তঃপাতী বের্সাবীতে প্রস্থান করিলেন। বের্সাবীতে ভৃত্যকে রাখিয়া তিনি মরুভূমিমধ্যে এক দিনের পথ গমন করিলেন, গুল্মের তলে উপবেশন করিলেন ও নিজ-মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "হে ভগবান, আমার প্রাণ গ্রহণ কর; কারণ আমি নিজ-পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে শ্রেষ্ঠ নহি"। পরে তিনি সেই বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলে একটী দেবদূত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "উঠ, আহার কর"। এলিয় সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে একখণ্ড রুটী ও একভাণ্ড জল। ভোজনান্তে তিনি পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইলে সেই দেবদূত তাঁহাকে দ্বিতীয় বার স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আহার কর; কারণ তোমাকে বহুদূর যাইতে হইবে"। তাহাতে এলিয় উঠিয়া আহার করিলেন। সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশ দিবারাত্র গমন করিয়া তিনি হোরেব-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর তিনি একটী গহ্বরে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করিলেন। সেই গহ্বরে প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস এলিয়, তুমি এই স্থানে কি করিতেছ"? এলিয় বলিলেন, "প্রভো, ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাকে ত্যাগ করিয়াছে, আপনার যজ্ঞবেদী উৎপাটন করিয়াছে, আপনার যাজকগণকে হত্যা করিয়াছে; একাকী আমিই অবশিষ্ট আছি; তাহারা আমাকে বধ করিতে সচেষ্ট"। প্রভু বলিলেন, "এই গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও"। এলিয় হোরেব-পর্ব্বতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ঝটিকা হইল, কিন্তু প্রভু সেই ঝটিকায় ছিলেন না। ঝটিকার পর ভূমিকম্প হইল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পেও প্রভু ছিলেন না। ভূমিকম্পের পর অগ্নিবৃষ্টি হইল, কিন্তু সেই অগ্নিবৃষ্টিতেও প্রভু ছিলেন না। অগ্নিবৃষ্টির পর মন্দানিলের ধ্বনি হইল; তাহা শুনিয়া এলিয় নিজ-বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া গহ্বরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার স্থানে এলিসায়কে তোমার শিষ্য কর। আমি ইস্রায়েল-বংশের সপ্তসহস্র মনুষ্যকে অবশিষ্ট রাখিব; বায়ালের সম্মুখে তাহাদের জানু কদাপি পাতিত হয় নাই"।

অনন্তর এলিয় সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে এলিশায়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে এলিশায় দ্বাদশ-যুগ বৃষের দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতেছিলেন। এলিয় তাঁহার উত্তরীয় এলিশায়ের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন; এলিশায় তৎক্ষণাৎ কর্ষণ ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার জনক-জননীর নিকট বিদায় লইয়া এলিয়ের অনুগামী হইলেন।

৫। নাবথের দ্রাক্ষাক্ষেত্র

(৩য় রাজবংশ-চরিত্র, ২১শ ও ২২শ সর্গ; ৪র্থ রাজবংশ-চরিত্র, ৯ম সর্গ)

"ধিক্ দুর্জ্জনকে! তাহার অকল্যাণ হইবে; কারণ তাহার হস্তকৃত কার্য্যের প্রতিফল তাহাকে প্রদত্ত হইবে"। যিশাইয় ৩।১১

যেস্রায়েলে নৃপতি আখাবের প্রাসাদের পার্শ্বে নাবথ-নামা জনৈক নাগরিকের একটী দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। একদিন আখাব নাবথকে বলিলেন, "তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রটী আমাকে দাও; উহার বিনিময়ে আমি তোমাকে

প্রশস্ততর ক্ষেত্র বা যথোচিত মূল্য দান করিব”। নাবথ বলিল, “মহারাজ, ক্ষমা করুন ; আমি পৈতৃক অধিকার ছাড়িতে পারিব না। এতাদৃশ উত্তরে রুষ্ট হইয়া আখাব নিজ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও আহার না করিয়া শয্যাশায়ী হইলেন।

যেসাবেল আখাবের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি হইয়াছে ? তুমি বিষণ্ণ কেন ? আহার কর নাই কেন” ? আখাব তাঁহার বিরক্তির কারণ প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে যেসাবেল বলিলেন, “এই কথা ! চল, নিশ্চিন্ত হইয়া আহার কর। আমি তোমাকে নাবোথের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে স্বত্ববান্ করিতে না পারিলে আমার নাম যেসাবেল নহে”। অতঃপর যেসাবেল আখাবের নাম করিয়া কতিপয় শাসন-পত্র লিখিলেন ও তাহা রাজ-মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রধান নাগরিকগণের সমীপে প্রেরণ করিলেন। শাসন-পত্রে যেসাবেল লিখিয়াছিলেন, “দুই সাক্ষী উৎকোচে বশীভূত করিবে। তাহারা সর্ব্বসমক্ষে বলিবে, নাবাথ পাষণ্ড ও রাজদ্রোহী। পরে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করাইবে”। এই আদেশ যথাযথ পালিত হইল ; নরপশুদ্বয় নাবোথের বিরুদ্ধে মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করিলে সে প্রস্তরাঘাতে হত হইল।

অনন্তর আখাব নাবথের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে এলিয় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “রাজা, আপনি নরহত্যা করিয়া পরস্ব-হরণ করিতেছেন ; প্রভু বলেন, যে স্থানে কুকুরে নাবথের রক্ত লেহন করিয়াছে, সেই স্থানে তাহারা আপনার রক্ত লেহন করিবে। অধিকন্তু তাহারা যেসাবেলকেও ভক্ষণ করিবে”। বর্ষত্রয়ের পর গীরীয়-জাতির সহিত যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হইয়া আখাব রুধির-প্লাবিত রথে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপনীত হইলেন ও সেই দিবসের সায়ংকালে তাঁহার মৃত্যু হইল। পরে তাঁহার রথ যে সময়ে প্রক্ষালিত হইতেছিল, সেই সময়ে ঋষি-বাক্যানুসারে কুকুরে তাঁহার ক্ষতনিঃসৃত রুধির লেহন করিল। অনন্তর ইস্রায়েলের নূতন রাজা যেহু যেস্রায়েল-নগরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে অঞ্জন-রঞ্জিত-লোচনা, বিরচিত-কুন্তলা যেসাবেল নিজ-কক্ষের বাতায়ন হইতে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলেন। যেহু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার আদেশে কতিপয় ভৃত্য যেসাবেলকে বাতায়ন হইতে রাজপথে নিক্ষেপ করিল। যেসাবেলের দেহ অশ্বপদতলে মর্দ্দিত ও কুকুর-ভক্ষিত হইল।

৬। এলিয়ের স্বর্গোন্নয়ন

(৪র্থ রাজবংশ-চরিত্র, ২য় সর্গ)

"পক্ককেশ প্রাচীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে ও বৃদ্ধজনকে সমাদর করিবে"।

যজন-শাস্ত্র ১৯।৩২

স্বর্গোন্নয়নের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে অন্তিম আশীর্ব্বাদ করিয়া এলিয় গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন, কিন্তু এলীশায় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। পরে তাঁহারা যর্দ্দান-নদীর তটে উপস্থিত হইলেন। এলিয় তাঁহার উত্তরীয়দ্বারা নদীর জল স্পর্শ করিলে তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইল ও গুরুশিষ্য শুষ্কপথে পারে গমন করিলেন। পারগত হইয়া এলিয় শিষ্যকে বলিলেন, "বৎস, আমার প্রস্থানের পূর্ব্বে ইষ্ট-বর প্রার্থনা কর"। এলীশায় বলিলেন, "গুরুদেব, আপনার আত্মা আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হউক"। এলিয় বলিলেন, "তথাস্তু"। অনন্তর তাঁহারা যাইতে যাইতে কথালাপ করিতেছেন, ইতোমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বযুগল আসিয়া তাঁহাদিগকে অকস্মাৎ পৃথক্ করিল। এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গারোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে এলীশায় "পিতঃ, পিতঃ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে এলিয় দর্শনাতীত হইলে এলীশায় শোকচিহ্ন ধারণ করিলেন।

অনন্তর এলিয়ের গাত্রচ্যুত উত্তরীয় লইয়া এলীশায় যর্দ্দানতটে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি শ্রীভগবানের পুণ্যনাম গ্রহণ করিয়া সেই উত্তরীয়দ্বারা জল স্পর্শ করিলে তাহা যথাপূর্ব্ব দ্বিধাকৃত হইল ও তিনি শুষ্কপথে নদীর পারে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে নিকটবর্ত্তী শিষ্যগণ সবিস্ময়ে বলিলেন, "মহাপ্রভাব এলিয়ের আত্মা সাধু এলীশায়ের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে"। তাঁহারা দ্রুতপদে এলীশায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর এলীশায় যেরিখো-নগরে গমন করিলেন। নাগরিকগণ এলীশায়ের সমীপে নিবেদন করিল, নগরটী সাক্ষাৎ সুন্দর হইলেও তাহার জল অত্যন্ত কদর্য্য। তাহাতে এলীশায় বলিলেন, তোমরা মৎসমীপে একটী ভাণ্ড ও অল্প পরিমাণ লবণ আনয়ন কর"। অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে লবণ ও ভাণ্ড আনীত হইলে তিনি প্রস্রবণের নিকটে যাইয়া ও তন্মধ্যে লবণ নিক্ষেপ করিয়া

বলিলেন, "শ্রীভগবানের পুণ্যনাম গ্রহণ করিয়া আমি এই জল নির্দ্দোষ করিলাম"। তৎক্ষণাৎ প্রস্রবণ নির্দ্দোষ হইল।

৭। এলীশায়ের অন্যান্য অদ্ভুত-কর্ম্ম

(৪র্থ রাজবংশ-চরিত্র, ৪র্থ, ৫ম ও ১৩শ সর্গ)

"অর্থলোভ সকল অনিষ্টের মূল"। ১ম তীমথিয় ৬।১০

একদা শমরিয়ায় একটী নারী এলীশায়ের সম্মুখী হইয়া বলিল, "তাত, আমি বিপন্না বিধবা। উত্তমর্ণ আমার সন্তানদ্বয়কে দাস করিবার অভিপ্রায়ে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে"। এলীশায় বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তোমার গৃহে কি আছে"? বিধবা বলিল, "তাত, এক ভাণ্ড তৈল ব্যতিরেকে আমার গৃহে কিছুই নাই"। এলীশায় বলিলেন, "বৎসে, তোমার প্রতি-বেশিগণের গৃহ হইতে শূন্য ভাণ্ড বহুশঃ সংগ্রহ কর। পরে তোমার সন্তানদ্বয়ের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত ভাণ্ড তৈলে পরিপূর্ণ কর"। বিধবা তাহাই করিল। প্রতিবেশিগণের গৃহ হইতে তাহার সন্তানদ্বয় শূন্য-ভাণ্ড আনয়ন করিল; সমস্ত ভাণ্ড তৈলে পরিপূর্ণ হইলে বিধবা একটী পুত্রকে বলিল, "আমাকে আর একটা পাত্র দাও"। পুত্রটী বলিল, "মা, আর পাত্র নাই।" তৎক্ষণাৎ তৈল-স্রাবের বিরতি হইল। অনন্তর সেই বিধবা এলীশায়ের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। এলীশায় বলিলেন, "বৎসে, তৈল বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ কর; অবশিষ্ট তৈলে সন্তানদ্বয়ের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ কর"।

এই স্থানে শীরিয়-রাজের সেনাপতি নামানের বিবরণ কথণীয়। ধনাঢ্য নামান শীরিয়-রাজের প্রীতিপাত্র ও সম্মানিত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কুষ্ঠরোগ ছিল। একদিন তাঁহার ইস্রায়েল-দেশীয়া পরিচারিকা তাঁহার পত্নীকে বলিল, "আহা! সেনাপতি আমাদের দেশে যাইয়া শমরিয়া-বাসী মহামুনির শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে নিরাময় করিতেন"। সেই পরি-চারিকার প্রস্তাবানুসারে নামান উপঢৌকন লইয়া রথারোহণে এলীশায়ের কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এলীশায় একটী ভৃত্যের মুখে নামানকে

বলিলেন, "আপনি যর্দ্দান-নদীতে সপ্তবার স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবেন"। ইহাতে নামান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, উনি আমার সম্মুখে নিজ-দেবতাকে আহ্বান করিয়া, আমার কুষ্ঠ-স্থানোপরি করচালন করিয়া, আমাকে নিরাময় করিবেন। ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয় হইতে আমার জন্মভূমির নদী কি শ্রেয়সী নহে? আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইতে পারি না"? এলীশায়ের কুটীরদ্বার হইতে নামান সক্রোধে প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহার পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে বলিল, "মুনি আপনাকে কোন কৃচ্ছ্র-কর্ম্ম করিতে বলিলে আপনি তাহা নিশ্চিত করিতেন; তিনি কিন্তু আপনার রোগ-মুক্তির নিমিত্ত সুখ-সাধ্য স্নান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে স্নান করিয়া নিরাময় হউন"। অনন্তর নামান যর্দ্দান-নদীতে সপ্তবার স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগমুক্ত হইলেন। কৃতজ্ঞ নামান এলীশায়ের সমীপে সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "আমি কৃত-নিশ্চয় হইলাম, ইস্রায়েল বিনা নিখিল ভূমণ্ডলের কুত্রাপি পরমেশ্বর নাই। কৃপাপূর্ব্বক আপনার এই দাসানুদাসের উপঢৌকন গ্রহণ করুন"। কিন্তু এলীশায় তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে নামান মনোহত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এলীশায়ের পরিচারক গিয়েজি দ্রুতপদে নামানের অনুসরণ করিল। সে তাঁহার নয়ন-গোচর হইবামাত্র তিনি রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মুনিবর আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার কুটীরে শিষ্যদ্বয় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিমিত্ত তিনি ৬০০০ রৌপ্যমুদ্রা ও চতুর্ব্বস্ত্র প্রার্থনা করিতেছেন"। নামান গিয়েজিকে সাগ্রহে প্রার্থিত অর্থ ও বস্ত্রের দ্বিগুন প্রদান করিলেন। তাহা প্রচ্ছন্ন করিয়া গিয়েজি এলীশায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিলে, গিয়েজি"? সে বলিল, "তাত, দাস কোন স্থানে যায় নাই"। এই মিথ্যাবাদ শ্রবণ করিয়া এলীশায় বলিলেন, "নামানের সহিত যে স্থানে তোমার কথালাপ হয়, আমার চিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সম্প্রতি অর্থ ও বস্ত্র তোমার হস্তগত হইয়াছে; তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, কিন্তু নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে সঞ্চারিত হইবে"। তাহাতে গিয়েজি সেই মুহূর্ত্তেই শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া এলীশায়ের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

এলীশায়-কৃত অদ্ভুত-কর্ম্মের সংখ্যা ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইলে মোয়াব-দেশের দস্যুগণ ইস্রায়েল-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধনধান্যাদির লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। একদিন অমুক স্থানের অধিবাসিগণ একটা শব সমাধি-নিহিত করিতেছিল। সেই সময় লুণ্ঠনপরায়ণ দস্যুগণ তাহাদের নয়নগোচর হইলে তাহারা শবটা এলীশায়ের সমাধি-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। সেই শব এলীশায়ের অস্থি-সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র সজীব হইল।

৮। ভাববাদী যোনা

(যোনা, ১ম—৪র্থ সর্গ)

"মৎপরায়ণ হইয়া মুক্তি লাভ কর"। যিশাইয় ৪৫।২২।

এলীশায়ের তিরোভাবের পর ইস্রায়েল-রাজ্যে মুনি ভাববাদী যোনার* আবির্ভাব হইল। একদা পরমেশ্বর যোনাকে আদেশ করিলেন, "মহানগরী নিনীবেতে যাইয়া তাহার ধ্বংশ ঘোষণা কর; কারণ তাহার দুরাচার বীভৎস হইয়াছে"। কিন্তু যোনার মতিভ্রম হইল; তিনি পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিলেন না। প্রত্যুত থার্শীশে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী যোপ্পের বন্দরে উপস্থিত হইলেন, এবং মাশুল দিয়া থার্শীশ-গামী পোতে আরোহণ করিলেন।

পোত যথাসময়ে যাত্রা করিলে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে সমুদ্রে মহতী ঝঞ্ঝা হইল। পোতভঙ্গের আশঙ্কা হইলে, নাবিকগণ 'ত্রাহি ত্রাহি'

* ইস্রায়েল-রাজ্য-বাসী যে ভাববাদীদের পুণ্যলেখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট ও আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম হোসেয়, আমোস ও যোনা।

হোসেয় লিখিয়াছেন, "ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যা পরিমানাতীত, গণনাতীত সমুদ্র-সিকতার সদৃশ হইবে। অধিকন্তু যে স্থানে তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা আমার অনুজীবী নহ,' সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা নিত্য-জাগরূক পরমেশ্বরের সন্তান। আমি দয়া-রুচি, বলিদানে আমার সন্তোষ হয় না। আমি মিসর-দেশ হইতে নিজ-পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম। হে মৃত্যু, আমি তোমার কৃতান্ত হইব; হে পাতাল, আমি তোমার সংহারক হইব"। ১।১০; ৬।৬; ১১।১; ১৩।১৪।

আমোস লিখিয়াছেন' "আমি দাবিদের পতিত কুটীর উত্থাপন করিব, তাহার প্রাচীরের ছিদ্র রুদ্ধ করিব ও ধ্বংসিত স্থানের সংস্কার করিব"। ৯।১১।

বলিয়া দেবতাগণের উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল ও ভার-লাঘবার্থে পোতের পণ্যদ্রব্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। সেই সময়ে পোতগর্ভে অবরূঢ় যোনা সুষুপ্ত ছিলেন। পোতাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "আপনি নিদ্রিত কেন? উঠুন; সকলের প্রাণ রক্ষা করিতে আপনার ইষ্ট-দেবতাকে ডাকুন"। অনন্তর নাবিকগণ বলিল, "আইস, আমরা অক্ষপাত করিয়া এই বিপদের কারণ নিরূপণ করি"। পরে অক্ষপাতে নিরূপিত হইল, যোনাই বিপদের মূল। যোনা বলিলেন, "আমার দোষেই তোমরা বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছ; আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহাতে সমুদ্র প্রশান্ত হইবে"। তথাপি পোত স্থলে প্রতিবহন করিতে নাবিকগণ যথাশক্তি চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইল। ইহাতে তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া বলিল, "প্রভু, এই ব্যক্তির অপরাধে আমাদিগকে বিনাশ করিবেন না; ইহার হত্যাপরাধ আমাদের স্কন্ধে আরোপ করিবেন না"। অনন্তর তাহারা যোনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, সমুদ্রও তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত হইল।

অতঃপর পরমেশ্বরের নির্দ্দেশানুসারে একটা প্রকাণ্ড মৎস্য যোনাকে গ্রাস করিল। সেই মৎস্যের উদরে যোনা তিন দিন ও তিন রাত যাপন করিয়া প্রভুর সমীপে নিজ-মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। শেষে প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে সেই মৎস্য যোনাকে স্থলে উদ্গীরণ করিল।

অনন্তর প্রভু যোনাকে দ্বিতীয় বার আদেশ করিলেন, "নিনীবেতে যাও" তদনুসারে যোনা নিনীবেতে গমন করিলেন। সেই মহানগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একদিনের পথ যাইতে যাইতে যোনা ঘোষণা করিলেন, "অদ্যাবধি ৪০ দিবস অতীত হইলে নিনীবের উচ্ছেদ হইবে"। এই ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিনীবের অধিবাসিগণ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইল, এবং উপবাস ঘোষণা করিয়া নির্ব্বিশেষে কম্বল পরিধান করিল। সিংহাসন ও রাজবেশ ত্যাগ করিয়া রাজাধিরাজও কম্বল পরিধান ও ভস্মে উপবেশন করিলেন।

স্বকার্য্য সমাপ্ত করিয়া যোনা নিনীবের বহির্দ্দেশে এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন ও সেই কুটিরে থাকিয়া নিনীবের ভীষণ পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিনীবের মূলোচ্ছেদ হইল না। নিনীবেবাসিগণের অনুতাপে পরমেশ্বর সদয় হইলেন ও তাহাদের পাপ ক্ষমা করিলেন। শেষে যোনা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাদ নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিল, কৃপাময়

পরমেশ্বর এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার মতিভ্রমের প্রতিকার করিলেন। যোনার পর্ণকুটির নিরাতপ করিবার অভিপ্রায়ে এক দিন পরমেশ্বর একটী ছায়া-তরু উৎপন্ন করিলেন। তাহাতে যোনা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু একটা কীট সেই ছায়া-তরু দংশন করিলে পরদিবসের অরুণোদয়কালে তাহা বিশীর্ণ হইল।

সূর্য্যোদয় হইলে আতপাক্রান্ত যোনা অধীর হইয়া বলিলেন, "হা দুরদৃষ্ট, আমার মরণ হয় না কেন"? ইহাতে পরমেশ্বর যোনাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি এই ছায়া-তরুর নিমিত্তে কোন পরিশ্রম কর নাই, তোমার পরিশ্রমে ইহা বর্দ্ধিতও হয় নাই; ইহা এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল; তথাপি তুমি ইহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছ। মহানগরী নিনীবেতে* দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তের প্রভেদ জানিতে অসমর্থ বিংশতি সহস্রাধিক লক্ষ মানব ও বহু পশু আছে আমি কি এই মহানগরীর প্রতি দয়ার্দ্র হইব না?"

* ইতিহাস-বিখ্যাত আসুরায়-সাম্রাজ্যে রাজধানী, টাইগ্রিস-নদীর তটবর্ত্তিনী মহানগরী নিনীবের ষড়্‌লক্ষাধিক অধিবাসী ছিল। যোনার তিরোভাবের পর ৬০ বর্ষ অতীত হইলে আসুরায়-সাম্রাজ্যের প্রবল-প্রতাপে ইস্রায়েল-রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়।

৯। ইস্রায়েল-রাজ্যের

(৪র্থ রাজবংশ-চরিত্র ১৭শ সর্গ)

"তোমরা সভয়ে প্রভুর সেবা কর"। সাম ২।১১

মিসর-দেশ হইতে যে পরমেশ্বর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে উদ্ধার করেন, সেই দেবাধিদেব পরমেশ্বরের শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করিয়া তাহারা মহাপাপে কলঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি যে জাতিগণকে বিনাশ করেন, সেই জাতিসমূহের পালিত বিধি ও ইস্রায়েলের দুরাচার রাজগণের আদিষ্ট বিধি তাহারা লজ্জাধীন হইয়া পালন করিত; অলীক দেবতাগণের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, প্রতিমাদি স্থাপন করিয়া, বীভৎস-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত; স্বর্ণ গোবৎসের পূজা, বায়ালের সেবা ও মোলোখের উদ্দেশে নিজ-বালকগণকে অগ্নি-দগ্ধ করিত। ভাববাদীগণের মুখে প্রভু তাহাদিগকে বারম্বার বলিতেন, "তোমরা কুপথ ত্যাগ করিয়া মৎপরায়ণ হও"। কিন্তু তাঁহার বাক্যে অবধান না করিয়া তাহারা নিজ-পূর্ব্বপুরুষদের সদৃশ দুরাগ্রহ থাকিত। শেষে তাহাদের দারুণ অনাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেন।

হোসেয় ইস্রায়েল-রাজ্যের শেষ নরপতি। আসূরীয়-সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ সাল্মানাসার ইস্রায়েল-রাজ্য আক্রমণ করিলে দুর্ব্বল হোসেয় পরাজয় স্বীকার করিয়া সম্রাটের সামন্ত হইলেন। পরে হোসেয় বার্ষিক কর প্রেরণ না করিয়া স্বাধীনতা-লাভার্থে সচেষ্ট হইলে সাল্মানাসার পুনর্ব্বার ইস্রায়েল রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং রাজধানী শমরিয়া বর্ষত্রয় যাবৎ অবরোধ করিয়া থাকিলেন। শেষে তাঁহার উত্তরাধিকারী সার্গোণ ৭২২ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সমরিয়া জয় করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদ করিলেন; তাঁহার আদেশে ইস্রায়েল-রাজ্য-নিবাসি-গণের ভূয়িষ্ঠ ভাগ বন্দীকৃত ও সুদূর অসূরীয়-সাম্রাজ্যে নির্ব্বাসিত হইল।*

প্রবাসে ইস্রায়েলীয়দের পরিশ্রম

*আসূরীয়-সম্রাট তাঁহার সাম্রাজ্যের নানা-স্থান হইতে পুত্তলী-পূজক প্রজাগণকে নির্জ্জন-প্রায় ইস্রায়েল-রাজ্যে প্রেরণ করিলে তাহারা নগরে নগরে বসতি করে। বন্দীকৃত না হইয়া যে ইস্রায়েল-সন্তানগণ স্বদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত পুত্তলী-পূজক আগন্তুকগণের সংবাস হয়। উভয় পক্ষের সন্তান-সন্ততি-জাত সঙ্কর হইতে উত্তরকালে সামারীয়-জাতির উদ্ভব হয়। সামারীয় জাতি অলীক দেবতাগণের পূজা করিত, সত্যস্বরূপ

১০। তোবিয়াসের ধর্ম্ম-নিবন্ধ

(তোবিয়াস ১ম—৪র্থ সর্গ)

"যে দরিদ্রের প্রতি সদয়, সে ধন্য"। হিতোপদেশ ১৪।২১

নিনীবে-নগরীতে বন্দীকৃত ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে নেফথালি-বংশীয় তোবিয়াস ছিলেন। যৌবন-দশা হইতেই তিনি অসৎ-সংসর্গ পরিহার ও শাস্ত্র-বিধান পালন করিতেন। তাঁহার স্বজাতীয় যে সময়ে হৈম গোবৎসের পূজা করিত, তিনি সেই সময়ে যেরুশালেমে যাইয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন। ভগবৎকৃপায় তিনি সম্রাট সাল্মানাসারের প্রীতি-পাত্র হন ও সম্রাট তাহাকে সর্ব্বত্র যথেচ্ছ গমনের অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি সহ-বন্দিগণের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা সমাশ্বস্ত করিতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ও বিবসনকে বস্ত্র দান তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। কিন্তু সাল্মানাসারের পুত্র সম্রাট সেন্নাখেরিবের সময়ে তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। ইস্রায়েল-বংশের প্রতি কুপিত হইয়া সম্রাট বহু-সংখ্যক ইস্রায়েল-সন্তানকে বধ করাইলেন। সম্রাটের আদেশে তাহাদের সমাধি-কৃত্য নিষিদ্ধ হইলে তোবিয়াস তাহাদের শব নিজগৃহে গোপন করিয়া মধ্যরাত্রে সমাধি-নিহিত করিতেন। এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণ-গোচর হইলে তোবিয়াসের প্রাণদণ্ড ও সর্ব্বস্ব-হরণ আদিষ্ট হইল। ইহাতে তোবিয়াস সপরিবারে স্থানান্তরে পলায়ণ করিলেন! পরে সম্রাট নিজ-পুত্রগণের হস্তে নিহত হইলে তোবিয়াস স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও যথাপূর্ব্ব স্বজাতীয়দের সমাধিকৃত করিতে লাগিলেন।

একদিন জনৈক স্বজাতীয়ের সৎকার করিয়া পরিশ্রান্ত তোবিয়াস তাঁহার গৃহ-প্রাচীরের পার্শ্বে নিদ্রিত হইলেন। তাঁহার নিদ্রাকালে প্রাচীরোপরিস্থ চটকের কুলায় হইতে উষ্ণ পুরীষ তাঁহার নয়নযুগলে পতিত হওয়ায় তিনি অন্ধ হইলেন। তথাপি তিনি ধর্ম্ম-নিবন্ধে অটল থাকিয়া যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের সাধুবাদ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার পত্নী আন্না অনন্যগতি হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে বয়ন-কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদিন আন্না একটী

পরমেশ্বরেরও আরাধনা করিত ও শিখেমের গারিজীম-পর্ব্বতে তাঁহার উদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যিহুদা-জাতি ও সামারীয় জাতির মধ্যে বংশাগত বিদ্বেষ ছিল।

ছাগ-বৎস পাইয়া তাহা গৃহে আনিলেন। সেই ছাগ-বৎসের রব তোবিয়াসের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি সন্দিহান হইয়া পত্নীকে বলিলেন, "তুমি যদি ইহা চুরি করিয়া আনিয়া থাক, তাহা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কারণ অপহৃত দ্রব্য স্পর্শ করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ইহাতে আন্না সক্রোধে স্বামীকে ভর্ৎসনা করিলেন। তোবিয়াস দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়নে পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পরে মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে মনে করিয়া তোবিয়াস একদিন তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, আমার মৃত্যু হইলে আমার দেহ সমাধি-নিহিত করিবে ও তোমার মাতাকে যাবজ্জীবন সমাদর করিবে। * * * তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ আমার পার্শ্বে সমাধি নিহিত করিবে। যাবজ্জীবন পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া সাবধানে থাকিবে; কোনকালেও পাপকর্ম্মে সম্মত হইবে না। * * * বৎস, সতর্ক থাকিয়া ব্যভিচার হইতে আত্মরক্ষা করিবে। তোমার অন্তরে বা বাক্যে সর্ব্বদা গর্ব্বরহিত থাকিবে, কারণ গর্ব্বই বিনাশজনক। তোমার বিত্ত হইতে ভিক্ষা দান করিবে; দীনদরিদ্র হইতে পরাঙ্মুখ হইবে না, তাহাতে প্রভুও যথাকালে তোমা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। তোমার সামর্থ্যানুসারে দানশীল হইবে। তোমার অধিক থাকিলে অধিক দান করিবে, অল্পমাত্র থাকিলে স্বেচ্ছায় অল্পই দান করিবে। ক্ষুধার্ত্ত ও নিঃস্বের সহিত তোমার অন্ন আহার করিবে; বিবসনকে বস্ত্রদান করিবে। সর্ব্বদা পরমেশ্বরের সাধুবাদ করিবে ও তাঁহার দ্বারাই পরিচালিত হইবে। আমরা দুঃখের জীবনই যাপন করিতেছি; কিন্তু আমরা ভগবৎ-পরায়ন, নিরস্ত-পাপ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী থাকিলে আমাদের প্রচুর কল্যাণ হইবে।"

পুত্র পিতাকে বলিলেন, "পিতা, আপনার সমস্ত আদেশ আমি সযত্নে পালন করিব"।

১১। যুবক তোবিয়াসের রাগেস-যাত্রা

(তোবিয়াস, ৪র্থ—১৪শ সর্গ)

[যুদারাজ্য]

"তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করিতে তিনি নিজ-দূতগণকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন"। সাম ৯০।১১।

মেদিয়া-দেশের রাগেস-নগরে তোবিয়াসের এক জ্ঞাতি ছিল; তাহার নাম গাবেলুস। তাহার ঋণ-লেখ্য লইয়া তোবিয়াস এক সময়ে তাহাকে ৩০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা দিয়াছিলেন। নিঃস্ব হইয়া তোবিয়াস ঋণ আদায় করিতে নিজ-পুত্রকে রাগেসে প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন; তিনি পুত্রকে সুদীর্ঘ-যাত্রার সঙ্গী অন্বেষণ করিতে বলিলেন। পিত্রাদেশে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যুবক তোবিয়াস দেখিলেন, সম্মুখেই পথিকবেশে এক সুন্দর যুবা দণ্ডায়মান; তিনি বদ্ধকক্ষ। তিনি জানিতেন না, অপরিচিত যুবকটী দেবদূত। তিনি সেই আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি রাগেসে যাইবার পথ জানেন"? আগন্তুক বলিলেন, "জানি"। তাহাতে তোবিয়াস তাঁহার পিতার সমক্ষে আগন্তুককে আনয়ন করিলেন। বৃদ্ধ তোবিয়াস অবগত হইলেন, তাঁহার পুত্রের সহিত আগন্তুক রাগেসে যাইবেন। তিনি উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পথে তোমাদের মঙ্গল হউক, পরমেশ্বর তোমাদের সহায় হউন, দেবদূত তোমাদের সহযাত্রী হউন"। অনন্তর উভয়ে রাগেসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার প্রথম-রাত্রে তোবিয়াস পাদপ্রক্ষালনার্থে তাইগ্রীস-নদীর তীরে গমন করিলেন। একটা বিকটাকার মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, একটা করাল মৎস্য আমাকে আক্রমণ করিতেছে"! দেবদূত বলিলেন, "কান্‌কো ধরিয়া উহাকে টান"। তদনুসারে সেই মৎস্য ধৃত ও তীরে নীত হইল। দেবদূত বলিলেন, "এই মৎস্যের অন্ত্র নিষ্কর্ষণ কর। ইহার পিত্ত সযত্নে রাখিবে; তাহা মহৌষধ"। অনন্তর তাঁহারা একবাতানায় উপস্থিত হইলে দেবদূত তোবিয়াসকে বলিলেন, "এই স্থানে তোমার জ্ঞাতি রাগুয়েল বাস করেন; তাহার কন্যার নাম সারা রাগুয়েলকে বলিবে, তুমি সারার পাণিগ্রহণার্থী; তিনি তোমাকে কন্যা দান

করিবেন”। তাঁহারা রাগুয়েলের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি সানন্দে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তরুণ তোবিয়াসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাগুয়েল তাঁহার পত্নী আন্নাকে বলিলেন, “এই যুবকটীর রূপ আমার জ্ঞাতির সদৃশ”। সুযোগ পাইয়া তোবিয়াস আত্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। যথাকালে তাঁহার সহিত সারার বিবাহ হইল। রাগুয়েলের গৃহে যে সময়ে বিবাহের আনন্দোৎসব হইতেছিল, দেবদূত সেই সময়ে গাবেলুসের গৃহে যাইয়া প্রাপ্তব্য অর্থ আনয়ন করিলেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গে তোবিয়াসের প্রবাস দীর্ঘ হওয়ায় তাঁহার জনক-জননীর চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তাঁহার জননী প্রত্যহ এক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তাঁহার আগমন-পথে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন। শেষে একদিন তিনি পুত্রকে দূরে দেখিতে পাইলেন। হর্ষ-বিহ্বলা মাতা দ্রুতপদে গৃহে যাইয়া স্বামীকে এই শুভ-সংবাদ জানাইলেন। তোবিয়াস যে সময়ে তাঁহার মাতার নয়ন-গোচর হন, দেবদূত সেই সময়ে তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র পরমেশ্বরের স্তব করিয়া তোমার পিতার নয়নে মৎস্যের পিত্ত প্রয়োগ করিবে। তিনি ঝটিতি দৃষ্টিলাভ করিয়া তোমার দর্শনে আনন্দিত হইবেন”। তাঁহারা যথাসময়ে গৃহে উপস্থিত হইলেন; অন্ধ পিতা ভৃত্যের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন; জনক-জননী পুত্রকে চুম্বন করিয়া আনন্দে বাষ্প-মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বরের স্তব করিলে তোবিয়াস মৎস্যের পিত্ত লইয়া পিতার নয়নদ্বয়ে লেপন করিলেন। বৃদ্ধের নয়ন-যুগল হইতে শ্বেত আবরণ নির্গত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিলাভ করিলেন। সপ্তাহকাল পরে তাঁহার পুত্রবধু সারার গৃহ-প্রবেশ হইল। তাঁহার নিরানন্দ গৃহে পুনর্ব্বার আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

প্রবাসাগত তোবিয়াস তাঁহার সহচরের সমস্ত আনুকূল্যের বৃত্তান্ত পিতৃ-সমীপে প্রকাশ করিলেন। তাহার পর পিতাপুত্র সেই ছদ্মবেশী যুবককে একান্তে আহ্বান করিয়া আনীত অর্থ ও দ্রব্যজাতের অর্দ্ধাংশ লইতে অনুনয় করিলেন। এইবার দেবদূত আত্ম প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তোমার স্বর্গস্থ পরমেশ্বরের স্তব কর, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর; কারণ তিনি তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। তপস্যা ধ্যান ও ভিক্ষাদান সুবর্ণ-সঞ্চয় হইতে শ্রেয়ঃ, কারণ ভিক্ষাদান মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু যাহারা পাপ করে,

অধর্ম্মচারী হয়, তাহারা আত্ম-শত্রু। যে সময়ে তুমি সাশ্রু-নয়নে পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতে, মৃতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে, সেই সময়ে আমি প্রভুর সম্মুখে তোমার প্রার্থনা উৎসর্গ করিতাম। তুমি পরমেশ্বরের মনোরম থাকায় তোমাকে পরীক্ষা-সিদ্ধ করিতে হইল। তোমাকে নিরাময় করিতে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি দেবদূত রাফায়েল, পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান সপ্ত-দেবদূতের অন্যতম"। ইহা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ তোবিয়াস ও তাঁহার পুত্র ভয়-বিহ্বল চিত্তে প্রণিপাত করিলেন। দেবদূত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কল্যাণ হউক; ভয় করিও না। পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারেই আমি তোমাদের সহায় হইয়াছিলাম। তাঁহার সাধুবাদ কর, তাঁহার উদ্দেশে স্তবগান কর"। অনন্তর দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন। বৃদ্ধ তোবিয়াস ও তাঁহার পুত্র কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে পরমেশ্বরের স্তব করিয়া তাঁহার অদ্ভুত-কর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর তোবিয়াস ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর প্রাণ-বিয়োগ হইলে তিনি সপরিবারে শ্বশুরালয়ে যাইয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূর মৃত্যুকাল যাবৎ তাঁহাদের সেবা করেন। তিনি যাবজ্জীবন ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া ঊনশত বর্ষ বয়সে লোকান্তরগত হন। তাঁহার অপত্যগণ ধর্ম্মচারী থাকিয়া ভগবানের প্রীতি-পাত্র ও লোক-রঞ্জন হন।

খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ৯৭৫ হইতে ৫৮৮ যাবদ্ বিংশতি নৃপতি যুদা-রাজ্য শাসন করেন। তাঁহাদের নাম (১) রোবোয়াম, (২) আবিয়া, (৩) আসা, (৪) যোসাফাৎ, (৫) যোরাম, (৬) ওখোজিয়াস, (৭) আথালিয়া, (৮) যোয়াস, (৯) আমাসিয়াস, (১০) ওজিয়াস, (১১) যোয়াথাম, (১২) আখাজ, (১৩) এজেখিয়াস (১৪) মানাসেস, (১৫) আমোন, (১৬) যোসিয়াস, (১৭) যোয়াখাজ, (১৮) যোয়াকীম, (১৯) যেখোনিয়াস ও (২০) সেদেকিয়াস।

যুদা-রাজ্যের বিংশতি নৃপতির মধ্যে কেবল সপ্তজন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের নাম আসা, যোসাফাৎ, যোয়াস, আমাসিয়াস, যোয়াথাম, এজেখিয়াস ও যোসিয়াস। এজেখিয়াসের রাজত্বকালে আস্যুরীয়-সম্রাট সেন্নাখেরিব যেরুশালেম অবরোধ করেন; কিন্তু একটী দেবদূত একরাত্রে সম্রাটের ১৮৫০০০ সৈন্য বধ করিলে তিনি ভগ্নদর্প হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। একদা সন্নিপাতে এজেখিয়াসের জীবন-সংশয় হইলে তিনি সাশ্রুলোচনে রোগ-শান্তি

প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ইসাইয়াস রাজাকে নিরাময় করিয়া বলেন, তিনি পঞ্চদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন। যোসিয়াস মন্দিরের জীর্ণসংস্কার ও নূতন-বিধি প্রণয়ন করিয়া উপাসনা-পদ্ধতি সংশোধন করেন।

অন্যান্য রাজা দুরাচার ছিলেন। যোরাম ইস্রায়েল-রাজ আখাবের নিষ্ঠুর কন্যা আথালিয়াকে বিবাহ করেন। আথালিয়া নিজপুত্র ওখোজিয়াসের মৃত্যুর পর ষড়বৎসর যুদা-রাজ্যের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। রাজত্বের আরম্ভকালে ওজিয়াস ধর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু শেষে উদ্ধতমনা হন। একদিন তিনি ধূপবেদিতে ধূপদাহ করিতে মন্দিরে প্রবেশ করেন; মহাযাজক তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলে তিনি তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন। এই অপরাধে ওজিয়াসের কুষ্ঠরোগ হয়। দুরাচার, প্রজাপীড়ক রাজা মানাস্সেস বন্দীকৃত হইয়া বাবিলোনে নির্ব্বাসিত হন। কারাবাসে মানাস্সেস পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে প্রভু সদয় হইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর মানাস্সেস আমরণ ধর্ম্মচারী ছিলেন।

ইস্রায়েল-রাজ্যের উচ্ছেদকাল যাবদ যুদা-রাজ্যে আবির্ভূত ভাববাদী চতুষ্টয়ের নাম যোয়েল, আব্দিয়াস, মিখেয়াস ও ইসাইয়াস।

যোযেল লিখিয়াছেন, "তোমরা উল্লাসিত হও, তোমাদের নিয়ন্তা পরমেশ্বরে আনন্দ কর; কারণ তিনি তোমাদিগকে একটী ধর্ম্মাচার্য্য প্রদান করিয়াছেন। * * * অতঃপর এই ঘটনা হইবে; আমি মর্ত্ত্যমাত্রের মস্তকে নিজাত্মা সেচন করিব" (২।২৩,২৮)।

আব্দিয়াস লিখিয়াছেন "সর্ব্বজাতির প্রতি-কূলে প্রভুর দিন আসন্ন। * * * * সিয়োন-পর্ব্বতে নিস্তীর্ণ মনুষ্যগণ থাকিবে, তাহা পুণ্যস্থান হইবে। * * * রাজ্য প্রভুরই হইবে" (১৫,১৭,২১)।

মিখেয়াস লিখিয়াছেন, "অয়ি বেথ্‌লেহেম-এফ্রাতে, যুদার সহস্রগণের মধ্যে তুমি ক্ষুদ্রকায়া, তথাপি ইস্রায়েলে অধিপতি হইবার নিমিত্তে তোমারই মধ্য হইতে আমার নিরূপিত একজনের আবির্ভাব হইবে; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি। * * * ইনিই শান্তি-কর্ত্তা হইবেন। * * * আমি প্রভুর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিব, আমার ত্রানকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতীক্ষা করিব। * * * শেষকালে এই ঘটনা হইবে; পর্ব্বতে প্রভুর মন্দির আছে, তাহা নিখিল-ভূধরের উদ্ধে স্থাপিত হইবে, সকল-গিরি হইতে

উন্নত হইবে; নানাজাতীয় লোক উহার অভিমুখে ধাবমান হইবে” (৫।২,৫; ৭।৭; ৪।১।

১২। ভাববাদী ইসাইয়াস

যে বৎসর যুদা-রাজ ওজিয়াসের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরে ইসাইয়াসকে পরমেশ্বর কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করেন। স্বয়ং ইসাইয়াস তাঁহার গুরু-গম্ভীর আহ্বান বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, “আমি দেখিলাম, প্রভু একটী রাজাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার রাজবেশে মন্দির সমাচ্ছন্ন। তাঁহার নিকটে সেরাফগণ* দণ্ডায়মান; তাঁহারা প্রত্যেকে ষটপক্ষ, পক্ষ-দ্বয়ে নিজ-মুখ আচ্ছাদন করেন, পক্ষ-দ্বয়ে নিজ-চরণ আচ্ছাদন করেন, পক্ষ-দ্বয়ে উড্ডীন হন। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে পরস্পর বলিতে লাগিলেন—

পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু অনীকনাথ; নিখিল ভূমণ্ডল তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ। ঘোষকের উচ্চস্বরে সমস্ত মন্দির প্রকম্পিত হইল। আমি বলিলাম, ‘হা হতোঽস্মি! আমি যে অশুচোষ্ঠার মনুষ্য, অশুচোষ্ঠাধর লোকের মধ্যে বাস করি’। অতপর একটী সেরাফ উড্ডীন হইয়া আমার সমীপে আগমন করিলেন; তাঁহার হস্তে এক জ্বলদঙ্গার ছিল, তিনি সন্দংশদ্বারা তাহা বেদি হইতে লইয়াছিলেন। আমার মুখ স্পর্শ করিয়া তিনি বলিলেন, ‘দেখ, ইহা তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল, তোমার অপরাধ বিলুপ্ত হইল’। অনন্তর প্রভুর স্বর আমার কর্ণ-গোচর হইল; তিনি বলিলেন, ‘আমি কাহাকে প্রেরণ করিব? আমাদের পক্ষে কে যাইবে’? আমি বলিলাম, ‘আমি উপস্থিত, আমাকেই প্রেরণ করুণ’। তিনি বলিলেন, ‘যাও’।

ওজিয়াসের উত্তরাধিকারী যোয়াথাম, আখাজ ও এজেখিয়াসের রাজ-শাসনকালেও মহর্ষি ইসাইয়াস ধর্ম্ম-প্রবচন করেন। স্বদেশীয়গণকে পাপপথ হইতে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহাদের সম্মুখে পরমেশ্বরের প্রতি তাহাদের জঘন্য কৃতঘ্নতা ওজস্বিনী ভাষায়, অদম্য পৌরুষের সহিত বর্ণনা করেন, পরমেশ্বরের দণ্ড-নিপাতন নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তাহাদের কর্ণ থাকিতেও তাহারা ধর্ম্মপ্রবক্তার বাক্যে অবধান করিল না, প্রত্যুত দুরাগ্রহ থাকিয়া নরকের পথে ধাবিত হইয়াছিল। ইসাইয়াস লিখিয়াছেন, “হে আকাশমণ্ডল, অবধান কর, হে ভূমণ্ডল, কর্ণপাত কর; কারণ পরেশ বলিয়াছেন, আমি সন্তানগণকে পোষণ করিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছে। বৃষ নিজ-স্বামীকে জানে, গর্দ্দভও নিজ-

* সেরাফ; একশ্রেণীর দেবদূত।

প্রভুর স্থাপিত তৃণপাত্র জানে ; কিন্তু ইস্রায়েল-বংশ আমাকে জানে না, আমার অনুজীবিগণের বিবেচনা নাই। এই পাপমতি জাতিটাকে ধিক ! তাহারা প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, বিপথগামী হইয়াছে,। * * * তোমরা আত্ম-প্রক্ষালন করিয়া বিশুদ্ধ হও, আমার নয়ন-গোচর হইতে তোমাদের দুষ্কর্ম্ম দূর কর, অসদাচার ত্যাগ করিয়া সদাচার শিক্ষা কর, ন্যায়ের অনুশীলন কর, উপদ্রবীকে শাসন কর, পিতৃহীনের বিচার সমাধান কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর * * * তোমাদের পাপ সিন্দুরবর্ণ হইলেও তুষারসদৃশ শুক্লবর্ণ হইবে"। ১।২—৪ ; ১৬—১৮।

ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে ইসাইয়াসের ভবিষ্যদ্বাদ আমাদের অমূল্য-নিধি। কুমারী হইতে ত্রাণকর্ত্তার জন্ম, তাঁহার দেবত্ব, অদ্ভুত-কর্ম্ম, দুঃখভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের বিষয়ে ইসাইয়াসের অগ্রনিরূপণ এত পরিস্ফুট যে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ তাঁহাকে শ্রীযীশুর চরিতাখ্যায়ক মনে করিতে পারেন। ইসাইয়াস লিখিয়াছেন,—

"অবধান কর একটী কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম এস্মানুয়েল* রাখিবে"। ৭।১৪

"আমাদের নিমিত্তে একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদিগকে একটী পুত্র প্রদত্ত হইয়াছেন ; তাঁহার স্কন্ধে রাজাভার থাকিবে ও তাঁহার নাম হইবে আশ্চর্য্য মন্ত্রী, শক্তিমান্ ভগবান্, শাশ্বত পিতা, শান্তি-রাজ। তিনি দাবিদের রাজাসনে * * * যুগে যুগে উপবেশন করিবেন"। ৯।৬,৭।

"আমি প্রহারীগণকে নিজ-শরীর সমর্পণ করিলাম ; যাহারা আমার অপমান করিল, আমার প্রতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি পরাঙ্মুখ হইলাম না"। ৫০।৬।

"তাঁহাতে শ্রী বা নয়নাভিরাম শোভা নাই, আমাদের প্রীতিসূচক সৌন্দর্য্যও তাঁহাতে নাই। তিনি অবজ্ঞাত, মনুষ্য-লোকে তুচ্ছ ব্যথা-ভাজন ও আর্ত্তি-বিদ হইলেন ; যাহার সমক্ষে মুখ আবরণীয়, তাহার সদৃশ অবমানিত হইলেন, এবং আমরা তাঁহার সমাদর করিলাম না। তিনি আমাদের আর্ত্তি সত্যই ধারণ করিলেন, আমাদের ব্যথাভার বহন করিলেন ; আমাদের অনুভূতি হইল, তিনি কুষ্ঠী, ভগবদ্বিতাড়িত ও সন্তপ্ত। তিনি কিন্তু আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষত-বিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে পিষ্ট হইলেন ; আমাদের ক্ষেমঙ্কর দণ্ড তাঁহার শিরে পতিত হইল ও তাঁহারই ক্ষত-সমূহে আমরা নিরাময় হইলাম। আমরা সকলে মেষগণের সদৃশ ভ্রান্ত হইলাম, প্রত্যেকে স্বীয় মার্গে চলিতাম ও প্রভু তাঁহার স্কন্ধে আমাদের সকলের

---

* শব্দটীর অর্থ আমাদের সহিত পরমেশ্বর।

অপরাধ ন্যস্ত করিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় উপদ্রুত হইলেন, অভিসন্তপ্ত হইলেন, তথাপি বাগ্ব্যয় করিলেন না ; বধ্যস্থানে মেষ-সদৃশ নীত হইলেন, লোমচ্ছেদীর সম্মুখবর্ত্তী মেষশাবকের সদৃশ নীরব থাকিলেন, বাগ্ব্যয় করিলেন না। তিনি উপদ্রবদ্বারা, অন্যায় বিচারদ্বারা, অপনীত হইলেন তৎকালীন মনুষ্যদের মধ্যে কে আলোচনা করিল যে তিনি জীবলোক হইতে সমুচ্ছিন্ন হইলেন ? আমার স্বজাতির অধর্ম্মই তাঁহার হননের কারণ হইল। দুর্জ্জনের সহিত তাঁহার সমাধি নিরূপিত হইল, কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন ; কেননা তাঁহার আচরণ দৌরাত্ম্য-বর্জ্জিত ছিল, তাঁহার মুখেও কোন ছল ছিল না। তথাপি প্রভুর অভিরুচি হইল, তাঁহাকে ক্লেশে পিষ্ট করিবেন। তিনি পাপমোচনার্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে চিরঞ্জীব বংশ সন্দর্শ করিবেন, প্রভুর মনোরথও তাঁহার হস্তে সংসিদ্ধ হইবে। স্বীয় প্রাণপাতের ফল সন্দর্শ করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন : আমার এই পুণ্যাত্মা সেবক আত্মজ্ঞান-প্রদানে বহু মনুষ্যকে পুণ্যবান্ করিবেন ; তিনিই তাহাদের সকলের অপরাধ বহন করিবেন। অতএব আমি তাঁহাকে মহজ্জনের অংশীদার করিব ; তিনি বিক্রান্তগণের লোপ্ত্র বিভাগ করিবেন নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করায়, দুর্জ্জনের সহিত গণিত হওয়ায়, অধিকন্তু তিনি অনেকের পাপভার বহন করিয়াছেন ও অধর্ম্মীদের অনুকূলে সাধ্য-সাধন করিতেছেন”। ৫৩।৩—১৩।

১৩। যুদিথ

“প্রবলকে আকুল করিতে পরমেশ্বর জগতের দুর্ব্বল বস্তু মনোনীত করিলেন”। ১ম করিন্থীয়, ১।২৭।

যৎকালে যুদা-রাজ মানাসেস বাবিলোনে কারাবদ্ধ ছিলেন, তৎকালে আসূরীয়-সম্রাট তাঁহার সেনাপতি হলফের্ণেসকে প্রতীচীর সমস্ত রাজ্য বশীভূত করিতে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সসৈন্য-বল-বাহন হলফের্ণেস খানায়ান আক্রমণ করিয়া বেথুলিয়া-নগর অবরোধ করিলেন। তিনি নগরের জলমার্গ রুদ্ধ করিলে নাগরিকগণ পানীয়াভাবে যৎপরোনাস্তি দুর্গত হইল। শেষে নগর-রক্ষিগণ স্থির করিলেন, পাঁচদিনের মধ্যে ভগবান্ কৃপাদৃষ্টি না করিলে তাঁহারা শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। সেই সময়ে বেথুলিয়ায় যুদিথ-নাম্নী বিধবা ছিলেন। পুণ্য-কীর্ত্তি, একাগ্র সেবিকা শ্রীমতী যুদিথ তপশ্চার্য্যা ও ভগবদারাধনায় কাল-যাপন করিতেন ; তিনি ধনবতী হইলেও সামান্য শনের বস্ত্র তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। নগররক্ষিগণের সঙ্কল্প তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাদিগকে নিজ-গৃহে ডাকিলেন। তাঁহারা সেই পুণ্যশীলা বিধবার

সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সোৎকণ্ঠে বলিলেন, তাঁহারা ভগবৎ-কৃপালাভের সময় স্থির করিয়া, অশ্রদ্ধা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ভগবান্ সদয় না হইয়া বরং ক্রোধান্বিত হইবেন। শেষে শ্রীমতী য়ূদিথ নগর-রক্ষিগণকে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের ধৃষ্টতার প্রতিকার করিতে, ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া উদ্ধারের প্রতীক্ষা করিতে প্রোৎসাহিত করিলেন। নগর-রক্ষিগণ বলিলেন, "ভদ্রে, আপনি সাধ্বী, পুণ্যশীলা ; ভগবৎসমীপে আমাদের কল্যাণ প্রর্থনা করুন"।

অতঃপর শ্রীমতী য়ূদিথ প্রার্থনাগারে প্রবেশ করিয়া মস্তকে ভস্ম-লেপণ করিলেন ও প্রাণিপাত-পূর্ব্বক ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলন। শেষে তিনি কেশ-রচনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিমল-চর্চ্চিত করিলেন, শাণ পরিত্যাগ করিয়া মহার্ঘ বস্ত্র পরিধান করিলেন ও বিভূষিতা হইয়া একটী পরিচারিকার সহিত শত্রু-শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহার রূপ দর্শনে চন্দ্ধর্ষ হলফের্ণেস বিমুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার যথাযোগ্য বাসাগার নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে সেনা-নিবেশের সর্ব্বত্র যথেচ্ছ-গমনের অধিকার প্রদান করিলেন। চতুর্থ-রাত্রে হলফের্ণেস শ্রীমতী য়ূদিথকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি পরিচারিকার সহিত সেনাপতির পট-মণ্ডপে আগমন করিলেন। ভোজন-কালে হলফের্ণেস পুনঃপুনঃ সুরাপান করিতে লাগিলেন ; শেষে মদান্ধ সেনাপতি শয্যাগত ও সুষুপ্ত হইলেন। ভৃত্যগণ নিশীথে প্রস্থান করিলে সেই পট-মণ্ডপে থাকিলেন একাকিনী য়ূদিথ। এই সুযোগে তিনি হলফের্ণেসের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, ভগবান, এই সময়ে আমাকে শক্তি দাও"। অতঃপর তিনি হলফের্ণেসের খড়্গ লইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন ও ছিন্ন মস্তক পরিচারিকার হস্তে সমর্পণ করিয়া উহা কোষ-মধ্যে গোপন করিতে বলিলেন। তৎপরে তিনি পরিচারিকার সহিত দ্রুতপদে বেথুলিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

আসূরীয় যোদ্ধা

সেই রজনীতেই য়ূদিথ নাগরিকগণকে সমবেত করাইলেন ও তাহা-দিগকে হলফের্ণেসের ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের স্তব কর। তাঁহার অনুজীবিগণের শত্রুকে তিনি এই রজনীতে

আমার হস্তে নিধন করিয়াছেন। তোমরা একমনে তাঁহার মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তন কর; কারণ তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার করুণা শাশ্বত"। অনন্তর নগরপাল ওজিয়াস শ্রীমতী যুদিথকে বলিলেন, "ভূমণ্ডলে সমগ্র-নারীগণাপেক্ষা তুমিই পরাৎপর প্রভু পরমেশ্বরের প্রসাদভাজন হইয়াছ"। প্রত্যূষে নাগরিকগণ হলফের্ণেসের মস্তক নগরের প্রাকারোপরি উত্থাপিত করিল ও অস্ত্রধারণ করিয়া শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতে বহির্গত হইল। আসূরীয় সৈন্যগণ তাহাদের সেনাপতির নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে ধাবিত হইল, কিন্তু তাঁহার রক্তাবলুন্ঠিত মস্তকহীন দেহ তাহাদের নয়ন-গোচর হইবামাত্র তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

শ্রীমতী-যুদিথের অবদান দেশের সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইল। তাঁহার দর্শন লাভার্থে মহাযাজক যোয়াকীম যেরুশালেম হইতে বেথুলিয়ায় আগমন করিলেন। তিনি যুদিথকে বলিলেন, "আপনি যেরুশালেমর জয়শ্রী, ইস্রায়েলের আনন্দ-বিধায়িনী, আমাদের জাতির বরেণ্যা। আপনি বীরোচিত কার্য্য করিয়াছেন আপনার সতীত্বানুরাগই আপনাকে সবল করিয়াছে"। ১০৫ বর্ষ বয়সে শ্রীমতী যুদিথ ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।* তাঁহার তিরোভাবে সমস্ত দেশ শোক-পরিপ্লুত হইল।

---

* ইস্রায়েল-রাজ্যের মূলোচ্ছেদ হইলে গৌণ ভাববাদীগণের মধ্যে নাহুম হাবাকুক ও সোফো-নিয়াস যুদা-রাজ্যে ভবিতব্যের অগ্রনিরূপণ করেন।

নীনিবে-ধ্বংসের অগ্রনিরূপণ করিয়া নাহুম বলেন, "প্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান্, তিনি কৃতাপরাধকে মুক্ত করিবেন না। * * * ধিক্ তোমাকে, রুধির-সিক্ত-নগরি, তুমি, মিথ্যাবাদ-বলাৎকার-পরিপূর্ণা। তোমার মধ্য হইতে বিলুণ্ঠন নিরাকৃত হইবে না * * * যে তোমাকে আলোকন করিবে, সে তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া বলিবে, 'নীনিবের সমুচ্ছেদ হইয়াছে' কে তোমার বিষয়ে বিলাপ করিবে"? ১।৩; ৩।১.৭।

হাবাকুক উপলব্ধি করিলেন, ভাবী ত্রাণকর্ত্তা তাঁহার উপাস্য পরমেশ্বর; সেই ত্রাণকর্ত্তার বন্দনার্থে তিনি সহর্ষে বলিলেন, "আমি প্রভুতে আনন্দ করিব, আমার ত্রানকর্ত্তা পরমেশ্বরে উল্লাসিত হইব। মহাপ্রভুই আমার শক্তিস্বরূপ, তিনি আমার চরণ হরিণের পাদতুল্য করিবেন, আমার উচ্চ স্থানের মধ্যে আমাকে স্বয়ং গমন করাইবেন"। ৩।১৮, ১৯।

সোফোনিয়াসের মুখে প্রভু বলিলেন, "সর্ব্বতঃ প্রভুর নামগ্রাহী হইতে ও তাঁহাকে একচিত্তে আরাধনা করিতে আমি জাতিগণকে বিশুদ্ধোষ্ঠ করিব। (তাহারা সিয়োনকে বলিবে) "ইস্রায়েল-রাজ, পরেশ তোমার মধ্যবর্ত্তী"। ৩।৯, ১৫।

১২। যেরুশালেমের বিনাশ ; ভাববাদী যেরেমিয়াস

"তোমরা আমার বাক্যে অবধান না করিলে * * * আমি তোমাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, তাহাতে তোমাদের দেশ মরুপথ হইবে। যজন-শাস্ত্র ২৬।২৭, ৩৩।

যুদা-রাজ ইসাইয়াসের রাজ্যকালে যাজক-বংশজ যেরেমিয়াস ভগবদাহ্বানে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন ও বাবিলোনে ইস্রায়েল-বংশাবশেষের নির্ব্বাসন যাবৎ স্বদেশে ধর্ম্ম প্রবচন করেন। দুরাচার স্বদেশজগণের সম্মুখে তাহাদের ঘোর অধর্ম্ম পৌরুষের সহিত বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী, মহা-তপস্বী যেরেমিয়াস যেরুশালেম-ধ্বংসনের অগ্রনিরূপণ করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম নিষ্ফল হয় ; প্রত্যুত তাঁহার স্পষ্টবাদিত্ব-বশতঃ তিনি যৎপরোনাস্তি উপদ্রুত হন।

স্বদেশজগণের সম্মুখে যেরেমিয়াস অধর্ম্মের যে ভীষণ পরিণাম নির্দ্দেশ করেন, তাহা অবিলম্বে প্রকট হইল। রাজা যোয়াকীমের সময়ে বাবিলোনের সম্রাট নাবখোদোনোসোর যুদা-রাজ্য আক্রমণ করিয়া যেরুশালেম অবরোধ করিলেন। পরাজিত, বন্দীকৃত যোয়াকীম বাবিলোনে নির্ব্বাসিত হইলেন ও প্রভুর মন্দিরের কতিপয় যজ্ঞ-পাত্র সম্রাটের ইষ্ট-দেবতার মন্দিরে প্রেরিত হইল।

এই প্রকারে বাবিলোনে প্রবাস আরম্ভ হইল ; তাহা খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ৬০৬ হইতে ৫৩৬ যাবৎ স্থায়ি ছিল। বর্ষত্রয়ের পর যোয়াকীম কারামুক্ত হইলেন ও সম্রাটের সামন্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা লাভ করিতে সচেষ্ট হওয়ায় সম্রাট পুনর্ব্বার যেরুশালেম অবরোধ করিলেন। অবরোধ-কালেই যোয়াকীমের মৃত্যু হইল ; তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী যেখোনিয়াস সম্রাটের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজপ্রাসাদের ও মন্দিরের ধনরত্ন সম্রাটের হস্তগত হইল ; সমস্ত রাজ-কুল, যেরুশালেমের সমস্ত অধিবাসী, সমস্ত রাজ-পুরুষ, সমস্ত সৈন্য, সমস্ত শিল্পকার ও কর্ম্মকারের সহিত রাজা যেখোনিয়াস বন্দীকৃত হইয়া বাবিলোনে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার স্থানে সেদেকিয়াস যুদার নামমাত্র রাজা হইলেন। ক্ষীণ-শক্তি সেদেকিয়াসও স্বাধীনতা লাভ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার এই সাহসে সম্রাট নাবুখোদো-নোসোর পুনর্ব্বার যুদা-রাজ্য আক্রমণ করিয়া যেরুশালেম অবরোধ করিলেন এইবার যেরুশালেমের ও তন্মধ্যস্থ মন্দিরাদির মূলোচ্ছেদ হইল ; যুদা-রাজ্যের অবশিষ্ট প্রজামণ্ডলীর সহিত রাজা সেদেকিয়াস বাবিলোনে নির্ব্বাসিত হইলেন। কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র-পালনার্থে ও ভূমি-কর্ষনার্থে সম্রাট কতিপয় নিঃস্ব-লোককে দেশে রাখিলেন এই প্রকারে যুদা-রাজ্য ৫৮৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সমুচ্ছিন্ন হইল।
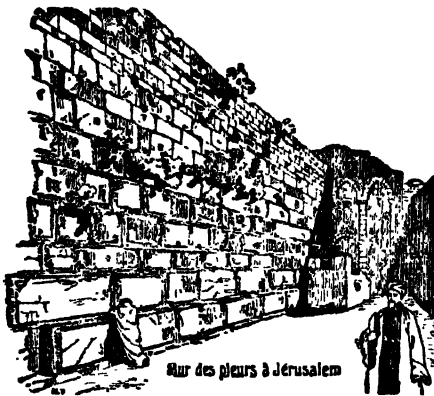
Mur des pleurs à Jérusalem

যেরেমিয়াস স্বদেশে অবস্থান করিবার অনুমতি লাভ করিলেন। হৃত-সর্ব্বস্বা যেরুশালেম-নগরীতে তিনি করুণ-কণ্ঠে তাঁহার বিলাপ-গীত গান করিয়া বলিলেন, "অহো! এই প্রজাবহুল নগর একাকী সমাসীন! অহো! জাতিগণের অধিষ্ঠাত্রী বিধবা-সম হইয়াছেন! জাতীসমূহের মহিষী করদায়িনী হইয়াছেন! তিনি নিশাকালে অত্যন্ত রোদন করিয়াছেন, তাঁহার গণ্ডও অশ্রু-পরিপ্লুত ; তাঁহার সমস্ত কান্তের মধ্যে একজনও প্রিয়ম্বদ নাই। তাঁহার সমস্ত মিত্র তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার শত্রু হইয়াছে। * * *

সিয়োনের সকল পথ রোরুদ্যমান, কারণ কেহই পর্ব্বে আগমন করে না। * * * "হে পথিকগণ, * * * অবহিত হইয়া বিচার কর, আমার দুঃখের তুল্য দুঃখ কি কুত্রাপি আছে"? বিলাপ-সংহিতা ১।১,২,৪, ১২।

সন্তপ্ত-হৃদয় মুনিবরকে সান্ত্বনালাভের একটী বিষয় প্রদত্ত হইয়াছিল; প্রভু তাঁহার সমীপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ৭০ বর্ষের পর তাঁহার স্বদেশীয়গণ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যেরেমিয়াস তদপেক্ষা মহত্তর সুখের অগ্রনিরূপণ করিলেন। তিনি দিব্যনেত্রে সুদূর ভবিষ্যৎ-কালে ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব নিরীক্ষণ করিলেন ও তাহা ঘোষণা করিয়া বলিলেন, "প্রভু বলেন, অবধান কর, যে সময়ে আমি দাবিদের বংশে একটী পল্লব উৎপন্ন করিব, সেই সময় সন্নিকট; তিনি রাজা হইয়া রাজ্য করিবেন, প্রজ্ঞাবান্ হইবেন, দেশে ন্যায়-বিচার ও ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। * * * 'অস্মদ্ধর্ম্ম প্রভু,' এই নামে তিনি আখ্যাত হইবেন"। যেরেমিয়াস ২৩।৫,৫।

আস্থরীয়-সাম্রাজ্যে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বন্দিত্ব-বিষয়ে যেরেমিয়াস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎ-সূচকার্থে বেথলেহেমে শিশুহত্যার প্রতি প্রযোজ্য। তিনি বলিলেন, "রামায় বিলাপ, হাহাকার ও ক্রন্দন শ্রুত হইতেছে। রাখেল তাহার সন্তান-সন্ততির অভাবে রোদন করিতেছে, তাহাদের বিষয়ে সান্ত্বনা গ্রহণ করিতেছে না, কারণ তাহারা জীবিত নাই"। যেরেমিয়াস ৩১।১৫।

সপ্তম অধ্যায়। বাবিলোনে নির্ব্বাসন

"আমি সমস্ত যুদা-বংশ বাবিলোনাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিব, এবং সে তাহাদিগকে বন্দি করিয়া বাবিলোনে লইয়া যাইবে"। শ্রীযেরেমিয়াস ২০।১১।

অতঃপর বন্দীকৃত ইস্রায়েল-সন্তানগণ বাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ও সাধারণ্যে যিহুদী নামে খ্যাত হইল। ইতঃপূর্ব্বে, অর্থাৎ ৬০৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে, বাবিলোনের প্রবল প্রতাপে আসূরীয়-সাম্রাজ্য সমুচ্ছিন্ন হওয়ায় তত্রস্থ বন্দিগণ বাবিলোনের অধীন হইয়াছিল। বন্দিগণ উপদ্রুত না হইলেও সুদূর প্রবাসে মন্দিরাভাবে,* শাস্ত্রোক্ত যাগ-যজ্ঞাভাবে যৎপরোনাস্তি মনোদুঃখে কালযাপন করিত। তাহাদের অমিত-দুঃখ বর্ণনা করিয়া জনৈক সাম-রচয়িতা করুণ ভাষায় লিখিয়াছেন—

"সিয়োন আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেই আমরা বাবিলোনের নদ-নদী-তীরে সমাসীন হইয়া ক্রন্দন করিতাম; তত্রত্য বেতসে আমাদের বীণা উদ্বদ্ধ করিতাম। কারণ যাহারা আমাদিগকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা বলিত, "আমাদের সম্মুখে সিয়োনের একটী গীত গান কর"। আমরা বিদেশে কি প্রকারে প্রভুর গীত গান করিব। অয়ি যেরুশালেম, আমি তোমাকে বিস্মরণ করিলে আমার দক্ষিণ হস্ত বিস্মৃত-কৌশল হউক। আমি তোমাকে স্মরণ না করিলে, যেরুশালেমকে আমার আনন্দ-প্রভব না করিলে, আমার জিহ্বা তালু-সংলগ্ন হউক"। (১৩৬তম সাম)।

যেরেমিয়াসের মুখনিঃসৃত বচন-কলাপের লেখক ছিলেন তাঁহার মিত্র ও সহচর বারুখ। তিনি যেরেমিয়াসের সহিত মিসর-দেশে গমন করেন। যেরেমিয়াসের তিরোভাবের পর, সম্ভবতঃ তাঁহারই ইচ্ছানুসারে, বারুখ বাবিলোনে বন্দীকৃত যীহুদীগণের সমীপে গমন করেন। যেরুশালেম-ধ্বংসনের পর পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে বারুখ বাবিলোনে নিজ-গ্রন্থ রচনা করিয়া যেখোনিয়াস

---

* বাবিলোনে বন্দি যিহুদীগণ সমাজিক উপাসনা ও শাস্ত্রপাঠার্থে এক. স্থানে সম্মিলিত হইত। এই প্রকারে ভজনালয় বা 'সিনাগোগা' ও উত্তরকালে পালেষ্টাইন-দেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়

প্রমুখ বন্দিগনের সম্মুখে পাঠ করেন। ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে বারুখ লিখিয়াছেন, "ইনিই আমাদের পরমেশ্বর, ইহাঁর সহিত অন্য কেহই তুলনীয় হইবে না। * * * শেষে ইনি ভূলোকে দৃষ্ট হইলেন ও মনুষ্যের সহিত অবস্থান করিলেন" (৩।৩৬, ৩৮)।

১। ভাববাদী এজেখিয়েল

"দুর্জ্জন নিজ-দৌর্জ্জন্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ন্যায়-বর্ত্তী ও ধর্ম্মাচারী হইলে তন্নিবন্ধন অবিনাশী হইবে"। এজেখিয়েল ৩৩।১৯।

এজেখিয়েল যাজক ছিলেন; রাজা যেখোনিয়াসের সহিত বাবিলোনে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি খোবার-নদী তীরে বাস করিতেন। তাহার বন্দিত্বের চতুর্থ বর্ষে, যেরুশালেম-ধ্বংসনের সপ্ত বর্ষ পূর্ব্বে, তিনি ভগবদাদেশে শ্রুতি-প্রকাশ করিয়া, বন্দীকৃত স্বজাতীয়গণকে প্রায়শ্চিত্তে প্রোৎসাহিত ও ক্ষমালাভের আশায় সমাশ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার প্রতি প্রভুর এই বাক্য কথিত হইল; 'আমি তোমাকে ইস্রায়েল-বংশের প্রহরি-পদে নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার মুখ-নিঃসৃত বচন শ্রবণ করিয়া আমার প্রতিনিধিরূপে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ কর। তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর বলেন, আমার দিব্য, দুর্জ্জনের বিনাশে আমার সন্তোষ নাই; বরং কুমার্গ হইতে দুর্জ্জনের নিবর্ত্তনে ও তাহার নিস্তারে আমার সন্তোষ'। ৩।১৭; ৩৩।১১; ১৮।৩২।

এজেখিয়েলই বন্দিত্বের অবসান ও যেরুশালেমে ইস্রায়েল-বংশের প্রত্যাবর্ত্তন প্রখ্যাপন করেন*। তিনি দিব্যচক্ষুদ্বয়ে দর্শন করেন, ত্রাণকর্ত্তা হিতকাম মেষপালবৎ; সেই ত্রাণকর্ত্তার প্রেরিতব্য পবিত্রাত্মার কার্য্য বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "প্রভুর হস্ত আমাতে অর্পিত হইল ও প্রভুর প্রচোদনে আমাকে এক সমস্থলের মধ্যে স্থাপন করিল; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল। * * * অনন্তর তিনি আমাকে বলিলেন, 'এই অস্থিসমূহের বিষয়ে শ্রুতি-প্রকাশ কর; তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর, এই অস্থিসমূহকে এই কথা বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে নিশ্বাস প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা

* ইস্রায়েল-বংশীয় দেশের এই সমুত্থান মৃতগণের ভাবি পুনরুত্থানের নিদর্শন।

সঞ্জীবিত হইবে'। * * * অতঃপর তাঁহার আদেশানুসারে আমি শ্রুতি-প্রকাশ করিলাম। কি আশ্চর্য্য। আমার শ্রুতি-প্রকাশের সময়ে মহা-কোলাহল হইল! সেই অস্থিসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হইল, ক্রমে তৎসমুদয়ে শিরাল মাংস উৎপন্ন হইল ও তাহা চর্ম্মাবৃত হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রাণাত্মার উদ্ভব হইল না। অনন্তর প্রভু আমাকে বলিলেন, 'প্রাণাত্মাকে বল, আইস, হে প্রাণাত্মা! এই নিহতগণের মধ্যে প্রবেশ কর ও তাহারা সঞ্জীবিত হউক'। তাঁহার আদেশানুসারে আমি শ্রুতি-প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ প্রাণাত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা সঞ্জীবিত হইল, এবং অতি মহতী বাহিনী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, 'হে মনুজ, এই অস্থিসমূহ সমগ্র ইস্রায়েল বংশ। তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি শুষ্কীভূত, আশাবন্ধ বিনষ্ট, আমরা সমুচ্ছিন্ন। তাহাদিগকে বল, প্রভু পরমেশ্বর বলেন, হে আমার অনুজীবিগণ, তোমরা অবধান কর; আমি তোমাদের সমাধি উদ্ঘাটন করিব, তোমাদের সমাধি হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব ও তোমাদিগকে ইস্রায়েল-বংশীয় দেশে সমানয়ন করিব। তাহাতে তোমরা জানিবে আমিই প্রভু'।" ৩৭।১—১৩।

"প্রভু পরমেশ্বর বলেন, 'তোমরা অবধান কর; আমি নিজ-মেষগণের অন্বেষণ করিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব * * * ও ইস্রায়েলের পর্ব্বত-সমূহে তাহাদিগকে পালন করিব। আমি প্রভু তাহাদের পরমেশ্বর হইব। আমি তোমাদের মস্তকে নির্ম্মল জল সেচন করিব, তাহাতে তোমরা পরিশুদ্ধ হইবে। আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় প্রদান করিব ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; তোমাদের দেহ হইতে প্রস্তরময় হৃদয় অপনয়ন করিয়া তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় প্রদান করিব'।" ৩৪।১১—১৩; ৩৪।২৪; ৩৬।২৫, ২৬।

২। দানিয়েল ও তাঁহার বয়স্যত্রয়

(দানিয়েল, ১ম সর্গ)

"পরেশ-ভীতি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা" প্রবচন ১।২৭।

বাবিলোনে নির্ব্বাসিত ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে মহৎ কুলের অনেক যুবক ছিল। একদিন সম্রাট নাবুখোদনসর তাঁহার প্রাসাদের অধ্যক্ষকে আদেশ

করিলেন, বন্দি যুবকগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও বুদ্ধিমান, তাহারা প্রাসাদে আনীত হইয়া বর্ষত্রয় যাবৎ খাল্‌দেয়-জাতির ভাষা ও নানা-বিদ্যা শিক্ষা করিবে, এবং বিচক্ষণ হইলে পর রাজ-সেবায় নিযুক্ত হইবে। সম্রাট নির্দ্দেশ করিলেন, সেই যুবকগণ প্রত্যহ রাজ-ভোগ আহার করিবে। সম্রাটের আদেশানুসারে যাহারা প্রাসাদে সমানীত হইলেন, তাঁহাদের নাম দানিয়েল, আনানিয়াস, মিশায়েল ও আজারিয়াস।

দানিয়েল সঙ্কল্প করিলেন, তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া কদাপি অশুচি হইবেন না। ফলতঃ তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষকে নিজ-সঙ্কল্প জানাইয়া সবিনয়ে বলিলেন, তিনি ও তাঁহার বয়স্যত্রয় নিরামিষ ভক্ষ্যেই সন্তুষ্ট হইবেন। অধ্যক্ষ বলিল, "আমার প্রভু মহারাজকে আমি ভয় করি। তিনিই আপনাদের ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি আপনাদের সমবয়স্ক যুবকগণের মুখাপেক্ষা আপনাদের মুখ কৃশ দেখিলে আমার স্কন্ধে মস্তক থাকিবে না"। দানিয়েল বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে দশ দিন যাবৎ পরীক্ষা করুন। যথাসময়ে আমাদের কান্তি ও রাজভোগ-পুষ্ট যুবকগণের কান্তি সন্দর্শন করিবেন; তাহার পর আপনার যাহা অভিমত হয়, আমাদের প্রতি তাহাই করিবেন"।

অধ্যক্ষ দানিয়েলকে ও তাঁহার বয়স্যত্রয়কে দশ-দিন যাবৎ পরীক্ষা করিল। দশ-দিনের পর সে দেখিল, রাজভোগ-পুষ্ট যুবকগণাপেক্ষা তাহারাই অধিক মাংসল ও সুরূপ। অতএব সে তাহাদিগকে প্রত্যহ নিরামিষ ভক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইলেন। বর্ষত্রয়ের পর তাহারা সম্রাটের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া অবধারণ করিলেন, তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞ হইতে তাঁহারা দশ গুণ অধিক বিচক্ষণ। ফলতঃ সম্রাট তাঁহাদিগকে রাজ-সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

৩। সম্রাট নাবুখোদনসরের স্বপ্ন

(দানিয়েল, ২য় সর্গ)

"আমি পরমেশ্বরকে আহ্বান করিলাম, তাহাতে জ্ঞানদাত্মা আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইলেন"। প্রজ্ঞা ৭।৭।

সম্রাট নাবুখোদনসর নিজ-রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে স্বপ্ন দেখিলেন, কিন্তু ভগ্ন-নিদ্র হইলে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে রাজধানীর দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ রাজসভায় সমবেত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি ; তোমরা আমাকে স্বপ্নটা বলিয়া উহার তাৎপর্য্য প্রকাশ কর"। দৈবজ্ঞগণ বলিল, "মহারাজ স্বপ্নে কি দেখিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর কোন মনুষ্যেই বলিতে পারে না : কেবল দেবগণই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। মহারাজ আমাদিগকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলে আমরা উহার অর্থ জ্ঞাপন করিব"। সম্রাট কুপিত হইয়া বাবিলোনের সমস্ত পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞের হত্যা আদেশ করিলেন। এই প্রকারে দানিয়েল ও তাঁহার বয়স্যত্রয়ের জীবিত-সংশয় হইল। কিন্তু দানিয়েল সম্রাটের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, সময় নির্দ্দিষ্ট হইলে তিনি স্বপ্ন-বিচার করিবেন।

অতঃপর দানিয়েল ও তাঁহার বয়স্যত্রয় পরমেশ্বরের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে দানিয়েলের সমক্ষে রহস্যটী স্বপ্নযোগে প্রকাশিত হইল। তিনি যথাসময়ে রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ যে নিগূঢ় বিষয় জানিতে উৎসুক, তাহা কোন মনুষ্যই বলিতে পারে না ; কিন্তু স্বর্গস্থ পরমেশ্বরই নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করেন। উত্তরকালে যাহা ভবিতব্য, তিনি তাহা সম্রাট নাবুখোদনসরকে জানাইয়াছেন। মহারাজ, আপনি স্বপ্নে একটী মহতী প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মস্তক সুবর্ণময়, বক্ষঃস্থল ও বাহু রৌপ্যময়, উদর ও কটি-দেশ পিত্তলময়, জঙ্ঘাদ্বয় লৌহময় ও চরণদ্বয়ের একাংশ লৌহময়, অপরাংশ মৃন্ময়। শেষে এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ-মৃন্ময় চরণদ্বয়ে আঘাত করিয়া তাহা বিচূর্নিত করিল। তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমা তুষসমা হইল, কিন্তু সেই প্রস্তর মহাপর্ব্বত হইয়া নিখিল ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল।

অতঃপর দানিয়েল বলিলেন, "আমি মহারাজের সাক্ষাৎ স্বপ্নের অর্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিব। মহারাজ, আপনি সার্ব্বভৌম; আপনাকে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম ও প্রতাপ প্রদান করিয়া স্বর্গস্থ পরমেশ্বর আপনাকে সর্ব্ব-স্বামী করিয়াছেন; আপনিই সেই সুবর্ণময় মস্তক। আপনি গত হইলে আপনার রাজ্য হইতে ক্ষুদ্র এক রাজ্যের সমুত্থান হইবে; তৎপশ্চাৎ পিত্তলময় তৃতীয় রাজ্যের উদ্ভব হইবে; তাহা নিখিল ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিবে। চতুর্থ রাজ্য লৌহময় হইবে, লৌহসম দৃঢ় হইবে; লৌহ সমস্ত দ্রব্য যেমন চূর্ণ করে, সেই রাজ্য তেমনি সমস্তই বিচূর্ণিত করিবে। আপনি দেখিয়াছেন, প্রতিমার চরণদ্বয়ের একাংশ লৌহময়, অপরাংশ মৃন্ময়; অতএব সেই রাজ্য লৌহবৎ কঠিন হইলেও ভঙ্গুর হইবে। শেষে পরমেশ্বর একটী রাজ্য স্থাপন করিবেন; তাহা ঐ রাজ্যচতুষ্টয় সমুচ্ছিন্ন করিবে ও শাশ্বত হইবে"।

দানিয়েলের স্বপ্ন-বিচার সমাপ্ত হইলে সম্রাট নাবুখোদনসর সর্ব্ব-সমক্ষে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের পরমেশ্বর সত্যই দেবাদিদেব ও রহস্য-ভেদক"। অতঃপর তিনি দানিয়েলকে বহুমূল্য পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া সাম্রাজ্যের সমস্ত মণ্ডলের অধ্যক্ষ ও সমগ্র পণ্ডিত-সমাজের নায়ক করিলেন। দানিয়েলের আবেদনানুসারে তাঁহার বয়স্যত্রয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু দানিয়েল সম্রাটের প্রাসাদেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৪। অগ্নিকুণ্ডে যুবকত্রয়।

(দানিয়েল, ৩য় সর্গ)

"যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে সমর্থ নহে, তাহাদিগকে ভয় করিবে না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই ভয় করিবে"। মাথেয় ১০।১৮।

একদা সম্রাট নাবুখোদনসর একটী স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইলেন; তাহা ষষ্টি হস্ত উচ্চ। তাঁহার আদেশে সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজপুরুষ সেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠার্থে সমবেত হইলেন। ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা যে সময়ে শৃঙ্গ, বংশী, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গাদি

বাদ্য-ভাণ্ডের শব্দ শ্রবণ করিবে, সেই সময়ে এই স্বর্ণময়ী প্রতিমার সম্মুখে প্রণত হইবে; যে প্রণিপাত না করিবে, সে তদ্দণ্ডেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে”।

যথাসময়ে বাদ্যের শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র জনবৃন্দ সেই প্রতিমার সম্মুখে প্রণত হইল; কিন্তু আনানিয়াস, মিশায়েল ও আজারিয়াস প্রণিপাত করিলেন না। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তাঁহারা অবিলম্বে সম্রাটের সম্মুখে আনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে সক্রোধে বলিলেন, “তোমরা স্বর্ণ-প্রতিমাকে প্রণাম না করিলে এই দণ্ডেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোন্ দেবতা আমার হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে”? তাঁহারা বলিলেন, “মহারাজ, আমরা যে পরমেশ্বরের উপাসনা করি, সেই পরমেশ্বরই আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; কিন্তু তিনি উদ্ধার না করিলেও আমরা আপনার স্বর্ণ-প্রতিমাকে প্রণাম করিব না”।

এই সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্ধ হইয়া সম্রাট আদেশ করিলেন, অগ্নিকুণ্ড যে পরিমাণে দীপ্ত হয়, তাহা হইতে সপ্তগুণ অধিক দীপ্ত হইলে অপরাধিগণ তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। সম্রাটের আদেশ যথাযথ পালিত হইল; কিন্তু যাহারা আনানিয়াস, মিশায়েল ও আজারিয়াসকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল, তাহারাই অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একটী দেবদূত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সহায়

হইলেন ও তাঁহারা অগ্নির মধ্যে পর্য্যটন করিয়া এই স্তোত্রটী গান করিতে লাগিলেন—

"হে প্রভুর নিখিল-কর্ম্ম, প্রভুর বন্দনা কর ; সতত তাঁহার প্রশংসা ও সঙ্কীর্ত্তন কর। হে প্রভুর দিব্যদূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর। হে আকাশমণ্ডল, প্রভুর প্রশংসা কর। হে সূর্য্য-চন্দ্র, প্রভুর প্রশংসা কর। হে গগনস্থ নক্ষত্রগণ, প্রভুর প্রশংসা কর। হে বৃষ্টি ও শিশির, প্রভুর প্রশংসা কর। হে হিমাগম ও গ্রীষ্ম, প্রভুর প্রশংসা কর। হে হিমানি ও হিমিকা, প্রভুর প্রশংসা কর। ভূমণ্ডল, প্রভুর বন্দনা করুক, সতত তাঁহার প্রশংসা ও সঙ্কীর্ত্তন করুক। হে পর্ব্বতগণ ও পাহাড়গণ প্রভুর প্রশংসা কর। হে সাগরগণ ও নদনদী, প্রভুর প্রশংসা কর। হে খেচর পক্ষিগণ, প্রভুর প্রশংসা কর। হে মানব-সন্তানগণ, প্রভুর প্রশংসা কর। ইস্রায়েল-বংশ প্রভুর প্রশংসা করুক, সতত তাঁহার বন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তন করুক। হে প্রভুর যাজকগণ, প্রভুর প্রশংসা কর। হে প্রভুর সেবকগণ, প্রভুর প্রশংসা কর। হে আনানিয়াস, আজারিয়াস ও মিশায়েল, প্রভুর বন্দনা কর, সতত তাঁহার প্রশংসা ও সঙ্কীর্ত্তন কর"।

অগ্নিকুণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সম্রাট তাঁহার মন্ত্রিগণকে সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমরা জনত্রয়কে বন্ধন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম! কি আশ্চর্য্য! আমি দেখিতেছি, মুক্ত-বন্ধন চতুর্জ্জন অগ্নিমধ্যে পর্য্যটন করিতেছে! চতুর্থ জনের রূপ দেবদূত-সদৃশ"। বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়ন সম্রাট অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে পরাৎপর পরমেশ্বরের ভক্তগণ, তোমরা বাহিরে আইস"। আনানিয়াস, আজারিয়াস ও মিশায়েল তদ্দণ্ডেই অগ্নিকুণ্ড হইতে অক্ষত দেহে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সম্রাট বলিলেন, "ধন্য ইহাদের পরমেশ্বর! তিনি নিজ-দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার ভক্তগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। আমি আদেশ করিতেছি, যে এই পরমেশ্বরের নিন্দা করিবে, সে বিনষ্ট হইবে, তাহার গৃহও সমুচ্ছিন্ন হইবে ; কারণ কোন দেবতাই এই প্রকারে ভক্তকে উদ্ধার করিতে পারে না"।

৩। সম্রাট-পুত্র দুরাচার বাল্‌তাসার

(দানিয়েল, ৫ম সর্গ)

"ঐ দেখ বিচারক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান"। যাকোব ৫।৯।

বাবিলোনের সম্রাট-পুত্র বাল্‌তাসার* একদা রাজধানীর কুলীনগণের সহিত মহোৎসব করিলেন। ভূত-পূর্ব্ব সম্রাট নাবুখোদনসর যেরুশালেমের মন্দির হইতে স্বর্ণের ও রৌপ্যের যে সকল পাত্র অপহরণ করেন, মদান্ধ বাল্‌তাসারের আদেশে তৎসমুদয় সেই আনন্দোৎসবে ব্যবহৃত হইল; উপপত্নী ও নিমন্ত্রিত কুলীনগণের সহিত তিনি সেই পাত্র-সমূহে সুরাপান করিতে লাগিলেন।

সহসা মনুষ্য-হস্ত প্রকাশিত হইয়া সেই প্রমোদ-ভবনের প্রাচীরে, দীপাধারের সম্মুখে কি লিখিতে লাগিল। বাল্‌তাসার বিবর্ণ-বদন হইলেন; ভয়ে তাঁহার উপপত্নীগণের ও সমবেত কুলীনগণের হৃৎকম্প হইল। তাঁহার আদেশে রাজধানীর সমস্ত পণ্ডিত আনীত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহ লিখিত বিষয় পাঠ করিতে বা উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। শেষে দানিয়েল আনীত হইলেন। তিনি বাল্‌তাসারকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি স্বর্গাধিপতিকে অবজ্ঞা করিয়াছেন; তাঁহার মন্দিরের নানা-পাত্র আপনার সম্মুখে আনীত হইয়াছে, এবং আপনার উপপত্নী ও নিমন্ত্রিত কুলীনগণের সহিত আপনি সেই পাত্রে সুরাপান করিয়াছেন। আপনার প্রাণ যাঁহার হস্তগত, আপনি সেই পরমেশ্বরের সমাদর করেন নাই। এই কারণেই তাঁহার প্রেরিত হস্তাগ্র ঐ প্রাচীরে লিখিয়াছে, 'মানে, থেকেল, ফারেস,' অর্থাৎ সু-গণিত, তুলায় পরিমিত ও খণ্ডীকৃত। আপনার রাজত্ব-কাল সু-গণিত ও পরমেশ্বরের বিধানে শেষ হইয়াছে; আপনি তুলায় পরিমিত হইয়া লঘু নির্নীত হইয়াছেন; আপনার সাম্রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া মেদীয় ও ফারসী-জাতিকে প্রদত্ত হইয়াছে"।

* বাল্‌তাসার বাবিলোনের শেষ সম্রাট নাবুনেদুসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পারস্য-রাজ কিরুস বাবিলোন আক্রমণ করিলে নাবুনেদুস পুত্রের হস্তে সাম্রাজ্য-ধুরা সমর্পণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। কুলীনবর্গের সহিত আনন্দোৎসব-কালে বাল্‌তাসার নিহত হন ও কিরুস বিজয়ী হইয়া রাজধানী অধিকার করেন। শেষে তিনি মেদিয়া-দেশ-নিবাসী দারিরুসকে রাজোপাধি প্রদান করিয়া বাবিলোনের অধিপতিত্বে নিয়োজিত করেন।

অনন্তর বাল্‌তাসারের আদেশে দানিয়েল নীল-লোহিত পট্ট-বস্ত্র পরিহিত ও কনকসূত্র তাঁহার কণ্ঠাভরণ হইল। রাজদূত ঘোষণা করিল, প্রাধান্যে দানিয়েল সাম্রাজ্যের তৃতীয় পুরুষ। কিন্তু সেই রজনীতেই বাল্‌তাসার নিহত হইলেন ও মেদীয় দারিয়ুস রাজপদ লাভ করিলেন।

৬। সিংহের গর্ত্ত হইতে দানিয়েলের উদ্ধার

(দানিয়েল, ৬ষ্ঠ সর্গ)

"যে গর্ত্ত খনন করে, সে তন্মধ্যে স্বয়ং পতিত হইবে"। হিতোপদেশ ২৬।২৭।

রাজা দারিয়ুস সমগ্র বাবিলোন-রাজ্য শতাধিক বিভাগে বিভক্ত করিয়া দানিয়েলকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে রাজকর্ম্মচারীগণের ঈর্ষ্যা হইল ও দানিয়েলকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কার্য্যে ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দানিয়েলের সকল কার্য্যই নির্ভুল হওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শেষে তাঁহারা অভীষ্ট-লাভার্থে ছল অবলম্বন করিলেন। একদিন তাঁহারা রাজ-সন্নিধানে সমাগত হইয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক। রাজ্যের সমস্ত বিভাগের অধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও বিচারক একত্র মন্ত্রণা করিয়া রাজ-শাসনের একটী বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ আদেশ করুন, আপনি ভিন্ন কোন দেবতা বা মনুষ্যের সমীপে কেহ একমাস যাবৎ কোন বর প্রার্থনা করিলে সে সিংহের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইবে"। দারিয়ুস বিনা বাক্যব্যয়ে এই রাজ-শাসন লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত রাজ-শাসন প্রচলিত হইলেও দানিয়েল তাঁহার চন্দ্রশালার উন্মুক্ত বাতায়নে যেরুশালেমের অভিমুখ হইয়া নিজ অভ্যাস অনুসারে বারত্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইবার অধ্যক্ষগণ রাজ-সন্নিধানে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, "দানিয়েল রাজ-শাসন লঙ্ঘন করায় তাঁহাকে সিংহের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে। রাজা দানিয়েলের প্রাণরক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলে দানিয়েলের শত্রুগণ বলিলেন; "মহারাজ, মেদীয় ও পারসীগণের রীতি অনুসারে রাজশাসন অখণ্ডনীয়"। রাজা অনন্য-গতি হইয়া দানিয়েলকে একান্তে বলিলেন, "আপনার আরাধ্য পরমেশ্বরই আপনাকে রক্ষা করিবেন"। শেষে

দানিয়েল সিংহের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইলেন ; গর্ত্তের-মুখে একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত ও রাজমুদ্রাঙ্কিত হইল।

অনন্তর রাজা প্রাসাদে যাইয়া অনাহারে, অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলেন। প্রত্যুষে তিনি দ্রুতপদে সিংহের গর্ত্তের নিকটে গমন করিলেন ও দানিয়েলকে আর্ত্তস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে পরমেশ্বরের ভক্ত দানিয়েল, আপনার ইষ্টদেব কি সিংহদের মুখ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন"? দানিয়েল বলিলেন, হে রাজা, দীর্ঘজীবি হউন। আমার ইষ্টদেব নিজ-দূত প্রেরণ করিয়া সিংহদের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন ; তাহারা আমাকে স্পর্শ করে নাই"। রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গর্ত্ত হইতে দানিয়েলকে তুলিতে আদেশ করিলেন। দানিয়েলের দেহে আঘাতের লেশমাত্র নাই। অতঃপর রাজাজ্ঞায় দানিয়েলের শত্রুগণ সপরিবারে সিংহের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইল ; তাহারা তল স্পর্শ করিতে না করিতে সিংহেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। অনন্তর রাজা দারিয়ুস সমস্ত জাতিকে জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন, "আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রজাগণ দানিয়েলের আরাধ্য পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবে ; কারণ তিনি নিত্য-জাগরূক, শাশ্বত পরমেশ্বর, তাঁহার রাজ্য অবিনশ্বর"।

৭। সিংহ-নিলয় হইতে দ্বিতীয়বার দানিয়েলের উদ্ধার

(দানিয়েল, ১৪শ সর্গ)

"যে ভগবানের রক্ষিত, সে সর্ব্বশক্তিমানের আশ্রয়ে বসতি করে" সাম ৯১।১।

বাবিলোনে বায়াল ঠাকুরের পূজা হইত। বায়ালের দৈনিক ভোগ ছিল দ্বাদশ-ভার-পরিমিত গোধূমচূর্ণ, চত্বারিংশৎ মেষ ও ষষ্টি-ভাণ্ড-পরিমিত মদ্য। একদিন রাজা দারিয়ুস দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বায়ালের পূজা করেন না কেন"? দানিয়েল বলিলেন, "মহারাজ, যিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের স্রষ্টা, আমি সেই নিত্য-জাগরূক পরমেশ্বরের আরাধনা করি"। রাজা বলিলেন, "বায়াল কি নিত্য-জাগরূক ঠাকুর নহেন? তিনি প্রত্যহ কি পরিমাণ ভোজন-পান করেন, তাহা কি আপনি দেখেন নাই"? দানিয়েল সহাস্যে

বলিলেন, "মহারাজ, প্রতারিত হইবেন না। বায়ালের অন্তরবয়ব মৃণ্ময়, বহিরবয়ব পিত্তলময়; সে কস্মিন্-কালেও আহার করে নাই"।

দানিয়েলের কথায় রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন ও বায়ালের সপ্ততি যাজককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভোগ কে আহার করে, তাহা আমাকে না বলিলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু বায়াল ভোগ আহার করেন, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে তাঁহার নিন্দা করিবার অপরাধে দানিয়েলের প্রাণদণ্ড হইবে"। অতঃপর রাজা দানিয়েলের সহিত বায়ালের মন্দিরে গমন করিলেন। যাজকগণ বলিল, "মহারাজ, আমরা প্রস্থান করিতেছি; আপনি প্রতিমার সম্মুখে ভোগ বিন্যাস করুন ও মন্দির-দ্বার বদ্ধ করিয়া রাজমুদ্রাঙ্কিত করুন। বায়াল সমস্ত ভোগ আহার না করিলে আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে"। তাহারা মন্দির হইতে প্রস্থান করিলে রাজা বায়ালের সম্মুখে ভোগ বিন্যাস করাইলেন। দানিয়েলের আদেশে তাঁহার ভৃত্যগণ মন্দিরের মেঝে ভস্ম ছড়াইল। অনন্তর তাঁহারা মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ও দ্বার বদ্ধ করিয়া তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে যাজকগণ তাহাদের রীতি অনুসারে পুত্র-কলত্রের সহিত গুপ্ত পথে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভোগ নিঃশেষ করিল। অতি-প্রত্যূষে রাজা দানিয়েলের সহিত মন্দিরে আগমন করিলেন। রাজমুদ্রা অভগ্ন ছিল। মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র রাজা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে বায়াল-দেব, তুমি মহিমময়, অকপট! রাজা মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে দানিয়েল সহাস্যে তাঁহার পথ রোধ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মেঝে দৃষ্টিপাত করুন; ঐ পদচিহ্ন কাহার, তাহা নিরূপণ করুন"। রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমি স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকার পদচিহ্ন দেখিতেছি"। তিনি সক্রোধে যাজকগণকে ধৃত করাইলেন; তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে গুপ্ত-দ্বার প্রদর্শন করিল। শেষে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল; দানিয়েল সোৎসাহে বায়াল ঠাকুর ও তাহার মন্দির ধ্বংস করিলেন।

বাবিলোনীয়-জাতি একটা অতিকায় সর্প পূজা করিত। একদিন রাজা দানিয়েলকে বলিলেন, "আপনি আমাদের সর্পের দেবত্ব খণ্ডন করিতে পারেন না"। দানিয়েল রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার অনুমতি হইলে আমি বিনাখড়্গো, বিনালগুড়ে সর্পটাকে বধ করি"। রাজা কৌতূহল-বশতঃ সম্মত হইলেন। অনন্তর আলকাতরা, মেদ ও কেশ একত্র পাক করিয়া

দানিয়েল অনেক পিণ্ড করিলেন; সেই পিণ্ডরাশি নাগের সম্মুখে স্থাপিত হইল; নাগ তৎসমুদয় নিঃশেষে ভক্ষন করিবামাত্র তাহার মৃত্যু হইল। ইহাতে প্রজাগণ সমবেত হইয়া বলিল "রাজা ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন; তিনি বায়াল দেবকে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সর্পকে বধ করাইয়াছেন, যাজকগণের প্রাণ-বিনাশ করাইয়াছেন"। ক্রুদ্ধ প্রজাগণ রাজাকে বলিল, "পাষণ্ড দানিয়েলকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন, অন্যথা আপনাকে বধ করিব, আপনার বংশও নিঃশেষ করিব"। অনন্য-গতিক রাজা দানিয়েলকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহারা দানিয়েলকে সিংহের গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। সেইখানে ক্ষুধার্ত্ত সপ্তসিংহ ছিল, কিন্তু তাহারা দানিয়েলকে স্পর্শও করিল না।

এই সময়ে যুদেয়া-দেশে একটী সাধু ছিলেন; তাহার নাম হাবাকুক। তিনি কৃষক। শাক-মাংসের ডাল্‌না যুষ পাক করিয়া একটী পাত্রে রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। সহসা একটী দেবদূত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই ভক্ষ্য বাবিলোনে, সিংহের গর্ত্তে, দানিয়েলের সমীপে লইয়া যাও। হাবাকুক বলিলেন, "প্রভু, আমি কখনও বাবিলোন দেখি নাই, সিংহের গর্ত্ত কোথায়, তাহাও জানি না"। দেব-দূত হাবাকুকের চূড়া ধারণ করিলেন ও তাঁহাকে ব্যোম-পথে বহন করিয়া নিমেষ-মাত্রে বাবিলোনের সিংহ-নিলয়ে স্থাপন করিলেন। হাবাকুক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে ভক্ত দানিয়েল, ভগবৎ-প্রেরিত ভক্ষ্য আহার কর"। দানিয়েল বলিলেন, "হে ভগবান, তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়াছ; তোমার কোন ভক্তকেই তুমি পরিত্যাগ কর না"। অনন্তর দানিয়েলের ভোজন সমাপ্ত হইলে দেবদূত হাবাকুককে যুদেয়ায় পূর্ব্ববৎ প্রত্যানয়ন করিলেন।

সপ্তম দিবসে রাজা দারিয়ুস সিংহ-গর্ত্তের সমীপে যাইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন দানিয়েল সপ্ত-সিংহের মধ্যে উপবিষ্ট। রাজা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "প্রভু, দানিয়েল-সেবিত ভগবান, তুমি মহান"! তিনি দানিয়েলকে সিংহ-নিলয় হইতে উদ্ধার করাইলেন। যাহারা দানিয়েলের সর্ব্বনাশ করিতে উৎসুক হইয়াছিল, তাহারা রাজাজ্ঞায় সিংহ-গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত সিংহ-দ্বারা চর্ব্বিত হইল। অতঃপর রাজা আদেশ করিলেন, "রাজ্যের সমস্ত-প্রজা দানিয়েল-পূজিত পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবে; তিনি পরিত্রাতা, ইহলোকে অদ্ভুতকর্ম্মা; তিনিই দানিয়েলকে সিংহ-নিলয়ে রক্ষা করিয়াছেন"।

অষ্টম অধ্যায়। প্রবাসের পশ্চাদ্বর্ত্তী কাল

১। ব্যাবিলোন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

(১ম এস্রাস্, ১ম—৬ষ্ঠ সর্গ)

পারশ্য-সম্রাট কিরুস তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই রাজাজ্ঞা ঘোষনা করাইলেন; "স্বর্গের প্রভু পরমেশ্বর যেরুশালেমে তাঁহার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। ইস্রায়েল-বংশের ইষ্টদেব সেই পরমেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার ভক্তমাত্রই যেরুশালেমে যাইতে আমার অনুমতিপ্রাপ্ত। তিনি স্বানুজীবিগণের সহায়

হউন"। যাহারা সেই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিতে ভগবৎ-প্রণোদিত হইল, তাহারা হৃষ্টচিত্তে যাত্রার উদ্যোগ করিল। ভূত-পূর্ব্ব সম্রাট নাবুখোদনসর যেরুশালেমের মন্দির হইতে স্বর্ণের ও রৌপ্যের যে পাত্রাদি অপহরণ করেন, সম্রাট কিরুস তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিলেন। যাহারা প্রবাসে সমৃদ্ধ হইয়া ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা মন্দিরের পুনর্নির্ম্মানার্থে স্বজাতীয়গণকে প্রচুর অর্থাদি প্রদান করিল। শেষে ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ-সহস্র যিহুদী স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল; তাহাদের নায়ক হইলেন যুদেয়ার ভূত-পূর্ব্ব রাজা যেখোনিয়াসের পৌত্র রাজকুমার জোরোবাবেল ও মহাযাজক যশুয়ে।

পরে সপ্তম মাস উপস্থিত হইলে প্রবাস-প্রত্যাগত যিহুদীরা যথাস্থানে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শাস্ত্রোক্ত যাগ-কর্ম্ম করিতে লাগিল। অনন্তর নূতন মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। সেই সময়ে পরমেশ্বরের স্তব করিতে করিতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিল; কিন্তু যে বৃদ্ধগণ পূর্ব্বমন্দিরের গরিমা দর্শন করিয়াছিল, তাঁহারা এই ভিত্তিমূল-স্থাপনের লঘিমায় ক্রন্দন করিল। মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যে যিহুদী-সমাজকে উৎসাহিত করিতে পরমেশ্বর আগ্গেয়ুস* ও জাখারিয়াসকে† প্রেরণ করিলেন। এই ভাববাদীদ্বয় বলিতেন, ভাবী ত্রাণকর্ত্তা নূতন মন্দিরে ও নূতন নগরে প্রবেশ করিবেন। শেষে বিংশতি-বর্ষের পর স্থপতিগণের কার্য্য সমাপ্ত হইলে যাজকবর্গ আনন্দোৎসবের মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন‡।

---

* "অনীক-নাথ বলেন, * * * স্বল্পকাল অতিবাহিত হইলে * * * সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জন আগমন করিবেন। * * * এই মন্দিরের উত্তর প্রতাপ পূর্ব্ব প্রতাপ হইতে মহত্তর হইবে। * * আমি এই স্থান শান্তিময় করিব"। ২।৭,৮,১০

† "অয়ি সিয়োন-কন্যা, সানন্দে স্তবগান কর; কারণ প্রভু বলিতেছেন, দেখ, আমি আসিতেছি, আমি তোমার মধ্যে অবস্থান করিব'। অয়ি সিয়োন-কন্যা উল্লাস কর। অয়ি যেরুশালেম-কন্যা হর্ষনাদ কর। অহো! তোমার অধীশ্বর তোমার সমীপে আগমন করিতেছেন। তিনি ন্যায়াধার ও পরিত্রাতা। তিনি নম্র-প্রকৃতি, গর্দ্দভ-বাহন গর্দ্দভীর শাবকে উপবিষ্ট। * * তিনি জাতিবৃন্দকে শান্তির কথা বলিবেন; তাঁহার রাজ্য সাগর হইতে সাগর যাবৎ, নদ-নদী হইতে পর্ব্বত-প্রান্ত যাবৎ বিস্তৃত হইবে। * * * তাহারা আমার বেতন ত্রিংশ রৌপ্য মুদ্রা স্থির করিয়া তৌল করিল। অনন্তর প্রভু আমাকে বলিলেন, মহার্ঘ মূল্য উহাদের বিচারে আমি অবধারিত হইয়াছি, উহা কুম্ভকারের ভাণ্ডারে নিক্ষেপ কর। ইহাতে আমি সেই ত্রিংশ রৌপ্য মুদ্রা লইয়া প্রভুর মন্দিরে কুম্ভকারের ভাণ্ডারে নিক্ষেপ করিলাম। * * * তাহারা আমাকে বিদ্ধ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে * * *। সেই দিবসে দাবিদ-কুলের ও যেরুশালেম-নিবাসীদের পাপক্ষালনার্থে একটী উৎস উদ্‌ঘাটিত হইবে। * * * মেষ-পালককে আঘাত কর, তাহাতে মেষ-যূথ বিক্ষিপ্ত হইবে"। ২।১০; ৯।৯, ১০; ১১।১২, ১৩; ১২।১০; ১৩।১, ৭।

‡ প্রথম মন্দিরের সমুচ্ছেদ-কালে ভাববাদী যেরেমিয়াস নিয়ম-সম্পুট, ধূপ-বেদী ও মোইসেসের সমকালীন পটমন্দিরের অবশিষ্টাংশ নেবো-পর্ব্বতে লুকাইয়া রাখেন। উত্তর-কালে সেই স্থান অজ্ঞাত হয়। পরমেশ্বরের বিনা আদেশে যিহুদী-সমাজ নূতন নিয়ম-সম্পুট নির্ম্মাণ করিতে সাহসী না হওয়ায় নব-নির্ম্মিত মন্দিরে এই অত্যাবশ্যক দ্রব্যটার অভাব হইল। নিয়ম সম্পুট যে স্থানে থাকিত, তাহা একখণ্ড প্রস্তরে চিহ্নিত হইল। মহা-প্রায়শ্চিত্তের দিনে নিয়ম-সম্পুটে যে নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, নূতন মন্দিরে তাহা ঐ প্রস্তরোপরি অনুষ্ঠেয় হইল। যে যুগে সত্য নিদর্শনের স্থান অধিকার করিবে, ভাবি ত্রাণকর্ত্তার সেই যুগের নিমিত্ত খ্রীষ্টানুজীবিগণকে প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর পুরাতন নিয়মের এই পরমপবিত্র বস্তু অপনীত করাইলেন। বস্তুতঃ পুণ্য-ভরিত, পরম-গহন যে বেদি-সমুদ্ধাকে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীযীশু খ্রীষ্ট সশরীরে নিত্য বিদ্যমান, নিয়ম সম্পুট তাহারই নিদর্শন ছিল

শাস্ত্রাভিজ্ঞ অধ্যাপক এস্রাস প্রবাসীত যিহুদীদের দ্বিতীয় সঙ্ঘ স্বদেশে আনয়ন করিলেন। অতঃপর পারশ্য-সম্রাটের যিহুদী-জাতীয় পাত্রবাহক নেহেমিয়াস যেরুশালেম-নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিবার রাজাদেশ লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সামারিয়ার অধিবাসিগণ পুরঃনিবেশের প্রতি-রোধ করিতে সচেষ্ট হইলে নেহেমিয়াসের আদেশে প্রাকারোপরি দিবারাত্র সশস্ত্র রক্ষিবর্গ থাকিত, অবশিষ্ট যিহুদীরা কর্ম্ম করিত। নেহেমিয়াসের সময়েই পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী মালাখিয়াস* শ্রুতি-প্রকাশ করেন।

২। এস্থেরের উপাখ্যান

(এস্থের, ২য়—১০ম সর্গ)

"প্রভুই নির্ধন ও সধন করেন, তিনিই অবনত ও উন্নত করেন"। ১ম রাজবংশ-চরিত২।৭।

পারসিক সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বহু যিহুদী স্থায়ী হইল; যাহারা রাজধানী সুসানে থাকিল, তাহাদের মধ্যে বেঞ্জামিন-বংশের মার্দোখায় উল্লেখ্য। মার্দোখায় তাঁহার পিতৃব্য-কন্যা, মাতা-পিতৃ-বিহীনা এস্থেরকে প্রতিপালন করেন। কালক্রমে সম্রাট আস্সুয়েরুস এস্থেরের রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হন ও তাঁহার বংশাদির বিষয় অনুসন্ধান না করিয়াই তাহাকে বিবাহ করেন। এস্থের পট্-মহিষী হইলে তাঁহার কুশল-প্রশ্ন করিতে মার্দোখায় প্রত্যহ রাজ-প্রাসাদে যাইতেন। একদিন মার্দোখায় অলক্ষিতে জানিতে পারিলেন, প্রাসাদের দুই দৌবারিক রাজ-হত্যার সঙ্কল্প করিতেছে। তিনি অবিলম্বে সেই সমাচার এস্থেরকে জানাইলেন, এস্থের মার্দোখায়ের নাম করিয়া তাহা সম্রাটকে বলিলেন। অনুসন্ধানে দৌবারিকদ্বয়ের অপরাধ প্রতিপন্ন হইলে ঘাতক তাহাদিগকে বধ করিল ও বৃত্তান্তটী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইল।

*"অনীক-নাথ বলিতেছেন, তোমাদের প্রতি আমার কিছুমাত্র সন্তোষ নাই, আমি তোমাদের হস্ত হইতে নৈবেদ্য গ্রহণ করিব না। কারণ সূর্য্যোদয় হইতে অস্তগমন যাবৎ পর-জাতীয়দের মধ্যে আমার নামের সঙ্কীর্ত্তন হইবে, প্রত্যেক স্থানে আমার নামোদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে, বিশুদ্ধ নৈবেদ্য উপহৃত হইবে। * * * দেখ, আমি নিজ-দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে"। ১।১০, ১১ ; ৩।১।

সেই সময়ে সম্রাট্ তাঁহার প্রিয়-বয়স্য আমানকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। প্রজাগণ আমানের সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু মার্দ্দোখায় এই রাজাদেশ পালন করিলেন না; যে সম্মান কেবল পরমেশ্বরের প্রাপ্য, তিনি তাহা মানবকে প্রদর্শন করিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে কোপ-জ্বলিত হইয়া উদ্ধত আমান পারসিক সাম্রাজ্যের সমস্ত যিহুদীকে বিনাশ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল। একদিন সে সম্রাটের সন্নিধানে নিবেদন করিল, যিহুদীরা সাম্রাজ্যের ব্যবহার-বিধি অবজ্ঞা করে; তাহারা রাজদ্রোহী, অতএব তাহাদের সমুচ্ছেদের আদেশ হউক। হবুচন্দ্র মন্ত্রীর এই নৃশংস প্রস্তাবে গবুচন্দ্র সম্রাট্ সম্মত হইলেন। অতঃপর সম্রাটের মুদ্রাঙ্কিত রাজশাসন বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিয়া আমান ঘোষণা করিল, দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে সাম্রাজ্যের সমস্ত যিহুদী নির্ব্বিশেষে সমচ্ছিন্ন হইবে।

সুসানে পূর্ব্বোক্ত রাজ-শাসন প্রচারিত হইল। তচ্ছ্রবণে মার্দ্দোখায় তীব্র-শোক-সমাবিষ্ট হইলেন; তিনিই যে স্বজাতীয়দের আসন্ন-সর্ব্বনাসের মূল কারণ, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি এস্থেরকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন ও তাঁহাকে সম্রাটের সন্নিধানে যাইয়া স্বজাতীয়দের প্রাণরক্ষার্থে উদ্যোগিনী হইতে নির্ব্বন্ধ করিলেন। এস্থের মার্দ্দোখায়কে জানাইলেন, দিবসত্রয় যাবৎ সমস্ত যিহুদীকে নির্জ্জন উপবাস করিতে হইবে, তিনিও দাসীদের সহিত নিরম্বু উপবাস করিবেন; তাহার পর তিনি ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও সম্রাটের সন্নিধানে যাইবেন ও সেই অপরাধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও করিবেন*। তৃতীয় দিবসে এস্থের সম্রাটের সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ্ঞি, তোমার প্রার্থনা কি? তুমি সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করিলেও তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইবে"। সুযোগ লাভ করিয়া এস্থের তাঁহার বাস-ভবনে সম্রাটকে ও আমানকে রাজ-ভোগে নিমন্ত্রণ করিলেন। সম্রাট আমানের সহিত যথাসময়ে এস্থের-নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভোজন-কালে এস্থেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ্ঞি, তোমার প্রার্থনা কি"? এস্থের বলিলেন, তাঁহার নিকেতনে আমানের সহিত সম্রাট্ কল্য পুনর্ব্বার রাজ-ভোগে

* কেহ অনাহূত হইয়া রাজ-সন্নিধানে গমন করিলে পারস্যের ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

আগমন করিলে তিনি স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিবেন। সেই দিন এস্থেরের বাস-ভবন হইতে আমান হৃষ্টচিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইল, কিন্তু রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপবিষ্ট মার্দ্দোখায় তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান না হওয়ায় ও প্রণিপাত না করায় সে তাঁহার প্রতি কোপজ্বলিত হইল ও তাহার পত্নীর উপদেশানুসারে এক বধ্যকাষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইল। সে মনে করিল, সম্রাটের সম্মতি অনায়াসে লাভ করিয়া ঐ বধ্যকাষ্ঠে মার্দ্দোখায়কে হত্যা করাইবে।

সেই রাত্রিতে সম্রাটের নিদ্রাভাব হইলে তিনি পরিচারকগণকে তাঁহার সম্মুখে সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিতে বলিলেন; তদনুসারে ইতিহাস পঠিত হইল। তাহার এক স্থানে লিখিত ছিল, "যিহুদী মার্দ্দোখায় একদা বিশ্বাস-ঘাতক দ্বৌবারিকদ্বয়ের কপট প্রবন্ধ হইতে সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন"। ইহা শ্রবণ করিবামাত্র সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্দ্দোখায় এই মহোপকারের উপযুক্ত কি সম্মান ও পারিতোষিক লাভ করিয়াছে"? পরিচারকগণ নিবেদন করিল, তিনি কোন রাজপ্রসাদই লাভ করেন নাই। অতঃপর বিনিদ্র সম্রাট পঠ্যমান ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কালক্ষেপ করিলেন। মার্দ্দোখায়কে হত্যা করাইবার নিবেদন করিতে আমান প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইল। সে সম্রাটের শয়নাগারে প্রবেশ করিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহাকে সমাদর করিতে সমুৎসুক, তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য"? আমান মনে করিল, সম্রাট তাহাকেই সম্মানিত করিবেন। সে ঝটিতি বলিল, "মহারাজ, তিনি রাজবেশ ও রাজমুকুট ধারণ করিয়া রাজ-বাহক অশ্বে আরোহণ করিবেন। মুখ্য-কুলীনদের একজন তাঁহার পরিচারক হইবে। রক্ষিবর্গ রাজোপকরণ লইয়া তাঁহার সহিত রাজপথে পর্য্যটন করিতে করিতে ঘোষণা করিবে, "সম্রাট যাঁহাকে সমাদর করিতে সমুৎসুক, তিনি এই প্রকারে সম্মানিত হন"। মহারাজ, যিনি আপনার প্রীতিপাত্র, তাঁহার প্রতি এতাদৃশ আচরণই সমুচিত"। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যাও, যিহুদী মার্দ্দোখায়ের প্রতি তোমার সমুচিত প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য কর"।

সম্রাটের আদেশ যথাযথ পালন করিয়া ভগ্ন-সঙ্কল্প, দুঃখিত-চিত্ত আমান স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। সম্রাজ্ঞী এস্থেরের প্রস্তুত ভোজ্যে আমানকে আহ্বান করিতে রাজপুরুষগণ অনতিবিলম্বে তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। অনন্তর সে সম্রাটের সহিত মহারাজ্ঞীর নিকেতনে গমন করিল। ভোজনকালে

সম্রাট পুনর্ব্বার সম্রাজ্ঞী এস্থেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ্ঞি, তোমার প্রার্থনা কি? তুমি সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করিলেও তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইবে”। এস্থের বলিলেন, “মহারাজ, আমার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে আমার প্রাণরক্ষা করুন; আমাদের সকলকেই নির্ব্বিশেষে হত্যা করিবার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে”? সম্রাট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই দুষ্কর্ম্ম করিতে কে সাহসী হইয়াছে”? এস্থের বলিলেন, “সে আমাদের শত্রু, নরাধম এই আমান”। এস্থেরের বাক্যে আমান ভয়-বিহ্বল হইল। সম্রাট ক্রোধবশতঃ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পরে এক ভৃত্য তাঁহাকে বলিল, “মহারাজ, মার্দ্দোখায়ের প্রাণবিনাশার্থে আমানের নির্ম্মাপিত বধ্যকাষ্ঠ তাহার গৃহে স্থাপিত আছে”। সম্রাট সক্রোধে বলিলেন, “তাহাতেই আমানকে হত্যা কর”। এই প্রকারে আমানের প্রাণদণ্ড হইল। মার্দ্দোখায় তাহার পদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর সম্রাট নূতন রাজাদেশ প্রচলিত করাইয়া যিহুদীদের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই আশাতীত বিপদুদ্ধারের স্মরণার্থে বর্ষে বর্ষে পালনীয় ‘ফুরীম’-পর্ব্ব* প্রতিষ্ঠিত হইল।

৩। প্রজ্ঞা ও প্রবক্তা

সম্রাট কিরুসের পর যাহারা পারস্যের চক্রবর্ত্তী হন, তাঁহাদের রাজ্যকালে স্বদেশ-প্রত্যাগত যিহুদীরা ও তাহাদের কুল-সন্ততি দ্বিশত-বর্ষ যাবৎ সুখেই ছিল। পারসিক সাম্রাজ্যের সহিত যুদেয়া-দেশ ৩৩২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মাচেদোনিয়ার দিগ্বিজয়ী সম্রাট সেকন্দরের হস্তগত হইলে তাহারা কুশলে ছিল। সেকন্দর তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। কিন্তু ৩৩৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তাহার মৃত্যুর পর মাচেদোনীয় সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইলে যুদেয়া-দেশ তাঁহাদের বিবাদ-বিষয় হইয়া রণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, যিহুদী-জাতির

* ‘ফুরীম’-শব্দের অর্থ অক্ষপাত। আমান অক্ষপাত-দ্বারা যিহুদী-হত্যার দিন নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। তাহার নাম ধিক্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই যিহুদীরা পর্ব্বটার নাম ‘ফুরীম’ করে। জাতীয়-পঞ্জিকার দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে উপবাস করিয়া যিহুদী-সমাজ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে পর্ব্বটা যথাবিধি পালন করে। উপাসনা-কালে এস্থেরের উপাখ্যান পঠিত হয় ও আমানের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র উপাসকগণ এককালে চীৎকার করিয়া বলে, “উহার নাম বিলুপ্ত হউক, দুষ্কৃতের নাম বিলুপ্ত হউক”।

দুর্গতিরও আরম্ভ হয়। সেনাপতি লায়োমেদোন প্রথমতঃ সিরিয়া ও যুদেয়ার রাজা হন, কিন্তু তোলেমি লাগি অচিরে লায়োমেদোনের রাজ্য আক্রমণ ও যেরুশালেম জয় করিয়া দ্বিলক্ষ যিহুদীকে মিসরে নির্ব্বাসিত করেন। তোলেমি লাগির উত্তরাধিকারী তোলেমি ফিলাদেল্‌ফুসের রাজ্যকালে ৭২ জন যিহুদী-পণ্ডিত পুরাতন নিয়ম গ্রীক-ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহাদের সংখ্যানুসারে এই লোক-প্রসিদ্ধ অনুবাদের নাম "সেপ্তুয়াজিন্ত"। শেষে সিরিয়াদেশে সেলয়ুকস্ নিকাতোরের প্রতিষ্ঠিত রাজ-বংশ ২০৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পালেষ্টাইন হস্তগত করে। মাখাবী-বংশের অভ্যুদয়-কাল যাবৎ সেলয়ুকস্ নিকাতোরের উত্তরাধিকারীগণ যিহুদী প্রজাবর্গকে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে তাহাদের প্রতি দুঃসহ উপদ্রব করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত 'প্রজ্ঞা'-গ্রন্থ ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ও 'প্রবক্তা' ১৮০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মিসর-দেশে বিরচিত হয়। 'প্রজ্ঞার' কতিপয় বচন এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ঃ—"ধার্ম্মিকদের আত্মা পরমেশ্বরের হস্তগত ; মৃত্যু-যাতনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। অজ্ঞানীর সম্মুখে তাঁহারা মৃতবৎ ; তাহাদের প্রস্থানই অমঙ্গল আমাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের প্রয়াণ সমুচ্ছেদ ; কিন্তু তাঁহারা শান্তিতে থাকেন। তাহারা মনুষ্যের সমক্ষে যাতনা-গ্রস্ত হইলেও অমৃতত্বের আশায় পরিপূর্ণ। স্বল্প-বিষয়ে ব্যথিত হইলেও তাঁহারা বহু-বিষয়ে সুস্থিত হইবেন ; কারণ পরমেশ্বর তাঁহাদের পরীক্ষা করিয়াছেন ও তাঁহাদিগকে স্বযোগ্য দেখিয়াছেন। আগুনে স্বর্ণ যেমন পরীক্ষিত হয়, তেমনি তাঁহাদিগকে তিনি পরীক্ষা-সিদ্ধ করিয়াছেন ও হোম-বলিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন" ৩।১ ৬।

"সেই সময়ে সাধুরা তাঁহাদের পীড়কদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আকস্মিক নিস্তারে তাহারা বিস্মিত হইবে, মনস্তাপে হাহারব করিয়া পরস্পর বলিবে, 'ইহাঁদিগকেই আমরা এক সময়ে উপহাস করিতাম, ধিক্কারের বিষয়ীভূত করিতাম। মূর্খ আমরা মনে করিতাম, ইহাঁদের জীবন উন্মাদ-যুক্ত, পরিণাম লজ্জাকর। অহো! ইহাঁরা ভগবৎ-সন্তানগণের মধ্যে কেমন সঙ্কলিত হইয়াছেন, সিদ্ধ সমবায়ের অংশী হইয়াছেন! ফলতঃ সত্য-পথ হইতে আমরা বিভ্রষ্ট হইয়াছি। গর্ব্বে আমাদের কি উপকার হইয়াছে? ধন-দর্পেই বা আমাদের কি লাভ হইয়াছে? তৎ-সমুদয় ছায়ার সদৃশ অতীত

হইয়াছে”। ৫।১—৯; ১৪। * * * পাতকিগণ নরকে এই প্রকারের কথা বলিল।

যেরুশালেম-নিবাসী সিরাখের পুত্র যীশু ‘প্রবক্তা’ রচনা করেন. তাঁহার নীতি-বাক্যের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল :—

“উপাসনায় উপস্থিত হইবার সময়ে তোমার মন পরীক্ষার্থে প্রস্তুত করিবে। বিনীত ও সহিষ্ণু হইবে। ধৈর্য্যের সহিত পরমেশ্বরের সেবা করিবে। পরমেশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইবে। তোমার স্কন্ধে যাহা ন্যস্ত হইবে, তাহা সর্ব্বথা ধারণ করিবে। দুঃখের সময়ে সহিষ্ণু হইবে, তোমার দুরবস্থায় ধৈর্য্য রক্ষা করিবে। কারণ স্বর্ণ-রৌপ্য অগ্নিতে পরীক্ষিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় মনুষ্যগণ দুরবস্থার চুল্লীতে পরীক্ষিত হন। পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাবান থাকিবে, তিনিই তোমাকে স্বস্থ করিবেন ; তোমার পথ সরল কর এবং প্রভুতেই শ্রদ্ধান্বিত থাকিও। ২।১—৬।

“সর্পের সম্মুখ হইতে যেমন পলায়ন কর, পাপ হইতে তেমনি পলায়ন করিবে ; কারণ তুমি তাহার নিকটে গেলে তাহা তোমাকে দংশন করিবে। পরাৎপর পাপীকে ঘৃণা করেন, কিন্তু তিনি অনুতপ্তের প্রতি সদয়। পাপোপরি পাপ যোগ করিয়া বলিবে না, ‘প্রভুর কারুণ্য মহৎ, আমার পাপের বাহুল্য হইলেও তিনি সদয় হইবেন’। প্রভুর প্রতি পরিবৃত্ত-মুখ হইতে বিলম্ব করিবে না, তদ্বিষয়ে প্রত্যহ দীর্ঘ-সূত্রী হইবে না ; কারণ সহসা তাঁহার ক্রোধোদয় হইবে”। ২১।২ ; ১২।৩ ; ৫।৫—৮।

বাক-সংযম -“যাহার বাক্য কলঙ্কিত হয় নাই, সেই ধন্য। যে বাচাল, সে নিজের অপকার করে। অসির আঘাতে অনেক লোক নিহত হইয়াছে, কিন্তু যত লোক নিজ-জিহ্বার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তত নহে।”

“তোমার প্রতিবেশী তোমার অপকার করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবে ; তাহা হইলে তোমার প্রার্থনার ফলে তোমার পাপেরও ক্ষমা হইবে। মানব মানবের প্রতি ক্রোধ পোষণ করে ; সে কি ভগবৎ-সমীপে আরোগ্য প্রার্থী হয় ? মানবের প্রতি যে সদয় নহে ; সে কি নিজ-পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে ? তোমার অন্তিম বিষয়াদি স্মরণ কর, শত্রুতা হইতে নিবৃত্ত হও”। ২৮।১—৪, ৬।

“বাচাল মনুষ্যের সহিত কলহ করিবে না, তাহার অগ্নিতে ইন্ধন রাশীভূত করিবে না। শুভাশুভ, জীবন-মরণ, দৈন্য-ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের সংবিহিত। যে

তিন্দু স্পর্শ করে, সে তদ্দ্বারা মলিনিত হয়। উপাসনার পূর্ব্বে তোমার মন উদ্যুক্ত করিবে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের পরীক্ষা করে, তাহার সদৃশ হইবে না।”
৮।৩ ; ১১।১৪ ; ১৩।১ ; ১৮।২৩।

“মনে রাখিবে, মৃত্যু মন্দ-গতি নহে। হে মৃত্যু যে নিজ-বিত্তে সুখ-ভোগী, তোমার স্মরণ তাহার পক্ষে কেমন তিক্ত! তোমার সকল কার্য্যেই তোমার অন্তিম পরিণাম স্মরণ করিবে, তাহাতে তুমি কখনও পাপ করিবে না”।
১৪।১২ ; ৪১।১ ; ৭ ৪০ ।

৪। হেলিয়োদোরুসের মন্দির লুণ্ঠনের প্রয়াস

(মাখাবীবংশ-চরিত, ২য় ভাগ, ৩য় সর্গ)

“তাঁহার নাম পবিত্র ও ভয়াবহ”। সাম ১১০।৯

সিরিয়া-রাজ সেলয়কুশের রাজ্যকালে পুণ্যতীর্থ যেরুশালেম সর্ব্বথা নিরুপদ্রব ছিল। মহাযাজক ওনিয়াসের ধর্ম্মনিবন্ধ-বশতঃ শাস্ত্র-বিধান যথাযথ পালিত হইত। রাজ-রাজন্যগণ নানাবিধ মহার্ঘদানে মন্দিরের গৌরব বর্দ্ধন করিতেন। যাগ-যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হইত, সেলয়কুশ তাহা রাজস্ব হইতে প্রদান করিতেন। কিন্তু মহাযাজকের শত্রু, মন্দিরাধ্যক্ষ সিমোন একদা বৈর-নির্যাতনার্থে রাজ-সন্নিধানে নিবেদন করিল, মন্দিরে প্রভূত ধন আছে, তাহা অনায়াসে রাজার হস্তগত হইতে পারে। লোভাকৃষ্ট রাজা তাঁহার কর্ম্ম-সচিব হেলিয়োদোরুসকে সেই ধন অপহরণ করিতে যেরুশালেমে প্রেরণ করিলেন।

হেলিয়োদোরুস যথা-সময়ে যেরুশালেমে উপস্থিত হইল। মহাযাজক তাহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মন্দিরের ধন বিধবা ও মাতাপিতৃহীনগণের অনন্য জীবনোপায়; তাহার একাংশ হির্কানুস-নামা নাগরিকের, সে তাহা সুরক্ষণার্থে মন্দিরে রাখিয়াছে। কিন্তু হেলিয়োদোরুস বলিল, রাজাজ্ঞানুসারে সে মন্দিরের সমস্ত ধন রাজধানীতে নিশ্চিত প্রেরণ করিবে।

হেলিয়োদোরুস ও তাহার অনুচরগণ মন্দিরের কোষাগারে প্রবেশ করিল সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপস্থিতির প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রদর্শন

করিলেন। তাঁহার ভীম-প্রতাপে তাহারা সহসা ভয়-বিপ্লুত ও মূর্চ্ছিত হইল। ফলতঃ সেই সময়ে বহুমূল্য আচ্ছাদনে ভূষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া এক ভীম-দর্শন বীর-পুরুষ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও পূর্ব্বপাদদ্বয়ে হেলিয়োদোরুসকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত দুই তেজস্বী, পরম-শোভন যুবকেরও আবির্ভাব হইল; তাঁহারা হেলিয়োদোরুসের উভয়-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। শেষে হেলিয়োদোরুস ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইল! বিস্মিত দর্শকগণ তাহাকে শিবিকা-যোগে বাহিরে লইয়া গেল! পরমেশ্বরের অভিশাপে তাহার বাগরোধ হইয়াছিল।

হেলিয়োদোরুসের কতিপয় মিত্র ওনিয়াসকে পরাৎপর পরমেশ্বরের সমীপে তাহার জীবন প্রার্থনা করিতে অনুনয় করিল। তদনুসারে মহাযাজক যে সময়ে হেলিয়োদোরুসের চেতনাগম প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত যুবকদ্বয় তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহাযাজক ওনিয়াসের সাধুবাদ কর; তাঁহার নিমিত্তই প্রভু তোমাকে প্রাণ-দান করিলেন। সর্ব্ব-সমক্ষে পরমেশ্বরের অদ্ভুত-কর্ম্ম ও প্রতাপ ঘোষণা কর"। অনন্তর তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। হেলিয়োদোরুস সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরোদ্দেশে বলি-দান ও ব্রত সংগ্রহ করিল ও মহাযাজক ওনিয়াসের সাধুবাদ করিয়া অনুচরগণের সহিত রাজ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরমেশ্বরের অদ্ভুত-কর্ম্ম সর্ব্বজন-সমক্ষে ঘোষণা করিয়া সে রাজাকে বলিল, "মহারাজের কোন শত্রু থাকিলে তাহাকে ঐ স্থানে প্রেরণ করিবেন; সে পলায়ন করিয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে পারিলেও তাহাকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইবে, কারণ যিনি স্বর্গ-নিবাসী তিনিই ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতা ও রক্ষক"।

৫। ধর্ম্মরক্ষার্থে এলিয়াসারের প্রাণবিসর্জ্জন

(মাখাবীবংশ-চরিত, ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সর্গ)

"আমার নিমিত্ত যে প্রাণ-বিসর্জ্জন করে, সে তাহা রক্ষা করিবে"। শ্রীমার্ক ৮।৩৫

সিরিয়া-রাজ আন্তিয়োখুস যেরুশালেমে ও যুদেয়ার নগরে নগরে রাজ-শাসন প্রেরণ করিয়া ঘোষণা করাইলেন, সমস্ত যিহুদী, বিজাতীয় পৌত্তলিকদের

প্রচলিত আচার-ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করিবে, অন্যথা তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। তথাপি বহু যিহুদী প্রাণ-বিসর্জ্জন করিল, কিন্তু প্রতিমা-পূজায়, অভক্ষ্য ভক্ষণে পাপলিপ্ত হইল না। সেই সময়ে নবতি বর্ষীয় এলিয়াসার শাস্ত্রজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। বৃদ্ধ এলিয়াসার শূকর-মাংস ভক্ষণ করিতে নির্ব্বন্ধ হইলেন। তাঁহার সুহৃদগণ পরামর্শ করিলেন, তাঁহারা শুচিমাংস প্রেরণ করিবেন ও এলিয়াসার প্রাণরক্ষার্থে শূকর-মাংস ভক্ষণের ব্যাজেও আহার করিবেন। কিন্তু এলিয়াসার বলিলেন, "আমার শেষকালে ব্যাজ শোভন নহে। যুবকগণ মনে করিতে পারে, এলিয়াসার নবতি বর্ষে স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া প্রতিমাপূজক হইয়াছে; এই প্রকারে তাহারাও প্রতারিত হইবে, আমার বার্দ্ধক্যও কলঙ্কিত, ধিক্কৃত হইবে। সম্প্রতি মনুষ্য-প্রণীত দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের হস্ত হইতে আমি বিমুক্ত হইতে পারিব না। অতএব ইহলোক হইতে পৌরুষের সহিত প্রস্থান করিয়া আমি যুবকগণকে আচার-নিষ্ঠার আদর্শ দান করিব"। এই প্রত্যুক্তির পর এলিয়াসার বধ্যস্থানে নীত হইলেন ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে পৌরুষের সহিত প্রাণব্যয় করিলেন।

৬। মাখাবী-সন্তানগণ

(মাখাবীবংশ-চরিত, ২য় ভাগ, ৭ম সর্গ)

"যাহারা ধর্ম্মার্থে উপদ্রুত, তাহারাই ধন্য; কেননা স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই"। শ্রীমাথেয় ৫।১০।

রাজা আন্তিয়োখুসের আদেশে একটী বিধবা ও তাহার সপ্তপুত্র কারাবদ্ধ হইলেন; তাঁহারাও শূকর-মাংস ভক্ষণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘণ করিয়া রাজাজ্ঞানুবর্ত্তী না হওয়ায় তাঁহাদের দেহ বেত্রাঘাতে ও কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইল। তথাপি বিধবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিলেন, "আমরা মরণোদ্যত, কিন্তু কস্মিন্‌কালেও শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিব না"। এই প্রত্যুত্তরে কোপাকুল হইয়া রাজা আদেশ করিলেন, ঘাতকগণ তৎক্ষণাৎ সেই যুবকের জিহ্বা-মূল ছেদন, মস্তকের চর্ম্ম উন্মোচন, হস্তপদাগ্র কর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় কটাহে ভর্জন করিল। যে সময়ে সেই বীর-যুবক মাতা ও ভ্রাতৃগণের সমক্ষে নিপীড়িত হইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা

পরস্পর উৎসাহিত করিয়া বলিতেছিলেন, তাঁহারাও বীরবৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। পরে ঘাতকগণ সেই বিধবার দ্বিতীয় পুত্রকে ধরিল ও তাঁহার মস্তকের ত্বক্ উন্মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি রাজাজ্ঞায় শূকর-মাংস
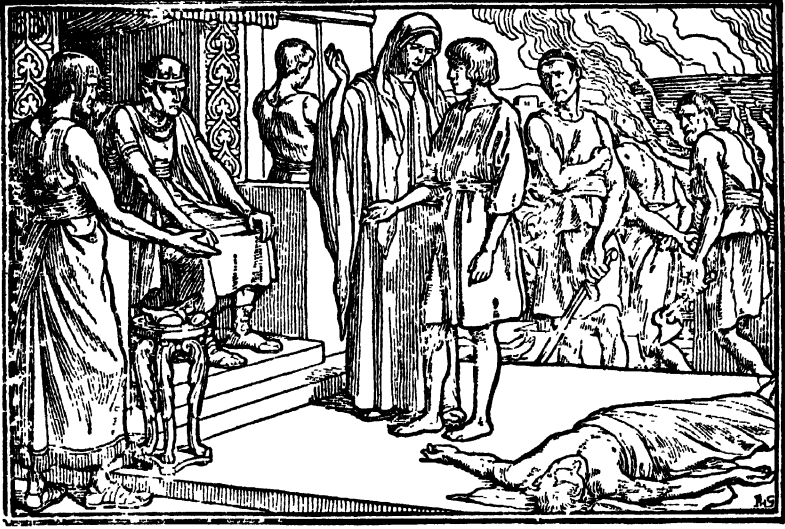
ভক্ষণ করিবেন কি না; তিনিও স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শেষে তিনি মরণোন্মুখ হইয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ নরাধম! তুমি আমাদের ইহ-জীবন বিনাশ করিতেছ, কিন্তু পুনরুত্থানের দিনে জগদীশ্বর আমাদিগকে সমুত্থাপন করিয়া অমৃতত্ব প্রদান করিবেন"। বিধবার তৃতীয় পুত্র উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "এই হস্তদ্বয় পরমেশ্বরের দান, পরমেশ্বরই আমাকে তাহা পুনঃপ্রদান করিবেন"! যুবকটী সকল-যাতনা উপেক্ষা করিলেন, তাঁহার পৌরুষে রাজাও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

সেই বীর-প্রসবার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্রও বীরবৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। চতুর্থ পুত্র মরণোন্মুখ হইয়া বলিলেন, "পরমেশ্বরের কৃপায় মৃতোত্থিত হইবার ও তাঁহার আশ্রয় লাভ করিবার আশাবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যহস্তে মৃত্যু তুচ্ছ"। পঞ্চম পুত্র রাজাকে বলিলেন, "মনে করিবেন না, পরমেশ্বর আমাদের জাতিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপ আপনি সন্দর্শন করিবেন, আপনাকে ও আপনার বংশকে তিনি যে প্রকারে যাতনাগ্রস্ত করিবেন, তাহাও আপনার নয়নগোচর হইবে"। ষষ্ঠ পুত্র বলিলেন, "প্রতারিত

হইবেন না; পরমেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হওয়ায় আপনার সমুচিত দণ্ড হইবে"।

পূর্ব্বোক্ত যুবকগণের অলৌকিক পৌরুষে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিরিয়া-রাজ দিব্য করিলেন, বিধবার কনিষ্ঠ পুত্র স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে তিনি বালকটীকে প্রচুর অর্থদানে সুস্থিত করিবেন। কিন্তু সুকুমার বালকটী অবিচল থাকিলে রাজা সেই প্রাতঃস্মরণীয়া বীর-প্রসবিনীকে আমন্ত্রণ করিলেন ও নিজ পুত্রকে প্রাণ রক্ষার্থে নির্ব্বন্ধ করিতে বলিলেন। সেই বীর-মাতা পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, দ্যুলোক ও ভূলোক নিরীক্ষণ কর। পরমেশ্বর অবস্তু হইতে উভয়-লোকের ও মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ক্রূর-কর্ম্মাকে ভয় করিও না। মৃত্যুকে পরিগ্রহ কর; স্বর্গে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকে পুনর্ব্বার ক্রোড়ে লইব"। জননী যে সময়ে পুত্রকে প্রাণবিসর্জ্জনে প্রোৎসাহিত করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে পুত্র ঘাতককে বলিলেন, "বিলম্ব কেন? আমি রাজা-জ্ঞানুবর্ত্তী হইব না; শাস্ত্রবিধানপালন করিব"। অতঃপর তিনি রাজার সম্মুখ হইয়া বলিলেন, "রাজন্, পরমেশ্বরের হস্ত হইতে আপনার নিস্তার নাই"। ইহাতে কুপিত হইয়া রাজা নিষ্ঠুরভাবে সেই বীর-বালককে হত্যা করাইলেন। শেষে ঘাতকের হস্তে জননীরও প্রাণান্ত দণ্ড হইল।

৭। ধর্ম্ম রক্ষণার্থে মাথাথিয়াসের মহোৎসাহ

(মাথাবীবংশ-চরিত, ১ম ভাগ, ২য় সর্গ)

"ধর্ম্মের নিমিত্ত আমরণ যুদ্ধ কর"। প্রবক্তা ৪।৩৩।

সেই সময়ে যূদেয়া-দেশের নোদিন-নগরে একটী যাজক ছিলেন। তাঁহার পঞ্চ পুত্রের নাম যোহন, সিমোন, যূদাস, এলিয়াসার ও যোনাথান। স্বজাতির দুর্দ্দশায় তাঁহারা অত্যন্ত মনোদুঃখে থাকিতেন। মোদিনের অধিবাসিগণকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম-ত্যাগ করাইতে এক দিন সেই নগরে রাজদূত আসিল। কিন্তু মাথাথিয়াস ও তাঁহার পুত্রগণ স্থিরচিত্তে থাকিলেন। এক যিহুদী প্রকাশে প্রতিমার সম্মুখে বলিদান করিতে উদ্যত হইলে মাথাথিয়াস তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন; আন্তিয়োখুসের দূতও নিহত হইলেন।

অনন্তর মাথাথিয়াস নগরমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যে ধর্ম্মবৎসল, সে আমার অনুগামী হউক"। অতঃপর তিনি পঞ্চ পুত্রের সহিত পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। যুদেয়ার বিক্রান্ত পুরুষগণ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে একটী সেনা রচিত হইল। সেই ধর্ম্মপর, স্বদেশভক্ত বীরগণ কাল-ক্রমে রাজসৈন্য পরাজিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রতিমা ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বৈদেশিক শত্রু হইতে ধর্ম্ম-রক্ষণে প্রবৃত্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর কৃতকার্য্য হইলেন।

মাথাথিয়াসের মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে তিনি পঞ্চ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, ধর্ম্ম-সংরক্ষণে উদ্যোগী থাকিবে। তোমাদের পিতৃ-পৈতামহিক নিয়মটির নিমিত্ত জীবনও বিসর্জ্জন করিবে। পরমেশ্বরে শ্রদ্ধান্বিত কেহই বিনষ্ট হয় না। দুর্জ্জনের তর্জ্জনে ভীত হইবে না; কেননা তাহার প্রতাপ সত্বর কীটের ভক্ষ্য হইবে। সর্ব্বদা তোমাদের ভ্রাতা সিমোনের আজ্ঞাবহ থাকিবে; সে তোমাদের পিতৃস্থানীয় হইবে। যুদাস তোমাদের নায়ক হইবে। তোমরা শাস্ত্রানুসারী সর্ব্বজনের আশ্রয় হইবে, স্বজাতীয়দের প্রতি উপদ্রবের নির্যাতন করিবে"। অনন্তর মাথাথিয়াস পঞ্চ-পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। মোদিনের সমাধি-ক্ষেত্রে পঞ্চ পুত্র পিতার সৎকার করিলেন; তাঁহার তিরোভাবে সমস্ত দেশ অশৌচ ধারণ করিল।

৮। যুদাস মাখাবেয়স

(মাখাবীবংশ-চরিত, ১ম ভাগ, ৩য়—৯ম সর্গ; ২য় ভাগ, ১২শ সর্গ)

"তোমরা জাগরূক থাক; শ্রদ্ধায় সুস্থির হও"। ১ম করিন্থীয় ১৬।১৩

মাথাথিয়াসের লোকান্তর গমনের পর তাহার পুত্র যুদাস মাখাবেয়স যিহুদী জাতির নায়ক হইলেন। যুদাসের ভ্রাতৃগণ ও পিত্রনুচরগণ তাঁহার সহায় হইলেন ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্ধারার্থে তাঁহারা সোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আন্তিয়োখুসের আদেশে সামারিয়ার শাসনকর্ত্তা আপোল্লোনিয়ুস ও সিরীয় সেনাপতি সেরোণ যুদেয়া-জয়ার্থে অভিযান করিলেন। যুদাস প্রস্তুত ছিলেন; তিনি রণাঙ্গনে আপোল্লোনিয়ুসকে বধ করিলেন ও তাঁহার

খড়্গ হস্তগত করিয়া সেরোণের সেনা-নিবেশাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য শত্রুর মহাসেনা দর্শনে ভীত হইলে তিনি বলিলেন, "ভয় করিও না, প্রভুই আমাদের সম্মুখে উহাদিগকে সমুচ্ছিন্ন করিবেন"। অনন্তর তিনি শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন; সেনাপতি গোর্গিয়াস ও লিসিয়াসও পরাজিত হইলেন। সিরীয় সৈন্য পরাজিত হইলে পর এদোমীয় ও ফিলিষ্টীয় সৈন্যও যূদাসের ভীষণ বিক্রমে ভগ্ন-দর্প হইল।

রণজয়ের পর সসৈন্য যূদাস সিয়োন পর্ব্বতে গমন করিলেন। যোদ্ধগণ সোদ্বেগে দেখিলেন, মন্দির জনশূন্য ও দূষিত, মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার দগ্ধ ও প্রাঙ্গণ জঙ্গলসম, মন্দিরের দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহারা মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে রণ-তূর্য্য বাদিত হইল ও যূদাস তাঁহার সহচরগণকে সমীপ-বর্ত্তী দুর্গের শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে বলিলেন। সেই দুর্গ হইতে শত্রু-সৈন্য বহিস্কৃত হইলে যোদ্ধগণ মন্দির পরিশুদ্ধ করিলেন, বেদী ও যজ্ঞ-ভাজনাদি পুনর্নির্ম্মান করিয়া মন্দিরমধ্যে দীপবৃক্ষ, ধূপবেদী ও দর্শনীয় রোটিকার আসন আনয়ন করিলেন ও বেদী-প্রতিষ্ঠানুরূপ মহোৎসব করিয়া অষ্টাহকাল যাবৎ শান্তি-হোম ও যাগ-যজ্ঞ করিলেন। অনন্তর সমুন্নত প্রাকার ও সুদৃঢ় অট্ট নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা সিয়োন-পর্ব্বত দুরাক্রম করিলেন।

মহার্ঘ লাভাশায় সিরিয়া-রাজ আন্তিয়োখুস অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত ইতি-পূর্ব্বে পারস্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ও যূদেয়ায় তাঁহার সমস্ত সৈন্যের পরাজয়-বার্ত্তা দূত-মুখে শ্রবণ করিলেন, প্রতিশোধার্থে দ্রুত-গতি হইয়া আন্তিয়োখুস সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি যেরুশালেমকে যিহুদ-জাতির শ্মশানে পরিণত করিব"। কিন্তু এক-দিন তিনি রথ হইতে দৈবাৎ পরিভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার শরীর দারুণ ক্ষত-বিক্ষত হইল। অতঃপর তিনি অসাধ্য-রোগ-গ্রস্ত হইলেন; তাঁহার শরীর কীট-সঙ্কুল ও মাংস বিগলিত হইল; তাঁহার শরীর-নিঃসৃত পূতিগন্ধে কেহই তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিত না। মৃত্যু-পথে তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি বলিলেন, "ভগবানের সেবা করাই ধর্ম্ম"। তিনি যূদেয়া-দেশ স্বতন্ত্র করিতে ও যেরু-শালেমের মন্দির মহার্ঘ দ্রব্যে বিভূষিত করিতে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু প্রভু রাজ-বাক্যে প্রণিধান করিলেন না। ফলতঃ সেই পাষণ্ড রাজার মৃত্যু অতি ভীষণ হইল।

অতঃপর সিরীয় সৈন্যাধিপতি তিমোথেয় যুদেয়া-জয়ার্থে মহাসেনার সহিত অভিযান করিলেন। যুদাস মাখাবেয়স ও তাঁহার সহচরগণ বেদীর পাদ-দেশে প্রণত হইয়া পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সজ্জিত হইয়া যেরুশালেম হইতে অভিযান করিলেন। তুমুল যুদ্ধের সময় স্বর্ণবল্গা-বিশিষ্ট, সুন্দর তুরঙ্গের পৃষ্ঠে সমারূঢ় পঞ্চবীর আকাশ-মণ্ডল হইতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ ও যিহুদী-সেনাগ্রে সংস্থিত হইলেন; তাঁহাদের দুইজন যুদাস মাখাবেয়সের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বাহুপ্রসারে তাঁহাকে সুরক্ষিত করিলেন ও তিনজন শত্রুসৈন্যের প্রতি শল্য, অগ্নি-বাণাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শত্রুসৈন্য হতবীর্য্য হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধের পর কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে সিরীয় সেনাপতি লিসিয়াস অশীতি সহস্র সৈনিক ও অশীতি হস্তীর সহিত যুদেয়া দেশ আক্রমণ করিলেন ও যুদাসের হস্তে পুনর্ব্বার পরাজিত হইলেন। পরে যুদাস ইদুমিয়ার মণ্ডলেশ্বর গোর্গিয়াসকে পরাভূত করিলেন, কিন্তু কতিপয় যিহুদী সৈনিক রণাঙ্গনে নিহত হইল। তাহাদের অন্ত্যকর্ম্ম করিতে আসিয়া যুদাস ও তাঁহার সহযোদ্ধগণ বিস্ময়ে দেখিলেন,

দেবতা-প্রতিমাকে নিবেদিত উপহার তাহাদের কঞ্চুকের মধ্যে গুপ্ত। তাদৃশ উপহারা-দান শাস্ত্র-বিরুদ্ধ; অতএব তাঁহারা অবধারণ করিলেন, শাস্ত্রাতিক্রমই তাহাদের অপমৃত্যুর কারণ। তাঁহারা পরমেশ্বরের সমীপে তাহাদের পাপমোচন

প্রার্থনা করিলেন। "পুনরুত্থান-তত্ত্ব যথার্থ, ধর্ম্মতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া যুদাস অর্থ সংগ্রহ করিলেন ও মৃতগণের পাপক্ষয়ার্থীয় শ্রাদ্ধ-কর্ম্মের নিমিত্ত যেরুশালেমে ১২০০০ রৌপ্য-মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। কেননা যাহারা নিহত হইয়াছিল, তাহাদের পুনরুত্থান-বিষয়ে, তাঁহার প্রত্যাশা না থাকিলে প্রার্থনা করা প্রয়োজনাধিক ও নিরর্থক হইত। তাঁহার প্রতীতি ছিল, যাহারা শ্রদ্ধাময় চিত্তে নিদ্রিত হয়, তাহাদের নিমিত্ত প্রচুর পারিতোষিক সঞ্চিত থাকে। অতএব মৃতগণের পাপমোচনার্থে প্রার্থনা করা পুণ্যময় ও হিতানুবন্ধীসংকল্প"। (মাখাবীবংশ-চরিত, ১২শ সর্গ, ৪৩—৪৬ শ্লোক)।

শেষে সিরিয়া-রাজ দেমেত্রিয়ুস যিহুদীজাতির বিরুদ্ধে তাঁহার সেনাপতি বাক্‌খিদেসকে মহাচমূর সহিত প্রেরণ করিলেন। বাক্‌খিদেসের সহিত যুদ্ধে যুদাস বীরবৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে তাঁহার ভ্রাতা যোনাথান ও সিমোন মোদিনে তাঁহার অন্ত্যকর্ম্ম করিলেন। যুদাসের তিরোভাবে যুদেয়া-নিবাসিগণ দীর্ঘকাল অশৌচ ধারণ করিল।

৯। যুদেয়া-দেশের শেষাবস্থা

(মাখাবীবংশ-চরিত, ১ম ভাগ, ৯ম— ১৩শ সর্গ)

যুদাস লোকান্তরগত হইলে যুদেয়া দেশের চতুঃসীমায় দুর্বৃত্তদের উপদ্রব হইল। তাহাতে যুদাসের সুহৃদ্‌গণ সমবেত হইয়া যোনাথানকে বলিলেন, "ভদ্র, আপনিই আমাদের নায়ক ও অগ্রযোধী হউন"। তদনুসারে যোনাথান নায়ক হইলে সিরীয় সেনাপতি বাক্‌খিদেস তাঁহাকে বধ করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া সসৈন্যে যুদেয়া-দেশ আক্রমণ করিলেন। যোনাথান স্বদেশজগণকে বলিলেন, "শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধারলাভার্থে তোমরা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও"। অনন্তর যুদ্ধ হইল; যোনাথান বিজয়ী হইলেন ও ভগ্নদর্প বাক্‌খিদেস তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। পরে রাজাসনের উত্তরাধিকার বিষয়ে সিরিয়ার রাজকুমারদের মধ্যে গৃহ-কলহ হইলে যোনাথান ও তাঁহার পরাক্রান্ত সৈন্যের সাহায্য বারম্বার যাচিত হইল। এই প্রকারে যোনাথান সুপ্রতিষ্ঠ হইলেন ও সিরিয়ার রাজকুমারদের অনুশাসনানুসারে যিহুদী জাতি বহুবিধ বিশেষাধিকার লাভ করিল। অধিকন্তু যোনাথান রোম-সম্রাটের ও স্পার্ত্তা-রাজের সহিত

কৃতসন্ধি হইলেন। কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী রাষ্ট্র পালনের পর তাঁহার মতি-বিভ্রম হইল; সিরিয়ার রাজপদাভিলাষী সেনাপতি ত্রিফোনের কপট-বচনে প্রতারিত হইয়া তিনি অল্প সৈন্যের সমভিব্যাহারে তোলেমায়িস নামক স্থানে গমন করিলেন ও পুত্রগণের সহিত নিহত হইলেন।

যোনাথানের অপঘাতের পর তাঁহার ভ্রাতা সিমোন রাষ্ট্রগোপ ও মহাযাজক হন। সিরিয়ার অধীনতা হইতে তিনিই স্বদেশ নির্ম্মুক্ত করেন ও জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে যেরুশালেমের দুর্গে সপ্রতাপে প্রবেশ করেন। স্বাধীন রাষ্ট্র-গোপ সিমোন টঙ্কশালায় নিজ মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইতেন। তাঁহার জীবিত-কালে যুদেয়া দেশে সর্ব্বথা নিরুপদ্রব ছিল; প্রজাগণ তাহাদের দ্রাক্ষা-কুঞ্জের ও উড়ুম্বর বৃক্ষের ছায়ায় নির্ব্বিঘ্নে বসতি করিত। দীন-বৎসল ও ধর্ম্মপর সিমোন নানাপ্রকারে মন্দির সমলঙ্কৃত করেন ও তাঁহার উদ্যোগেই মন্দিরের যজ্ঞভাজনাদি বহুলীকৃত হয়। কিন্তু শেষকালে তিনি সুখভাগী হন নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্য-লোভী জামাতা তোলেমি তাঁহাকে ও তাঁহার দুই পুত্রকে বধ করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র যোহন হির্কান্নুস পলায়নে প্রাণরক্ষা করিয়া শেষে যিহুদী জাতীর রাষ্ট্রগোপ ও মহাযাজক হন।

যোহন হির্কান্নুসের পুত্র প্রথম আরিস্তোবুলুস বৃথাভিমান বশতঃ ১০৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে রাজোপাধি ধারণ করেন। তাঁহার সময় হইতেই মাখাবী-বংশের ক্ষয়ারম্ভ হয় ও তাহার ফলে যিহুদী জাতির ধর্ম্মাচরণ ও সদাচার শিথিল হয়। আরিস্তোবুলুস লোকান্তরগত হইলে তাঁহার ভ্রাতা আলেক্সান্দের যান্নেয়ুস সপ্তবিংশতি বর্ষ যাবৎ (খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ১০৫—৭৮) রাজ্য করেন ও একবার ৬০০০ রাজদ্রোহী যিহুদীকে বধ করেন। আলেক্সান্দেরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা আলেক্সান্দ্রা দশ বর্ষ যাবৎ (খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ৭৮—৬৯) রাজ্য করেন। আলেক্সান্দ্রার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হির্কান্নুস ও দ্বিতীয় আরিস্তোবুলুসের মধ্যে সিংহাসন-রণ হয়। ভ্রাতৃ-কলহের সমাধান করিতে রোম-সম্রাট আহূত হন ও রোমক সেনাপতি পোম্পে যুদেয়ায় পদার্পণ করিয়া ৬৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে যেরুশালেম হস্তগত করেন। হির্কান্নুস মহাযাজকের পদে নিয়োজিত ও ইদুমেয়া-নিবাসী আন্তিপাত্রের আশ্রয়ে নামমাত্র রাষ্ট্রপাল হন। শেষে রোম-সম্রাটের ঘোষণা-নুসারে আন্তিপাত্রের পুত্র হেরোদ ৪০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে যিহুদী জাতির রাজা হন। প্রজারঞ্জনার্থে হেরোদ জোরোবাবেলের নির্ম্মিত মন্দির অতি-ব্যয়ে ক্রমশঃ

পুনঃসংস্কৃত করিয়া পরমশোভন করেন। হেরোদের অর্থ-ব্যয়ে নবীকৃত এই মন্দিরেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উত্তরকালে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

গতাবলোকন

পুরাতন-নিয়মোক্ত নিদর্শন

১। ত্রাণকর্ত্তার

(ক) ব্যক্তিগত (১) আদাম ; (২) আবেল ; (৩) নোয়ে ; (৪) মেল্‌খিসেদেখ ; (৫) ইসায়াক ; (৬) যোসেফ ; (৭) যোব ; (৮) মৈসেস ; (৯) যশুয়ে ; (১০) গেদেয়োন ; (১১) সামসোন ; (১২) দাবিদ ; (১৩) শলোমন ; (১৪) এলিয়াস ; (১৫) যোনাস।

(খ) বস্তুগত (১) মোরিয়া-পর্ব্বতের মেষ ; (২) যাকোবের স্বপ্নদৃষ্ট সোপান-পথ ; (৩) নিস্তার-পর্ব্বের মেষ ; (৪) মৈসেসের যষ্ট্যাঘাতে যে শৈল হইতে জল নিঃসৃত হয়, সেই শৈল ; (৫) পুরাতন নিয়মোক্ত যাগ-যজ্ঞ ; (৬) পিত্তলময় সর্প।

২। পবিত্র ক্রুশের

(১) জীবন-বৃক্ষ ; (২) জ্ঞান-বৃক্ষ ; (৩) মারার কাষ্ঠ ; (৪) আরোণের হরিত লগুড় ; (৫) যে দণ্ডোপরি পিত্তলময় সর্প উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই দণ্ড।

৩। ভগবজ্জননীর

(১) এভা ; (২) যুদিথ ; (৩) এস্থের।

৪। মণ্ডলীর

নোয়ের পোত।

৫। পুণ্যময় সংস্কার-কলাপের

(ক) দীক্ষা-স্নানের* : [১] ত্বক্‌-ছেদ ; [২] লোহিত-সাগরোত্তরণ ; [৩] যর্দ্দানোত্তরণ ; [৪] নামানের রোগ-মুক্তি।

(খ) খ্রীষ্ট-যজ্ঞের (মিস্সা) : [১] মেল্‌খিসেদেখের যজ্ঞ ; [২] ভক্ষ্য-নৈবেদ্য।

(গ) কমুনিয়নের : [১] জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ; [২] নিস্তার-পর্ব্বের মেষ ; [৩] স্বর্গান্ন† [৪] এলিয়াসের ভক্ষ্য।

(ঘ) মহাপুণ্য সংস্কারে শ্রীখ্রীষ্টের উপস্থিতির : নিয়ম-সম্পুট।

* বাপ্তিস্ম।
† মান্না।

৬। উপাসনা-মন্দিরের : [১] যাকোবের স্বপ্ন-দৃষ্ট সোপান-পথের স্থান ; [২] পট-মন্দির ; যেরু-শালেমের মন্দির।

ভবিষ্যদ্বাদ

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থানুসারে ত্রাণকর্ত্তা বাস্তব পরমেশ্বর, বাস্তব মনুষ্য, কুমারীর তনয়, বেথলেহেমে জাত ও তাঁহার আবির্ভাব নক্ষত্রদ্বারা সমাখ্যাত ; তিনি অদ্ভুত-কর্ম্মা, ধর্ম্ম-প্রবাচক যাজক ও রাজা ; তিনি প্রধর্ষিত ও তদনন্তর মহিমমণ্ডিত হইবেন।

(১) আদামের সময় হইতে দাবিদের সময়াবধি প্রোক্ত : [১] এদনোত্থানে (৭ পৃঃ) ; [২] সেমকে লক্ষ্য করিয়া (১৪ পৃঃ) ; [৩] আব্রাহামের ও যাকোবের সম্মুখে (২৮ ও ৩৫ পৃঃ) ; [৪] যুদার সম্মুখে (৫৮ পৃঃ) ; [৫] বালায়াম (১০৭ পৃঃ) ; [৬] মৈসেস (১০৯—১০ পৃঃ) ; [৭] দাবিদ (১৪৮ পৃঃ)।

(২) ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের যুগে প্রোক্ত : [১] ইসাইয়াস (১৮৬—৮৮ পৃঃ) ; [২] যেরেমিয়াস (১৯২ পৃঃ) বারুখ (১৯৪ পৃঃ) ; [৩] এজেখিয়েল (১৯৫ পৃঃ) ; [৪] দানিয়েল ১৯৭, ২২৭ পৃঃ) ; [৫] ওসী, আমোস (১৭৬ পৃঃ) [৬] যোএল, আব্দিয়াস ও মিখেয়াস (১৮৫ পৃঃ) ; [৭] নাহুম, হাবাকুক, সোফোনিয়াস (১৯০ পৃঃ) ; [৮] আগ্গেয়, জাখারীয়াস,, মালাখীয়াস (২০৮—৯ পৃঃ।

ত্রাণকর্ত্তার নিমিত্ত উৎকণ্ঠা

পরমেশ্বর মানবকে সস্নেহে সর্ব্ব-ভূতের শ্রেষ্ঠ করেন ! রমণীয় এদনোত্থানে পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব মানবের অসীম সুখ ছিল। হতভাগ্য মানব কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না ; শয়তানের কোটিল্যে সে প্রতারিত হইল। পাপের পরিণামও ভীষণ হইল, কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বকৃপায় তৎক্ষণাৎ ত্রাণ-কর্ত্তার আবির্ভাব-বিষয়ে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সেই ত্রাণকর্ত্তাই নষ্ট-সুখের পুনরুদ্ধার করিবেন। তৎকালাবধি সাত্ত্বিকগণ সোৎকণ্ঠে বলিতেন, "অহো! তাঁহার আবির্ভাব কবে হইবে" ? তাঁহারা লোকান্তরগত হইলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে পরিত্রাণ-দর্শনের সুখ-লাভ হইল না। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইল। ভূলোক পুত্তলী-পূজাসক্ত ও পাপ-লিপ্ত হইল। প্রভুর মনোনীত সমাজও তাঁহাকে বিস্মরণ করিল। তিনি ধর্ম্ম-প্রবচনার্থে মুনির পর মুনি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ বধিরসম নরনারীর সম্মুখে কথিত হইল। শেষে ইস্রায়েল-বংশ বন্দীকৃত ও নির্ব্বাসিত হইল। তৎপশ্চাৎ সপ্ততি-

বর্ষের পর পরিত্রাণ সম্পাদনীয়। তাহা সম্পাদিত হইল, কিন্তু তাহা বাস্তব পরিত্রাণ হইল না। পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ হইল, "অহো! ইস্রায়েল-বংশকে ও ভূলোককে যিনি পাপ-মুক্ত করিবেন, সেই বাস্তব ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব কবে হইবে"? মহাত্মা দানিয়েলের মুখে পরমেশ্বর প্রকাশ করিলেন, (সপ্ত-গুণ-সপ্ত বর্ষের অর্থাৎ) ৪৯০ বর্ষের পর সেই ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব হইবে।

দানিয়েল লিখিয়াছেন, "যেরুশালেম পুনঃস্থাপন করিবার আদেশ-প্রকাশাবধি নৃপ খ্রীষ্টের আবির্ভাব যাবৎ সপ্ত সপ্তাহ ও দ্বিষষ্টি সপ্তাহ হইবে। দ্বিষষ্টি সপ্তাহের পর খ্রীষ্ট হত হইবেন, এক সপ্তাহে তিনি অনেকের সহিত দৃঢ় নিয়ম করিবেন; সেই সপ্তাহের অর্দ্ধকালে বলি ও যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে; পরে মন্দিরে ধ্বংসের বীভৎসতা হইবে…(শেষাবধি ধ্বংসের সাতত্য থাকিবে)"। ৯।২৫—২৭।

সপ্তগুণ সপ্তবর্ষ অবসিত প্রায় হইল। দুষ্ট ভূলোক পাপ-মগ্ন ছিল। ইস্রায়েল-বংশ অতি দুর্গত হইয়াছিল। তাহা মুখেই পরমেশ্বরের সমাদর করিত, কিন্তু তাঁহাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণ করে নাই। কেবল অবহু সাত্ত্বিকগণ ইসাইয়াসের ভাষায় সোৎকণ্ঠে বলিতেন, "হে আকাশমণ্ডল, উর্দ্ধ হইতে শিশির বর্ষণ কর, মেঘমালা ধর্ম্ম বর্ষণ করুক। ভূতল বিদীর্ণ হইয়া ত্রাণকর্ত্তা উৎপাদন করুক"। ৪৫।৮।

প্রভো, যুদাবংশীয় শান্তিরাজকে প্রেরণ কর। বহু যিহুদী তাহাদের রাজাকে স্বীকার না করিলেও সকল জাতীর অসংখ্য নরনারী মুমুক্ষু হইয়া আগত ত্রাণকর্ত্তার শরণাপন্ন হইবে। তাহারা সেই অন্ত্য ধর্ম্ম-প্রবাচকের, সেই অগ্রদূতের প্রতীক্ষা করিতেছে, যিনি ত্রাণকর্ত্তাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন,

"শ্রীভগবানের মেষশাবকটী নিরীক্ষণ কর!"

নূতন নিয়ম

"পূর্ব্বকালে দৈববক্তাগণের মুখে নানা-সময়ে ও নানাপ্রকারে পূর্ব্বপুরুষদের সহিত কথা বলিয়া পরমেশ্বর শেষে এই কালে নিজ-তনয়ের মুখে আমাদের সহিত কথা বলিলেন"। হেব্রেয় ১।১,২।

প্রথম অধ্যায়। শ্রীযীশুর জন্ম ও বাল্যকাল

১। শাশ্বত বাক্যের মানব-স্বভাব-ধারণ

(শ্রীযোহান ১।১—১৪)

আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরই ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সহিত ছিলেন। সকল বস্তু তাঁহারই দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে ও তিনি বিনা কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাতে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্য-জাতির জ্যোতিঃ ছিল; অন্ধকার-মধ্যে সেই জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান, অন্ধকার কিন্তু তাহা গ্রহণ করিল না।

ঈশ্বর-প্রেরিত একজনের আবির্ভাব হইল; তাঁহার নাম যোহন। তিনি সাক্ষীরূপে, সেই জ্যোতিবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আগমন করিলেন, যেন সর্ব্বজন তাঁহার দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ হয়। তিনি সেই জ্যোতিঃ ছিলেন না, কিন্তু সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইহলোকাগত মনুষ্য-মাত্রকেই যিনি প্রবুদ্ধ করেন, তিনিই সেই বাস্তব-জ্যোতিঃ ছিলেন। তিনি ভূলোকে ছিলেন, ভূলোক তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল, ভূলোক কিন্তু তাঁহাকে জানিল না। তিনি স্বাধিকারে আগমন করিলেন, তাঁহার স্বজনগণ কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করিল না কিন্তু যত জন তাঁহাকে গ্রহণ করিল, তত জনকে, অর্থাৎ তাঁহার নামে যাহারা শ্রদ্ধান্বিত, তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার অধিকার প্রদান করিলেন। তাহারা শোনিত হইতে নহে, শারীরিক অভিলাষ হইতেও নহে, পুরুষের অভিলাষ হইতেও নহে, প্রত্যুত ঈশ্বর হইতেই জাত। এবং সেই বাক্য দেহ হইলেন ও আমাদের মধ্যে বসতি করিলেন; তাহার প্রতাপ আমরা সন্দর্শন করিয়াছি; পিতার একমাত্র পুত্রের প্রতাপ-তুল্য, তিনি প্রসাদে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

২। যোহনের জন্ম-বিষয়ে সংবাদ

(শ্রীলুক ১।৫—২৩)

"বিশ্বাস-রহিত হইও না, বিশ্বাস কর"। যোহন ২০।২৭।

যুদেয়া-রাজ হেরোদের সময়ে জাখারীয়াস নামক যাজক ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম এলিসাবেথ। তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও শাস্ত্রানুসারে অনিন্দ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্তান ছিল না ও উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

একদা জাখারীয়াসকে পর্য্যায়ানুসারে যাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইল ও তিনি ধূপদাহ করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ধূপদাহের সময়ে জনসমূহ মন্দিরের প্রাঙ্গনে উপাসনা করিতেছিল। সহসা ধূপ-বেদীর দক্ষিণ-পার্শ্বে একটী দূতের আবির্ভাব হইল। ইহাতে জাখারীয়াস, সন্ত্রস্ত হইলেন; কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, "ভয় নাই, জাখারীয়াস, তোমার প্রার্থনা শ্রুত হইয়াছে; তোমার পত্নী এলিসাবেথ একটী পুত্র প্রসব করিবে, তুমি তাঁহার নাম যোহন রাখিবে। তিনি তোমার আনন্দের ও উল্লাসের কারণ হইবেন; তাঁহার জন্মে অনেকেই আনন্দ করিবে। কেননা প্রভুর সম্মুখে তিনি মহৎ-পুরুষ হইবেন, দ্রাক্ষারস বা মদ্য তিনি পান করিবেন না। মাতৃ-গর্ভ হইতেই তিনি পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হইবেন ও ইস্রায়েল-সন্তানদের অনেককেই তিনি তাহাদের উপাস্য পরমেশ্বরের অভিমুখী করিবেন। এলিয়াসের জ্ঞান ও শক্তি ধারণ করিয়া তিনি প্রভুর নিমিত্ত উপযুক্ত পরিজন-মণ্ডল প্রস্তুত করিতে তাঁহার অগ্রগামী হইবেন"।

জাখারীয়াস দূতকে বলিলেন, "আমি কি প্রকারে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ, আমার পত্নীও বৃদ্ধা"। দূত বলিলেন, "আমি গাব্রীয়েল, পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকি; তোমাকে এই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করিতে প্রেরিত হইয়াছি। কথাটী সফল না হওয়া অবধি তোমার বাগরোধ হইবে, কেননা তুমি আমার বাক্যে প্রত্যয় করিলে না"। অনন্তর দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন। জনবৃন্দ জাখারীয়াসের প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাঁহার বিলম্বে বিস্মিত হইতেছিল। মন্দির হইতে বাহির হইয়া জাখারীয়াস তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না। ইহাতে তাহারা বুঝিল মন্দিরে

তিনি কোন অলৌকিক-বিষয় দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন ও মূক হইয়া থাকিলেন। পরে তাঁহার কার্য্য-কালের অবসানে তিনি নিজ-গৃহে প্রস্থান করিলেন।

৩। শ্রীযীশুর জন্ম-বিষয়ক আগম-সংবাদ

(শ্রীলুক ১।২৬—৩৮)

' প্রণাম, মারীয়া"

পরে ষষ্ঠ-মাসে দেবদূত গাব্রিয়েল গালিলেয়ার নাজারেথ-নগরে শ্রীমারীয়া-নাম্নী কুমারীর সমীপে প্রেরিত হইলেন। দাবিদ-কুলোদ্ভব শ্রীযোসেফের সহিত

শ্রীমারীয়ার বাগ্দান হইয়াছিল। দেবদূত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রনাম প্রসাদ-পরিপূর্ণা, প্রভু তোমার সহিত আছেন; তুমি নারীকুলধন্যা"।

এই কথায় শ্রীমারীয়া উদ্বিগ্না হইলেন ও সেই অভিবাদনের তাৎপর্য্য অন্তরে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেবদূত তাঁহাকে বলিলেন, "ভয় নাই মারীয়া, তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ-পাত্রী। তুমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পুত্র

প্রসব করিবে ; তাঁহার নাম তুমি যীশু রাখিবে। তিনি মহা-পুরুষ হইবেন ও তাঁহার উপাধি হইবে পরাৎপরাত্মজ। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ দাবিদের রাজাসন প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাকে প্রদান করিবেন। যাকোরের কুলে তিনি যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন ও তাঁহার রাজত্বের শেষ হইবে না"।

অনন্তর শ্রীমারীয়া দেবদূতকে বলিলেন, "তাহা কি প্রকারে হইবে? পুরুষের সহিত আমার ত সম্পর্ক নাই"। দেবদূত তাঁহাকে বলিলেন, "পবিত্রাত্মা তোমাতে অধিষ্ঠিত হইবেন ও পরাৎপরের প্রভাব তোমাতে অবস্থিতি করিবে। এই কারণে তোমার পবিত্র গর্ভফলটীর উপাধি ঈশ্বরের পুত্র হইবে। দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিসাবেথ বার্দ্ধক্যেও গর্ভবতী হইয়াছে ; কেননা পরমেশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়"। ইহাতে শ্রীমারীয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি প্রভুর দাসী ; আপনার বাক্যানুসারে আমার গতি হউক"। অনন্তর দেবদূত প্রস্থান করিলেন।

৪। শ্রীমারীয়া ও এলিসাবেথের সাক্ষাৎ

১।৩৯—৫৬)

"অহো! অদ্যাবধি সকল-বংশই আমাকে ধন্যা বলিবে"। শ্রীলূক ১।৪৮।

অতঃপর শ্রীমারীয়া যুদেয়ার পাহাড়িয়া প্রদেশের একটী নগরে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন ও জাখারীয়াসের গৃহে প্রবেশ করিয়া এলিসাবেথকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীমারীয়ার অভিবাদন শ্রবণ করিবামাত্র এলিসাবেথ পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তুমি নারীকুলোধন্যা, তোমার গর্ভফলও ধন্য। আমার একি সৌভাগ্য যে আমার প্রভুর জননী আমার সন্নিধানে আগমন করিলেন! শ্রদ্ধাবতী তুমিই ধন্যা ; কেন না তোমার বিষয়ে প্রভুর উক্ত-বাক্য সিদ্ধ হইবে"। ইহাতে শ্রীমারীয়া বলিলেন—

"আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা পরমেশ্বরে উল্লাস করিতেছে। কেননা তিনি নিজ-দাসীর দৈন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়াছেন। অহো! অদ্যাবধি সকল-বংশই আমাকে ধন্যা বলিবে। কেননা যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, তিনি আমার প্রতি মহৎ কার্য্য

করিয়াছেন ; তাঁহার নাম পবিত্র। যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তিনি তাহাদের বংশ-পরম্পরার প্রতি সদয়। তিনি নিজ-বাহুদ্বারা পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন; যাহারা চিত্ত-গর্ব্বিত, তাহাদিগকে বিকীর্ণ করিয়াছেন। তিনি বিক্রান্তকে আসনচ্যুত ও হীনকে উচ্চপদান্বিত করিয়াছেন। ক্ষুধার্ত্তকে তিনি উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করিয়াছেন ও ধনবান্‌কে রিক্তহস্তে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। নিজ-বাৎসল্য স্মরণ করিয়া তিনি আপন দাস ইস্রায়েলের প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, যেরূপ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতি, আব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি, যুগে যুগে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর ন্যূনাধিক মাসত্রয় এলিসাবেথের সন্নিধানে থাকিয়া শ্রীমারীয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

৫। যোহনের জন্ম

(শ্রীলুক ১।৫৭—৮০)

"আমি যাহা আছি, পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই আছি"। ১ম করিন্থীয় ১৫।১০

এলিসাবেথ যথাকালে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই শুভবার্ত্তা-শ্রবণে তাঁহার প্রতিবেশিগণ ও জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হইলেন। অষ্টম দিবসে শিশুটির ত্বক্‌চ্ছেদ করিতে আসিয়া তাঁহারা শিশুটির নাম তাঁহার পিতৃনামানুসারে জাখারীয়াস রাখিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা বলিলেন, "না, উহার নাম যোহন হইবে"। তাঁহারা বলিলেন, "তোমার গোত্রে ত এই নামের কেহ নাই"! অনন্তর তাঁহারা শিশুটির পিতাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহার কি নাম রাখিবেন। জাখারীয়াস এক ফলক লইয়া লিখিলেন, "ইহার নাম যোহন"। ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্‌শক্তি হইল ও তিনি পরমেশ্বরের সাধুবাদ করিলেন। এই অদ্ভুত-ঘটনায় তাঁহার প্রতিবেশিগণ বিস্মিত হইলেন ও সেই প্রদেশের সর্ব্বত্র সকল-বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল। যাহারা এই অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিল, তাহারা সকল-কথার আলোচনা করিয়া বলিল, উত্তর-কালে এই শিশুটী মহা-পুরুষ হইবেন।

জাখারীয়াসের বাগরোধ নিবৃত্ত হইলে তিনি পবিত্রাত্মার প্রবর্ত্তনায় বলিলেন,

"ধন্য প্রভু, ইস্রায়েল-বংশের পরমেশ্বর; কেননা তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া অনুজীবিগণের উদ্ধার সাধন করিলেন।

তাঁহার সেবক দাবিদের বংশে আমাদের নিমিত্ত এক শক্তিমান্ ত্রাণকর্ত্তা উৎপন্ন করিলেন।

তাঁহার আদিকালীন, পুণ্যাত্মা ভাববাদীগনের মুখে তিনি যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি আমাদের শত্রুগণ হইতে ও সকল-বিদ্বেষ্টার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন।

আমাদের পিতৃগণের প্রতি দয়া করিবেন ও তাঁহার পবিত্র নিয়মটী স্মরণ করিবেন।

আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ আব্রাহামকে উক্ত শপথ অনুসারে, তিনি বর প্রদান করিবেন।

যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের শত্রুগণের হস্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া আমরা নির্ভয়ে, সাধুবৃত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যাবজ্জীবন তাঁহার সেবা করিতে পারি।

হে শিশু, তোমার উপাধি হইবে পরাৎপরের ধর্ম্ম-প্রবাচক, কেননা তুমি প্রভুর পথ সুগম করিতে তাঁহার অগ্রে গমন করিবে;

তাঁহার অনুজীবিগণকে পাপ-মোচনাত্মক পরিত্রাণের জ্ঞান দান করিবে;

ইহা আমাদের পরমেশ্বরের কারুণ্য-বশতঃ হইবে; তাহাতে উর্দ্ধ হইতে দিবাকর আমাদের অবেক্ষন করিলেন।

যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, তাহাদিগকে আলোক প্রদান করিবেন; আমাদের চরণ শান্তি-মার্গে পরিচালিত করিবেন"।

কালক্রমে শিশুটী প্রাপ্ত-যৌবন ও তেজস্বী হইলেন; কিন্তু ইস্রায়েল-বংশের সমক্ষে আত্ম-প্রদর্শনের দিবসাবধি তিনি অরণ্যে অবস্থিতি করিলেন।

৬। শ্রীযীশুর জন্ম

(শ্রীলুক ২।১—২১)

"সকল নাম হইতে শ্রেষ্ঠ নামটী পরমেশ্বর তাহাকে প্রদান করিলেন, যেন শ্রীযীশু-নাম-বশতঃ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালনিবাসীদের সকল-জানুই পাতিত হয়"। ফিলিপ্পীয় ২।১০।

তৎকালে রোম-সম্রাট ঔগুস্ত আদেশ করিলেন, তাঁহার নিখিল-সাম্রাজ্যে প্রজাগণনা হইবে।* তদনুসারে সকলেই নাম লিখাইতে স্বস্ব পৈতৃক-নগরে গমন করিল। দাবিদকুলোদ্ভব শ্রীযোসেফও গালিলেয়ার নাজারেথ-নগর হইতে তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নী শ্রীমারীয়ার সহিত যুদেয়ায় দাবিদের পৈতৃক নগর বেথ্‌লেহেমে গমন করিলেন; কিন্তু বেথ্‌লেহেমের পান্থনিবাসে স্থানাভাব

* সীরিয়ার-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চিরীণের সময়ে প্রথমবার এই প্রজা গণনা হয়।

হওয়ায় একটী গোশালই তাঁহাদের আশ্রয় হইল। বেথ্লেহেমে অবস্থিতি করিবার সময়ে শ্রীমারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হইল; তিনি যথাসময়ে তাঁহার

প্রথমজাত সন্তানটী প্রসব করিলেন ও শিশুটিকে বস্ত্রখণ্ডে বেষ্টিত করিয়া গোশালের যাবপাত্রে শায়িত করিলেন।

ঔগুস্তের মুদ্রা

বেথ্লেহেমের নিকটবর্ত্তী গো-প্রচারে কতিপয় পশু-পালক রাত্রিকালে তাহাদের পশু-যূথের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। একটী দেবদূত সহসা তাহাদের সম্মুখে

বেথলেহেমের গো-প্রচার

দণ্ডায়মান হইলেন ও পরমেশ্বরের প্রতাপ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে দেদীপ্যমান হইল। তদ্দর্শনে তাহারা ভয়-বিহ্বল হইলে দেবদূত তাহাদিগকে বলিলেন, "ভয় নাই; আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসংবাদ জানাইতেছি, সেই আনন্দ সর্ব্বজন-ভোগ্য। অদ্য দাবিদ-পুরে তোমাদের ত্রাণকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন;

তাঁহার বিষয়ে ইহাই তোমাদের প্রত্যক্ষ-দৃশ্য অভিজ্ঞান; তোমরা শিশুটিকে বস্ত্রখণ্ডে বেষ্টিত ও যাবপাত্রে শয়ান দেখিবে"। দেবদূতের বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র বহুসংখ্যক দিব্য-গায়ক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ও পরমেশ্বরের স্তবগান করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও পৃথিবীতে তাঁহার প্রীতিভাজন মনুষ্যদের শান্তি হউক"।

দেবদূতগণ স্বর্গধামে প্রস্থান করিলে পর পশুপালকগণ পরস্পর বলিল, "চল, বেথ্‌লেহেমে যাই; যাঁহার আবির্ভাব-সংবাদ প্রভু আমাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহাকে দর্শন করি"। অনন্তর তাহারা দ্রুতপদে বেথ্‌লেহেমে যাইয়া শ্রীমারীয়া, শ্রীযোসেফ ও যাবপাত্রে শয়ান শিশুটিকে দর্শন করিল। তাহাদের সম্মুখে শিশুটির বিষয়ে যাহা বিবৃত হইয়াছিল, তাহারা দর্শনানন্তর তাহা প্রকাশ করিলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হইল। কিন্তু শ্রীমারীয়া সমস্ত বিবরণটী হৃদয়-সন্নিহিত করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর পশুপালকগণ পরমেশ্বরের স্তব করিতে করিতে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অষ্টম দিবসে শিশুটির ত্বক্‌ছেদনকালে তাঁহার নাম শ্রীযীশু হইল। তিনি গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ নামটী দেবদূত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

৭। মন্দিরে শ্রীযীশুর উৎসর্গ

(শ্রীলুক ২।২২—৩৯)

"আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব * * * এবং এই স্থানে শান্তি প্রদান করিব"। আগ্‌গেয় ২।৮—১০।

ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিত আছে, "প্রথম-জাত পুংসন্তান-মাত্রই প্রভুকে সমর্পিত হইবে" ও তৎপ্রসঙ্গে পারাবত-যুগ্ম বা কপোত-শাবকদ্বয় উপহৃত হইবে"। শ্রীমারীয়ার শুদ্ধি-কাল সমাসন্ন হইলে তিনি ও শ্রীযোসেফ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-বিধানানুসারে উৎসর্গ করিতে শ্রীযীশুকে লইয়া যেরুশালেমে আগমন করিলেন।

তৎকালে যেরুশালেমে সিমেয়োন-নামা ভক্ত ছিলেন। পবিত্রাত্মা তাঁহার অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকায় দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছিল, প্রভুর অভিষিক্ত নর রত্ন শ্রীখ্রীষ্টকে সন্দর্শন না করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে না।

ধার্ম্মিক, শ্রদ্ধাশীল সিমেয়োন শ্রীখৃষ্টের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। পবিত্রাত্মার প্রণোদনে তিনি মন্দিরে আগমন করিলেন। যোসেফ ও মারীয়া
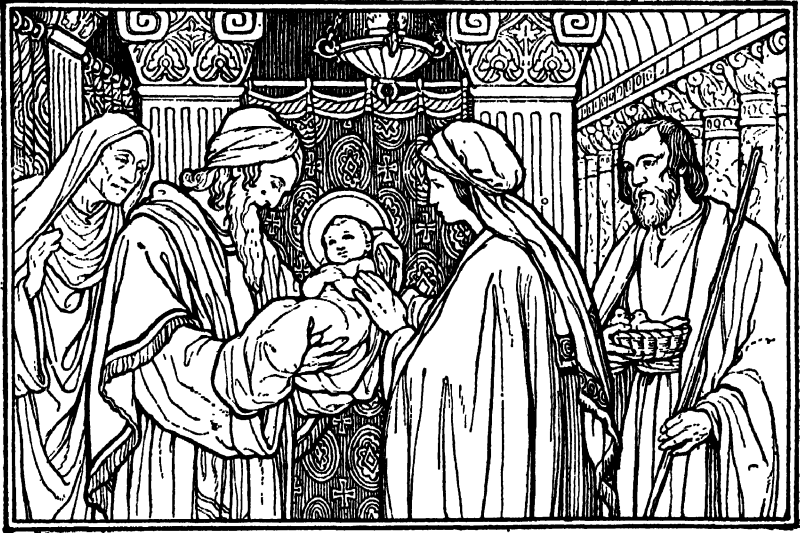
শাস্ত্র-বিধির অনুষ্ঠান করিতে যে সময়ে তাঁহাকে মন্দিরে আনয়ন করিলেন, সেই সময়ে সিমেয়োন তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন ও পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন—

"প্রভো, তোমার এই কিঙ্করকে নিজ-বাক্যানুসারে কুশলে বিদায় কর; কেননা তোমার কৃত, সর্ব্ব-জাতির সমক্ষে কল্পিত, ত্রানোপায় আমার নয়ন-যুগল সন্দর্শন করিল; ইনি ভিন্ন জাতিবৃন্দের প্রদীপনার্থক জ্যোতিঃ, তোমার অনুজীবি ইস্রায়েল-বংশের প্রতাপ"।

শিশুটির বিষয়ে সিমেয়োনের কথিত বাক্যে মারীয়া ও যোসেফ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সিমেয়োন শ্রীমারীয়াকে বলিলেন, "ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতনোত্থানের হেতু ও বিসংবাদান্বিত অভিজ্ঞান হইবার নিমিত্ত নিযুক্ত। তোমার প্রাণও অসি-বিদ্ধ হইবে ও তাহাতে বহু-হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হইবে"।

তদানীং যেরুশালেমে আসের-বংশীয়া, ফানুয়েল-সুতা, আন্না-নাম্নী দৈববক্ত্রী ছিলেন। সপ্ত-বর্ষ পতি-সেবা করিয়া আন্না বিধবা হইয়া থাকেন। তাঁহার বয়স ৮৪ বর্ষ। তিনি মন্দির হইতে প্রস্থান না করিয়া দিবারাত্র তপশ্চর্য্যা ও ভগবদারাধনা করিতেন। তিনিও সেই দণ্ডে সেই স্থানে আগমন করিয়া

প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন ও যাহারা ইস্রায়েলের উদ্ধারের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে শ্রীযীশুর কথা বলিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রভুর ব্যবস্থাদিষ্ট সকল-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শ্রীমারীয়া ও শ্রীযোসেফ গালিলেয়ার নাজারেথ-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

৮। প্রাগ্দেশাগত পণ্ডিতগণ

(শ্রীমাথেয় ২।১--১২)

'ভূলোকের সকল-নৃপতি তাঁহার পূজা করিবে, সকল-জাতীয় মানব তাঁহার সেবা করিবে"। সাম ৭১'১১।

নৃপতি হেরোদের রাজ্যকালে যুদেয়া-প্রদেশের বেথ্লেহেমে শ্রীযীশুর জন্ম হইলে পর কতিপয় পণ্ডিত প্রাগ্দেশ হইতে যেরুশালেমে সমাগত হইয়া বলিলেন, "যিহুদী-জাতির নব-জাত রাজা কোথায়? আমরা পূর্ব্বাকাশে

তাঁহার নক্ষত্র সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছি"। সেই পণ্ডিতগণের বাক্যে নৃপতি হেরোদেস ভয়াতুর হইলেন, যেরুশালেমের অধিবাসিগণও সন্দিগ্ধ হইল। যিহুদী-জাতির প্রধান যাজকবর্গকে ও শাস্ত্রিগণকে তৎক্ষণাৎ সমবেত করিয়া রাজা হেরোদ প্রশ্ন করিলেন, "খ্রীষ্টের জন্ম কোথায়

হইবে" ? তাঁহারা রাজাকে বলিলেন, "যুদেয়া-প্রদেশের বেথ্‌লেহেমে ; কেননা তদ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা লিখিয়াছেন, হে যুদেয়া-প্রদেশের বেথ্‌লেহেম, যুদেয়ার অগ্রগণ্য পুরবর্গের মধ্যে তুমি কোন ক্রমেই ক্ষুদ্রতম নহ ; কেননা যে নায়ক আমার অনুজীবি ইস্রায়েলকে পালন করিবে, তোমারই মধ্য হইতে তাঁহার উদ্ভব হইবে"। অতঃপর হেরোদ সমাগত পণ্ডিতগণকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রের প্রকৃত উদয়কাল নির্ণয় করিলেন ও তাঁহাদিগকে বেথ্‌লেহেমে প্রেরণ করিবার সময়ে বলিলেন, "আপনারা বেথ্‌লেহেমে যাইয়া সযত্নে শিশুটির অনুসন্ধান করুন ; কৃতকার্য্য হইলে আমাকে জানাইবেন, আমিও বেথ্‌লেহেমে যাইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব"।

রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ প্রস্থান করিলেন। কি আশ্চর্য্য ! তাঁহারা প্রাচী-মূলে যে নক্ষত্রটী সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সেই নক্ষত্রটী তাঁহাদের অগ্রসর হইয়া শেষে শিশুটীর বাসাগারের উর্দ্ধে নিশ্চল হইল। নক্ষত্রটীর এই অলৌকিক আনুকূল্যে তাঁহারা অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীমারীয়ার ক্রোড়স্থ শিশুটীকে দর্শন করিলেন, প্রণত হইয়া শিশুটীর পূজা করিলেন ও তাঁহাদের ধনকোষ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ, কন্দুরু ও গন্ধরস অর্পণ করিলেন। পরে হেরোদের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন না করিতে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহারা অন্য পথে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

৯। বেথ্‌লেহেমে শিশু-হত্যা

(শ্রীমাথেয ২।১৩—২৩ ; শ্রীলুক ২।৪০)

"আমার বিষয়ে লিখিত আছে, আমি তোমার অভিপ্রায় সাধন করিব"। সাম ৩৯।৮,৯।

পণ্ডিতগণ প্রস্থান করিলে পর একটী দেবদূত স্বপ্নযোগে শ্রীযোসেফের প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "উঠ, শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া মিসরে পলায়ন কর। আমার পুনরাদেশ যাবৎ সেই দেশে অবস্থান করিবে ; কেননা হেরোদ শিশুটীকে বধ করিতে সচেষ্ট হইবে"। দেবদূতের আদেশানুসারে শ্রীযোসেফ শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে প্রস্থান করিলেন ও হেরোদের মৃত্যুকালাবধি মিসর-দেশে অবস্থান করিলেন।

এই প্রকারে ভবিষ্যদ্বক্তার মুখ-নিঃসৃত এই ভগবদ্বচন সিদ্ধ হইল—"মিসর হইতে আমি নিজ-তনয়কে আহ্বান করিয়াছি"।

পণ্ডিতগণের অন্তর্ধানে হেরোদেস অবধারণ করিলেন, তিনি তাঁহাদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন। তিনি অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; ফলতঃ শ্রীখ্রীষ্টের

Bethlehem
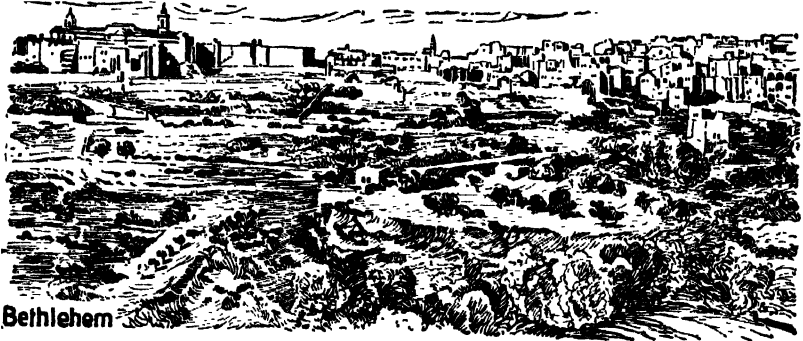
প্রাদুর্ভাব-কাল-বিষয়ে পণ্ডিতগণ হেরোদেসের সম্মুখে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি বেথ্‌লেহেমের ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দ্বিবর্ষ ও তন্ন্যূনবয়স্ক পুংশিশুগণকে হত্যা করাইলেন। ইহাতে ভবিষ্যদ্বক্তা শ্রীযেরেমিয়াসের এই বচনটী সিদ্ধ হইল—"রামায় রোদন-ধ্বনি ও হাহা-রব শ্রুত হইতেছে; রাখেল তাঁহার সন্তানদের নিমিত্তে রোদন করিতেছেন, সান্ত্বনা গ্রহণ করিতেছেন না, কেননা তাহারা জীবিত নাই"।

হেরোদের মৃত্যুর পর একটী দেবদূত মিসর-দেশে স্বপ্নযোগে শ্রীযোসেফকে বলিলেন, "উঠ, শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া ইস্রায়েল-দেশে প্রস্থান কর; কেননা যাহারা শিশুটীর বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে"। তদনুসারে শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া

শ্রীযোসেফ ইস্রায়েল-দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু হেরোদের স্থানে তাঁহার পুত্র আর্খেলায়স যুদেয়া-দেশে রাজ্য করিতেছেন শ্রবন করিয়া শ্রীযোসেফ সেই দেশে যাইতে ভীত হইলেন। পরে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তিনি গালিলেয়া-প্রদেশে প্রস্থান করিলেন ও নাজারেথ-নগরের অধিবাসী হইলেন। ইহাতে ভবিষ্যদ্বক্তার এই বচনটী সিদ্ধ হইল—"তাঁহার উপাধি 'নাজারীয়' হইবে"।

ভগবানের প্রিয় শিশুটী নাজারেথ-নগরেই সংবর্দ্ধিত হন, তেজস্বী ও জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ হন।

১০। মন্দিরে বালক শ্রীযীশু

(শ্রীলুক ২।৪১—৫২)

"প্রভো, তোমার মহিমার আয়তনে আমি বদ্ধানুরাগ"। সাম ২৫।৮।

নিস্তার-পর্ব্বের সময়ে যোসেফ ও মারীয়া প্রতি-বৎসর যেরুশালেমে যাইতেন। দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত যেরুশালেমে গমন

করিলেন। পর্ব্বের পর তাঁহারা যে সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীযীশু তাঁহাদের অগোচরে যেরুশালেমে থাকিলেন। তিনি সহাযত্রিকদের মধ্যে আছেন অনুমান করিয়া তাঁহারা একদিনের পথ চলিয়া আসিলেন ও জ্ঞাতি-বন্ধুগণের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যেরুশালেমে প্রত্যাগমন করিলেন।

দিবসত্রয়ের পর মন্দিরে শ্রীযীশুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। অধ্যাপকগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তিনি তৎকালে তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিলেন ; শ্রোতৃগণ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে ও প্রত্যুত্তরে বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হইলেন। শ্রীমারীয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে কেন? তোমার পিতা ও আমি, ব্যাকুল-চিত্তে তোমার অন্বেষণ করিতেছিলাম"। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কেন আমার অন্বেষণ করিলেন? আপনারা কি জানিতেন না, আমার পিতার কার্য্যে আমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে"? তাঁহার এই কথার তাৎপর্য্য তাঁহাদের বোধগম্য হইল না, কিন্তু সকল বৃত্তান্তই শ্রীমারীয়ার হৃদয়-সন্নিহিত হইল।

অনন্তর শ্রীযীশু যোসেফ ও মারীয়ার সহিত নাজারেথে প্রত্যাগমন করিলেন ও তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন ও মনুষ্যের প্রীতি-পাত্র হইয়া তিনি নাজারেথ-নগরে উত্তরোত্তর জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিলেন ও প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীযীশু

১। শ্রীযীশুর অগ্রদূত

(শ্রীলুক, ৩য় সর্গ ; শ্রীমাথেয়, ৩য় সর্গ)

"অনুতাপের উপযুক্ত ফলে ফলবান্ হও"। শ্রীমাথেয় ৩।৮

রোম-সম্রাট তিবেরিয়ের রাজ্যকালের পঞ্চদশ-বর্ষে পোন্তিয় পিলাত যে সময়ে যুদেয়ার রাজ-প্রতিনিধি, হেরোদ গালিলেয়া-প্রদেশের সামন্ত, তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ ইতুরিয়া প্রদেশের ও ত্রাখোনিতিস প্রদেশের সামন্ত, লিসানিয়া আবিলীনা-প্রদেশের সামন্ত, আন্নাস ও কায়িফাস যে সময়ে যিহুদী জাতির মহাযাজক, সেই সময়ে অরণ্যের মধ্যে শ্রীজাখারিয়াসের সুত শ্রীযোহনের প্রতি পরমেশ্বরের আদেশ হইল।

অনন্তর যোর্দ্দানের তীরবর্ত্তী জনপদের সর্ব্বত্র গমন করিয়া শ্রীযোহন পাপ-মোচনার্থে অনুতাপসূচক দীক্ষা-স্নানের আবশ্যকতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা শ্রীইসাইয়াসের গ্রন্থে লিখিত আছে, "অরণ্যে একজনের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে ; সে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, প্রভুর পথ সুগম কর, তাঁহার পথ সরল কর। প্রত্যেক গহ্বর সম্পূরিত হইবে, প্রত্যেক পর্ব্বত ও প্রত্যন্ত পাহাড় খর্ব্বীকৃত হইবে ; বক্র পথ সরল ও বন্ধুর পথ সমান হইবে। সকল মনুষ্য পরমেশ্বরের সংসাধিত পরিত্রাণ আলোকন করিবে"।
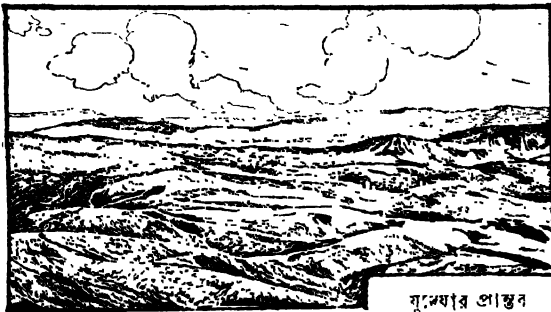
যুদেয়ার প্রান্তর

শ্রীযোহানেসের বসন উষ্ট্রলোম-নির্ম্মিত, কটিদেশে চর্ম্মের কটিবন্ধ, খাদ্য পতঙ্গ ও বন্যমধু, তিনি যুদেয়ার প্রান্তরে ঘোষণা করিলেন, "অনুতাপ কর ; কেননা স্বর্গরাজ্য আসন্ন হইয়াছে"! অনন্তর সমগ্র যুদেয়া

প্রদেশের ও যোর্দ্দানের তীরবর্ত্তী জনপদের অধিবাসিগণ তাঁহার সমীপে সমাগত হইল ও তাহাদের পাপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে যোর্দ্দানের সলিলে দীক্ষাস্নাত হইল।

দীক্ষাস্থানে বহু ফারিসী ও সাদ্দুকীকে সমাগত দেখিয়া শ্রীযোহন তাহাদিগকে বলিলেন, "রে সর্পের বংশ, ভাবী ক্রোধ হইতে পলায়ন করিতে কে তোমাদিগকে আদেশ করিল? তোমরা অনুতাপের উপযুক্ত ফলে ফলবান্ হও। তোমরা সগর্ব্বে বলিও না, 'আব্রাহামই আমাদের পিতা'; কেননা আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, পরমেশ্বর এই প্রস্তরসমূহ হইতেও আব্রাহামের সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন। বৃক্ষমূলে কুঠার সংলগ্ন; সুফল দান না করিলে প্রত্যেক বৃক্ষই কর্ত্তিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে"।

শ্রোতৃগণ তাঁহাকে বলিল, "আমাদের কর্ত্তব্য কি"? তিনি বলিলেন, "যাহার উত্তরীয়-যুগল আছে, সে বস্ত্রহীনকে একটী দান করুক। যাহার ভক্ষ্যসম্ভার আছে, সেও তদ্রূপ করুক"।

দীক্ষা গ্রহণার্থে সমাগত করগ্রাহিগণ তাঁহাকে বলিল, "গুরু, আমাদের কর্ত্তব্য কি? তিনি বলিলেন, "নির্দ্ধারিত করের অধিক এক কপর্দ্দক আদায় করিও না"।

সৈনিকগণ তাঁহাকে বলিল, "গুরু, আমাদের কর্ত্তব্য কি"? তিনি বলিলেন, "কাহারও প্রতি উপদ্রব করিও না, কাহারও মিথ্যাপবাদ করিও না, তোমাদের বেতনেই সন্তুষ্ট থাকিও"।

পরে সন্দেহ-দোলাস্থ শ্রোতৃগণ শ্রীযোহনের বিষয়ে মনোমধ্যে তর্ক-বিতর্ক করিল, তিনিই হয়ত শ্রীখ্রীষ্ট। কিন্তু শ্রীযোহন তাহাদিগকে বলিলেন. "আমি তোমাদিগকে জলে দীক্ষাস্নাত করিতেছি; কিন্তু যিনি আমা হইতেও শক্তিমান্, আমি যাঁহার পাদুকা-বন্ধনী উন্মোচন করিবারও যোগ্য নহি, তাঁহার আগমন হইতেছে। তাঁহার হস্তে শূর্প ও তিনি নিজ-খলধান সংশুদ্ধ করিবেন। নিজ-গোধূম ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া তিনি অনির্ব্বাপনীয় অগ্নিতে তুষ দগ্ধ করিবেন"।

এই প্রকারে প্রভূত উপদেশে শ্রীযোহন সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শুভাগমন-সন্দেশ প্রকাশ করিলেন।

২। শ্রীযীশুর দীক্ষাস্নান ও পরীক্ষা

(শ্রীমাথেয়, ৩।১৩—৪।১১)

"আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইতে অশক্ত নহেন, কিন্তু বিনা পাপে সর্ব্ব-বিষয়ে আমাদেরই তুল্য পরীক্ষিত"। হেব্রেয়দের প্রতি পত্র, ৪।১৫।

তৎকালে শ্রীযোহনের হস্তে দীক্ষাস্নাত হইবার অভিপ্রায়ে শ্রীযীশু গালিলেয়া হইতে যোর্দ্দান-নদীর তটে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন।

কিন্তু শ্রীযোহন তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "আপনার হস্তে আমারই দীক্ষাগ্রহণ আবশ্যক; আপনি দীক্ষার্থী হইয়া আমার সমীপে আসিলেন"। শ্রীযীশু বলিলেন, "আপনি সম্মত হউন; কেননা এই প্রকারে সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মই করিতে হইবে"। শ্রীযোহন সম্মত হইলেন।

দীক্ষাস্নাত হইবামাত্র শ্রীযীশু জল হইতে তীরে আসিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইলে স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল ও পবিত্রাত্মা কপোতরূপে অবতীর্ণ ও তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন! তন্মুহূর্ত্তে স্বর্লোক হইতে দৈববাণী হইল, "ইনিই আমার প্রিয়তম আত্মজ, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ"।

তদনন্তর সয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হইতে শ্রীযীশু আত্মার প্রেরণায় অরণ্যে নীত হইলেন। সেই অরণ্যে চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে

থাকিয়া শেষে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রলোভক তাঁহার সমীপে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি পরমেশ্বরের আত্মজ হইলে এই প্রস্তরসমূহকে রুটীতে পরিণত হইতে আদেশকর"। শ্রীযীশু বলিলেন, "মানব কেবল আহারেই প্রাণধারণ করে না ; ভগবানের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক বচনই তাহাকে সঞ্জীবিত রাখে"।

অতঃপর শয়তান শ্রীযীশুকে পুণ্যক্ষেত্র যেরুশালেমে আনয়ন করিল ও তাঁহাকে মন্দিরের চূড়ায় সংস্থাপন করিয়া বলিল, "তুমি পরমেশ্বরের আত্মজ হইলে অধঃপতিত হও ; কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তিনি নিজ-দূতগণকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিবেন, তাঁহারাও তোমাকে স্বহস্তে ধারণ করিবেন, যেন তোমার চরণদ্বয় প্রস্তরাহতনা হয়"। শ্রীযীশু বলিলেন, "স্থানান্তরে লিখিত আছে, 'তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করিবে না' "।

এইবার শয়তান শ্রীযীশুকে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখরে উত্থাপন করিল ও তাঁহাকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও তৎসমুদয়ের শ্রী প্রদর্শন করিয়া বলিল, "তুমি প্রণত হইয়া আমার আরাধনা করিলে আমি তোমাকে এতৎসমুদয় অর্পণ করিব"। ইহাতে শ্রীযীশু বলিলেন, "দূর হ, পিশাচ! কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে, 'তোমার প্রভু পরমেশ্বরকেই তুমি পূজা করিবে, কেবল তাঁহারই সেবা করিবে' "।

অনন্তর শয়তান তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। কি আশ্চর্য্য! তন্মুহূর্ত্তেই দেবদূতগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

৩। শ্রীশ্রীযীশু ও যোহনের সম্বন্ধ

(শ্রীযোহন ১।১৯—৩৪)

"তুমি যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠান্বিত, সেই পরিমাণে সর্ব্ব-বিষয়ে বিনীতাত্ম হইলে পরমেশ্বরের প্রসাদ-পাত্র হইবে ; কেননা পরমেশ্বরই মহাশক্তি, বিনীতাত্মগণের আরাধিত"।

প্রবক্তা ৩।২০, ২১।

তৎকালে যিহুদী জাতির মহাসভার প্রেরণায় যেরুশালেম হইতে কতিপয় যাজক ও মন্দির-সেবক যোহনকে প্রশ্ন করিল, "আপনি কে"? তিনি প্রকাশে বলিলেন, "আমি খ্রীষ্ট নহি"। ইহাতে তাহারা প্রশ্ন করিল, "আপনি কি

এলিয়াস" ? তিনি বলিলেন "না"। তাহারা পুনরপি প্রশ্ন করিল, "আপনি দৈববক্তা ? পুনর্ব্বার উত্তর হইল "না"। ইহাতে তাহারা বলিল, "তবে কে আপনি ? যাহারা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আপনার বিষয়ে কি বলিব ? নিজ বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন, "ভবিষ্যদ্বক্তা শ্রীইসায়িয়াসের উক্ত বাক্যানুসারে আমি সেই ঘোষক, যে অরণ্যে উচ্চৈস্বরে বলিতেছে, প্রভুর পথ সরল কর"। প্রেরিত যাজক ও মন্দিরের সেবকগণ ফারিশী-মতাবলম্বী ছিল। তাহারা শ্রীযোহনকে বলিল, "আপনি যদি দৈববক্তা নহেন, খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়াসও নহেন, তবে দীক্ষা-স্নান করাইতেছেন কেন" ? শ্রীযোহন বলিলেন, "আমি জলে দীক্ষাস্নান করাইতেছি, কিন্তু অজ্ঞাত একজন তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান। তিনি আমার পশ্চাদায়াত হইলেও আমার অগ্রগণ্য ; আমি তাঁহার পাদুকা-বন্ধনী উন্মোচন করিবারও যোগ্য নহি"। যোর্দ্দানের পারে শ্রীযোহন যে স্থানে দীক্ষাস্নান করাইতেছিলেন, সেই বেথানিয়া-গ্রামে এই কথোপকথন হইল।

পরদিবসে শ্রীযীশুকে অদূরে দর্শন করিয়া যোহন বলিলেন, "ঐ দেখ পরমেশ্বরের মেষশাবক, যিনি বিশ্ব-পাপ হরে ; উঁহারই বিষয়ে আমি বলিয়া-ছিলাম, আমার পর একজনের আবির্ভাব হইবে ; তিনি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী, তথাচ আমার অগ্রগণ্য। তিনি আমার অপরিচিত ছিলেন ; কিন্তু ইস্রায়েলের সমক্ষে তাঁহাকে প্রকটীত করিতেই আমি আসিয়া জলে দীক্ষাস্নান করাইতেছি" অতঃপর শ্রীযোহন সাক্ষ্যদান করিয়া বলিলেন, "আমি নিরীক্ষণ করিলাম, পবিত্রাত্মা স্বর্লোক হইতে কপোতরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত হই-লেন। আমি তাঁহাকে জানিতাম না ; কিন্তু জলে দীক্ষাস্নাত করিতে যিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, 'যাঁহাতে পরমাত্মার অবতরণ ও অবস্থান প্রত্যক্ষ করিবে, তিনিই পবিত্রাত্মায় দীক্ষাস্নাত করিবেন'। আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষ্যদান করিয়াছি, উনিই শ্রীভগবানের আত্মজ"।

৪। শ্রীযীশুর শিষ্যবর্গের প্রথমাহ্বান

(শ্রীযোহন ১।৩৫—৫১)

"কোন মনুষ্য আমার পরিচর্য্যা করিতে আকাঙ্খী হইলে আমার অনুগামী হউক। তাহা হইলে আমি যে স্থানে থাকি, সেই স্থানে আমার পরিচারকগণও থাকিবে"। শ্রীযোহন ১২।২৬।

পরদিবসে শ্রীযোহন ও তাঁহার শিষ্যদের দুইজন পুনর্ব্বার সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অদূরে পাদ্চারী শ্রীযীশুকে দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ দেখ, পরমেশ্বরের মেষশাবক" শিশুদ্বয় ঝটিতি শ্রীযীশুর অনুসরণ করিলেন। শ্রীযীশু পরিবৃত্ত-মুখ হইয়া বলিলেন, "কাহার অন্বেষণ করিতেছ"? তাঁহারা বলিলেন, "গুরু, আপনার নিবাস কোথায়"? তিনি বলিলেন, "আইস, দেখিতে পাইবে"। অনন্তর শিষ্যদ্বয় শ্রীযীশুর সহচর হইয়া তাঁহার সহিত সমস্ত দিন অবস্থিতি করিলেন। এই শিষ্যদ্বয়ের একটীর নাম আন্দ্রেয়াস।

পরে সহোদর সিমোনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আন্দ্রেয়াস তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা শ্রীখ্রীষ্টকে দর্শন করিয়াছি"। অনন্তর তিনি সিমোনকে শ্রীযীশুর সমীপে আনয়ন করিলেন। সিমোনকে নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যোনার নন্দন সিমোন; তোমার নাম পিতর বা শৈল হইবে"।

পরদিবসে শ্রীযীশু গালিলেয়ায় যাইবেন মনে করিলেন। ফিলিপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি ফিলিপকে বলিলেন, "আমার অনুগামী হও"। বেথ্সৈদায় ফিলিপের নিবাস ছিল; আন্দ্রেয়াস ও পিতর সেই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। পরে ফিলিপের সহিত নাথানায়েলের সাক্ষাৎ হইলে তিনি নাথানায়েলকে বলিলেন, "শ্রীমৈসেস ও দৈববক্তাগণ যাঁহার বর্ণনা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি; তিনি যোসেফ-নন্দন, নাজারেথ-নিবাসী শ্রীযীশু"। নাথানায়েল ফিলিপকে বলিলেন, "নাজারেথ হইতে কি কোন উত্তম বিষয়ের উদ্ভব হইতে পারে"? ফিলিপ তাঁহাকে বলিলেন, "আইস, দেখিতে পাইবে।"

পরে নাথানায়েল শ্রীযীশুর সম্মুখবর্ত্তী হইলে তিনি বলিলেন, "ইনি যথার্থই ইস্রায়েল-সন্তান, ইঁহার অন্তরে কাপট্য নাই"। নাথানায়েল তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে কি প্রকারে জানিলেন"? শ্রীযীশু বলিলেন, "ফিলিপ

তোমাকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে তুমি যে সময়ে উড়ুম্বরবৃক্ষতলে ছিলে, সেই সময়ে আমি তোমাকে দেখি"। বিস্ময়াবিষ্ট নাথানায়েল বলিলেন, "গুরু, আপনিই শ্রীভগবদাত্মজ, আপনিই ইস্রায়েলের অধীশ্বর"! শ্রীযীশু বলিলেন, "তোমাকে উড়ুম্বর-বৃক্ষের তলে দেখি, ইহা বলায় কি তুমি শ্রদ্ধাবান্ হইলে? ইহা হইতেও মহত্তর বিষয় দেখিবে"। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, তোমরা নিরীক্ষণ করিবে, স্বর্গ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও দেবদূতগণ মনুষ্য-সন্তানটীর উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন, অবরোহণ করিতেছেন"।

৩। কানা নগরে বিবাহোৎসব

(শ্রীযোহন ২।১—১১)

"ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিবেন, তাহাই করিবে"। শ্রীযোহন ২।৫।

অতঃপর তৃতীয় দিবসে গালিলেয়ার অন্তর্গত কানা-নগরের একটী গৃহে বিবাহোৎসব হইল। শ্রীযীশুর মাতা সেই গৃহে ছিলেন, সশিষ্য শ্রীযীশুও বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পরে দ্রাক্ষারস অপর্য্যাপ্ত হইলে শ্রীযীশুর মাতা তাঁহাকে বলিলেন, "ইহাদের দ্রাক্ষারস নাই"। শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "তাহাতে আমার ও তোমার কি, মা? আমার সময় ত উপস্থিত হয় নাই"। তাঁহার মাতা পরিচারকগণকে বলিলেন, "ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিবেন, তাহাই করিবে'

যিহুদীদের প্রক্ষালন-রীত্যনুসারে সেই গৃহে পাথরে যড়লিঙ্গর ছিল;

প্রত্যেকটী আঢ়কদ্বয় বা আঢ়কত্রয় জল ধারণ করিত। শ্রীযীশু পরিচারকগণকে বলিলেন, "সমস্ত অলিঞ্জর জলে পরিপূর্ণ কর"। এই আদেশানুসারে তাহারা তৎসমুদয় আকর্ণ পরিপূর্ণ করিল। অনন্তর শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "উহা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ লইয়া ভাণ্ডারীর সন্নিধানে যাও"। এই আদেশটীও তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। পরিচারকগণ যে রহস্যটী জানিত, তাহা ভাণ্ডারীর অজ্ঞাত ছিল। দ্রাক্ষারসে পরিণত জল আস্বাদন করিয়া ভাণ্ডারী বরকে বলিল, "লোকে প্রথমে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে; পরে অতিথিগণ তৃপ্ত হইলে নিকৃষ্টতর দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে; আপনি কিন্তু এযাবৎ উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস রাখিয়াছেন"।

অলৌকিক-কর্ম্মের এই আরম্ভটী গালিলেয়ার কাণা-নগরে সাধন করিয়া শ্রীযীশু নিজ-মহিমা প্রকাশ করিলেন; ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। অতঃপর শ্রীযীশু, তাঁহার মাতা ও শিষ্যগণ কাফারনায়ুমে প্রস্থান করিয়া সেই নগরে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিলেন।

৬। মন্দিরের বিঘ্ন-বিঘাত

(শ্রীযোহন ২।১৩—২২)

"প্রভু তোমার মন্দিরের সৌন্দর্য্যে আমি বদ্ধানুরাগ"। সাম ২৫।৮।

যিহুদীদের নিস্তার-পর্ব্ব আসন্ন হইলে শ্রীযীশু যেরুশালেমে গমন করিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে গো-মেষ-কপোত-বিক্রেতাগণকে ও মুদ্রা-পরিবর্ত্তকগণকে সমাসীন দেখিয়া তিনি রজ্জুর কশা রচনা করিলেন, তদ্দ্বারা সকল ব্যাপারীকে গো-মেষের সহিত মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে নিরস্ত করিলেন, কণিকগণের মুদ্রা বিকীরণ করিয়া তাহাদের মুদ্রা-ফলক বিপর্য্যস্ত করিলেন ও কপোত-বিক্রেতাগণকে বলিলেন, "এই সমস্ত অপসারণ কর; আমার পিতার আয়তন বানিজ্যালয়ে পরিণত করিও না"। ইহাতে তাঁহার শিষ্যগণ এই শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিলেন—"তোমার আয়তনের প্রতি আমার অনুরাগ আমাকে গ্রাস করিয়াছে"।

উপস্থিত যিহুদীরা শ্রীযীশুকে বলিল, "তুমি যে এই সমস্ত কার্য্য ঐশী-শক্তিতে করিতেছ, তাহার কি প্রমাণ আমাদিগকে প্রদর্শন করিবে? তিনি

বলিলেন, "এই মন্দির উন্মূল কর, আমি দিবসত্রয়ের মধ্যে ইহা পুনর্নির্ম্মাণ করিব"। ইহাতে তাহারা বলিল, "এই মন্দির ৬০ বৎসরে নির্ম্মিত হয়; তুমি দিবস-এয়ের মধ্যে ইহা পুনর্নির্ম্মাণ করিবে"? শ্রীযীশু কিন্তু তাঁহার দেহরূপ মন্দিরের বিষয়ে ইহা বলিয়াছিলেন। তিনি মৃতোত্থিত হইলে পর শিষ্যগণ তাঁহার এই বচনটী স্মরণ করিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও উক্ত-বাক্যে স্থিতশ্রদ্ধ হন।

৭। শ্রীযীশু ও নিকোদেম

(শ্রীযোহন ৩।১—২১)

"যে শ্রদ্ধাবান্ ও দীক্ষাস্নাত হয়, সে নিস্তার পাইবে; কিন্তু যে শ্রদ্ধা-বিরহিত থাকে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা হইবে"। শ্রীমার্ক ১৬।১৬।

ফারিশী-মতাবলম্বী নিকোদেম যিহুদী-জাতির অন্যতম নায়ক ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে শ্রীযীশুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গুরু, আমরা জানি, আপনি ভগবৎ-প্রেরিত ধর্ম্মপ্রবক্তা; কেননা ভগবান সহায় না হইলে আপনার কৃত অদ্ভূত-কর্ম্ম মানবের অসাধ্য"। শ্রীযীশু বলিলেন, "আমি আপনাকে ধ্রুব বলিতেছি, জল ও পবিত্রাত্মা হইতে দ্বিজ না হইলে কোন মনুষ্যই ভগবদ্রাজ্যটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না"।

নিকোদেম প্রশ্ন করিলেন, "ইহার তাৎপর্য্য কি"? শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ইস্রায়েল-সমাজের অন্যতম গুরু, তথাপি ইহা জানেন না? আমি আপনাকে ধ্রুব বলিতেছি, আমরা যাহা জানি, তাহাই বলি ও যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহারই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করি; কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না। মরুপথে মৈসেস সর্পটী যাদৃশ উর্দ্ধোন্নত করেন, মনুষ্য-সন্তানকেও তাদৃশ উর্দ্ধীকৃত হইতে হইবে, যেন তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত সকল মনুষ্যই নরকস্থ না হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। পরমেশ্বর ভূলোকের প্রতি ঈদৃশ স্নেহ-পরায়ণ হইলেন যে, তাঁহার অদ্বিতীয় আত্মজকে দান করিলেন, যেন তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত সকল-মনুষ্যই নরকস্থ না হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। বস্তুতঃ পরমেশ্বর ভূলোকের বিচার-সাধনার্থে তাঁহার আত্মজকে প্রেরণ করেন নাই; প্রত্যুত ভূলোক তাঁহার দ্বারা নিস্তীর্ণ হয়, তদর্থেই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

যে তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত, তাহার বিচার হয় না; কিন্তু যে শ্রদ্ধা-বিরহিত, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, কেননা সে অদ্বিতীয় ভগবদ্দাত্মজের নাম-মাহাত্ম্যে শ্রদ্দধান হয় নাই। সেই বিচারটী এই যে, ভূলোকে জ্যোতিরুদয় হইল, কিন্তু দুষ্কর্ম্মা মনুষ্যগণ সেই জ্যোতিতে অনুরক্ত না হইয়া বরং অন্ধকারেই বদ্ধানুরাগ হইল; কদাচার সকল মনুষ্যই ত জ্যোতির্দ্বেষী। তাহাদের কার্য্যকলাপের দোষ-প্রকাশের ভয়ে তাহারা জ্যোতিঃসন্নিধানে সমাগত হয় না। কিন্তু যে সত্যানুষ্ঠায়ী, সে জ্যোতিঃসমীপে আগমন করে, যেন তাহার সকল-কর্ম্ম ভগবৎ-প্রীতর্থে সাধিত বলিয়া প্রকটিত হয়"।

৮। শ্রীযীশু ও সামারিয়া নারী

(শ্রীযোহন ৪।৩—৪২)

"ত্রাণকর্ত্তার উৎস হইতে তোমরা সানন্দে জলোন্নয়ন করিবে"। শ্রীইসায়িয়াস ১২।৩।

অতঃপর শ্রীযীশু পুনর্ব্বার গালিলেয়ায় চলিলেন। তাঁহাকে সামারিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হইল ও তিনি তদন্তর্গত শিখার-নগরে আগমন করিলেন। সেই নগরের প্রান্তে যাকোবের কূপ ছিল। শ্রীযীশু পথশ্রান্ত হইয়া মধ্যাহ্ন-কালে সেই কূপের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নগর হইতে একটী নারী জলোন্নয়ন করিতে আসিল। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "আমাকে জল দাও"।* সেই নারী তাহাকে বলিল, "আমি সামারিয়া-দেশীয়া, আপনি যিহুদী, আপনি কেমন করিয়া আমার জল যাচ্ঞা করিতেছেন"?† শ্রীযীশু বলিলেন, "ভগবানের দান যদি জানিতে ও যিনি তোমাকে বলিলেন, 'আমাকে জল দাও,' তাঁহার তত্ত্ব যদি জানিতে, তবে তুমিই হয়ত তাঁহাকে যাচনা করিতে, তিনিও তোমাকে জীবন্ত জল প্রদান করিতেন"। ইহাতে সেই নারী শ্রীযীশুকে বলিলেন, "মহাশয়, জলোন্নয়ন করিবার পাত্র আপনার সহিত নাই, কূপও গভীর; সেই জীবন্ত জল কোথায় আপনার লব্ধ হইল? যিনি আমাদিগকে এই কূপটী দান করেন, ইহার জল যিনি স্বয়ং পান করিতেন, যাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন,

* শ্রীযীশুর শিষ্যগণ এই সময়ে ভক্ষণ-ক্রয়ার্থে নগরে গমন করিয়াছিলেন।

† সামারিতীয়গণ যিহুদী-সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল।

যাঁহার পশুযূথও পান করিত, আমাদের সেই পিতামহ যাকোব হইতেও কি আপনি মহত্তর" ? শ্রীযীশু বলিলেন, "এই জল যে পান করে, সে পুনর্ব্বার পিপাসিত হইবে। কিন্তু আমার দাতব্য জল যে পান করিবে, সে কস্মিন্ কালেও পিপাসিত হইবে না"। ইহাতে সেই নারী তাঁহাকে বলিল, "মহাশয় আমাকে সেই জলই দান করুন, যেন পুনর্ব্বার আমার পিপাসা না হয় ও জলোন্নয়ন করিতে আমাকে যেন এই স্থানে পুনর্ব্বার আসিতে না হয়"।

শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "যাও, তোমার স্বামীকে ডাকিয়া আন"। সে বলিল, "আমার স্বামী নাই"। শ্রীযীশু বলিলেন, "তুমি যথার্থই বলিয়াছ, 'আমার স্বামী নাই'। তোমার পঞ্চ-স্বামী ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি যাহার সহিত আছ, সে তোমার স্বামী নহে"। সেই নারী বলিল, "মহাশয়, আমি নিশ্চিত জানিলাম, আপনি দৈববক্তা। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ঐ পর্ব্বতে উপাসনা করিতেন ; আপনারা বলেন, যে স্থানে উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই স্থানটী যেরুশালেমেই আছে"। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "বৎসে, আমর বাক্যে শ্রদ্ধাবতী হও ; যে সময়ে তোমরা না ঐ পর্ব্বতে, না যেরুশালেমে, পিতার উপাসনা করিবে, সেই সময় আসন্ন হইয়াছে। তোমরা যাহা জান না, তাহারই উপাসনা করিতেছ ; আমরা যাহা জানি, তাহারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ যিহুদী-মূলক। অধিকন্তু প্রকৃত উপাসকগণ যে সময়ে আধ্যাত্ম-জ্ঞানে ও সরল চিত্তে ভগবদুপাসনা করিবে, সেই সময় আসন্ন হইতেছে, আসন্নই হইয়াছে। তাদৃশ উপাসকগণই ভগবানের মনঃপ্রণীত। ভগবান্ আধ্যাত্ম ; তাঁহার উপাসকগণকে আধ্যাত্ম-জ্ঞানে ও সরল চিত্তে তাঁহার পূজা করিতে হইবে"। সেই নারী তাঁহাকে বলিল, "আমি জানি, শ্রীখ্রীষ্ট সমাসন্ন ; তিনিই আমাদিগকে সকল-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবেন"। শ্রীযীশু বলিলেন, "তোমর সহিত সম্ভাষমান আমিই সেই খ্রীষ্ট"।

শ্রীযীশুর শিষ্যগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে সেই নারী কলশ পরিত্যাগ করিয়া নগরে গমন করিল ও তাহার প্রতিবেশিগণকে বলিল, "আমার জীবনের সকল-বৃত্তান্তই একজন প্রকাশ করিয়াছেন ; আইস, তাঁহাকে দেখিবে। তিনিই হয়ত শ্রীখ্রীষ্ট"। তাহারা দ্রুতপদে শ্রীযীশুর সমীপে সমাগত হইল। ইত্যবসরে শিষ্যগণ তাঁহাকে সানুনয়ে বলিল, "গুরু, আহার করুন"। তিনি বলিলেন, "ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে তোমাদের অবিদিত ভক্ষণ আমার আছে"। তাঁহারা

পরস্পর বলিলেন, "কেহ কি ইঁহাকে ভক্ষণ আনিয়া দিয়াছে"? শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন' "আমার প্রেরয়িতার অভিপ্রায়-সাধনই আমার ভক্ষণ"।

অনন্তর পূর্ব্বোক্তা নারীর সাক্ষ্য-বশতঃ শিখার-নগরের বহু সামারীয় শ্রীযীশুর ভক্ত হইল। তাহাদের নির্ব্বন্ধে তিনি সেই নগরে দিবস-দ্বয় অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে বহুতর নাগরিক তাঁহার ভক্ত হইল। তাহারা সেই নারীকে বলিল, "এইবার আমাদের প্রত্যয় তোমার কথা-প্রযুক্ত হইল না; ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া আমরা নিশ্চিত হইলাম, ইনিই জগত্রাতা"।

৯। রাজ-পুরুষের পুত্রের ব্যাধি-নিগ্রহ

(শ্রীযোহন ৪।৪৩—৫৩)

"যে শ্রদ্ধাবান্, তাহার পক্ষে সমস্তই সাধ্য"। শ্রীমার্ক ৯।২২।

দিবসদ্বয়ের পর শিখার-নগর হইতে প্রস্থান করিয়া শ্রীযীশু গালিলেয়ার কানা-নগরে * পুনরাগমন করিলেন। এই সময়ে কাফার্ণায়ুমে এক রাজ-পুরুষ ছিলেন; তাঁহার পুত্র ব্যাধি-পীড়িত ছিল। যূদেয়া হইতে গালিলেয়ায় শ্রীযীশুর আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে সেই রাজ-পুরুষ সত্বর তাহার শরণাগত হইলেন ও তাঁহাকে কাফার্ণায়ুমে পদার্পণ করিয়া তাঁহার মৃত-কল্প পুত্রটীকে নিরাময় করিতে নির্ব্বন্ধ করিলেন। শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্ভুত কর্ম্ম না দেখিলে তোমাদের শ্রদ্ধা হয় না"। রাজ-পুরুষটী শ্রীযীশুর চরণারবিন্দে পতিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমার পুত্রটীর প্রাণান্ত হইবার পুর্ব্বে আমার সঙ্গে চলুন"। শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "যাও বৎস, তোমার পুত্র নিরাময় হইল"। রাজ-পুরুষটী শ্রীযীশুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তিনি যে সময়ে গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কতিপয় ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, তাঁহার পুত্র রোগ-মুক্ত হইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে রোগোপশমের সময়-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা বলিল,

* ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযীশু এই নগরে জল দ্রাক্ষারসে পরিণত করেন।

গতকল্য সপ্তম-ঘটিকায় তিনি নিজ্জ্বর হইয়াছেন"। তিনি তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিলেন, শ্রীযীশু সেই ঘটিকাতেই তাঁহাকে বলেন, "তোমার পুত্র নিরাময় হইল"। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার পোষ্যবর্গ শ্রীযীশুর ভক্ত হইলেন।

১০। স্ব-নগরে ধর্ম্ম-প্রবক্তা

(শ্রীলূক ৪।১৬—৩০)

"তিনি স্বাধিকারে আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না"। শ্রীযোহন ১।১১।

কানা-নগর হইতে শ্রীযীশু তাঁহার শৈশবের নাজারেথে আগমন করিলেন। বিশ্রাম-বারে তিনি স্বরীত্যনুসারে প্রার্থনা-গৃহে প্রবেশ করিয়া শাস্ত্র-পাঠার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। ভবিষ্যদ্বক্তা শ্রীইসায়িয়াসের গ্রন্থ তাঁহাকে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন, "প্রভুর চিদাত্মা আমার অন্তরে বিদ্যমান। দীন-দরিদ্রের সমীপে শুভ-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন ' ভগ্ন-চিত্তকে নিরাময় করিতে, কারাগুপ্তের মুক্তি ঘোষণা করিতে, অন্ধকে দৃক্‌শক্তি দান করিতে, উপদ্রুতকে নির্ম্মুক্ত করিতে, প্রভুর প্রাসাদাবহ বৎসর প্রখ্যাপন করিতে তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, অনন্তর তিনি গ্রন্থ বন্ধ করিয়া ও তাহা ভৃত্যকে প্রত্যর্পণ করিয়া উপবেশন করিলেন। সমাজ সন্নিবেশের সকল-মনুষ্যই তাঁহাতে বদ্ধ-দৃষ্টি হইলে তিনি বলিলেন, "অদ্য তোমাদের কর্ণ-গোচরে এই শাস্ত্রীয় বচন সফল হইল"।

তাঁহার মুখ-নিঃসৃত মধুর বাক্যে শ্রোতৃগণ চমৎকৃত হইল, তথাপি বলিল, "এ কি সূত্রধার যোসেফের পুত্র নহে"? কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা অবশ্যই আমাকে এই লোক-প্রবাদটী বলিবে, "চিকিৎসক, আত্ম-চিকিৎসা কর। কাফার্ণায়ুমে কৃত যে অদ্ভুত-কর্ম্মের বিবরণ আমাদের কর্ণ-গোচর হইয়াছে, তোমার স্বদেশেও তাদৃশ কার্য্য সাধন কর"। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, কোন ধর্ম্ম-প্রবক্তা স্বদেশে সম্মানিত হয় না। আমার প্রমাণ-বাক্যে প্রণিধান কর। এলিয়াসের জীব-দশায় যে সময়ে সার্দ্ধত্রিবর্ষ যাবৎ আকাশ রুদ্ধ ছিল, সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ

হইয়াছিল, সেই সময়ে ইস্রায়েল-কুলে বহু বিধবা ছিল। এলিয়াস কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও সমীপে প্রেরিত হন নাই। কেবল সীদোন-দেশস্থ সারেপ্তার একটী বিধবার সমীপেই তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্বক্তা এলীশায়ের জীবিতকালে ইস্রায়েল-কুলে বহু কুষ্ঠী ছিল; কিন্তু তাহাদের একজনও শুচীকৃত হয় নাই, কেবল সিরীয় নামানই শুচীকৃত হইয়াছিল"।

এই কথায় সমাজ-সন্নিবেশের সকল-মনুষ্যই কোপ-জ্বলিত হইল। তাহারা সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিল; যে পর্ব্বতে সেই নগরটী নির্ম্মিত ছিল, তাঁহাকে অধঃক্ষেপণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে তাঁহাকে আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি জনসঙ্ঘ নির্ভেদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১১। কাফার্ণায়ুমে শ্রীযীশুর ব্যাধি-প্রতীকার

(শ্রীলুক ৪।৩১—৪১)

"আমাদের আর্ত্তি তিনি সত্যই বহন করিয়াছেন, আমাদের ব্যথা-ভার ধারণ করিয়াছেন"। শ্রীইসায়িয়াস ৫৩।৪।

নাজারেথ হইতে শ্রীযীশু কাফার্ণায়ুমে গমন করিলেন। এই স্থানেও তিনি বিশ্রাম-বারে সমাজ-সন্নিবেশে যাইয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন ও তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবচনের ওজস্বীতায় শ্রোতৃগণ বিস্মিত হইল।

সমাজ-সন্নিবেশে এক ভূতাবিষ্ট লোক ছিল। সে ভীম-নাদে বলিল, "হে নাজারেথীয় যিশু, তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিলে? তুমি কে, তাহা জানি; তুমি পরমেশ্বর-প্রেরিত সাধু"। শ্রীযীশু তাহাকে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন. "মৌনী হও; এই লোকটার মধ্য হইতে নিঃসৃত হও"। অনন্তর সেই লোকটাকে সমাজ-সন্নিবেশের মধ্যস্থলে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া, কিন্তু তাহার কোন হানি না করিয়া ভূতটা ভীম-নাদ করিতে করিতে তাহার মধ্য হইতে নিঃসৃত হইল। দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, "এ কি ব্যাপার! ইনি যে পিশাচদিগকেও স্বপ্রভাবে আদেশ করেন, তাহারাও যে ইহাঁর আজ্ঞাবহ"।

সমাজ-গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীযীশু সিমোনের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সিমোনের শ্বশ্রূ প্রবল জ্বরে শয্যা-শায়িনী ছিল। আত্মীয় কুটুম্বগণ রোগিনীর আরোগ্যার্থে অনুনয় করিলে শ্রীযীশু তাহার শয্যা-পার্শ্বে যাইয়া জ্বরকে তর্জ্জন করিলেন। অনন্তর তিনি রোগিনীর হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র সে নির্জ্জ্বরা হইয়া শয্যা ত্যাগ করিল ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকালে কাফার্ণায়ুম ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরা বিবিধ-ব্যাধি-গ্রস্ত ও ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল। সমস্ত নাগরিক সিমোনের গৃহদ্বারে সমবেত হইল। শ্রীযীশু সকল-রোগীকেই একে এক স্পর্শ করিয়া নিরাময় করিল। তাঁহার প্রভাবে নিঃসারিত ভূতগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আপনি পরমেশ্বরের আত্মজ"। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন, বাগ্ব্যয় করিতে দিলেন না।

১২। অদ্ভুত মৎস্যাহরণ

(শ্রীলূক ৫।১—১১)

"তুমি এই দাসের প্রতি যে সদাচরণ ও যে সকল অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি তাহার কিঞ্চিন্মাত্রেরও যোগ্য নহি"। আদিগ্রন্থ ৩২।১০।

একদা শ্রীযীশু গেণেসারেথ-হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান হইলে জন-নিবহ ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিতে তাঁহাকে সোৎসাহে উপরোধ করিল। হ্রদের তীরে ধীবরদের দুই নৌকা ছিল ও তাহারা নৌকার নিকটে তাহাদের জাল প্রক্ষালন করিতেছিল। শ্রীযীশু সীমোন-নামা ধীবরের নৌকায় আরোহণ করিয়া তাঁহাকে উহা তট হইতে ঈষদ্দূরে চালনা করিতে বলিলেন। অনন্তর তিনি সেই নৌকায় উপবেশন করিয়া জন-নিবহের সম্মুখে ধর্ম্ম-প্রবচনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মোপদেশের বিরাম হইলে শ্রীযীশু সীমোনকে বলিলেন, "গভীর জলে

নৌকা চালনা করিয়া তোমাদের জাল নিক্ষেপ কর"। সীমোন বলিলেন, "প্রভু, আমরা সমস্ত-রাত্র পরিশ্রম করিয়া কিছুই পাই নাই; কিন্তু আপনার আদেশানুসারে আমি জাল নিক্ষেপ করিব"। অনন্তর জাল নিক্ষিপ্ত হইলে অসংখ্য মৎস্য নিবদ্ধ ও জাল ছিন্নপ্রায় হইল। ইহাতে সীমোন অপর নৌকাস্থ সহচরগণকে তাঁহার সাহায্যার্থে আসিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সমাগত হইয়া উভয়-নৌকা মৎস্যে পরিপূর্ণ করিলেন ও তাহাতে নৌকাদ্বয় নিমগ্ন-প্রায় হইল।

এই অদ্ভুত-দর্শনে সীমোন শ্রীযীশুর চরণে প্রণিপাতিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি পাপিষ্ঠ; আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করুন"। বস্তুতঃ সীমোন ও তাঁহার সঙ্গিগণ ধৃত মৎস্যের সংখ্যাধিক্যে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযীশু সীমোনকে বলিলেন, "ভয় করিও না; অদ্যাবধি তুমি মনুষ্যগ্রাহী ধীবর হইবে"। অনন্তর সীমোন ও তাঁহার সহচরগণ নৌকাদ্বয় স্থলে প্রত্যানয়ন করিলেন ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীযীশুর অনুগামী হইলেন।

১৩। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীকে শ্রীযীশুর আরোগ্যদান

(শ্রীমাথেয় ৯।১—৮; শ্রীলুক ৫।১৭—২৬)

"আশ্বস্ত হও, বৎস, তোমার পাপ-মোচন হইল"। শ্রীমাথেয় ৯।২।

অনন্তর নৌকারোহণে হ্রদোত্তরণ করিয়া শ্রীযীশু কাফার্ণায়ুমে প্রত্যাগমন করিলেন। অনতিবিলম্বে খট্টায় শয়ান, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত এক রোগী তাঁহার বাস-ভবনের সমীপে সমানীত হইল। মহান্ জন-নিবহ সেই বাস-ভবনের দ্বার রোধ করায় খট্টা-বাহকগণ ছাদে আরোহন করিল ও কতিপয় ইষ্টক অপসারণ করিয়া সেই রন্ধ্র-পথে রোগীকে খট্টা সমেত শ্রীযীশুর সম্মুখে অবতারিত করিল। তাহাদের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধায় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া শ্রীযীশু সেই রোগীকে বলিলেন, "সমাশ্বস্ত হও, বৎস, তোমার পাপ-মোচন হইল"।

ইহাতে কতিপয় শাস্ত্রাধ্যাপক মনোমধ্যে বিচারণা করিল, "লোকটা পরমেশ্বরের অপমান করিতেছে"। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীযীশু তাহাদের মনোগত ভাব জানিতে

পারিয়া বলিলেন, "আপনারা মনোমধ্যে কুতর্ক করিতেছেন কেন? আপনারাই বলুন, 'তোমার পাপ-মোচন হইল' বলাই অনায়াস, কি 'গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রম কর' বলাই অনায়াস? কিন্তু ভূলোকে পাপ-মোচন করিতে মনুজ-সন্তানের অধিকার আছে, ইহা আপনাদের সম্মুখেই প্রতিপন্ন করিতেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে বলিলেন, "উঠ, তোমার খট্বা লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান কর"। সে তন্মুহূর্ত্তেই গাত্রোত্থান করিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। তদ্দর্শনে জন-নিবহ বিস্ময়াকুল হইল ও ভগবান্ মনুষ্যকে তাদৃশী শক্তি প্রদান করায় তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীযীশু

দ্বিতীয় বর্ষ

১। চির-রোগীকে শ্রীযীশুর আরোগ্য-দান।

(শ্রীযোহন ৫।১-২৯)

"ভগবান্ সহায় না থাকিলে আপনার কৃত এই অদ্ভুত-কর্ম্ম মানবের অসাধ্য।" শ্রীযোহন ৩।২।

যিহুদীদের নিস্তার-পর্ব্ব সমাসন্ন হইলে শ্রীযীশু যেরুশালেমে গমন করিলেন। যেরুশালেমে মেষদ্বার নামক গোপুরের নিকটে পঞ্চ-ঘট্ট-যুক্ত একটী সরোবর ছিল। হেব্রেয় ভাষায় এই সরোবরের প্রচলিত নাম ছিল বেথেসদা। একটী দেবদূত সময়ে সময়ে সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া জল বিলোড়িত করিতেন। জল বিলোড়নের পর যে প্রথমে সরোবরে অবগাহন করিত; সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইত। অতএব অন্ধ, খঞ্জ, শুষ্কাঙ্গ ও ব্যাধি-পীড়িত জনসঙ্ঘ সরোবরের প্রতি-ঘট্টে শয়ান থাকিয়া জল-বিলোড়নের প্রতীক্ষা করিত।

সেই স্থানে অষ্টত্রিংশদ্বর্ষ যাবদ্ ব্যাধি-গ্রস্ত একটি লোক ছিল। শ্রীযীশু তাহাকে শয়ান দেখিয়া ও দীর্ঘকাল হইতে ব্যাধি-পীড়িত জানিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি নিরোগ হইতে ইচ্ছা কর?" রোগী বলিল, "হাঁ, মহাশয়, কিন্তু জল-কম্পনকালে আমাকে সরোবরে অবতারিত করিবার কোন বন্ধু-বান্ধব আমার নাই; আমি জলোপান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অন্য জন আমার অগ্রে সরোবরে অবতরণ করে।" শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "উঠ, তোমার খট্টা লইয়া প্রস্থান কর।" সেই রোগী তদ্দণ্ডেই নিরাময় হইল ও তাহার খট্টা লইয়া প্রস্থান করিল।

সেই দিন কিন্তু বিশ্রাম-বার। অতএব যিহুদীরা সেই আরোগ্য-প্রাপ্ত লোকটীকে বলিল, "অদ্য বিশ্রাম-বার; তোমার খট্টা বহন অবিধেয়।" সে তাহাদিগকে বলিল, "আমি যাঁহার কৃপায় নিরাময় হইয়াছি, তিনিই আমাকে খট্টা-বহন করিতে আদেশ করিয়াছেন।" তাহারা কৌতূহলপর

হইয়া প্রশ্ন করিল, "কে সে?" কিন্তু আরোগ্য-প্রাপ্ত লোকটি শ্রীযীশুকে জানিতে পারে নাই; কেননা সরোবরের তটে অনেক লোক থাকায় তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীযীশু তাহাকে মন্দির-প্রাঙ্গনে দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি নিরাময় হইয়াছ; পুনর্ব্বার পাপ করিও না, অন্যথা তোমার ঘোরতর সঙ্কট হইবে"। অনন্তর সে মন্দির-প্রাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিয়া প্রকাশে বলিল, শ্রীযীশুই তাহাকে নিরাময় করিয়াছেন। অতঃপর যিহুদীরা নানা-প্রকারে তাঁহার প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। তাঁহার অপরাধ, তিনি বিশ্রাম-বারে একটী রোগীকে নিরাময় করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার পিতা অদ্যাবধি কর্ম্ম করিতেছেন, আমিও কর্ম্ম করিতেছি"। ইহাতে যিহুদীরা তাঁহাকে বধ করিতে অধিকতর ব্যগ্র হইল; কেননা তিনি কেবল বিশ্রাম-বার লঙ্ঘন করেন নাই, অধিকন্তু পরমেশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, আপনাকে পরমেশ্বরের সমান করিতেন; অনন্তর শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, পিতা যাহা যাহা করেন, পুত্রও তাহা তদ্বৎ করেন। পিতা যাদৃশ মৃতোত্থাপন ও মৃত-সঞ্জীবন করেন, পুত্রও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে তাদৃশ সঞ্জীবিত করেন। পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার-ভার পুত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। সকল মনুষ্য পিতাকে যাদৃশ সম্মান করে, পুত্রকেও তাদৃশ সম্মান করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, যে সময়ে মৃতগণ ভগবদাত্মজের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবে, সেই সময় আসন্ন হইতেছে, অধুনা আসন্নই হইয়াছে; যাহারা সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবে, তাহারা জীবিত থাকিবে। কেননা পিতা যাদৃশ স্বয়ংজীবী, পুত্রকেও তাদৃশ স্বয়ংজীবী করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি পুত্রকে বিচার-সাধনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন; কেননা তিনি মনুজ-সন্তান। ইহাতে বিস্মিত হইও না; কেননা সমাধিস্থ সকল মনুষ্যই যে সময়ে ভগবদাত্মজের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবে, সেই সময় সমাসন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ কৃত-সদাচারগণ অমরত্ব-মূলক পুনরুত্থানার্থে ও কৃত-দুরাচারগণ দণ্ড-মূলক পুনরুত্থানার্থে বহির্গত হইবে।

২। শ্রীযীশুর প্রতিনিধি-পদে দ্বাদশ শিষ্যের নিয়োগ

(শ্রীমাথেয় ১০।১-৪ ; শ্রীমার্ক ৩।১৩-১৯ ; শ্রীলুক ৬।১২-১৬)

"পুনঃসৃষ্টিকালে মনুজ-সন্তান যে সময়ে স্বপ্রতাপের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন, সেই সময়ে আমার অনুগামী তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" শ্রীমাথেয় ১৯।২৮।

একদা শ্রীযীশু পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ধ্যান-যোগে সমস্ত-রজনী যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে তিনি নিজ-শিষ্যগণকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহা-দের মধ্য হইতে দ্বাদশ-জনকে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরিত-পদ প্রদান করিলেন। তাঁহার সহিত দ্বাদশ শিষ্যের একত্রাবস্থান ব্যবস্থিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব-ঘোষনার্থে তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাদিগকে ভূত-নিঃসারণের ও সর্ব্ব-ব্যাধি-প্রতীকারের শক্তি প্রদান করিলেন।

প্রাগুক্ত দ্বাদশ-শিষ্যের নাম পেত্রাখ্য সীমোন ও তাঁহার সহোদর আন্দ্রেয়াস, জেবেদেয়ের পুত্র যাকোব ও যোহান্নেস, ফিলিপ ও বার্থোলোমেয়, থোমাস ও মাথেয়, আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব ও থাদ্দেয়, উদ্যোগী সীমোন ও উত্তরকালে গুরু-দ্রোহী ইস্কারিয়োতেস যুদাস।

৩। পর্ব্বতোপরি শ্রীযীশুর ধর্ম্মোপদেশ

(শ্রীমাথেয় ৫।১-৭।২১ ; শ্রীলুক ৬।৩৬-৪৮)

"তোমার সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর তোমার স্বজাতীয়দের মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার প্রবোধনার্থে আমার সদৃশ জনৈক ধর্ম্ম-প্রবক্তা উৎপন্ন করিবেন ; তুমি তাঁহারই বাক্যে প্রণিধান করিবে।" দ্বিতীয় বিবরণ ১৮।১৫।

একদা লোকারণ্য দর্শনে শ্রীযীশু পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। তিনি উপবেশন করিলে শিষ্যগণ তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন ও তাঁহাদের প্রবোধনার্থে তিনি বলিলেন—

"দীনাত্মগণ ধন্য ; কেননা স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই। শোকার্ত্তগণ ধন্য কেননা তাহারা আশ্বস্ত হইবে। বিনীতাত্মগণ ধন্য ; কেননা তাহারা

ভূলোকের অধিকারী হইবে। যাহারা ধার্ম্মিকতার বুভুক্ষু ও পিপাসু তাহারা ধন্য; কেননা তাহারা পরিতর্পিত হইবে। কৃপান্বিতগণ ধন্য; কেননা

তাহারা কৃপা লাভ করিবে। বিমলাত্মগণ ধন্য; কেননা তাহারা পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। শান্তি সংস্থাপকগণ ধন্য; কেননা তাহাদের উপাধি হইবে দেব-পুত্র। যাহারা ধার্ম্মিকতার কারণে উপদ্রুত তাহারা ধন্য; কেননা স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই।

"ধন্য তোমরা, যদি লোকে আমার কারণে তোমাদিগকে নিন্দা ও পীড়ন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্ববিধ পরিবাদ মিথ্যা প্রখ্যাপণ করে। তোমরা আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও; কেননা স্বর্গ-লোকে তোমাদের পারিতোষিক প্রচুর।

"তোমরা পৃথিবীর লবণ-স্বরূপ কিন্তু লবণ বিস্বাদ হইলে তাহা কি প্রকারে পুনর্ব্বার লাবণ করা যাইবে! তাহা নির্গুণ, কেবল বহির্নিক্ষিপ্ত ও মনুষ্য-পদতলে দলিত হইবার যোগ্য।

"তোমরা পৃথিবীর দীপ। পর্ব্বতোপরিস্থিত নগর প্রচ্ছন্ন থাকে না। মনুষ্যও দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাহা দ্রোণের অধঃস্থ করে না, কিন্তু দীপাধারে স্থাপন করে; তাহাতে সমস্ত গৃহ উদ্ভাসিত হয়। মনুষ্য-লোকে তোমাদের

জ্যোতিঃ সেই প্রকার সমুজ্জ্বল হউক ; তাহা হইলে তোমাদের সৎক্রিয়া-দর্শনে বিশ্ব-জন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

"তোমরা অনুমান করিও না, আমি ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা ভাববাদীগণের অনুশাসন লোপ করিতে আসিয়াছি ; লোপ করিতে নহে, বরং তাহা পূর্ণ করিতেই আমার আগমন।

"তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ফারিশী ও শাস্ত্রীদের ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সমধিক না হইলে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিবাঁর অধিকারী হইবে না।

"তোমরা জান, পূর্ব্ব-কালে কথিত হইয়াছিল, নর-হত্যা করিও না ; নর-হন্তা ধর্ম্মাধিকরণে শাসনীয় হইবে। আমি কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি, নিজ ভ্রাতার প্রতি যে কুপিত হয়, সে ধর্ম্মাধিকরণে শাসনীয় হইবে। যে নিজ ভ্রাতাকে বলে, 'তুই নির্ব্বোধ,' সে মহা-সভায় শাসনীয় হইবে! যে বলে, 'তুই নরাধম,' সে নরকাগ্নিতে শাসনীয় হইবে। অতএব তুমি যে সময়ে বেদীতে উপহার উৎসর্গ করিতেছ, সেই সময়ে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন অভিযোগ সেই স্থানে স্মরণ হইলে, তুমি বেদীর সম্মুখে তোমার উপহার ত্যাগ করিয়া প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে যাইবে, তদনন্তর পুনরাগমন করিয়া, তোমার উপহার উৎসর্গ করিবে

"তোমরা জান, পূর্ব্বকালে কথিত হইত, 'তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে তোমার দিব্য পালন করিও।' আমি কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি, কস্মিন্‌কালেও দিব্য করিও না ; স্বর্গের দিব্য করিও না, কেননা তাহা শ্রীভগবানের সিংহাসন ; পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা পৃথিবী তাঁহার পাদ-পীঠ। যেরুশালেমের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান্ রাজাধিরাজের পুরী। মস্তকের দিব্য করিও না, কেননা তোমরা তাহার একটা কেশও শ্বেত-বর্ণ বা কৃষ্ণ-বর্ণ করিতে পার না। তোমাদের বাক্যালাপ 'হাঁ হাঁ' বা 'না না' হউক ; ইহার অধিক যাহা, তাহা পাপজ।

"তোমরা জান, পূর্ব্বকালে কথিত হইত 'নেত্রের বিনিময়ে নেত্র ও দন্তের বিনিময়ে দন্ত'। আমি কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি, দুর্জ্জনের প্রতিরোধ করিবে না ; প্রত্যুত কেহ তোমাদের দক্ষিণ-গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে তাহার প্রতি বাম গণ্ডও পরিবৃত করিবে।

"তোমরা জান, পূর্ব্বকালে কথিত হইত 'তুমি মিত্র-বৎসল ও শত্রু-দ্বেষী

হইবে।’ আমি কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের শক্রর প্রতিও প্রীতি প্রদর্শন করিবে, তোমাদের শক্রগণেরও উপকার করিবে, তোমাদের পীড়ক পরিবাদকগণের কল্যাণ প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলে, তোমাদের যে স্বর্গস্থ পিতা দুর্জ্জন-সুজনোপরি নিজ-সূর্য্য উদিত করেন, ভদ্রাভদ্রোপরি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তোমরা তাঁহারই সন্তানাখ্য হইবে! কেননা যাহারা তোমাদের প্রতি প্রীতিমান্, তোমরা কেবল তাহাদেরই প্রতি প্রীতিমান্ হইলে তোমাদের কি পারিতোষিক হইবে? করদায়ীগণও কি তাহা করে না? অথবা তোমরা যদি কেবল স্বভ্রাতৃগণকেই অভিবাদন কর, তবে অধিক কি কর? প্রতিমা-পুজকগণও কি তাহাই করে না? অতএব তোমাদের পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।

“তোমরা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সাবধান হইবে; জনাবলোকনার্থে, মানবের নয়নগোচরে, তাহা করিবে না। অন্যথা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার দাতব্য পারিতোষিক তোমরা লাভ করিবে না।

“অতএব লোক-পূজিত হইবার অভিপ্রায়ে ফারিশীরা সমাজ-গৃহে বা রাজপথে যাহা করে, তোমরা তাহার অনুকরণ করিয়া ভিক্ষাদান-কালে তোমাদের অগ্রে তূর্য্য-ধ্বনি করিও না। আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, তাহারা স্ব-পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। কিন্তু তোমাদের ভিক্ষা-প্রদান-কালে তোমরা দক্ষিণ-হস্তে যাহা কর, তাহা বাম হস্তকে জানিতে দিবে না। তথানুষ্ঠিত হইলে তোমাদের ভিক্ষা-দান নিভৃত হইবে, এবং তোমাদের পিতা তাহার ফল তোমাদিগকে প্রদান করিবেন।

“উপাসনা-কালে তোমরা ফারিশীদের তুল্য হইও না; কেননা মানবের নয়ন-গোচর হইবার অভিপ্রায়ে তাহারা সমাজ-সন্নিবেশে বা চতুষ্পথে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিতে তৎপর। আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, তাহারা স্ব-পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। উপাসনা-কালে তোমরা অন্তরাগারে প্রবেশ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, নিভৃতে তোমাদের পিতার উপাসনা করিবে, এবং তোমাদের নিভৃত-দর্শী পিতা তাহার ফল তোমাদিগকে প্রকাশে প্রদান করিবেন। অধিকন্তু উপাসনা-কালে তোমরা প্রতিমা-পূজকদের সদৃশ বৃথা পুনরুক্তি করিবে না; কেননা তাহারা অনুমান করে, তাহাদের বাক্য-বাহুল্যের গুণে তাহারা প্রার্থনার উত্তর লাভ করিবে। তোমরা তাহাদের সদৃশ হইবে না;

কেননা তোমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা তোমাদের যাচনার পূর্ব্বেই তোমাদের পিতার বিদিত।

"উপবাস-কালে তোমরা ফারিশীদের সদৃশ বিষণ্ণ-বদন হইবে না; কেননা তাহারা জন-সমাজে উপবাস প্রদর্শনার্থে মুখ বিষণ্ণ করে। আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, তাহারা স্ব-পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা উপবাস-কালে মস্তক তৈলাক্ত করিবে ও মুখ-মণ্ডল প্রক্ষালন করিবে; করিলে তোমাদের উপবাস মানবের প্রত্যক্ষ না হইয়া কেবল তোমাদের নিভৃত পিতারই প্রত্যক্ষ হইবে, এবং তোমাদের নিভৃত-দর্শী পিতা তাহার ফল তোমাদিগকে প্রকাশে প্রদান করিবেন।

"যাহা পবিত্র, তাহা কুক্কুরকে দান করিবে না; তোমাদের মুক্তা-রত্নও শূকরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে না; কেননা তাহারা মুক্তা পদদলিত করিবে ও দন্তাঘাতে তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিবে।

"সর্ব্ব-বিষয়ে তোমাদের প্রতি মনুষ্যদের যাদৃশ ব্যবহার তোমারা প্রত্যাশা কর, তাহাদের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিবে; কেননা ইহাই নিখিল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ও ভাবাদীগণের শিক্ষা-সার।

"সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করিবে, কেননা নরকে যাইবার দ্বার বিশাল, মার্গও বিস্তীর্ণ; অনেকেই তাহাতে প্রবেশ করে। কিন্তু জীবনের দ্বার সঙ্কীর্ণ, মার্গও সঙ্কট; তাহা অল্প লোকেরই অধিগত হয়।

"কাপটিক ধর্ম্ম-প্রবক্তৃগণ হইতে সাবধান হইবে। তাহারা মেষের বেশে তোমাদের সমীপে সমাগত হয়, কিন্তু অন্তরে তাহারা জিঘাংসু শার্দ্দূলের সদৃশ। তাহাদের কার্য্যেই তোমরা তাহাদের স্বভাব জানিতে পারিবে। কণ্টক হইতে কি দ্রাক্ষা-ফল বা গোক্ষুর হইতে কি উডুম্বর-ফল সংগৃহীত হয়? বস্তুতঃ প্রত্যেক সুবৃক্ষই সুফল উৎপাদন করে, কিন্তু কুবৃক্ষ কুফলই উৎপাদন করে। সুবৃক্ষ কুফল-প্রদ হয় না, কুবৃক্ষও সুফল-প্রদ হয় না। সুফল-হীন সকল-বৃক্ষই উন্মূলিত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব তাহাদের কার্য্য-দর্শনেই তোমরা তাহাদের স্বভাব জানিতে পারিবে। 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া যাহারা আমাকে অভিভাষণ করে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই ব্যক্তিই স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিবে

"তোমাদের পিতা যাদৃশ কৃপাবান, তোমরাও তাদৃশ কৃপাবান্ হইবে। অন্যের বিচার করিবে না, তাহাতে তোমাদেরও বিচার হইবে না; অন্যের অপরাধ নির্ণয় করিবে না, তাহাতে তোমাদের অপরাধও নির্ণীত হইবে না; ক্ষমা করিবে, তাহাতে তোমাদেরও ক্ষমালাভ হইবে। দান-ধর্ম্ম করিবে, তাহাতে তোমাদিগকেও প্রতিদান প্রদত্ত হইবে।"

অনন্তর শ্রীযীশু শিষ্যগণকে একটি উপমাও বলিলেন; "অন্ধ কি অন্ধের পথ-দর্শক হইতে পারে? হইলে উভয়েই কি গর্ত্তে পতিত হয় না? শিষ্য গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ নহে; কিন্তু গুরুর সদৃশ হইলেই সে পরিপক্ক হয়।

"তোমার ভ্রাতার চক্ষুর তৃণ-কণা নিরীক্ষণ কর কেন, কিন্তু স্বচক্ষুঃস্থ মহীরুহ বাহির কর না কেন? তুমি স্বচক্ষুঃস্থ মহীরুহ বাহির না করিয়া কি প্রকারে তোমার ভ্রাতাকে বলিবে, 'ভ্রাতঃ, আইস, তোমার চক্ষুস্থ তৃণকণা বাহির করিব'। কপট প্রথমে স্বচক্ষুঃস্থ মহীরুহ বাহির কর, করিলে তোমার ভ্রাতার চক্ষুঃস্থ তৃণকণা বাহির করিতে সূক্ষ্ম-দর্শী হইবে।

"যে আমার সমীপে সমাগত হইয়া আমার বচন শ্রবণ করে ও তদনুরূপ কার্য্য করে, সে স্বগৃহ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত বিজ্ঞ-জনের সদৃশ। সে গৃহপোতক গভীর খনন করিয়া পাষাণে গৃহ-মূল স্থাপন করিল। পরে বৃষ্টি হইল, প্রবাহ ও ঝঞ্ঝাবাত সেই গৃহে আঘাত করিল; কিন্তু তাহা ধ্বস্ত হইল না, কেননা তাহা পাষাণোপরি সংস্থাপিত ছিল।

"কিন্তু যে আমার বচন শ্রবণ করিয়াও তদনুরূপ কার্য্য করে না, সে ঈদৃশ মূঢ়ের সদৃশ, যে বিনা ভিত্তিমূলে সৈকতোপরি স্ব-গৃহ নির্ম্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি-সম্পাত হইল, প্রবাহ ও ঝঞ্ঝাবাত সেই গৃহে আঘাত করিলে তাহা সহসা ধ্বস্ত হইল; সেই গৃহ-ভঙ্গও ভীষণ হইল"।

শ্রীযীশুর ধর্ম্মোপদেশে জনতা বিস্ময়াবিষ্ট হইল; কেননা তিনি অধিকার-সম্পন্ন পুরুষের সদৃশ ধর্ম্ম-প্রবচন করিলেন, তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞ ও ফারিশীগণের অনুকরণে কেবল বচন উদ্ধার করিলেন না।

৪। জনৈক কুষ্ঠীর রোগ-মোচন, সেনাপতির দাসকে আরোগ্য-দান

(শ্রীমাথেয় ৮।১-১৩)

"প্রভু, আপনি যে আমার গৃহে পদ-ধূলি প্রদান করিবেন, আমার সে যোগ্যতা নাই।" শ্রীমাথেয় ৮।৮।

শ্রীযীশু পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলে পর মহান্-জন-নিবহ তাঁহার অনুসরণ করিল। অনন্তর এক কুষ্ঠী সহসা তাঁহার সম্মুখ-বর্ত্তী হইল ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছা করিলেই আমাকে নিরাময় করিতে পারেন।" শ্রীযীশু হস্ত প্রসারিত করিলেন ও সেই কুষ্ঠীর গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তথাস্তু, তুমি নিরাময় হও"। তৎক্ষণাৎ সে নিরাময় হইল। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "সাবধান, কাহাকেও বলিও না। কেবল যাজকের সম্মুখে যাইয়া তোমার গাত্র দেখাও ও আরোগ্য-প্রমাণার্থে মৈসেস-নির্দ্দিষ্ট উপহার উৎসর্গ কর"।

পরে শ্রীযীশু কাফার্ণায়ুম-নগরে প্রবেশ করিলে জনৈক সেনাপতি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সানুনয়ে বলিলেন, "প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাত-রোগে শয্যাগত ও তীব্র-বেদনায় ব্যাকুল"। শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি যাইয়া তাহাকে নিরাময় করিব।" সেনাপতি সবিনয়ে বলিলেন, "প্রভু, আপনি যে আমার গৃহে পদ-ধুলি প্রদান করিবেন, আমার সে যোগ্যতা নাই। কেবল আদেশ করুন, তাহাতেই আমার দাস নীরোগ হইবে। কেননা আমি স্বয়ং পরাধীন হইলেও সৈনিকগণ আমার আজ্ঞা-কারী; আমি তাহাদের এক জনকে 'যাও' বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে; আমার ভৃত্যকে 'এই কার্য্য কর' বলিলেই সে তাহা করে"।

এই কথায় বিস্মিত হইয়া শ্রীযীশু স্বানুগামিগণকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, এমন বিশ্বাস আমি ইস্রায়েল-বংশেও সমাসাদন করি নাই। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু-মনুষ্য সমাগত হইয়া আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সহিত স্বর্গ-রাজ্যে একত্র উপবেশন করিবে, কিন্তু রাজ্যটীর সন্তানগণ বহিস্থ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে; সেই স্থানে

রোদন ও দন্ত-সঙ্ঘর্ষ হইবে।" অনন্তর শ্রীযীশু সেই সেনাপতিকে বলিলেন, "কুশলে প্রস্থান করুন; আপনার শ্রদ্ধা যাদৃশী, অভীষ্ট সিদ্ধিও তাদৃশী হউক।" তদ্দণ্ডেই সেনাপতির ভৃত্য রোগ-মুক্ত হইল।

৫। নায়িম-নগরে মৃত-সঞ্জীবন

(শ্রীলুক ৭।১১-১৮)

"পিতা যাদৃশ মৃতোত্থাপন ও মৃত-সঞ্জীবন করেন, পুত্রও যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহাকে তাদৃশ সঞ্জীবিত করেন।" শ্রীযোহন ৫।২১।

পরদিবসে সশিষ্য শ্রীযীশু নায়িম-নামা নগরাভিমুখে চলিলেন ও মহান্-জন-নিবহ তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি নগর-দ্বারের নিকটে সমাগত হইলে

বহির্দ্দেশে বাহ্যমান এক শব তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল; শব যাহার সে জননীর অনন্য সন্তান, সেই জননীও বিধবা। প্রাণাধিক সন্তানের অন্ত্যকর্ম্ম করিতে সেই বিধবা বহু বন্ধু-বান্ধবের সহিত সমাধি-ক্ষেত্রে যাইতেছিল।

রোরুদ্যমানা জননীর মর্ম্ম-পীড়ায় করুণাবিষ্ট হইয়া শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "ক্রন্দন করিও না"। অনন্তর তিনি শব-যানের নিকটে যাইয়া তাহা স্পর্শ

করিলেন। বাহকগণ দণ্ডায়মান হইলে তিনি বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, গাত্রোত্থান কর"। ইহাতে মৃত লোকটি ঝটিতি উত্থিত হইয়া কথা বলিতে লাগিল ও শ্রীযীশু তাঁহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন।

এই মহাশ্চর্য্য-দর্শনে দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল ও ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিল, "আমাদের মধ্যে এক মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবান্ স্বানুজীবিগণের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিয়াছেন"। পরে সমগ্র যূদেয়ায় ও চতুস্পার্শস্থ জনপদে এই বৃত্তান্তটি কীর্ত্তিত হইল।

৬। শ্রীযোহনের বার্ত্তাবহ

(মাথেয় ১১।২-১০)

"আমাদের অনুভব হইয়াছে, ইনি সত্যই জগত্রাতা"। শ্রীযোহন ৪।৪২।

শ্রীযীশুর কৃত অদ্ভুত-কর্ম্মের বিবরণ কারাগারে শ্রবণ করিয়া যোহন তাঁহার দুই শিষ্যকে শ্রীযীশুর সমীপে প্রেরণ করিলেন। শিষ্যদ্বয় শ্রীযীশুর সন্নিধানে সমাগত হইয়া গুরুর আদেশানুসারে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "যিনি আসিবেন, আপনিই কি সেই মহা-পুরুষ বা আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিব"? শ্রীযীশু বলিলেন, "যাও, যাহা শ্রবণ করিলে, দর্শন করিলে, তাহা যোহনকে জ্ঞাপন কর; অন্ধ দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিতেছে। খঞ্জ গতি-শক্তি লাভ করিতেছে, কুষ্ঠী আরোগ্য লাভ করিতেছে, বধির শ্রবণ-শক্তি লাভ করিতেছে, মৃত সঞ্জীবিত হইতেছে, দীন-দরিদ্রের সমীপে শুভ-সমাচার প্রচারিত হইতেছে; যে আমাতে স্খলিত না হয় সে ধন্য"।

শিষ্যদ্বয় প্রস্থান করিলে পর শ্রীযীশু জনতাকে তপস্বী যোহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন; "কি দেখিতে তোমরা অরণ্যে নির্গত হইয়াছিলে? বায়ু-দোলায়মান নল? অন্যথা কি দেখিতে নির্গত হইয়াছিলে? কোন দৈববক্তাকে? তাহাই বটে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি দৈববক্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর পুরুষকে। উনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে লিখিত আছে, 'দেখ, আমি দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিব, সে তোমার গন্তব্য মার্গ সুগম করিবে'।"

৭। অনুতাপিনী নারীর উপর শ্রীযীশুর দয়া

(শ্রীলূক ৭।৩৬-৫০)

"তিনি ক্ষুণ্ণ নল খণ্ডশঃ করিবেন না, সধূমা বর্ত্তিকাও নির্ব্বাপন করিবেন না"। শ্রীইসা-ইয়াস ৪২।৩।

জনৈক ফারিশী তাহার সহিত ভোজনার্থে শ্রীযীশুকে নিমন্ত্রণ করিল। তিনি যথা-সময়ে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজনোপবিষ্ট হইলেন। ভোজন-কালে একটা পাপিষ্ঠা নারী সুগন্ধি-তৈল-পূর্ণ শ্বেতোপল-পাত্র লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল, শ্রীযীশুর চরণারবিন্দে প্রণিপতিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহা বারম্বার অশ্রুপরিপ্লুত ও কেশ-কলাপে মার্জ্জিত করিল, এবং তাঁহার পাদ-পদ্ম বারম্বার চুম্বন করিয়া তৈলসিক্ত করিল।

ইহাতে নিমন্ত্রক ফারিশী স্বান্তরে বলিল, "লোকটা দৈব-বক্তা হইলে জানিতে পারিত, এই কুলটা কে ও কেমন পাপ-চারিনী"। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "সিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে"। সে বলিল, "গুরুদেব, বলিতে আজ্ঞা হউক"। শ্রীযীশু বলিলেন, "এক উত্তমর্ণের দুই অধমর্ণ ছিল। এক জনের পঞ্চ-শত, অপর জনের পঞ্চাশ দীনার পরিশোধণীয় ছিল। তাহাদের ঋণ-পরিশোধের উপায় না থাকায় তিনি উভয়কেই ঋণ-মুক্ত করিলেন। অধমর্ণদ্বয়ের কে সেই উত্তমর্ণের প্রতি সমধিক কৃতজ্ঞ হইবে"? সিমোন বলিল, "আমার বোধ হয়, অধিক ঋণ হইতে তিনি যাহাকে মুক্ত করিলেন, সে"। শ্রীযীশু বলিলেন, "তুমি যথার্থ বিচার করিলে"।

অনন্তর তিনি সেই নারীর অভিমুখ হইয়া সিমোনকে বলিলেন, "এই নারীকে দেখিতেছ? আমি তোমার গৃহে প্রবেশ করিলে তুমি আমাকে পাদ-প্রক্ষালনের জল দিলে না, কিন্তু এই নারী আমার চরণ অশ্রু-পরিপ্লুত করিয়া তাহার কেশ-কলাপে মার্জ্জিত করিয়াছে। তুমি আমাকে চুম্বন কর নাই, এই নারী কিন্তু প্রবেশ-কালাবধি আমার চরণ চুম্বন করিতেছে। তুমি আমার মস্তক তৈলাভ্যক্ত কর নাই, এই নারী কিন্তু সুগন্ধি-তৈলে আমার চরণ বিলিপ্ত করিয়াছে। অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি, ইহার অসংখ্য পাপের মোচন হইয়াছে কারণ ইহার প্রেম অধিক। কিন্তু যাহার অল্পমাত্র ক্ষমা করা হয়, তাহার প্রেমও স্বল্প"।

অনন্তর শ্রীযীশু সেই নারীকে বলিলেন, "তোমার পাপ-মোচন হইল"। ইহাতে ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বান্তরে বলিতে লাগিল, "এই ব্যক্তি কে যে পাপও ক্ষমা করে"! শ্রীযীশু কিন্তু সেই নারীকে বলিলেন, "তোমার শ্রদ্ধাই তোমাকে উদ্ধার করিল, কুশলে প্রস্থান কর"।

৮। হ্রদোপকূলে ধর্ম্মোপদেশ

(শ্রীলুক ৮।৪-১৫ ; শ্রীমাথেয় ১৩।২৪-৫০)

"পরমেশ্বর সুজন-দুর্জ্জন উভয়েরই বিচার করিবেন।" প্রবক্তা ৩।১৭।

একদা শ্রীযীশু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হ্রদের উপকূলে উপবেশন করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সমীপে মহান্ জন-নিবহ সমাগত হইলে তিনি নৌকারোহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও সমগ্র জন-নিবহ হ্রদোপকূলে দণ্ডায়মান থাকিল। অনন্তর তিনি সেই জনার্ণবের সম্মুখে উপমাদ্বারা নানাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, "একটী কৃষক ক্ষেত্রে বীজ-বপন করিল। বপন-কালে কতিপয় বীজ পথ-পার্শ্বে পতিত হইল ও খেচর পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিল। কতিপয় বীজ পাষাণে পতিত হইল ও বীজাঙ্কুর রসাভাবে বিশুষ্ক হইল। কতিপয় বীজ কণ্টক-মধ্যে পতিত হইল ও বীজাঙ্কুর বর্দ্ধমান কণ্টক-বনে নিরুদ্ধ হইল। কতিপয় বীজ উর্ব্বরায় পতিত হইল ও বীজাঙ্কুর যথাসময়ে শতগুণ ফল প্রদান করিল"।

অনন্তর শিষ্যগণের অনুনয়ে শ্রীযীশু উপমাটীর ব্যাখ্যানার্থে বলিলেন, "বীজ ভগবদ্বাক্য। যাহারা সেই বাক্য শ্রবণ করে, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিস্তার লাভ করিতে সমর্থ না হয়, এই অভিপ্রায়ে শয়তান যাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করে, তাহারাই পথ-পার্শ্বে পতিত বীজ। যাহারা বাক্যটী শুনিয়া সানন্দে গ্রহণ করে, কিন্তু যাহারা চল-চিত্ত ও স্বল্পকাল শ্রদ্ধাবান থাকিয়া পরীক্ষাকালে স্খলিত হয়, তাহারাই পাষাণময় স্থলে পতিত বীজ। যাহারা বাক্যটী শ্রবণ করিয়াও সংসারের চিন্তায়, ধন-তৃষ্ণায় ও সুখ ভোগে ভ্রান্ত হইয়া ফলোৎপাদন করে না, তাহারাই কণ্টক-বনে পতিত বীজ। যাহারা বাক্যটী শ্রবণ করিয়া নির্ব্যাজ ও সাধু-হৃদয়ে রক্ষা করে, ধৈর্য্যের সহিত ফলোৎপাদন করে, তাহারাই উর্ব্বরায় পতিত বীজ".

অনন্তর শ্রীযীশু বলিলেন, "স্বর্গ রাজ্য এক কৃষকের তুল্য, যিনি নিজ-ক্ষেত্রে সুবীজ বপন করিলেন। কিন্তু ক্ষেত্রপালগণ নিদ্রিত হইলে তাঁহার শত্রু গোধূমের মধ্যে শ্যামাক-বীজ বপন করিয়া প্রস্থান করিল। পরে বীজাঙ্কুর ফলবান্ হইলে শ্যামাকও প্রত্যক্ষ হইল। এতদ্দর্শনে ক্ষেত্রপালগণ সেই কৃষকের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনি কি ক্ষেত্রে সুবীজ বপন করেন নাই? শ্যামাক কি প্রকারে হইল"? কৃষক বলিলেন, "কোন শত্রু এই কার্য্য করিয়াছে"। ক্ষেত্রপালগণ বলিল "আমরা কি শ্যামাক চয়ন করিব"? কৃষক বলিলেন, "না, শ্যামাকের সহিত গোধূমও উন্মূলিত হইতে পারে। শস্যচ্ছেদনাবধি উভয়ই বর্দ্ধিত হউক। শস্যচ্ছেদন-কালে কর্ত্তকগণ আমার আদেশানুসারে প্রথমে শ্যামাক সংগ্রহ করিয়া দাহনার্থে গুচ্ছী-কৃত করিবে ও তাহার পর গোধূম ভাণ্ডারে রাখিবে"।

অতঃপর শ্রীযীশু জন-নিবহকে বিদায় করিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিলেন, "গুরুদেব, এই উপমাটী ব্যাখ্যা করুন"। যীশু বলিলেন, "যিনি সুবীজ বপন করেন, তিনি মনুজ-সন্তান। ক্ষেত্র জগৎ; ভগবদ্রাজ্যের সন্তানগণ সুবীজ. দুরিতের সন্তানগণ শ্যামাক। যে শত্রু শ্যামাক-বীজ বপন করে, সে শয়তান। শস্যচ্ছেদন-কাল যুগান্ত ও দেবদূতগণ কর্ত্তক। শ্যামাক যাদৃশ সংগৃহীত ও বহ্নিতে দগ্ধ হয়, যুগান্তেও দুর্জ্জনদের পরিণাম তেমনি হইবে। মনুজ-সন্তান তাঁহার দূতগণকে প্রেরণ করিবেন ও তাঁহারা সমাগত হইয়া তাঁহার রাজ্যের সমস্ত কণ্টক অর্থাৎ পাপ-চারী সংগ্রহ করিবেন ও বহ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্ত-ঘর্ষণ হইবে। তৎকালে ধার্ম্মিকগণ তাঁহাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্য-সদৃশ দেদীপ্যমান হইবেন"।

শ্রীযীশু অধিকন্তু বলিলেন, "স্বর্গ-রাজ্য সর্ষপ-বীজের* তুল্য। সর্ব্ব-বিধ বীজের মধ্যে তাহা ক্ষুদ্রতম বটে, কিন্তু তাহার অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত শাক হইতে বৃহৎ-কায় হয়, ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয় ও গগণ-বিহারী পক্ষিগণ তাহার শাখায় শাখায় অবস্থান করে।

"স্বর্গ-রাজ্য তালমদ্যের সদৃশ; কোন নারী তাহা দ্রোণত্রয়-পরিমিত গোধূম-চূর্ণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে তৎ-সাকল্য পরিণামে তালমদ্যে ভাবিত হইল।

---

* ইহা ভারতবর্ষীয় সর্ষপ-বীজ নহে।

"স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রে সঙ্গুপ্ত ধনের সদৃশ। তাহা কোন মনুষ্যের নয়ন-গোচর হইলে সে বাগ্‌যত হইয়া মহানন্দে প্রস্থান করে ও সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে।

"স্বর্গ-রাজ্য উৎকৃষ্ট মুক্তা-রত্নের অন্বেষক বণিকের সদৃশ। মহার্ঘ মুক্তারত্ন তাঁহার নয়ন-গোচর হইলে তিনি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করেন।

"পুনশ্চ স্বর্গ-রাজ্য ঈদৃশ জালের সদৃশ, যাহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে সর্ব্ব-বিধ মৎস্য সংগ্রহণ করে। সেই জাল মৎস্যে পরিপূর্ণ হইলে ধীবরগণ তাহা উত্তোলন করে, পরে কূলে সমুপবিষ্ট হইয়া সুমৎস্য সংগ্রহ করে ও কুমৎস্য বর্জ্জন করে। যুগান্তেও তাদৃশ ব্যাপার হইবে। দেবদূতগণ সমাগত হইবেন ও ধার্ম্মিক-মণ্ডলের মধ্য হইতে অধার্ম্মিকগণকে পৃথক্ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন; সেই স্থানে হাহাকার ও দন্ত-ঘর্ষণ হইবে"।

এই প্রকারে শ্রীযীশু উপমা-যোগে নানা-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ভবিষ্যদ্বক্তার এই বচনটী সফল হইল—"আমি মুক্ত-কণ্ঠে উপমা বলিব; সৃষ্টি-কালাবধি যাহা নিগূঢ়, তাহা পরিব্যক্ত করিব"।

৯। সমুদ্রে বাত্যা

(শ্রীমাথেয় ৮।২৩-২৭; শ্রীলূক ৮।২২-২৫)

"রক্ষা কর, প্রভু, আমরা বিনষ্ট হইলাম"! শ্রীমাথেয় ৮।২৫

একদা সায়ংকালে চতুষ্পার্শ্বে জনার্ণব দেখিয়া শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "আইস, আমরা হ্রদের পারে যাই"। তাঁহারা জন-নিবহকে বিদায় করিলে জনৈক অধ্যাপক শ্রীযীশুর সম্মুখ হইয়া বলিলেন, "গুরু, আমি সর্ব্বত্র আপনার অনুগামী হইব"। শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "শৃগালের গর্ত্ত আছে, খেচর পক্ষির নীড় আছে; কিন্তু মনুজ-সন্তানের মস্তক-রক্ষারও স্থান নাই"।

অনন্তর শ্রীযীশু শিষ্যগণের সহিত নৌকারোহন করিলেন। নৌকা তর-স্থান ত্যাগ করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন। অকস্মাৎ সমুদ্রে মহাবাত হইল ও পোত তরঙ্গ-আলোড়িত হইতে লাগিল। প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া শিষ্যগণ

শ্রীযীশুর সমীপে সমাগত হইলেন ও তাঁহাকে ভগ্ন-নিদ্র করিয়া বলিলেন, "রক্ষা কর, প্রভু, আমরা বিনষ্ট হইলাম"। শ্রীযীশু বলিলেন, "অল্প-বিশ্বাসী,

তোমরা ভয়-বিহ্বল কেন"? অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তর্জ্জন করিলে ব্যাতা ও সমুদ্র নিমেষে প্রশান্ত হইল। এতদ্দর্শনে শিষ্যগণ সবিস্ময়ে বলিল, "ইনি কি অদ্ভুত লোক! বায়ূ ও সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞাবহ"।

১০। যায়ীরের কন্যা; ব্যাধি-পীড়িতা নারী

(শ্রীমাথেয় ৯।১৮-২৬; শ্রীমার্ক ৫।২২-৪৩; শ্রীলুক ৮।৪১-৫৬)

"একবার উহার বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিলেই আমি নির্ব্যাধি হইব"। শ্রীমাথেয় ৯।২১

শ্রীযীশু হ্রদ-পার হইতে প্রত্যাগমন করিলে তর-স্থান পুনর্ব্বার জনাকীর্ণ হইল। সেই জনতার মধ্যে স্থানীয় সমাজ-সন্নিবেশের জনৈক অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার নাম যায়ীর। তিনি শ্রীযীশুর সমক্ষে প্রণিপতিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যাটী সদ্যোমৃতা; আসুন, তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে প্রাণদান করুন"। শ্রীযীশু শিষ্যগণের সহিত যায়ীরের অনুসরণ করিলেন।

দ্বাদশ-বর্ষ যাবৎ প্রদর-রোগাতুরা একটী নারী পথি-মধ্যে শ্রীযীশুর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিল; সে স্বান্তরে বলিতেছিল, "একবার উহার বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিলেই আমি নির্ব্যাধি হইব"। শ্রীযীশু পশ্চান্মুখ হইয়া সেই নারীকে বলিলেন, "বৎসে, সমাশ্বস্তা হও; তোমার শ্রদ্ধাই তোমাকে নির্ব্যাধি করিল"। তদ্দণ্ডেই সেই নারী রোগমুক্তা হইল।

শ্রীযীশু যথা-কালে যায়ীরের গৃহে পদার্পণ করিলেন; তিনি যায়ীরের রোরুদ্যমান আত্মীয়গণকে বলিলেন, "তোমরা রোদন করিতেছ কেন? বালিকাটীর মৃত্যু হয় নাই, সে নিদ্রিতা"। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে পরিহাস করিল। জন-নিবহ বহিষ্কৃত হইলে তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বালিকাটীর হস্ত ধারণ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ সে গাত্রোত্থান করিল। এই মৃতসঞ্জীবনের বৃত্তান্ত অনতিবিলম্বে সমগ্র দেশে কীর্ত্তিত হইল।

১১। দ্বাদশ শিষ্যের কর্ম্মারম্ভ

(শ্রীমাথেয় ৯।৩৫-৩৮; ১০।১-১৪; শ্রীমার্ক ৬।৭-১৩)

"অতএব তোমরা ক্ষেত্র-পতিকে তাঁহার ক্ষেত্রে কৃষাণ প্রেরণ করিতে অনুনয় কর"। শ্রীমাথেয় ৯।৩৮

অনন্তর শ্রীযীশু নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; তিনি সমাজ-সন্নিবেশে ধর্ম্ম-প্রবচন ও ভগবদ্রাজ্য বিষয়ে শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, সর্ব্ববিধ ব্যাধির প্রতিকারও করিলেন। কিন্তু প্রতিস্থানে অসংখ্য মনুষ্য দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইলেন; কেননা তাহারা রক্ষক-বিহীন মেষ-যূথের সদৃশ অবসন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন, "শস্য প্রচুর, কিন্তু কৃষাণ অল্প; অতএব তোমরা ক্ষেত্র-পতিকে তাঁহার ক্ষেত্রে কৃষাণ প্রেরণ করিতে অনুনয় কর"।

পরে তিনি দ্বাদশটী শিষ্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ভূত-বিতাড়ণের ও সর্ব্বরোগ প্রতীকারের শক্তি প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগবদ্রাজ্যের ঘোষণা করিতে ও ব্যাধি-পীড়িতগণকে নিরাময় করিতে ইতস্ততঃ প্রেরিত হইলেন। প্রেরণ-কালে শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"তোমরা বিজাতিদের দেশে যাইও না, সামরীয়দের কোন নগরেও প্রবেশ

করিও না ; বরং ইস্রায়েলকুলের ভ্রষ্ট মেষগণের সমীপে যাইয়া ঘোষণা কর, 'স্বর্গ-রাজ্য আসন্ন'। তোমরা পীড়িতকে সুস্থ কর, মৃতকে সঞ্জীবিত কর, কুষ্ঠীকে নিরাময় কর, ভূতাবিষ্টের প্রতিকার কর। তোমরা বিনামূল্যে যাহা লাভ করিয়াছ, তাহা বিনামূল্যেই প্রদান কর।

"তোমাদের কটিবন্ধে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র-মুদ্রা সঞ্চয় করিবে না, যাত্রার্থে থলি, দুই বস্ত্র, পাদুকা বা যষ্টিও লইবে না ; কেননা কর্ম্মী গ্রাসাচ্ছাদনের যোগ্য। কোন নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করিয়া তোমরা সজ্জনের অনুসন্ধান করিবে ও প্রস্থানকালাবধি তাঁহারই সহিত অবস্থান করিবে। কোন গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে অভিবাদন করিয়া বলিবে, 'এই গৃহের কল্যাণ হউক'। গৃহটী যোগ্য হইলে তোমাদের উক্ত কল্যাণ তাহাতে আরোপিত হইবে, কিন্তু যোগ্য না হইলে কল্যাণ সংযুক্ত হইবে না। কেহ তোমাদিগকে গ্রহণ না করিলে বা তোমাদের বাক্য শ্রবণ না করিলে, তোমরা তাহার গৃহ বা সেই নগর হইতে প্রস্থান-কালে তোমাদের পদ-ধূলি নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর প্রেরিত শিষ্যগণ নগরে নগরে. গ্রামে গ্রামে, প্রায়শ্চিত্তের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, ভূতাবিষ্টের প্রতিকার করিলেন, এবং পীড়িতকে তৈলমর্দ্দন-দ্বারা সুস্থ করিলেন।

১২। শ্রীযোহনের শিরশ্ছেদন

(মাথেয় ১৪।১-১২ ; মার্ক ৬।২৪ ২৯)

"নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না"। যাত্রা-গ্রন্থ ২০।১৩, ১৪।

গালিলেয়ার রাজা আন্তিপা হেরোদ তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ্পের পত্নী হেরোদিয়াকে বিবাহ করেন। তাহাতে শ্রীযোহন রাজাকে বলেন, "ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত আপনার বিবাহ অবৈধ"। এই নির্ব্বাদে হেরোদিয়ার ক্রোধ হইলে তাহার চিত্ত-প্রসাদনার্থে সেই নির্ভীক স্পষ্ট-বক্তা তপস্বীকে কারাবদ্ধ করেন। কিন্তু তাহাতেও হেরোদিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। শ্রীযোহনকে বধ করিতে সে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে, কিন্তু তাহার সকল-প্রয়াসই ব্যর্থ হয় ; কারণ শ্রীযোহনের প্রতি রাজার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল ও কারাগারেও

তিনি তাঁহাকে নিরাপদে রাখিতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। শ্রীযোহন সাধারণের ভক্তি-ভাজন হওয়াতে, রাজা লোক-ভয়েও তাহার পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই।

শেষে কিন্তু হেরোদিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ লাভ করিল। রাজা হেরোদের জন্ম-দিবসে রাজ-প্রাসাদে উৎসব হইল; হেরোদিয়ার কন্যা সালোমে রাজ-সভায় নৃত্য করিয়া রাজার ও নিমন্ত্রিত পারিষদগণের মনোরঞ্জন করিল। সালোমের নৃত্য-নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব; তাহা অর্দ্ধ-রাজ্য হইলেও তোমাকে প্রদত্ত হইবে"। হেরোদিয়ার মন্ত্রণায় সালোমে বলিল, "মহারাজ, কারাবদ্ধ যোহনের মস্তক এই সভায় আমাকে প্রদান করুন"। তাহাতে রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতগণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া সালোমের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং ঘাতককে কারাগারে প্রেরণ করিয়া শ্রীযোহনের শিরশ্ছেদন করাইলেন! অনতি-বিলম্বে সেই মহাপুরুষের শির রাজসভায় আনীত ও সালোমের হস্তে সমর্পিত হইল; সে দ্রুত-পদে অন্তঃপুরে যাইয়া তাহা হেরোদিয়াকে প্রদান করিল।

পরে শ্রীযোহনের শোক-সন্তপ্ত শিষ্যগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শ্রীযীশুর সন্নিধানে সমাগত হইলেন ও তাঁহাকে নিধন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন।

অনতিবিলম্বে শ্রীযীশুর সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া রাজা হেরোদ পার্শ্বচরগণকে বলিলেন, "উনি যোহন; উনি মৃতোত্থিত হইয়া বিভূতি-যোগে আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিতেছেন।" কেহ কেহ বলিল, "উনি এলিয়াস"; কেহ কেহ বলিল, "পূর্ব্ব-কালীন মহা-পুরুষদের একজন উত্থিত হইয়াছেন"। রাজা হেরোদ কিন্তু পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমার আদেশে যিনি ছিন্ন-মস্তক হইয়াছিলেন, উনি মৃতোত্থিত সেই যোহন"। অতঃপর রাজা হেরোদ শ্রীযীশুর দর্শন-লাভার্থে উৎসুক হইলেন।

১৩। পঞ্চ-সহস্র মনুষ্যকে অন্ন-দান

(শ্রীযোহন ৬।১-১৫)

"তোমরা সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরের রাজ্যটীর ও তাঁহার ধর্ম্মবিধির অন্বেষণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে"। শ্রীমাথের ৬।৩৩।

শ্রীযীশু গালিলেয়া দেশের অন্তর্গত তিবেরিয়াস্-হ্রদের পারে প্রস্থান করিলেন। অনেকের ব্যাধি-প্রতীকার দেখিয়া অসংখ্য মনুষ্য তাঁহার অনুসরণ

করিল। তিনি একটী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিলেন। তৎকালে যিহুদীদের নিস্তার-পর্ব্ব প্রত্যাসন্ন। সেই পর্ব্বত হইতে শ্রীযীশু দেখিলেন, অসংখ্য মনুষ্য তাঁহার নিকটে আসিতেছে, তাহাতে তিনি ফিলিপকে বলিলেন, "উহাদের আহারার্থে কোন্ স্থানে রুটী ক্রয় করি"?* ফিলিপ বলিলেন, "উহাদের প্রত্যেক জনকে কিঞ্চিৎ পরিবেশন করিতে হইলে দুইশত দীনারের রুটীও যথেষ্ট হইবে না"। সীমোন পিতরের সহোদর আন্দ্রেয়াস বলিলেন, "একটী বালকের পাঁচটী যবের রুটী ও দুইটী মৎস্য আছে; কিন্তু তাহাতে ঐ জনতার কি হইবে"?

* ফিলিপকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীযীশু ইহা বলিলেন কেননা তিনি কি করিবেন, তাহা জানিতেন।

শ্রীযীশু শিষ্যগণকে বলিলেন, "সকলকে উপবেশন করাও"। অতঃপর ন্যূনাধিক পঞ্চ-সহস্র মনুষ্য পর্ব্বতের তৃণময় পাদদেশে উপবেশন করিল। অনন্তর শ্রীযীশু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রুটী লইলেন ও পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া জনতার মধ্যে তাহা পরিবেষণ করাইলেন; সেই প্রকারে দুই মৎস্যেরও যথেচ্ছ পরিবেষণ হইল। সকলে পরিতৃপ্ত হইলে শ্রীযীশু শিষ্যগণকে বলিলেন, "সমস্ত ভুক্তাবশেষ সংগ্রহ কর, যেন কিঞ্চিন্মাত্রেরও অপচয় না হয়"। তদনুসারে তাঁহারা ভুক্তোচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা দ্বাদশটী ডালা পরিপূর্ণ করিলেন।

এই অদ্ভুত কর্ম্ম-দেখিয়া জনতা বলিল, "ভূলোকে যাঁহার আবির্ভাবের নির্দ্দেশ আছে, ইনি সত্যই সেই মহা-পুরুষ"! শ্রীযীশু অবলোকন করিলেন, সেই জনতা তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া রাজা করিবে; অতএব তিনি একটী পর্ব্বতোপরি অন্তর্হিত হইলেন।

১৪। পদব্রজে শ্রীযীশুর জল-সঞ্চরণ

(শ্রীমাথেয় ১৪।২৩-৩৩; শ্রীযোহন ৬।১৬-২১।

"আপনি সত্যই দেব-পুত্র"। শ্রীমাথেয় ১৪।৩৩।

সন্ধ্যাকালে হ্রদের কূলে সমাগত হইয়া শ্রীযীশুর শিষ্যগণ নৌকাযোগে পারস্থ কাফার্ণায়ুমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; শ্রীযীশু কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন না। হ্রদে ঘন অন্ধকারে তাঁহাদের নৌকা তরঙ্গ-উৎক্ষিপ্ত। রজনীর চতুর্থ প্রহরে তাঁহারা দেড় ক্রোশ বা ক্রোশদ্বয় অতিক্রম করিলে পর শ্রীযীশু হ্রদোপরি পদবিক্ষেপ করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভয়-বিপ্লুত শিষ্যগণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভূত"!

শ্রীযীশু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "শান্ত হও, এ যে আমি, ভয় নাই"। পিতর বলিলেন, "প্রভু, যদি আপনিই হন, তবে আমাকে জলে পদ-বিক্ষেপ করিয়া আপনার নিকটে যাইতে আদেশ করুন"। শ্রীযীশু বলিলেন, "আইস"! অনন্তর পোত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতর শ্রীযীশুর নিকটে যাইতে জলোপরি সঞ্চরণ করিলেন, কিন্তু বাত্যার প্রাবল্যে তিনি ভীত হইলেন ও নিমজ্জমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন!" প্রসারিত হস্তদ্বয়ে

পিতরকে ধারণ করিয়া শ্রীযীশু বলিলেন, "হা ক্ষীণ-বিশ্বাসি, সন্দেহ করিলে কেন" ?

ঝটিতি বাত্যার নিবৃত্তি হইল। তদ্দর্শনে নৌকাস্থ সকলে শ্রীযীশুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি সত্যই দেব-পুত্র"। তাঁহারা শ্রীযীশুকে নৌকার মধ্যে গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন, কিন্তু তাহা অবিলম্বে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইল।

১৫। দিব্যান্ন-দানের প্রতিজ্ঞা

(শ্রীযোহন ৬।২২-৭২১

"যে কেহ অযোগ্য হইয়া এই রোটীকা ভোজন করিবে বা প্রভুর এই পাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে"। ১ম করিন্থীয় ১১।২৭।

যাহাদিগকে ভক্ষ্য-দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাহারা পর দিবসে নিরূপণ করিল, তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তাহারা শ্রীযীশুর অন্বেষণে নৌ-যোগে কাফার্ণায়ুমে সমাগত হইল ও সমাজগৃহে তাঁহার দর্শন-লাভ করিয়া বলিল, "গুরু, এস্থানে আপনি কখন্ আসিলেন" ? শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, অদ্ভূত-কর্ম্ম দেখিয়াছ বলিয়া তোমরা আমার অন্বেষণ কর নাই; রুটী খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছ বলিয়া তোমরা আমার অন্বেষণ করিতেছ। নশ্বর খাদ্যের জন্য উদ্যোগী না হইয়া অবিনশ্বর খাদ্যের জন্য উদ্যোগী হও; মনুষ্য-সন্তান তোমাদিগকে তাহা দান করিবেন"।

তাহারা শ্রীযীশুকে বলিল, "ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্ম-সম্পাদনে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?" শ্রীযীশু বলিলেন, "তিনি যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাতেই শ্রদ্ধান্বিত হও; ইহাই শ্রীভগবদাদিষ্ট কার্য্য"। তাহারা বলিল, "আপনি কি অদ্ভূত কর্ম্ম করিবেন, যাহা দেখিয়া আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করিব ? আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ মরুপথে "মান্না" ভোজন করিতেন; ধর্ম্ম গ্রন্থেই লিখিত আছে, 'তিনি তাহাদিগকে ভোজনার্থে স্বর্গ হইতে খাদ্য প্রদান করিলেন'।" তদনন্তর শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, মৈসেস তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে খাদ্য প্রদান করেন নাই; আমার পিতাই

স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে প্রকৃত খাদ্য প্রদান করেন। কেননা যাহা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া ভুলোককে প্রাণ-দান করে, তাহাই ঈশ্বর দত্ত খাদ্য"। তাহারা শ্রীযীশুকে বলিল, "প্রভু, আমাদিগকে সর্ব্বদাই সেই খাদ্যই দান করুন"। শ্রীযীশু বলিলেন, "আমিই সেই জীবনদায়ক খাদ্য; যে আমার শরণাগত হয়, সে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; যে আমার ভক্ত হয়, সে তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, যে আমার ভক্ত, সে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আমিই স্বর্গাবতীর্ণ জীবনদায়ক খাদ্য। এই রুটী যে ভোজন করিবে, সে অমর হইবে। আমি যে রুটী দান করিব, তাহা আমার মাংস তাহা জগতের জীবনার্থে দান করিব।

তাহাতে যিহুদীরা পরস্পর তর্ক করিয়া বলিল, "ইনি কি প্রকারে আমাদিগকে ভোজনার্থে আপন মাংস প্রদান করিবেন"? শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, মনুষ্যসন্তানের মাংস ভোজন না করিলে ও তাঁহার রক্ত পান না করিলে তোমরা নির্জীব হইবে। যে আমার মাংস ভোজন করে, আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে; অন্তিম দিবসে আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব। কেননা আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য, আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে আমার মাংস ভোজন করে, আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে অবস্থিত, আমিও তাহাতে অবস্থিত। নিত্য জাগরূক যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পিতার গুণে আমি যাদৃশ জীবিত আছি, যে আমাকে ভোজন করে, সেও আমার গুণে তাদৃশ জীবিত থাকিবে। ইহাই স্বর্গাবতীর্ণ খাদ্য। তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ "মান্না" ভোজন করিয়াও গতাসু হইয়াছিলেন। কিন্তু এই খাদ্য যে ভোজন করিবে, সে অমর হইবে"।

এই বাক্য শুনিয়া শ্রীযীশুর অনেক শিষ্য বলিলেন, "এই উক্তি দুর্ব্বোধ। কে ইহা গ্রাহ্য করিবে"? শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ইহা কি তোমাদের বিঘ্নের কারণ? তবে মনুষ্যের সন্তান ইতঃপূর্ব্বে যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে তাঁহাকে উঠিতে দেখিলে তোমরা কি বলিবে? আত্মাই জীবনদায়ক, শরীরটা নিরর্থক। আমি তোমাদের সম্মুখে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম, তাহা আধ্যাত্মিক ও জীবনদায়ক, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রদ্ধাবিহীন"। ফলতঃ শ্রীযীশু প্রথম হইতেই জানিতেন, কে কে শ্রদ্ধাবিহীন কেই বা তাঁহাকে শত্রু-হস্তে

সমর্পণ করিবে। অতঃপর তাঁহার বহু শিষ্য তাঁহার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

অতএব শ্রীযীশু তাঁহার দ্বাদশ সহচরকে বলিলেন, "তোমরাও কি চলিয়া যাইবে"? সীমোন পিতর বলিলেন, "কাহার আশ্রয়ে যাইব, প্রভু? আপনাতেই অনন্ত জীবনের বচন। আপনিই যে শ্রীখৃষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র তদ্বিষয়ে আমরা প্রত্যয় করিয়াছি এবং প্রবুদ্ধ হইয়াছি"। শ্রীযীশু বলিলেন "এই যে তোমরা দ্বাদশ জন, আমিই কি তোমাদিগকে মনোনীত করি নাই? তথাপি তোমাদের মধ্যেও একজন শয়তান আছে"। যে শিষ্য তাঁহাকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবে, সেই ইস্কারিয়োত যুদাসের বিষয়েই তিনি ইহা বলিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীযীশু

তৃতীয় বর্ষ

১। বিজাতীয়া নারীর অনুরোধ
মুক-বধিরের নিরাময় প্রাপ্তি

(শ্রীমাথেয় ১৫।২১-২৮ ; শ্রীমার্ক ৭।৩১-৩৭)

"ইনি সকল-কর্ম্মই উত্তমরূপে সাধন করিয়াছেন"। শ্রীমার্ক ৭।৩৭।

গালিলেয়া হইতে শ্রীযীশু তীরস ও সিদোনের প্রদেশে গমন করিলেন। তিনি অলক্ষিত থাকিবার সঙ্কল্প করিলেও তাহা সিদ্ধ হইল না; কেননা সেই প্রদেশের একটী নারী তাঁহার অনুসরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু, দাবিদ-নন্দন, আমার প্রতি দয়া করুন; আমার কন্যাটী ভূতাবেশে অতিশয় ক্লিষ্ট"। তিনি কিন্তু নির্ব্বাক্ থাকিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "উহাকে তাড়াইয়া দিন, কেননা সে চীৎকার করিয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে"। তিনি সেই নারীকে বলিলেন, "আমি কেবল ইস্রায়েল-কুলের হারিত মেষ-যূথের সমীপেই প্রেরিত হইয়াছি"। শেষে তিনি একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন; সেই নারী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভু, কৃপা করুন"। শ্রীযীশু বলিলেন, "শিশুদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের সম্মুখে নিক্ষেপ করা উচিত নহে"। সেই নারী বলিল, "সত্য, প্রভু, কিন্তু কুকুর প্রভুর ভোজ্যমঞ্চ হইতে পতিত ভুক্তাবশেষ আহার করে"। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "তোমার শ্রদ্ধা মহতী; তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হউক"। তদ্দণ্ডেই তাহার কন্যাটি নিরাময় হইল।

অতঃপর শ্রীযীশু তীরস ও সিদোনের সীমা হইতে প্রস্থান করিয়া, দেকা-পোলিস অতিক্রম করিয়া, গালিল-হ্রদের কূলে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই স্থানে কতিপয় পুরুষ জনৈক মূক-বধিরকে তাঁহার নিকটে আনিল, তিনি যেন তাহার গাত্রে হস্তার্পন করেন। অনন্তর সেই মূক-বধিরকে নির্জ্জনে লইয়া শ্রীযীশু তাহার কর্ণ-রন্ধ্রদ্বয়ে আঙ্গুল দিলেন, তাহার জিহ্বায় থুথু প্রয়োগ করিলেন, এবং স্বর্গাভিমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মুক্ত হও"। তৎক্ষণাৎ তাহার শ্রবণশক্তি হইল, জিহ্বা-বন্ধন মুক্ত হইল ও সে যথাযথ কথা বলিতে লাগিল। শ্রীযীশু তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা

এই বৃত্তান্ত কাহাকেও বলিও না"। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যতই নিষেধ করিলেন, তাহারা ততধিক বৃত্তান্তটি প্রকাশ করিল ও সকলে অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, "তিনি সকল কর্ম্মই উত্তমরূপে সাধন করিয়াছেন, তিনি বধিরকে শ্রবণ-শক্তি ও মূককে বাক্-শক্তি প্রদান করিয়াছেন"।

২। চতুঃসহস্র মনুষ্যকে ভক্ষ্যদান

(শ্রীমাথেয় ১৫।৩২-৩৮; শ্রীমার্ক ৮।১-৯)

"যাহারা ধর্ম্মের বুভুক্ষু ও পিপাসু, তাহারাই ধন্য।" শ্রীমাথেয় ৫।৬।

অনন্তর শ্রীযীশুর নিকটে বহুসংখ্যক মনুষ্য পুনর্ব্বার সমবেত হইল। শেষে তাহাদের খাদ্যের অভাব হইলে শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "জনতার প্রতি আমার অনুকম্পা হইতেছে; ইহারা দিবসত্রয় আমার সঙ্গে আছে, কিন্তু সম্প্রতি ইহাদের খাদ্যাভাব হইয়াছে! আমি ইহাদিগকে অনশনে বিদায় করিলে ইহারা পথেই অবসন্ন হইবে; অধিকন্তু ইহাদের কেহ কেহ বহু দূরের"। শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিলেন, "এই বিশাল জনতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে আমরা নির্জ্জন স্থানে যথেষ্ট রুটী কোথায় পাইব"?

শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের কত রুটী আছে"? তাঁহারা বলিলেন, "সাতটী মাত্র"। অনন্তর তিনি জনতাকে ভূমি-তলে বসাইতে আদেশ করিয়া সাতটী রুটী লইলেন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ-পূর্ব্বক তাহা খণ্ড করিয়া শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন ও তাঁহারা জনতার মধ্যে তাহা পরিবেষণ করিলেন। তাঁহাদের কতিপয় ক্ষুদ্র মৎস্যও ছিল; শ্রীযীশু সেই মৎস্যও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহা জনতার মধ্যে পরিবেষণ করাইলেন। জনবৃন্দ আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল ও শ্রীযীশুর শিষ্যগণ ভুক্তাবশেষ সাতটী ডালা পরিপূর্ণ করিলেন। যাহারা খাইল তাহারা ন্যূনাধিক চতুঃসহস্র ছিল। অনন্তর শ্রীযীশু তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

৩। পিতরের প্রাধান্য-বিষয়ে শ্রীযীশুর প্রতিজ্ঞা

(শ্রীমাথেয় ১৬।১৩-১৯; শ্রীমার্ক ৮।২৭-৩৮; শ্রীলূক ৯।১৮-২৭)

"আপনি শ্রীখৃষ্ট, নিত্য-জাগরূক শ্রীভগবানের পুত্র।" শ্রীমাথেয় ১৬।১৬।

অতঃপর চেসারেয়া-ফিলিপ্পির উপকণ্ঠে সমাগত হইয়া শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্য-গণকে প্রশ্ন করিলেন, "মনুষ্য-সন্তান কে? তাঁহার বিষয়ে লোকদের ধারণা

কি"? তাঁহারা বলিলেন, "কেহ বলে তিনি যোহন; কেহ বলে, তিনি এলীয়াস; কেহ বলে, যেরেমীয়াস অথবা মহা-পুরুষদের কোন এক জন"। শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কিন্তু আমার বিষয়ে তোমরা কি বল"? সীমোন পিতর বলিলেন, "আপনি শ্রীখৃষ্ট, নিত্য-জাগরূক শ্রীভগবানের পুত্র"।

শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "হে যোনাস-নন্দন সীমোন, ধন্য তুমি! কেননা মানব তোমার নিকটে এই তত্ত্ব প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতাই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও তোমাকে বলিতেছি, তুমি পিতর বা পাষাণ, এবং এই পাষাণোপরি আমি নিজ-মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব; নরক তাহা পরাজয় করিবে না। আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের কুঞ্চিকা প্রদান করিব; তুমি ইহলোকে যাহা বদ্ধ করিবে, স্বর্গেও তাহা বদ্ধ হইবে এবং ইহলোকে যাহা মুক্ত করিবে, স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে"।

সেই সময় হইতে শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেন, তাঁহাকে যেরুশালেমে যাইতে হইবে, জন-নায়ক, শাস্ত্রাধ্যাপক ও প্রধান-যাজকগণের কপট-প্রবন্ধে প্রচুর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, এবং নিহত হইয়া তৃতীয় দিবসে মৃতোত্থিত হইতে হইবে।

অনন্তর তিনি নিজ-শিষ্যগণকে ও জনতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে আমার ভক্ত হইতে কৃত-সঙ্কল্প, সে আত্মত্যাগ করুক ও আপন ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হউক। আপন ক্রুশ গ্রহণ করিয়া যে আমার অনুবর্ত্তী না হয়, সে আমার যোগ্য নহে। যে নিজপ্রাণ রক্ষা করিতে উৎসুক, সে প্রাণ হারাইবে; কিন্তু আমার কারণে যে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করে, সে তাহা পুনর্লাভ করিবে? নিখিল ভূমণ্ডল অধিকার করিবে, আধ্যাত্মিকজীবনে বঞ্চিত হইলে, মানবের কি লাভ? মনুষ্যলোকে যে আমাকে স্বীকার করিবে, আমার স্বর্গস্থ পিতার সম্মুখে আমিও তাহাকে স্বীকার করিব; কিন্তু মনুষ্য-লোকে যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, আমার স্বর্গস্থ পিতার সম্মুখে আমিও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিব।

৪। শ্রীযীশুর উজ্জ্বল-মূর্ত্তি-ধারণ

(শ্রীমাথেয় ১৭।১-৯)

"আমাদের অধম শরীরের রূপান্তর করিয়া তিনি তাহা আপন তেজোময় শরীরের অনুরূপ করিবেন"। ফিলিপীয় ৩।২১।

অতঃপর ছয় দিন অতীত হইলে পিতর, যাকোব ও তাঁহার সহোদর আন্দ্রেয়াসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীযীশু পর্ব্বতারোহণ করিলেন ও তাঁহাদের সম্মুখে

রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখ-মণ্ডল সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল ও পরিচ্ছদ তুষার তুল্য শুভ্র হইল। মৈসেস ও এলীয়াস শিষ্যত্রয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পিতর শ্রীযীশুকে বলিলেন, "প্রভু এই স্থানে থাকিলে বেশ হয়। অপনার অনুমতি হইলে আমরা এই স্থানে তিনটী কুটির নির্ম্মাণ করি; একটীতে আপনি, একটীতে মৈসেস আর একটীতে এলীয়াস বাস করিবেন"।

কথা কহিতেছেন এমন সময়ে একটী উজ্জ্বল মেঘ সেই স্থান ছায়াময় করিল ও মেঘটীর মধ্য হইতে এই দৈব-বাণী হইল, "ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র ইহাঁতেই আমার পরম-সন্তোষ। ইহাঁরই বাক্য তোমরা শ্রবণ কর"। এই দৈব-বাণী শুনিয়া শিষ্যত্রয় অত্যন্ত ভয়াতুর ও অধোমুখে পতিত হইলেন। তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়া শ্রীযীশু বলিলেন, "উঠ, ভয় করিও না"। তাঁহারা চক্ষু খুলিলে শ্রীযীশু ভিন্ন অন্য কেহ দৃষ্ট হইল না। অনন্তর পর্ব্বত হইতে অবরোহণ-কালে শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়া

টাবর পর্ব্বত

বলিলেন, "মৃত্যু হইতে আমার পুনরুত্থানকালাবধি তোমরা এই দর্শন-বৃত্তান্ত কাহাকেও বলিও না"।

৫। মন্দির-কর; শিশুর ন্যায় মনোবৃত্তি

(১৭।২৪-২৭; ১৮।১-১১)

"মন পরিবর্ত্তন করিয়া শিশুর সদৃশ না হইলে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না"। শ্রীমাথেয় ১৮।৩।

অনন্তর তাঁহারা কাফার্ণায়ুমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে মন্দির-করাদায়িগণ পিতরের সমীপে সমাগত হইয়া বলিল, "আপনাদের গুরু কি মন্দির-কর দেন না"? তিনি বলিলেন, "দেন বৈ কি"। তিনি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "সীমোন, তোমার মত কি? রাজ-কর কাহাদের দেয়? রাজপুত্রদের বা প্রজাদের"? পেত্র বলিলেন, "প্রজাদের দেয়"। শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "তাহা হইলে রাজপুত্রগণ স্বাধীন। তথাপি আমরা উহাদের বিঘ্ন হইব না; হ্রদের কূলে যাইয়া বড়শী ফেল। প্রথমে যে মৎস্য ধৃত হইবে, তাহার মুখ খুলিলেই একটী মুদ্রা পাইবে। মুদ্রাটী লইয়া আমার ও তোমার অংশ উহাদিগকে দাও"।

সেই দণ্ডে শিষ্যগণ শ্রীযীশুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "গুরু, স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কে"? তিনি একটী শিশুকে কাছে ডাকিলেন। তাহাকে শিষ্যগণের মধ্যে বসাইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি, মন পরিবর্ত্তন করিয়া

শিশুর সদৃশ না হইলে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব যে এই শিশুটীর সদৃশ অকিঞ্চন সেই স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ একটী শিশুকে যে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে"।

অনন্তর শ্রীযীশু বলিলেন, "আমাতে অনুরক্ত শিশুগণের মধ্যে যে ব্যক্তি একটীরও স্খলনের কারণ হয়, তাহার কণ্ঠে বৃহৎ পেষণী বন্ধন করা ও গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত করা শ্রেয়ঃ। স্খলনবশতঃ পৃথিবীর কি সন্তাপ! স্খলন ত অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু যে স্খলনের কারণ হয়, তাহাকে ধিক্! অতএব তোমাদের হস্ত বা চরণ তোমাদের স্খলনের কারণ হইলে তাহা ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে; কেননা হস্তদ্বয় বা চরণদ্বয়ের সহিত অনির্ব্বাণ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা হীনাঙ্গ বা খঞ্জ হইয়া অমৃতত্ব-লাভ তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। তোমাদের নেত্র তোমাদের স্খলনের কারণ হইলে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে; কেননা নেত্রদ্বয়-সম্পন্ন হইয়া বহ্নিময় নরকে নিপাতাপেক্ষা একনেত্র হইয়া অমৃতত্ব-লাভ তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। সাবধান হও, এই শিশুদের একটীকেও উপেক্ষা করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে বলি, স্বর্গলোকে ইহাদের দূতগণ সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন"।

৬। দ্বিসপ্ততি-শিষ্যের প্রচারকার্য্যে প্রেরণ

(শ্রীলূক ৯।১০; শ্রীমাথেয় ১০।১১)

"আমার যুগ সু-সহ ও আমার ভার লঘু"। শ্রীমাথেয় ১১।৩০।

কুটির-বাসোৎসব প্রত্যাসন্ন হইলে শ্রীযীশু পুণ্য-তীর্থ যেরুশালেমে চলিলেন। তাঁহার নিবেশ-স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য শিষ্যগণ সামারিয়ার একটী গ্রামে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি যেরুশালেমে যাইতেছেন বলিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহার আতিথ্য করিতে সম্মত হইল না। যাকোব ও যোহন তাহা দেখিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার অভিমত হইলে, আমরা আকাশ হইতে অগ্নি নিপতিত করিয়া ইহাদিগকে ভস্মসাৎ করিব"? শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "কাহার প্রেরণায় কথা বলিতেছ, তোমরা তাহা জান না। জীবাত্মার বিনাশার্থে নহে, প্রত্যুত উদ্ধারার্থেই মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন"। অনন্তর তাঁহারা গ্রামান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর শ্রীযীশু বাহাত্তর জন শিষ্যকে নিয়োজিত করিলেন ও তাঁহার গন্তব্য প্রতিনগরে ও প্রতিগ্রামে তাঁহাদিগকে দুইজন করিয়া প্রেরণ করিলেন। প্রেরণকালে শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে শার্দ্দূল-বেষ্টিত মেষবৎ প্রেরণ করিতেছি! অতএব তোমরা সর্পবৎ সাবধান ও কপোতবৎ সরল হইবে। যে তোমাদিগকে গ্রহণ করিবে, সে আমাকেই গ্রহণ করিবে; যে আমাকে গ্রহণ করিবে, সে আমার প্রেরককেই গ্রহণ করিবে। দৈব-বক্তাকে যে দৈব-বক্তার নামানুরোধে গ্রহণ করে, সে দৈব-বক্তার যোগ্য পারিতোষিক লাভ করিবে। সাধুজনের নামানুরোধে যে সাধুজনকে গ্রহণ করে, সে সাধুজনের যোগ্য পারিতোষিক লাভ করিবে। এই অকিঞ্চনদের একজনকেও যে শিষ্য-নামানুরোধে এক পাত্র শীতল জল পান করাইবে, আমি ধ্রুব বলিতেছি, সে তাহার প্রাপ্য পারিতোষিক হইতে বঞ্চিত হইবে না। যে তোমাদের বাক্যে প্রণিধান করিবে, সে আমার বাক্যেই প্রণিধান করিবে; যে তোমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবে, সে আমাকেই প্রত্যাখ্যান করিবে; যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, সে আমার প্রেরককেই প্রত্যাখ্যান করিবে"।

যে নগরদ্বয়ে শ্রীযীশু তাঁহার অলৌকিক কর্ম্ম অধিকাংশ সাধন করিয়াছিলেন, সেই নগরদ্বয়ের প্রায়শ্চিত্ত-বিমুখ-অধিবাসিগণকে ভর্ৎসনা করিতে তিনি অতঃপর বলিলেন, "হা কোরাসীন, তোমাকে ধিক্! হা বেথসাইদে, তোমাকেও ধিক্! কেননা তোমাদের সীমামধ্যে যে অদ্ভুত-কর্ম্ম পরম্পর নিষ্পন্ন হইয়াছে, তৎসমুদয় তীরস ও সীদোনে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদের অধিবাসিগণ তৎক্ষণাৎ চট্ পরিধান করিয়া, গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের পরিণাম হইতে তীরস ও সীদোনের পরিণাম প্রলয়-কালে লঘু হইবে"।

শ্রীযীশুর সন্নিধানে যথাসময়ে প্রত্যাগমন করিয়া বাহাত্তর শিষ্য সানন্দে বলিলেন, "প্রভু, আপনার নাম-মাহাত্ম্যে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হইয়াছে"! শ্রীযীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি দেখিলাম, শয়তান স্বর্গ হইতে বিদ্যুদ্বৎ ভ্রষ্ট হইতেছে। সর্প ও বৃশ্চিককে পাদ-তলে নিষ্পেষণ করিবার শক্তি, অধিকন্তু শত্রুর সমস্ত বল ভঙ্গ করিবার শক্তি আমি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম। তথাপি ভূতগণ যে তোমাদের বশীভূত হয়, ইহাতে আনন্দ করিও না; কিন্তু তোমাদের নাম যে স্বর্গে লিখিত আছে, ইহাতেই আনন্দ কর"।

সেই দণ্ডে পবিত্রাত্মায় উল্লাসিত হইয়া শ্রীযীশু বলিলেন, "হে পিতঃ, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের স্বামি, আমি তোমার ধন্যবাদ করি, কেননা এই তত্ত্বাদি বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মনুষ্যদের অবোধগম্য করিয়া তুমি তৎসমুদয় অকিঞ্চনদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছ। হে পিতঃ, ইহাই তোমার প্রীতিকর হইয়াছে"।

অনন্তর শ্রীযীশু মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "হে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত মনুষ্যগণ, আমার শরণাগত হও, আমিই তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিব। আমার যুগ স্কন্ধে ধারণ কর, আমার উপদেশ গ্রহণ কর; কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্র-হৃদয়। তোমরা প্রাণের আরাম লাভ করিবে, কেননা আমার যুগ সুসহ, আমার ভার লঘু"।

৭। সহৃদয় সমরীয়ের উপাখ্যান

(শ্রীলুক ১০।২৩-২৭)

"আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে নিঃস্ব একজনের প্রতি তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।" শ্রীমাথেয় ২৫।৪০।

অনন্তর শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিলেন, "তোমরা যাহা দেখিয়াছ, তাহার দর্শিগণ ধন্য। বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা যাহা দেখিয়াছ যাহা শ্রবণ করিতেছ, অনেক ঋষি পরমাত্মদর্শী ও নৃপতি তাহা দেখিতে সমুৎসুক হইয়াও দেখিতে পায় নাই, তাহা শুনিতে সমুৎসুক হইয়াও শুনিতে পায় নাই"।

সেই সময়ে জনৈক শাস্ত্রী শ্রীযীশুকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "গুরু, কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব"? শ্রীযীশু বলিলেন, "ধর্ম্ম-গ্রন্থে কি লিখিত আছে? কি পাঠ কর"? শাস্ত্রী বলিলেন, "তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত চিত্তের সহিত তোমার নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবে; তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে" শ্রীযীশু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যথার্থই উত্তর দিলে; তাহাই কর, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে"। শাস্ত্রী কিন্তু শ্রীযীশুকে প্রশ্ন করিলেন, আমার প্রতিবেশী কে"?

শ্রীযীশু বলিলেন, "যেরুশালেম হইতে যেরিখোয় যাইবার সময়ে জনৈক পথিক দস্যুদের হস্তে নিগৃহীত হইল। দস্যুরা তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া

মৃতকল্প অবস্থায় ফেলিয়াগেল এবং তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অন্তর্হিত হইল। দৈবাৎ জনৈক যাজক সেই পথে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে জনৈক মন্দির-সেবিক সেই স্থানে আগমন করি-লেন, কিন্তু তিনিও তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। শেষে জনৈক সমরীয় যাত্রা-প্রসঙ্গে তাহার

যেরিখোর পথ।

নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার দুর্দ্দশায় করুণার্দ্র হইল। তৎক্ষণাৎ তাহার ক্ষতে তৈল ও দ্রাক্ষারস সেচন করিয়া তিনি তৎসমুদয় পাট্টিকায় বন্ধন করিল, নিজ বাহনে আরোহণ করাইয়া তাহাকে পান্থশালায় আনিল ও তাহার পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত হইল। পরদিবসে পান্থশালার অধ্যক্ষকে দীনার-দ্বয় প্রদান করিয়া সেই সমরীয় বলিল, 'ইহার পরিচর্য্যা করিবেন; ইহার অতিরিক্ত ব্যয় হইলে আমি প্রত্যাগমনকালে তাহা পরিশোধ করিব'। এই তিন জনের মধ্যে তোমার বিবেচনায় কে সেই দস্যু-নিপীড়িত লোকটীর প্রতিবেশী"? শাস্ত্রী বলিলেন, "যে তাহার প্রতি সদয় হইল"। বলিলেন, "যাও, তুমিও সেইরূপ কর"।

৮। মারীয়া ও মার্থার গৃহে শ্রীযীশু

(শ্রীলূক ১০।৩৮-৪২

"একটি বিষয় কিন্তু অত্যাবশ্যক"। শ্রীলূক ১০।৪২

স্থানান্তরে যাইবার পথে শ্রীযীশু একটী গ্রামে প্রবেশ করিলে মার্থা-নাম্নী একটী স্ত্রীলোক নিজ গৃহে তাঁহার আতিথ্য করিলেন। মারীয়া নাম্নী মার্থার একটী ভগিনী ছিলেন। মারীয়া প্রভুর শ্রীচরণ-প্রান্তে বসিয়া তাঁহার বাক্য

শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মার্থা কিন্তু বহুবিধ গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। শেষে তিনি উভয়ের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি কি দেখিতেছেন না, আমার ভগিনী সমস্ত গৃহ-কার্য্যের ভার আমার উপরে রাখিয়াছেন? উহাকে আমার কিছু সাহায্য করিতে বলুন"।

বেথানিয়া।

প্রভু মার্থাকে বলিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি বহু-বিষয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না। একটী বিষয় কিন্তু অত্যাবশ্যক। মারীয়া সেই পরমার্থটী মনোনীত করিয়াছে; সেটী তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে না"।

৯। কুটীরবাস-পর্ব্ব

(শ্রীযোহন, ৭ম অধ্যায়)

"পিপাসিত ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া পান করুক"। শ্রীযোহন ৭।৩৭।
"যে ঈশ্বর-জাত সে ভগবানের বাক্য শ্রবণ করে"। শ্রীযোহন ৮।৪৬।
"যে আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহার কখনও মৃত্যু হইবে না"। শ্রীযোহন ৮।৫১

কুটীরবাস-পর্ব্বের সময় শ্রীযীশু ধর্ম্মধামে গেলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন। যিহুদীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল"? শ্রীযীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, "আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারই"। তখন যেরুশালেম-নিবাসীদের মধ্যে কয়েকজন কহিল, "এ কি সেই নহে, যাহাকে তাঁহারা বধ করিতে চেষ্টা করেন? আর দেখ, এ প্রকাশ্যরূপে কথা কহিতেছে, আর তাঁহারা উহাকে কিছুই বলেন না, অধ্যক্ষগণ কি বাস্তবিক জানেন যে, এ সেই খৃষ্ট? যাহা হউক এ কোথা হইতে আসেন,

তাহা কেহ জানিবে না"। কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, আর কহিল, "খৃষ্ট যখন আসিবেন, তখন ইঁহার কৃত কার্য্য অপেক্ষা তিনি কি অধিক অদ্ভুত কার্য্য করিবেন"? তাঁহার বিষয়ে লোকেরা এই সকল কথা কাণে-কাণে বলিতেছে শুনিয়া প্রধান যাজকেরা তাহাকে ধরিয়া আনিতে কয়েকজন ভৃত্য প্রেরণ করিল; কিন্তু কেহই তাঁহার উপর হস্তক্ষেপ করিল না, কারণ তাঁহার সময় আইসে নাই।

শেষদিন, পর্ব্বের প্রধান দিন শ্রীযীশু জনতার সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, আমার কাছে আসিয়া পান করুক"। তিনি আবার বলিলেন, "আমিই জগতের জ্যোতিঃ, যে আমার অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে বিচরণ করে না, পরন্তু সে জীবনের আলো প্রাপ্ত হইবে"।

শ্রীযীশু যিহুদীগণকে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আমার পাপের প্রমাণ করিতে পারে? যদি আমি সত্য বলি, তবে তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস কর না। যে ঈশ্বরের সন্তান, সে ঈশ্বরের কথা সকল শুনে; তোমরা শুন না কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও"। যিহুদীরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, "আমরা কি ঠিক বলি না যে, তুমি সমরীয় জাতি ও ভূতগ্রস্ত"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা আমাকে অনাদর কর। কিন্তু আমি নিজ-গৌরব অন্বেষণ করি না, একজন আছেন, যিনি তাহা অন্বেষণ করেন ও বিচার করেন। সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর মুখ দেখিবে না"।

যিহুদীরা তাঁহাকে বলিল, "এখন জানিলাম তুমি ভূতগ্রস্ত, আব্রাহাম ও ভাববাদীগণ মরিয়া গিয়াছেন, আর তুমি বলিতেছ, 'কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে না; তুমি কি আমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম অপেক্ষা বড়? তিনি ত মরিয়াছেন এবং ভাববাদিগণও মরিয়াছেন তুমি আপনাকে কি বল"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত করি, তবে আমার গৌরব কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, যাহার বিষয় তোমরা বলিয়া থাক যে, তিনি তোমাদের ঈশ্বর; আর তোমরা তাঁহাকে জান নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, আর আমি যদি বলি যে, তাঁহাকে জানি না, তবে তোমাদের ন্যায় মিথ্যাবাদী

হইব ; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি এবং তাঁহার বাক্য পালন করি। তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম আমার আগমন দেখিবার আশায় উল্লাসিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাহা দেখিলেন ও আনন্দ করিলেন"। যিহুদীরা তাঁহাকে কহিল, তোমার বয়স এখন ত পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তুমি কি আব্রাহামকে দেখিয়াছ"? শ্রীযীশু তাহাদিগকে কহিলেন "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি"। তখন তাঁহারা পাথর তুলিয়া লইল, যেন তাঁহার উপরে ফেলিয়া মারে। কিন্তু শ্রীযীশু লুকাইলেন ও ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে গেলেন।

১০। জন্মান্ধের দৃষ্টি-শক্তি-লাভ

(শ্রীযোহন, ৯ম অধ্যায়)

"আমিই জগতের জ্যোতি"। শ্রীযোহন ৮।১২।
"আলোকের সন্তানরূপে ভ্রমণ কর"। এপিফাণিয়া ৫।৮।

ধর্ম্মধাম হইতে বাহির হইয়া শ্রীযীশু এক জন্মান্ধকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু কাহার পাপের ফলে এই লোকটী অন্ধ হইয়াছে, ইহার নিজের না ইহার পিতা মাতার"? শ্রীযীশু বলিলেন. "তাহার নিজ-পাপের ফলে নয়. তাহার পিতামাতার পাপের ফলেও নয় ; কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের কার্য্য যেন প্রকাশিত হয় এই জন্যই অন্ধ হইয়াছে। যতক্ষণ দিন আছে, ততক্ষণ আমার প্রেরকের কার্য্য আমাকে করিতে হইবে ; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না। আমি যতক্ষণ জগতে আছি ততক্ষণ জগতের জ্যোতিরূপে রহিয়াছি"। এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথু দিয়া কাদা করিলেন, পরে ঐ ব্যক্তির দুই চক্ষুতে সেই কাদা লেপন করিলেন ও তাহাকে কহিলেন, "শীলোর সরোবরে যাইয়া ধুইয়া ফেল"। তখন সে গিয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিল এবং দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিল।

তাহার প্রতিবেশীরা এবং যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছিল বলিতে লাগিল, "এ কি সেই ব্যক্তি নয়, যে বসিয়া ভিক্ষা চাহিত"? কেহ কেহ বলিল "সেই বটে"। আবার কেহ কেহ বলিল, "না, কিন্তু তাহারই মত"। সে বলিল, "আমিই সেই"। তখন তাহারা তাহাকে বলিল, "তবে

কি প্রকারে তোমার চক্ষু খুলিয়া গেল"? সে উত্তর করিল, "যাহার নাম শ্রীযীশু সেই ব্যক্তি, কাদা করিয়া আমার চক্ষুতে লেপন করিলেন, আর আমাকে বলিলেন, "শীলোতে যাও, চক্ষু ধুইয়া ফেল" আমি চক্ষু ধুইয়া ফেলিলে দৃষ্টি পাইলাম"। তাহারা তাহাকে কহিল, "সে ব্যক্তি কোথায়"? সে বলিল, "তাহা জানি না"। পূর্ব্বে যে অন্ধ ছিল, তাহাকে তাহারা ফারিশীদের নিকটে লইয়া গেল। যে দিন শ্রীযীশু তাহার চক্ষু খুলিয়া দেন, সেই দিন বিশ্রামবার, এই জন্য ফারিশীরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কিরূপে দৃষ্টি পাইলে"? সে তাহাদিগকে কহিল, "তিনি আমার চক্ষের উপরে কাদা দিলেন, পরে আমি ধুইয়া ফেলিলাম, আর দেখিতে পাইতেছি"। তখন কয়েকজন ফারিশী বলিল, "সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে আইসে নাই, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না"। আর কেহ কেহ বলিল, "পাপী. কি প্রকারে এমন সকল অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে"? এইরূপ তাহাদের মধ্যে মত ভেদ হইল। পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল. "তুমি তাহার বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে"? সে কহিল. "তিনি ভাববাদী"।

লোকটী অন্ধ ছিল এবং দৃষ্টি পাইয়াছে যিহুদীরা তাহা বিশ্বাস করিল না; তাহারা তাহার পিতামাতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি তোমাদের জন্মান্ধ পুত্র? তবে সে কি করিয়া এখন দেখিতেছে"? তাহার পিতামাতা উত্তর করিয়া বলিল, "আমরা জানি এই আমাদের জন্মান্ধ পুত্র, কিন্তু এখন কি প্রকারে দেখিতে পাইতেছে তাহা জানি না। ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, আপনার কথা আপনি বলিবে"। তাহার পিতামাতা যিহুদীগণকে ভয় করিত, কেননা যিহুদীরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল, কেহ যদি তাঁহাকে খৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে সে সমাজচ্যুত হইবে।

ফারিশীগণ পুনরায় অন্ধকে ডাকিয়া কহিল, "ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন কর; আমরা জানি, এ ব্যক্তি পাপী"। সে উত্তর করিল. "তিনি পাপী কি না, তাহা জানি না, একটী বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি"। তাহারা বলিল, "সে তোমার প্রতি কি করিয়াছিল? কি প্রকারে তোমার চক্ষু খুলিয়া দিল"? সে বলিল. "একবার বলিয়াছি, আপনারা শুনেন নাই, তবে আবার শুনিতে চাহেন কেন? আপনারাও কি তাঁহার শিষ্য হইতে

চাহেন"? তখন তাহারা তাহাকে গালি দিয়া কহিল, "তুই সেই ব্যক্তির শিষ্য, আমরা মৈসেসের শিষ্য। আমরা জানি ঈশ্বর মৈসেসের সহিত কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না"। জন্মান্ধ উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাহা আপনারা জানেন না, তথাপি তিনি আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি ঈশ্বর পাপীদের কথা শুনেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বর-ভক্ত হয় এবং তাঁহার ইচ্ছা পালন করে তিনি তাহারই কথা শুনেন! কখনও শুনা যায় নাই যে, কেহ জন্মান্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। তিনি যদি ঈশ্বর হইতে না আসিতেন, তবে কিছুই করিতে পারিতেন না"। তাহারা উত্তর করিয়া বলিল "তুই একেবারে পাপেই জন্মিয়াছিস 'আর তুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস"? পরে তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিল।

শ্রীযীশু শুনিলেন যে ফারিশীরা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে; তিনি তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন, "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করিতেছ"? সে উত্তর করিয়া বলিল "প্রভু, তিনি কে যে আমি তাহাতে বিশ্বাস করিব"? শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ। আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন"। সে কহিল, "বিশ্বাস করিতেছি প্রভু"। আর সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

১১। উত্তম মেষপালক

(শ্রীযোহন, ১০।১১-১৬)

"ঈশ্বর আমাকে শাসন করেন; আমার কোন অভাব হইবে না। তিনি আমাকে গোচারণ-ভূমিতে রাখিয়াছেন এবং শ্রান্তিহারিণী সলিলের ধারে আমাকে আনিতেছেন। তিনি আমার আত্মাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন এবং নিজ মাহাত্মের জন্য আমাকে ন্যায়পথে চালিত করিতেছেন। যদিও আমি মৃত্যুর ছায়াবিষ্ট ও উপত্যকায় এখনও বিচরণ করি, আমি কিছুই ভয় করি না। কারণ আপনি আমার সহায়, আপনার দণ্ড ও আপনার যষ্টি আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছে"। সাম ২২।১-৪।

সেই সময় শ্রীযীশু ফারিশীদিগকে বলিলেন, "আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। বেতনভোগী

মেষ-পালক নয়; মেষ যাহার নিজের নয়, সে নেকড়ে বাঘ আসিতে দেখিলে মেষগুলি ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাহাতে নেকড়ে বাঘ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। সে পলায়ন করে, কারণ সে বেতনভোগী, এবং মেষদিগের জন্য চিন্তা করে না। আমিই উত্তম মেষ-পালক; আমার নিজের মেষ আমি জানি এবং আমার মেষ আমাকে জানে। পিতা যেমন আমাকে জানেন এবং পিতাকে আমি জানি এবং মেষদিগের জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ মেষ-শালাতে নাই। তাহাদিগকেও আমাকে আনিতে হইবে তাহারা আমার রব শুনিবে, তখন এক পাল এবং এক পালক হইবে।

১২। শ্রীযীশুর প্রার্থনা-বিষয়ক উপদেশ

(শ্রীলূক ১১শ অধ্যায়। শ্রীমথি ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

"তোমরা যাচ্ঞা কর কিন্তু পাও না, কেননা তোমরা অযথা যাচ্ঞা কর"। শ্রীযাকোব ৪।৩

"তোমরা পিতাকে আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তিনি তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিবেন"। যোহন ১৬।২৩।

একদা কোন স্থানে শ্রীযীশু প্রার্থনা করিতেছেন, একজন শিষ্য তাঁহাকে বলিল, "প্রভু যোহন যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তেমনি আমাদিগকে শিক্ষা দিন"। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিও -

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্রীকৃত হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পালিত হউক, আমাদের

দৈনিক আহার অদ্য আমাদিগকে দাও, এবং আমরা যেমন আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা কর, আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর"।

"তোমাদের একজন যদি মধ্যরাত্রে তাহার বন্ধুকে ডাকিয়া বলে, 'বন্ধু, আমাকে তিনটি রুটী ধার দেও, কারণ হঠাৎ আমার এক বন্ধু আসিয়াছে কিন্তু গৃহে কোন খাদ্য নাই'। সে যদি ভিতর হইতে উত্তর করিয়া বলে, 'আমাকে বিরক্ত করিও না; দ্বার বন্ধ আছে, আমি এখন দিতে পারিব না'। তথাপি যদি সে বারবার দ্বারে আঘাত করিতে থাকে, তাহার বন্ধু, বন্ধু বলিয়া নয়, কিন্তু বারবার বিরক্ত করিতেছে বলিয়া, উঠিয়া তাহার যত দরকার তত দিবে"।

আমি তোমাদিগকে বলিতেছি; "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার খুলিয়া দেওয়া যাইবে। যে যাচ্ঞা করে, সে পায় যে অন্বেষণ করে সে সন্ধান পায় এবং যে আঘাত করে তাহার জন্য দ্বার খুলিয়া যায়। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ছেলে রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে এবং মাছ চাহিলে সাপ দিবে। এবং ডিম চাহিলে বৃশ্চিক দিবে? তোমরা নির্দ্দয় হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান কর, তবে ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন। আমি পুনরায় তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে দুইজন

একত্রে কোন বর প্রার্থনা করিলে, আমার স্বর্গস্থ পিতা তাহা দান করিবেন, কারণ যে কোন স্থানে দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তি আমার আরাধনায় একত্র হইলে আমি তাহাদের মধ্যে থাকি"।

১৩। ভূতগ্রস্তের আরোগ্য

(শ্রীলূক ১১।১৪-২৯)

"যে আমার পক্ষ নাই, সে আমার বিপক্ষ ; এবং যে আমার সহিত সঞ্চয় না করে, সে বিচ্ছিন্ন করে"। শ্রীলূক ১১।২৩।

"যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করে এবং পালন করে তাহারা ধন্য"। শ্রীলূক ১১।২৮।

তাহার পর শ্রীযীশু একটী বোবার ভূত ছাড়াইলেন। ভূত বাহির হইলে, সেই বোবা কথা কহিতে লাগিল। তাহাতে লোকেরা আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, "এ ব্যক্তি ভূতগণের অধিপতি বেলসেবুবের দ্বারা ভূত ছাড়ায়"। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আকাশ হইতে কোন অভিজ্ঞান চাহিল।

শ্রীযীশু তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "যে কোন রাজ্য আত্ম-বিবাদে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা অধঃপতিত হয় এবং গৃহ-বিবাদে গৃহ বিনষ্ট হয়। আর শয়তানও যদি শয়তানের বিপক্ষ হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে! কেননা তোমরা বলিতেছ আমি বেলসেবুবের দ্বারা ভূত ছাড়াই। আমি যদি বেলসেবুবের সাহায্যে ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার সাহায্যে ছাড়ায়? এই জন্য তাহারাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের শক্তিতে ভূত ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যে আগত। যখন বলবান ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপন বাটী রক্ষা করে, তখন তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে কিন্তু অধিক বলবান, কেহ যদি আসিয়া তাহাকে পরাজয় করেন, তখন তাহার অস্ত্র হরণ করেন ও তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ করেন। যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে।

যখন ভূত মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন সে বিশ্রামের অন্বেষণে জলবিহীন স্থান দিয়া ভ্রমণ করে। কিন্তু তাহা না পাওয়াতে সে বলে, আমি

যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে আসিয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপর সাতটা ভূতকে সঙ্গে লইয়া আইসে এবং তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে। তাহাতে সেই মনুষ্যের দশা পূর্ব্বাপেক্ষাও মন্দ হয়”।

শ্রীযীশু এই সকল কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় জনতার মধ্য হইতে কোন একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল, “ধন্য সেই গর্ভ যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল; আর সেই স্তন যাহা আপনি পান করিয়াছিলেন”। তিনি বলিলেন, “বরং ধন্য তাহারাই, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে”।

পরে তাঁহার নিকটে ক্রমে ক্রমে অনেক লোকের সমাগম হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, “এই যুগের লোকেরা দুষ্ট, ইহারা অভিজ্ঞান অন্বেষণ করে। কিন্তু ভাববাদী যোনার চিহ্ন ব্যতীত আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। যোনা যেরূপ তিন দিন তিন রাত্রি তিমি-মৎস্যের উদরে বাস করিয়াছিলেন, মনুষ্যপুত্রও সেইরূপ তিন দিন তিন রাত্রি ভূগর্ভে কালাতিপাত করিবেন। যোনা যেমন নিনিবিয়দের কাছে অভিজ্ঞানস্বরূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্য-পুত্রও এই যুগের লোকদের নিকট হইবেন। দক্ষিণ-দেশীয়া সম্রাজ্ঞী বিচার-বাসরে ইদানীন্তন লোকদিগের সহিত উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে অপরাধী প্রমাণ করিবেন। কারণ সলোমনের জ্ঞানগাথা শ্রবণার্থ পৃথিবীর সীমান্ত হইতে তিনি সমাগত হইয়াছিলেন। আর দেখ, সলোমন হইতেও মহান এক ব্যক্তি এই স্থানে বিদ্যমান। নিনিবিয়গণ ইদানীন্তন লোকদিগের সহিত উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবে; কেননা তাহারা যোনার প্রচারে মন ফিরাইয়াছিল, আর দেখ যোনা অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তি এই স্থানে আছেন”।

১৪। উপদেশ ও সতর্কবাণী

(শ্রীলূক ১২শ অধ্যায়)

"ধনীরা প্রলোভনে শয়তানের ফাঁদে এবং আরো অনেক অনিষ্টকর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পতিত হইবে, এবং এ সমস্তই উহাদিগকে ধ্বংশের পথে লইয়া যাইবে; কেননা অর্থের আকাঙ্খাই সকল অনিষ্টের মূল। অনেকে উহা যাচ্ঞা করিয়া, বিশ্বাস ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদিগকে অশেষ দুঃখে জড়িত করিয়াছে"। ১ম তিমথিয় ৬।৯, ১০।

শ্রীযীশু লোকদিগকে বলিলেন, "যাহারা কেবল দেহের বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু আত্মার নহে, উহাদিগকে ভয় করিও না; বরং যাহারা আত্মা এবং দেহ উভয়কেই নরকে নিক্ষেপ করিতে পারে, উহাদিগকে ভয় করিও। আমি সত্যই বলিতেছি, তাহাকে ভয় করিও। পাঁচটী চড়াই পাখী কি দুই পয়সায় বিক্রয় হয় না? আর তাহাদের মধ্যে একটীও তোমাদের পিতা ব্যতীত ভূমিতে পতিত হইবে না। এমন কি তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও গণিত আছে। ভয় করিও না তোমরা অনেক চড়াই পাখী হইতে শ্রেষ্ঠ"।

জনতার একজন তাঁহাকে বলিল, "হে, প্রভু, আমার ভ্রাতাকে বলুন, যেন আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করে"। কিন্তু শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "মনুষ্য, তোমাদের উপরে বিচারকর্ত্তা বা বিভাগকর্ত্তা করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে"? পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "সাবধান সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও; কারণ উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না"।

তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত বলিলেন, "একজন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কি করি? আমার শস্য রাখিবার স্থান নাই। পরে কহিল, 'এইরূপ করিব, আমার গোলাঘরসকল ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্ম্মাণ করিব এবং তাহার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও দ্রব্য রাখিব'। আর আপন প্রাণকে বলিব, 'প্রাণ বহু বৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে। বিশ্রাম কর, ভোজন-পান কর, আমোদ প্রমোদ কর'। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, 'হে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া যাইবে, কিন্তু এই যে আয়োজন করিলে, এ সকল কাহার হইবে'?

যে কেহ আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনবান নয়, সে এইরূপ।

শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কারণ সে হয় ত একজনকে দ্বেষ করিবে, অপরকে প্রেম করিবে। নয় ত একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না। এই জন্য তোমাদিগকে বলিতেছি, কি ভোজন করিব, কি পান করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কি পরিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ এবং বস্ত্র হইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়? আকাশের পক্ষিদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদের আহার দিয়া থাকেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিয়া আপন শরীর এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে? সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটীর ন্যায়ও সুসজ্জিত ছিলেন না। ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা তোমাদিগকে কি আরও অধিক বিভূষিত করিবেন না? অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, কি ভোজন করিব? বা কি পান করিব? বা কি পরিধান করিব? কেননা পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকে। তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে' "।

"নিজের জন্য মাটীতে ধন সঞ্চয় করিও না, কারণ তাহা ক্ষয় হইয়া যাইবে এবং চোরে চুরি করিবে। যে ধনের ক্ষয় নাই তাহাই সঞ্চয় কর। নিজের জন্য স্বর্গে ধন গচ্ছিত কর, যাহা ময়লা কিংবা কীট নষ্ট করিবে না এবং চোরেও চুরি করিতে পারিবে না। যেখানে তোমার ধন সেখানেই তোমার মন"।

তোমাদের কটি বাঁধিয়া রাখ ও প্রদীপ জ্বালিয়া রাখ, এবং তোমরা এমন লোকদের তুল্য হও, যাহারা আপনাদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে। তিনি বিবাহ-ভোজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দ্বারে আঘাত করিলে যেন তাহারা তখনই তাঁহার নিমিত্ত দ্বার খুলিয়া দিতে পারে। প্রভু আসিয়া যেসকল দাসগণকে জাগিয়া থাকিতে দেখিবেন, তাহারাই ধন্য। আমি সত্য তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি কটি বাঁধিয়া তাহাদিগকে ভোজনে বসাইবেন এবং নিকটে আসিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিবেন। কিন্তু ইহা জানিয়াও চোর কোন দণ্ডে আসিবে, তাহা যদি গৃহকর্ত্তা জানিত, তবে জাগিয়া থাকিত। নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। তোমারাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ডে মনে করিবে না, সে দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন।

১৫। মন্দির-প্রতিষ্ঠা-পর্ব্বে শ্রীযীশু যেরুশালেমে

(শ্রীযোহন, ১০।২২-৪২)

"তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেষদের মধ্যে নহ, মেষ আমার রব শুনে"। শ্রীযোহন ১০।২৬, ২৭।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব্বোপলক্ষে শ্রীযীশু যেরুশালেমে গেলেন। আর শ্রীযীশু ধর্ম্মধামে সলোমনের দ্বারমণ্ডলে যখন বেড়াইতেছিলেন, যিহুদীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বলিতে লাগিল, "আর কতকাল আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত রাখিতেছ? তুমি যদি খৃষ্ট, স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বল"। শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর না। আমি যে সকল কার্য্য আমার পিতার নামে করিতেছি, তাহা আমার বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেষদলের মধ্যে নহ। আমার মেষ আমার রব শুনে। আর আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্গমন করে; আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দান করি; তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না; আমি এবং আমার পিতা এক"।

যিহুদীরা তাঁহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল। শ্রীযীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, "পিতা হইতে তোমাদিগকে অনেক উত্তম কার্য্য দেখাইয়াছি; কোন্‌টীর জন্য আমাকে পাথর মার"? যিহুদীরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল, "উত্তম কার্য্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, আর তুমি মানুষ হইয়া নিজেকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য"। শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "আমার পিতার কার্য্য যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করিও না। কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করিলেও, সেই কার্য্যে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি"। তাহারা আবার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরে তিনি আবার যর্দ্দনের পরপারে, যেখানে যোহন প্রথমে দীক্ষাস্নান করাইতেন, সেই স্থানে গেলেন, আর তথায় রহিলেন। অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "যোহন কোন অভিজ্ঞান দেখান নাই, কিন্তু এ ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে সকলই সত্য"। আর অনেকে তাঁহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইল।

১৬। ফারিশীর গৃহে শ্রীযীশু

(শ্রীলূক ১৪।১-১১)

"আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম, তুমি আমাকে আহার দিয়াছিলে"। মথি ২৫।৩৫।

শ্রীযীশু বিশ্রামবারে একজন প্রধান ফারিশীর বাটীতে আহার করিতে গেলেন, আর সকলে তাঁহার উপরে দৃষ্টি রাখিল; এক জন জলোদরী তাঁহার সম্মুখে ছিল। শ্রীযীশু শাস্ত্রজ্ঞদিগকে ও ফারিশীগণকে কহিলেন, "বিশ্রামবারে আরোগ্য করা কি বিধেয়"? কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তখন তিনি তাহাকে স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিলেন, এবং বিদায় দিলেন। আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে, যাহার গর্দ্দভ কিম্বা বলদ কূপে পড়িলে সে বিশ্রামবারেই তখনই তাহাকে তুলিবে না"? তাহারা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কিরূপে প্রধান প্রধান আসন গ্রহণ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে একটী দৃষ্টান্ত কহিলেন, "যখন কেহ তোমাকে বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রণ করে, তখন প্রধান আসনে বসিও না, কি জানি তোমা হইতে অধিক মাননীয় একজন নিমন্ত্রিত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে বলিবে, 'ইহাকে স্থান দেও,' আর তখন তুমি লজ্জিত হইয়া নিম্নতম স্থানে বসিবে। কিন্তু তুমি নিমন্ত্রিত হইলে, নিম্নতম স্থানে গিয়া বসিও, তাহাতে যে ব্যক্তি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে যখন আসিবে, তোমাকে বলিবে, 'বন্ধু উচ্চতর স্থানে গিয়া বস'; তখন যাহারা তোমার সহিত বসিয়া আছে, সকলের সাক্ষাতে তোমার গৌরব হইবে। কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা হইবে, আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।"

আবার যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহাকেও তিনি বলিলেন, "তুমি যখন মধ্যাহ্ন-ভোজ কিম্বা রাত্রি-ভোজ প্রস্তুত কর, তখন তোমার বন্ধুজনকে বা তোমার ভ্রাতাদিগকে বা তোমার জ্ঞাতিগণকে কিম্বা ধনী প্রতিবাসীগণকে ডাকিও না, কি জানি তাহারাও তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে তুমি প্রতিদান পাইবে। কিন্তু তুমি যখন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র, পঙ্গু, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও; তাহাতে ধন্য হইবে, কেননা তোমাদের প্রতিদান করিতে তাহারা অক্ষম, তাই ধার্ম্মিকগণের পুনরুত্থানকালে তুমি প্রতিদান পাইবে"।

১৭। বৃহৎ রাত্রি ভোজের উপকথা

(শ্রীলূক ১৪।১৬-২৪)

"আমার এই নিবেদন, তোমরা ঈশ্বরের প্রসাদ বৃথা গ্রহণ করিও না"। ২য় করঃ, ৬।১

শ্রীযীশু তখন ফারিশীদের নিকট এই উপকথাটি বলিলেন, "এক ব্যক্তি বড় ভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে ভোজনের সময় আপন দাস দ্বারা নিমন্ত্রিতদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আইস এখন

সকলই প্রস্তুত'। তখন তাহারা একের পর অন্যে অব্যাহতি চাহিল। প্রথম জন বলিল, 'আমি এক ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাহা দেখিতে না গেলে নয়, দয়া করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিতে হইবে'। আর একজন কহিল, 'আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনিলাম, তাহাদের পরীক্ষা করিতে যাইতেছি। অনুরোধ করি আমাকে রেহাই দিতে হইবে'। আর একজন কহিল, 'আমি বিবাহ করিলাম, এই জন্য যাইতে পারি না'। পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া তাহার প্রভুকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল"।

তখন সেই গৃহকর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া আপন ভৃত্যকে কহিলেন, "শীঘ্র বাহির হইয়া নগরের পথে ও গলিতে গলিতে যাও, দরিদ্র, পঙ্গু, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এখানে আন"। পরে সেই ভৃত্য কহিল, "প্রভু আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করা গেল, এখনও স্থান আছে"। তখন প্রভু কহিলেন, "বাহিরে যাইয়া পথে ঘাটে যাও এবং জোর করিয়া সকলকে আসিতে বাধ্য কর, যেন ভোজনালয় পরিপূর্ণ হয়। কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও আমার ভোজের আস্বাদ পাইবে না"।

১৮। হারাণ মেষ ও হারাণ মুদ্রা

(শ্রীলুক ১৫।১-১০)

"যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও উদ্ধার করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন"। শ্রীলুক ১৯।১০

"যদি কোন পাপী তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করে এবং আমার আদেশ পালন করে, তবে সে অনন্ত জীবন পাইবে। আমি তাহার কুকার্য্যের কথা স্মরণ করিব না, তাহার ন্যায়পরায়ণতার জন্যই সে জীবিত থাকিবে। প্রভু বলেন, 'এই কি আমার ইচ্ছা, পাপীর মৃত্যুতে আমার কি সন্তোষ? বরং সে কুপথ ছাড়িয়া জীবিত থাকুক, ইহা আমার ইচ্ছা'"। এজেখিয়েল ১৮।২১-২৩।

করগ্রাহী ও পাপীরা সকলে তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিল। ইহাতে ফারীশিরা ও অধ্যাপকেরা বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ করে ও তাহাদের সহিত আহার করে"।

তখন তিনি তাহাদিগকে একটি উপমা দিলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির একশত মেষ আছে ও তাহাদের মধ্যে একটি হারাইয়া যায়। সে কি

নিরানব্বইটা প্রান্তরে ছাড়িয়া যায় না, আর যতক্ষণ সেই হারাণ মেষটি না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহার অন্বেষণ করিতে যায় না? আর তাহা পাইলে সে আনন্দপূর্ব্বক কাঁধে তুলিয়া লয়। পরে ঘরে আসিয়া বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বলে, 'আমার সঙ্গে আনন্দ কর; কারণ আমার যে মেষটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা পাইয়াছি'। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি এক জন পাপী মন ফিরাইলে, নিরানব্বই ধার্ম্মিকের বিষয়ে স্বর্গে যত আনন্দ, তাহার বিষয়ে স্বর্গে আরও অধিক আনন্দ হইবে। অথবা কোন স্ত্রীলোক, যাহার দশটি সিকি আছে, সে যদি একটি হারাইয়া ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁট দিয়া যে পর্য্যন্ত না তাহা পায়, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখে না? আর পাইলে পরে সে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলে, 'আমার সঙ্গে আনন্দ কর; কারণ আমার যে সিকি হারাইয়াছিল, তাহা পাইয়াছি'। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, একজন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণেরও আনন্দ হয়"। *

১৯। অপব্যয়ি পুত্রের উপকথা

(শ্রীলূক ১৫।১১-৩২)

"পিতা যেরূপ পুত্র-বৎসল, ঈশ্বরও তদ্রূপ ভক্ত-বৎসল"। সাম ১০২।১১৩
"তুমি কি জান না, ঈশ্বরের বাৎসল্য তোমার পক্ষে অনুতাপসূচক"? রোমীয় ২।৪

শ্রীযীশু কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পিতাকে কহিল, "পিতা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দাও"। তাহাতে তিনি ভ্রাতাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেন।

অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সর্ব্বস্ব লইয়া, দূরদেশে চলিয়া গেল। তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সমস্ত ব্যয় হইলে, সেই দেশে ভারী আকাল হইল। তাহার খুব কষ্ট হইল। তখন সে একজন গৃহস্থের আশ্রয় লইল, আর গৃহস্থ তাহাকে শূকর চরাইতে নিজের মাঠে পাঠাইয়া দিল। তখন শূকর যে শুঁটী খাইত, তাহাদ্বারা সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, কিন্তু কেহই তাহাকে দিত না।

তখন চেতনা পাইলে সে বলিল, "আমার পিতার কত মজুর যথেচ্ছা খাইতে পায়, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি আমার পিতার নিকটে যাইব। তাঁহাকে বলিব, 'পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং আপনার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি। আমি আপনার পুত্র-নামের যোগ্য নই, একজন মজুরের মত আমাকে রাখুন'"। পরে সে উঠিয়া পিতার নিকটে গেল।

সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, "পিতা, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও আপনার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর আপনার পুত্র নামের যোগ্য নই"। কিন্তু পিতা আপন ভৃত্যগণকে বলিলেন, "শীঘ্র উত্তম কাপড় ইহাকে পরাইয়া দাও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দাও ও পায়ে জুতা দাও। আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুর আনিয়া বধ কর, আর আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি। কেননা আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল, হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল"। তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল। সে ফিরিয়া আসিবার সময় বাড়ীর

নিকট পৌহুছিলে, বাদ্যের ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। সে একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি"? সে তাহাকে বলিল, "আপনার ভাই আসিয়াছেন এবং আপনার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মারিয়াছেন, কারণ তিনি তাহাকে সুস্থভাবে পাইয়াছেন"। ইহা শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না। তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল। সে পিতাকে বলিল, "দেখুন এত বৎসর আমি আপনার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই; তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগশিশুও দেন নাই, যেন আমি বন্ধুগণসহ আমোদ করিতে পারি। কিন্তু আপনার এই পুত্র বেশ্যাদের সহিত আপনার ধন নষ্ট করিয়াছে, সে যখন আসিল, তাহার জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলেন"। তিনি তাহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর আমার সব জিনিষই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা ঠিক হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল। হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল"।

২০। অবিশ্বাসী দেওয়ান

(শ্রীলুক ১৬।১-৯)

"যে দরিদ্রকে দেয়, তাহার অভাব হয় না"। হিতোপদেশ ২৮।২৭

একজন ধনবান লোক ছিল, তাহার এক দেওয়ান ছিল, সে প্রভুর ধন অপচয় করিতেছে বলিয়া প্রভুর নিকটে অপবাদিত হইল। পরে সে দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার বিষয়ে একি কথা শুনিতেছি? তোমার দেওয়ানী পদের হিসাব দাও। তুমি আর আমার দেওয়ান থাকিতে পারিবে না"।

তখন সেই দেওয়ান মনে মনে বলিল, "কি করিব? আমার প্রভুও আমার নিকট হইতে দেওয়ানী পদ লইতেছেন। মাটি কাটিবার বল আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার লজ্জা হয়। আমার দেওয়ানী পদ গেলে, লোকে যেন আপন আপন গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, এজন্য কি করিব তাহা বুঝিলাম"! পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে ডাকিয়া প্রথম জনকে বলিল, "তুমি আমার প্রভুর কত ধার"? সে বলিল, "একশত মন তৈল"।

তখন সে তাহাকে বলিল, "তোমার ঋণপত্র নেও এবং বসিয়া শীঘ্র পঞ্চাশ লেখ"। পরে সে আর একজনকে বলিল, "তুমি কত ধার"? সে বলিল, "একশত বিশি গোম"। তখন সে বলিল, "তোমার ঋণপত্র লইয়া আশী লেখ"।

তাহাতে সেই প্রভু, সেই অধার্ম্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করিল, কারণ সে বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়াছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানেরা নিজ বিষয়ে দীপ্তির সন্তানগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান। আর আমিই তোমাদিগকে বলিতেছি, আপনাদের জন্য অধর্ম্মের ধনদ্বারা মিত্র লাভ কর যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে"।

২১। ধনী ব্যক্তি ও লাসার

(শ্রীলূক ১৬।১৯-৩১)

"ধনী এবং দরিদ্র পরস্পর মিলিত হইয়াছে, ঈশ্বর উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা"। হিতোপদেশ ২২।২।
"যে দরিদ্রকে পীড়ন করে সে তাহার স্রষ্টাকে অপমান করে"। হিতঃ ১৪।৩১।

শ্রীযীশু এই উপকথা কহিলেন, "একজন ধনবান লোক ছিল, সে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত এবং প্রতিদিন জাঁকজমকে আমোদ-প্রমোদ করিত।

তাহার ফটক-দুয়ারে লাসার নামে একজন কাঙ্গালিকে রাখা হইয়াছিল, তাহার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই ধনবানের মেজ হইতে পতিত

গুঁড়া-গাঁড়া খাইতে বাঞ্ছা করিত। আবার কুকুর আসিয়া তাহার ঘা চাটিত।

কালক্রমে ঐ কাঙ্গালী মরিয়া গেল, আর স্বর্গদূতগণ তাহাকে লইয়া আব্রাহামের কোলে রাখিলেন। পরে সেই ধনবানও মরিল এবং নরকে গেলে নরকের যাতনার মধ্যে, সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে আব্রাহামকে এবং তাঁহার কোলে লাসারকে দেখিতে পাইল। তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে পাঠাইয়া দিন, যেন সে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে। কেননা এই অগ্নিতে আমি বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছি"। কিন্তু আব্রাহাম কহিলেন, "বৎস, স্মরণ কর, তোমার সুখ তুমি জীবনকালে পাইয়াছ আর লাসার তদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছে। এখন সে এই স্থানে সান্ত্বনা পাইতেছে; তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ। তাহা ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ গহ্বর রহিয়াছে, যেন এখান হইতে কেহ তোমাদের কাছে যাইতে না পারে, আবার ওখান হইতে আমাদের কাছে, কেহ পার হইয়া আসিতে না পারে"। তখন সে কহিল, "তবে আমি আপনাকে বিনয় করি, পিতা, আমার পিতার বাটীতে উহাকে পাঠাইয়া দিন, কেননা আমার পাঁচটী ভাই আছে, সে গিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করুক যেন তাহারাও এই যাতনাময় স্থানে না আইসে"। কিন্তু আব্রাহাম কহিলেন, "মোসেস ও ভাববাদিগণের কথা তাহারা অবগত আছে; তাঁহাদেরই কথায় তাহারা অবধান করুক"। তখন সে বলিল, "তাহা নয় পিতা আব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ তাহাদের নিকটে যায়, তাহারা মন ফিরাইবে"। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "তাহারা যদি মোসেস ও ভাববাদিগণের কথা না শুনে, মৃতগণের মধ্য হইতে কেহ উঠিলেও তাহারা মানিবে না"।

২২। বদান্যতা

(শ্রীলুক ১৭শ ও শ্রীমাথেয় ১৮শ অধ্যায়)

"আমরা যেমন ঋণীকে ক্ষমা করি, আমাদের ঋণও ক্ষমা করিও"। শ্রীমাথেয় ৬।১২।

স্নেহপূর্ণ অনুযোগ :—তোমার ভ্রাতা যদি দোষ করে, তাহাকে গোপনে অনুযোগ করিও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তোমার ভাইকে লাভ

করিলে, আর যদি না শুনে, তবে দুই-এক জনের সাক্ষাতে বিষয়টী নিষ্পত্তি করিও। তাহাদের কথা যদি না শুনে মণ্ডলীকে জানাইও। সে যদি তাহাও না মানে, তবে তাহাকে বিধর্ম্মী ও করগ্রাহী মনে করিও।

মণ্ডলীর আদেশ পালনীয় :—আমি তোমাদিগকে ধ্রুব বলিতেছি "পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, স্বর্গেও তাহাই বদ্ধ হইবে, এবং যাহা কিছু খুলিয়া দিবে, স্বর্গেও তাহাই খোলা থাকিবে"।

পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "প্রভু, আমার ভ্রাতা পাপ করিলে কতবার আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? সাত বার"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "সাতবার নয়, কিন্তু সত্তর গুণ সাতবার"।

নির্দ্দয় ভৃত্যের উপমা :—শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে এই উপকথা কহিলেন, "স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার তুল্য যিনি ভৃত্যগণের সহিত হিসাব নিকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন তিনি হিসাব লইতে বসিলেন, দশ সহস্র মুদ্রা ধারে এমন একজনকে তাহার নিকটে আনা হইল। ঋণ শোধ করিবার এমন তাহার কোন সঙ্গতি ছিল না, তাই তাহার মনীব তাহার স্ত্রী, পুত্র এবং সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যটি তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিল, "আমার প্রতি সদয় হউন, আমি সব শোধ করিব"! প্রভু তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং তাহার দেনা মার্জ্জনা করিলেন"।

কিন্তু যখন ভৃত্যটি চলিয়া গেল, তখন এক সহ-কর্ম্মীকে দেখিতে পাইল যে তাহার নিকট এক শত মুদ্রা ধারে; সে তাহার গলা টিপিয়া বলিল, "আমার যাহা পাওনা, তাহা শোধ কর"। তাহার সহকর্ম্মী ভূমিষ্ঠ হইয়া এই প্রার্থনা করিল, "আমার প্রতি সদয় হউন, আমি সব শোধ করিব"। কিন্তু সে তাহা শুনিল না। দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে রাখিল।

তাহার সহভৃত্যগণ এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং প্রভুকে বলিয়া দিল। প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "রে দুর্বৃত্ত, তুমি আমার নিকট মিনতি করাতে আমি তোমার সমস্ত দেনা মার্জ্জনা করিয়াছি। তোমারও কি আমার মত তোমার সহকর্ম্মীর উপর সদয় হওয়া উচিত ছিল না"? প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত কারাগৃহে প্রেরণ

করিলেন। তোমরা যদি তোমাদের ভ্রাতৃগণকে ধনে-প্রাণে ক্ষমা না কর, আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

২৩। লাসারের পুনরুত্থান

(শ্রীযোহন ১১শ অধ্যায়)

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন"। শ্রীযোহন ১১।২৫।

মার্থা ও মারীয়ার ভ্রাতা বেথানিয়া-নিবাসী লাসার পীড়িত ছিলেন। ভগিনীরা শ্রীযীশুর নিকট বলিয়া পাঠাইল, "প্রভু, দেখুন আপনি যাহাকে ভাল-

বাসেন, সে পীড়িত হইয়াছে, শ্রীযীশু শুনিয়া কহিলেন, "এ পীড়ার পরিণাম মৃত্যু নয়, বরং ঈশ্বরের মহিমা, যেন ঈশ্বরের পুত্র ইহা দ্বারা গৌরবান্বিত হন"। শ্রীযীশু মার্থাকে, তাহার ভগিনীকে এবং লাসারকে বড়ই স্নেহ করিতেন। যখন তিনি শুনিলেন, লাসারের পীড়া হইয়াছে, তখন যেস্থানে ছিলেন,সেইস্থানে আর দুই দিবস রহিলেন। ইহার পরে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, "আইস, আমরা যিহূদীয়াতে ফিরিয়া যাই। আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রিত আছেন,আমি গিয়া তাঁহাকে জাগাইব"। তাঁহার শিষ্যেরা বলিল, "প্রভু সে যদি নিদ্রিত থাকে, তবে সে রক্ষা পাইবে। শ্রীযীশু লাসারের মৃত্যুর বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা মনে করিল যে, তিনি নিদ্রাঘটিত বিশ্রামের কথা বলিতেছেন। শ্রীযীশু তখন স্পষ্টরূপে বলিলেন, "লাসার মরিয়াছেন, আর তোমাদের কারণে আনন্দ করিতেছি যে আমি সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস কর; চল আমরা তাহার কাছে যাই"।

শ্রীযীশু আসিয়া শুনিতে পাইলেন, চারি দিন পূর্ব্বে লাসারের সমাধি হইয়াছে। বেথানিয়া যেরুশালেম হইতে অনুমান এক ক্রোশ দূর। যিহুদীদের অনেকে মার্থা ও মারীয়ার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাদের সান্ত্বনা দিতে। যখন মার্থা শুনিল শ্রীযীশু আসিতেছেন, সে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু মারীয়া গৃহে বসিয়া রহিল। মার্থা শ্রীযীশুকে কহিল, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, আমার ভাই মরিত না। আর এখনও আমি জানি আপনি ঈশ্বরের কাছে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে দিবেন"। শ্রীযীশু তাহাকে কহিলেন, "তোমার ভাই পুনরায় উঠিবে"। মার্থা কহিল, "আমি জানি, শেষ-দিনে, পুনরুত্থানে সে উঠিবে"। শ্রীযীশু তাহাকে কহিলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে, আর যে কেহ জীবিত আছে এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না; ইহা কি তুমি বিশ্বাস কর"? সে কহিল, "হাঁ, প্রভু আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খৃষ্ট, এই জগতে আগত ঈশ্বরের পুত্র"।

ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং ভগিনী মারীয়াকে গোপনে ডাকিয়া কহিল, "গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকিতেছেন"। সে ইহা শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া তাহার নিকটে গেল। শ্রীযীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। যে স্থানে মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই স্থানেই ছিলেন। যে যিহুদীরা মারীয়ার সঙ্গে গৃহের মধ্যে ছিল, ও তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল, তাহারা তাহাকে বাহিরে যাইতে দেখিল এবং সে কবরের নিকট রোদন করিতে যাইতেছে ভাবিয়া, তাহার পশ্চাৎ চলিল। শ্রীযীশু যেখানে ছিলেন, ম রীয়া সেখানে আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, আমার ভাইটি মরিত না"। শ্রীযীশু যখন দেখিলেন মারীয়া ও তাহার সঙ্গী যিহুদীরা রোদন করিতেছে; তিনি কহিলেন, "তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ"? তাহারা কহিল, "প্রভু আসিয়া দেখুন"। শ্রীযীশু কাঁদিলেন। যিহুদীরা কহিল, "দেখ, ইনি তাহাকে কতই ভাল-বাসিতেন"। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ বলিল, "এই যে ব্যক্তি অন্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, ইনি কি উহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না"? শ্রীযীশু কবরের নিকটে আসিলেন। কবরটি একটা গহ্বর এবং তাহার মুখে একখানা পাথর ছিল।

শ্রীযীশু বলিলেন, "তোমরা পাথরখানা সরাইয়া ফেল"। মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিল, "প্রভু এখন দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ চারি দিন হইল"। শ্রীযীশু তাহাকে কহিলেন. "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে"? তখন তাহারা পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল। পরে শ্রীযীশু উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন. "পিতা. তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছ। আমি জানিতাম তুমি সর্ব্বদা আমার প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক, কিন্তু এই যেসকল লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের নিমিত্তে এই কথা বলিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ"। ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, "লাসার বাহিরে আইস"। মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিল। তাহার হাত. পা কাপড়ের ফালিতে বদ্ধ ছিল এবং মুখ ঢাকা ছিল। শ্রীযীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দিয়া যাইতে দেও।

যিহুদীদের অনেকে যাহারা মারীয়ার নিকট আসিয়াছিল, এবং শ্রীযীশুর এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়াছিল. তাহারা তাহাতে বিশ্বাস করিল। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফারিশীদের নিকটে গেল এবং শ্রীযীশু যাহা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বলিল। অতএব প্রধান যাজকেরা ও ফারিশীরা সভা করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা কি করি? এ ব্যক্তি ত অনেক অলৌকিক কার্য্য করিতেছে! আমরা যদি ইহাকে এইরূপ করিতে দেই, তবে সকলে ইহাতে বিশ্বাস করিবে! রোম-জাতীয়েরা আসিয়া আমাদের এই শ্রীধাম এবং আমাদের জাতি উভয়ই উচ্ছিন্ন করিবে"। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন, কায়ীফাস, সেই বৎসরের মহাযাজক, তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা কিছু বুঝ নাই, আর বিবেচনাও কর নাই যে, তোমাদের পক্ষে এটা ভাল, যেন সকলের জন্য এক ব্যক্তি মরে. আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়"। এই কথা তিনি যে আপনা হইতে বলিলেন, তাহা নয়. সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন যে, আপন জাতের জন্যই শ্রীযীশু মরিবেন। এবং কেবল আপন জাতির জন্যই নহে. অধিকন্তু যাহাতে ঈশ্বরের সকল সন্তান একত্র হয়। অতএব সেই দিন অবধি তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রীযীশু আর প্রকাশ্যরূপে যিহুদীদের মধ্যে যাতায়াত করিলেন না. কিন্তু তথা হইতে

প্রান্তরে নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এফ্রায়ীম নামক নগরে গেলেন, আর সেখানে শিষ্যগণসহ বাস করিতে লাগিলেন।

২৪। দশজন কুষ্ঠী

(শ্রীলূক ১৭।১১-১৯)

"সকল বিষয়েই ধন্যবাদ দিবে, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা"। ১ম থেসঃ ৫।১৮।

যেরুশালেমে যাইবার সময় শ্রীযীশু সমরীয়া ও গালীল দেশের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় দশজন কুষ্ঠী তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিল, "যীশু, প্রভু, আমাদিগকে দয়া করুন"। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "যাও যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও"। যাইতে যাইতেই তাহারা শুচীকৃত হইল!

তখন তাহাদের একজন আপনাকে সুস্থ দেখিয়া উচ্চরবে ঈশ্বরের গৌরব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল এবং শ্রীযীশুর চরণে পড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিতে লাগিল। সেই ব্যক্তি সমরীয়। শ্রীযীশু কহিলেন, "দশজনই কি শুচীকৃত হয় নাই? আর নয়জন কোথায়? ঈশ্বরের গৌরব করিবার জন্য এই বিজাতীয় লোকটী ভিন্ন আর কেহই ফিরিয়া আসিল না"? পরে তিনি তাহাকে কহিলেন, "উঠ, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে"।

২৫। অন্যায্য বিচারকর্ত্তা

(শ্রীলূক ১৮ শ অধ্যায়)

"নিরীহের উদ্ধার এবং দর্পির দর্প চূর্ণ করিবেন"। সাম ১৭।১৮।

শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে এই উপকথাটী বলিলেন যে, তাঁহাদের সর্ব্বদাই প্রার্থনা করা উচিত নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। তিনি বলিলেন, "কোন নগরে এক বিচারকর্ত্তা ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না, মনুষ্যকেও

মানিত না। আর সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিত, 'অন্যায়ের প্রতীকার করিয়া বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন'।

বিচারকর্ত্তা কিছুকাল পর্য্যন্ত সম্মত হইল না, কিন্তু পরে মনে মনে কহিল, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মানি না, তথাপি এই বিধবা আমাকে বিরক্ত করিতেছে, এই জন্য অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে এ সর্ব্বদা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলে"। পরে, প্রভু কহিলেন, "শুন ঐ অধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা কি বলে। তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন করে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন"।

যাহারা নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিত এবং অন্য সকলকে তুচ্ছ করিত, এমন কয়েকজনকে শ্রীযীশু এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, "দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য ধর্ম্মধামে গেল; একজন ফারিশী আর একজন করগ্রাহী। ফারিশী দাড়াইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিল, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি, যে, আমি অন্যান্য লোকের মত উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারী নই কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মতও নহি; আমি সপ্তাহে দুইবার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি'। কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, 'হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর

প্রতি দয়া কর'। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা ধাৰ্ম্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। কারণ যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে, কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে"।

২৬। শিশুদের বন্ধু শ্রীযীশু

(শ্রীলূক ১৮শ ও শ্রীমার্ক ১০ম অধ্যায়)

"শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও"। শ্রীলূক ১৮।১৬।
"শিশুর সদৃশ না হইলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না"। শ্রীমাথেয় ১৮।৩।

লোকেরা আপনাদের ছোট শিশুদিগকে শ্রীযীশুর নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে ভৎ'সনা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "শিশুগণকে আমার নিকটে আসিতে দেও। উহাদিগকে বারণ করিও না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এরূপ লোকদেরই। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, শিশুর মত না হইলে কেহই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

২৭। ঐশ্বর্য্যের সঙ্কট

(শ্রীলুক ১৮শ ও শ্রীমাথের ১৯শ অধ্যায়)

"বিচারের দিনে ঐশ্বর্য্য কোন উপকারে আসিবে না; ন্যায়পরতাই মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিবে"। হিতোপদেশ ১১।৪

শ্রীযীশু রাস্তায় বাহির হইলে, এক যুবক দ্রুতপদে আসিয়া, তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, "মঙ্গলময় প্রভু! কি করিলে আমি অমর হইতে পারি"? শ্রীযীশু বলিলেন, "আমাকে মঙ্গলময় বল কেন? এক ঈশ্বরই মঙ্গলময়! যদি অনন্ত জীবন লাভ করিতে চাও, তাঁহার আদেশ পালন করিও"। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ আদেশ"? শ্রীযীশু বলিলেন, "নরহত্যা করিও না, ব্যাভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা-সাক্ষ্য দিও না, পিতামাতাকে ভক্তি করিও, প্রতিবেশীকে আপনার মত ভালবাসিও"। যুবক উত্তর করিল, "বাল্যকাল হইতেই আমি এসব পালন করিয়া আসিতেছি আমাকে আর কি করিতে হইবে"?

শ্রীযীশু ইহা শ্রবণ করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নেহমাখা-কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে আর একটী কাজ করিতে হইবে, সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে তোমার যাহাকিছু আছে বিক্রয় কর এবং দরিদ্রদিগকে দান কর; তাহা হইলেই স্বর্গে তোমার ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইবে। তাহার পর আমাকে অনুসরণ কর"। যুবক ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া গেল; কেননা তাহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল।

শ্রীযীশু তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শিষ্য-গণকে বলিলেন, "ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন"। শিষ্যগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। শ্রীযীশু পুনর্ব্বার বলিলেন, "বৎসগণ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অতীব দুষ্কর। সূচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন বরং সহজ। শিষ্যগণ ইহাতে অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কাহারা মুক্তি পাইতে পারে"! শ্রীযীশু তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে নহে, কারণ ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই।

পিতর শ্রীযীশুকে বলিতে লাগিলেন, "এই দেখুন, আমরা সমস্ত পরিত্যাগ

করিয়া আপনাকেই অনুসরণ করিয়াছি; আমাদের তবে কি হইবে"? শ্রীযীশু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পুনরুত্থানের দিনে, যখন মানবপুত্র মহাপরাক্রমে আপন আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তোমরাও দ্বাদশ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আর যাহারা আমার নিমিত্ত গৃহ, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র বা ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই ইহকালে শতগুণে পুরস্কৃত হইবে এবং পরকালে অনন্ত-জীবন লাভ করিবে। কিন্তু, যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে এবং যাহারা শেষের এমন অনেক লোক প্রথম হইবে। ইহজগতে যাহারা খ্যাতিসম্পন্ন, পরকালে তাহারা নীচ হইবে, কিন্তু যাহারা দরিদ্র তাহারাই গৌরব লাভ করিবে।

২৮। দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুরদের উপকথা

(শ্রীমাথেয় ২০শ অধ্যায়)

শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণের নিকট এই উপকথা বলিলেন "স্বর্গরাজ্য এমন একজন গৃহকর্ত্তার তুল্য, যিনি প্রত্যুষে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। মজুরদের সহিত দৈনিক এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি তিন ঘটিকার সময় বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েকজন বাজারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও; যাহা ন্যায্য তোমাদিগকে দিব'। তাহারাও গেল। আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। পরে এগার ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক-জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, 'কিজন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ'? তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'কেহই আমাদিগকে কাজে নিযুক্ত করে নাই'। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও'।"

সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, "মজুরদিগকে ডাকিয়া, মজুরী দাও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে দাও"। তাহাতে যাহারা এগার ঘটিকার সময় লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া

প্রত্যেকে এক সিকি পাইল! পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল তাহারা আসিয়া কর্ত্তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, 'তাহারা এক ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করিল, আর আমরা সমস্ত দিন রৌদ্রে পরিশ্রম করিয়া উহাদের সমান মজুরী পাইলাম'। তিনি উহাদের মধ্যে একজনকে বলিলেন, 'বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকট এক সিকির মজুরীতে স্বীকৃত হও নাই? তোমার যাহা প্রাপ্য তাহা বুঝিয়া লইয়া চলিয়া যাও, আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা দিয়াছি ঐ শেষের লোকটীকেও তাহাই দিব। নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার অধিকার কি আমার নাই? আমার উদারতা দেখিয়া তোমার ঈর্ষা কেন? এইরূপেই যাহারা শেষের তাহারা প্রথম হইবে এবং যাহারা প্রথম তাহারা শেষে পড়িবে। অনেকেই আহূত কিন্তু অল্পই মনোনীত'।"

২৯। যেরুশালেমের পথে শ্রীযীশু

(শ্রীলুক ১৮শ অধ্যায়)

"সাধুদিগের জন্য নহে, পাপীদের জন্যই আমি আসিয়াছি"। শ্রীমাথেয় ৯।১৩।

শ্রীযীশু দ্বাদশ শিষ্যকে নিজের নিকটে আনিয়া বলিলেন, "শোন, আমরা যেরুশালেমে যাইব, এবং মানবপুত্রের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তাগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাঁহাকে বিধর্ম্মীদের হস্তে অর্পণ করা হইবে, তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ করা হইবে, অন্যায় শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং তাঁহার উপর থুথু নিক্ষেপ করা হইবে। অনন্তর তাঁহাকে হত্যা করা হইবে, এবং তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন"। শিষ্যগণ কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

পরে তাহারা একদিন জেরিখোর নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিল রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া এক অন্ধ ভিক্ষা করিতেছে। সে জনতার কলরব শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার কারণ কি"? লোকে তাহাকে বলিল, "নাজারেথের যীশু গমন করিতেছেন"। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন"। যাহারা পূর্ব্বে চলিতেছিল তাহারা তিরস্কার করিয়া চুপ

করিতে বলিল, কিন্তু সে, "হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন", বলিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীযীশু আসিয়া তাহাকে নিকটে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সে নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও? আমি তোমার নিমিত্ত কি করিব"? সে কহিল, "প্রভু আমি যেন দেখিতে পাই"? শ্রীযীশু তাহাকে কহিলেন, "তুমি দৃষ্টিশক্তি লাভ কর; তোমার বিশ্বাসই তোমাকে আরোগ্য করিল"। তাহাতে সে তখনই দৃষ্টিলাভ করিল এবং ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। সকলে ইহা দেখিয়া ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

শ্রীযীশু জেরিখো-নগরে প্রবেশ করিয়া করগ্রাহীদের প্রধান, জাকেয় নামক এক ধনবান ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। সে শ্রীযীশুকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু খর্ব্বকায় ছিল বলিয়া ভীড়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাই সে আগে দৌড়াইয়া গিয়া এক ডুম্বুর বৃক্ষে আরোহণ করিল, কারণ শ্রীযীশু তখন সেই পথ দিয়াই যাইবেন। শ্রীযীশু সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, উপরের দিকে চাহিয়া তাহাকে কহিলেন, "জাকেয়, শীঘ্র নামিয়া আইস, আজ আমাকে তোমার গৃহেই থাকিতে হইবে"। সে শীঘ্রই নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে অহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করিল। তাহা দেখিয়া সকলে বিরক্তির স্বরে বলিতে লাগিল, "ইনি আজ এক পাপীর ঘরে অতিথি হইলেন"। জাকেয় সম্মুখে আসিয়া প্রভুকে বলিল, "দেখুন প্রভু! আমি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদিগকে দান করি; এবং যদি আমি অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও কিছু হরণ করিয়া থাকি, তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিই"। শ্রীযীশু কহিলেন, "আজ এই গৃহের মুক্তির দিন যেহেতু এ ব্যক্তিও আব্রাহামের সন্তান। যাহা নষ্ট হইয়াছিল, মানবপুত্র তাহা অন্বেষণ ও উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

৩০। বেথানিয়াতে শ্রীযীশুর অঙ্গলেপন

(শ্রীযোহন ১২শ ও শ্রীমাথেয় ২৬শ অধ্যায়)

"তিনি আমার জীবনের উপর মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন" শ্রীমাথেয় ২৬।১০।
"দরিদ্রই তোমার চিরসাথী"। শ্রীমাথেয় ২৬।১১।

পাস্খার ছয় দিন পূর্ব্বে শ্রীযীশু বেথানিয়াতে আসিলেন, লাসার, যাহাকে তিনি পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেখানে বাস করিত। কুষ্ঠি সিমনের গৃহে তাঁহার নিমিত্ত ভোজ দেওয়া হইল। মার্থা তাঁহার পরিবেশন করিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে লাসার ও ছিল। মারীয়া তখন অর্দ্ধ সের বহুমূল্য জটা-মাংসীর আতর আনিয়া শ্রীযীশুর চরণে মাখাইয়া দিলেন এবং আপন কেশ-দ্বারা মুছাইয়া দিলেন। আতরের সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইল।

ইস্কারিয়োত যুদাস নামে তাঁহার এক শিষ্য, যে পরে বিশ্বাসঘাতক হইল—কহিল, "এই আতর কেন তিন শত সিকির অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া দরিদ্রগণকে দান করা হইল না"? সে যে দরিদ্রগণের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া এ কথা বলিয়াছিল, তাহা নহে, সে ছিল চোর, তাঁহার নিকট গচ্ছিত অর্থ হরণ করিত। অন্যান্য শিষ্যেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "এই অপচয় কোন্ উদ্দেশ্যে"? শ্রীযীশু তাহা জানিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, "কেন এই স্ত্রীলোকটীকে উৎপীড়ন করিতেছ। উহাকে ছাড়িয়া দাও। এ আমার অনেক পরিচর্য্যা করিয়াছে। তোমাদের নিকট দরিদ্র-ব্যক্তি-সকল সদাসর্ব্বদাই আছে এবং যখনই ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাদের উপকার করিতে পারিবে; কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা পাইবে না। স্ত্রীলোকটী সাধ্যানুসারে কার্য্য করিয়াছে। সে আমার সমাধির জন্য পূর্ব্বেই আমার শরীরে তৈলাদি মর্দ্দন করিতে আসিয়াছে। আমি তোমা-দিগকে বলিতেছি, 'পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, এই স্ত্রীলোকটীর কার্য্যকলাপও সেই স্থানে তাহার স্মৃতিরক্ষার্থে বর্ণিত হইবে'।"

৩১। যেরুশালেমে শ্রীযীশুর প্রবেশ

(শ্রীমাথেয় ২১শ ও শ্রীযোহন ১২শ অধ্যায়)

শ্রীযীশু যেরুশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া ওলিভেট্-পর্ব্বতে বেথ্‌ফাগে গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি দুই জন শিষ্যকে আদেশ করিয়া বলিলেন,
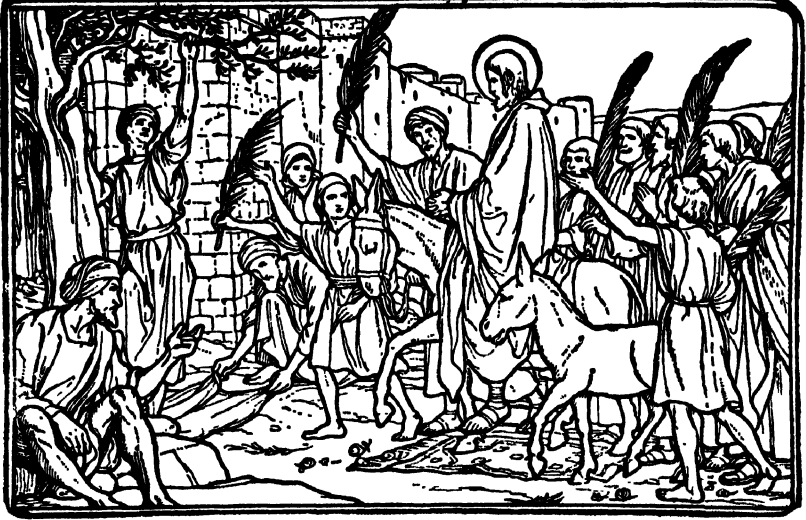
"তোমাদের সম্মুখের ঐ গ্রামে যাও, এবং যাইবামাত্র দেখিতে পাইবে—বৎস সহ একটি গর্দ্দভী বাঁধা আছে, খুলিয়া তাহাদিগকে আমার নিকট আন। যদি কেহ তোমাদিগকে কিছু বলে তবে বলিবে, 'ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে'। এবং তৎক্ষণাৎ সে তাহাদের ছাড়িয়া দিবে"। ইহার সমস্তই পালিত হইল। ভবিষ্যদ্বক্তার বাণী পূর্ণ হইল—"সিয়নকন্যাকে বল, দেখ, তোমাদের রাজা তোমাদের মধ্যে আসিতেছেন। তিনি নম্র, গর্দ্দভ তাঁহার বাহন, গর্দ্দভীর বৎসই তাঁহার বাহন"।

শিষ্যেরা শ্রীযীশুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিল। তাহারা গর্দ্দভী ও তাহার শাবকটীকে আনিল এবং তাহাদের উপর আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া দিল। তিনি তাহার উপর উপবেশন করিলেন। বহুসংখ্যক লোক পথের উপর আপন আপন বস্ত্র পাতিয়া দিল। অন্যান্য লোকেরা গাছের ডাল, পাতা কাটিয়া পথে ছড়াইয়া দিল। আর যেসকল লোক তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "হোসান্না দায়ুদ-সন্তান, ধন্য যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন"।

ফারিশীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ, আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সমস্ত জগৎ তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিতেছে"। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ফারিশী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভু, আপনার শিষ্যদিগকে তিরস্কার করুন"। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যদি ইহারা নিস্তব্ধ হয়, তবে পাষাণ ও চীৎকার করিয়া উঠিবে"।

শ্রীযীশু যেরুশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া নগরটী নিরীক্ষণ করিলেন এবং এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, "হায়! আজ যদি তোমার মঙ্গলের বিষয় বুঝিতে পারিতে! কিন্তু তোমার চক্ষু সে বিষয়ে অন্ধ! তোমার এমন এক দিন আসিবে, যখন শত্রুগণ তোমার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে; তোমাকে এবং তোমার সন্তানসন্ততিদের ভূমিস্যাৎ করিবে। তোমার একটী প্রস্তরও রাখিবে না, কারণ তুমি তোমার শুভ-মুহূর্ত্ত চিনিলে না"।

শ্রীযীশু যেরুশালেমে উপনীত হইলে সমস্ত নগরে এই আন্দোলন উঠিল, "ইনি কে"? জনতার লোকেরা বলিল, "ইনি গ্যালিলিয়ার অধীনস্থ নাজারেথের দৈবজ্ঞ যীশু"। শ্রীযীশু মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অন্ধ ও খঞ্জ সকলেই তাঁহার নিকট আসিল এবং তিনি সকলকে আরোগ্য করিলেন।

প্রধান যাজকবর্গ এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া এবং মন্দিরস্থ শিশুগণের "দায়ূদ-পুত্র, হোসান্না"! রব শুনিয়া, ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল, "ইহারা কি বলিতেছে শুনিতেছেন"? শ্রীযীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা কি কখন পড় নাই যে, স্তন্যপায়ী শিশুদের মুখ হইতেই তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তন নিঃসৃত হয়"? এই বলিয়া তিনি তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন!

পর্ব্বোপলক্ষে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক্-জাতীয় ছিল। তাহারা ফিলিপের নিকট আসিয়া বলিল, "মহাশয় আমরা শ্রীযীশুকে দেখিতে চাই"। ফিলিপ আন্দ্রেয়াসকে বলিল, পরে দুইজনে শ্রীযীশুকে বলিল। কিন্তু শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যবের বীজ যতক্ষণ মৃত্তিকাতে পড়িয়া না মরে, একাই থাকে, কিন্তু মরিয়া গেলে অনেক ফল প্রসব করে। স্বর্গীয় পিতা, তুমি ধন্য"। এমন সময় স্বর্গ হইতে এক ধ্বনি হইল, "আমি গৌরবান্বিত হইলাম, এবং পুনরায় গৌরবান্বিত হইব"। উপস্থিত জনমণ্ডলী ইহা শুনিয়া বলিল, "ইহা মেঘের গর্জ্জন" কেহ কেহ বলিল "ইহা স্বর্গীয় দূতের বাণী"। শ্রীযীশু বলিলেন, "ধ্বনি আমার

জন্য নয়, তোমাদের জন্য। এইবার জগতের বিচারের দিন উপস্থিত; এইবার শয়তান বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে, আর আমি যখন মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইব, তখন আমি সকলকে আকর্ষণ করিব"। কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন।

পরদিন শ্রীযীশু বেথানিয়া হইতে যেরুশালেমে ফিরিবার সময়, পথে ক্ষুধার্ত্ত হন। দূর হইতে তিনি পথের পার্শ্বে একটী পত্রবিশিষ্ট ডুমুর বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ইহাতে ফল আছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য তিনি বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু নিকটে আসিয়া পত্র ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কারণ তখন ডুমুরের সময় ছিলনা। তখন বৃক্ষটীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আর যেন কোন লোক তোমার ফল ভক্ষণ না করে"। তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ইহা শুনিতে পাইল, এবং ডুমুর বৃক্ষটী তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া গেল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি ক্রেতা এবং বিক্রেতাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, "লিখিত আছে,—আমার গৃহ প্রার্থনার-গৃহ হইবে, কিন্তু তোমরা ইহাকে দস্যুগণের গহ্বর করিয়া তুলিয়াছ"। তিনি মন্দিরের ভিতরে থাকিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন।

৩২। দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রের উপকথা

(শ্রীমাথের ২১।৩৩)

"যে গাছ সুফল প্রসব করে না, তাহাকে কাটিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে"।

শ্রীমাথেয় ৩।১০।

শ্রীযীশু এই উপকথাটি বলিলেন "একজন গৃহ-কর্ত্তা ছিলেন; তিনি দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া কৃষকদিগের নিকট উহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। ফলের সময় সন্নিকট হইলে, তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদিগের নিকট একজন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ধরিয়া মারিল এবং রিক্ত-হস্তে ফিরাইয়া দিল। পরে তিনি অপর ভৃত্যগণকে তাহাদিগের নিকট পাঠাইলেন। তখন কৃষকেরা তাঁহার

ভৃত্যগণকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ করিল এবং কাহাকেও বা পাথর মারিল।

"তখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা বলিলেন, 'আমি কি করিব'? তখনও তাঁহার একটী অতি আদরের ছেলে ছিল। তাহাকেও তিনি তাহাদের নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন—'তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে'। কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, 'এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি'। পরে তাহারা তাহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন"? তাহারা তাঁহাকে বলিল, "সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যাহারা ফলের সময় তাঁহাকে ফল দিবে"।

এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, "তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে"। তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া প্রধান যাজকেরা এবং ফারিশীরা বুঝিল যে তিনি তাহাদের উদ্দেশেই বলিতেছেন। আর তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জন-সাধারণকে ভয় করিল, কেননা জন-সাধারণ তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।

৩৩। বিবাহোৎসবের উপকথা

(শ্রীমাথেয় ২২।১—১৪)

"যে আমাকে উপেক্ষা করে, তাহারও একজন বিচারকর্ত্তা আছে"। শ্রীযোহন ১২।৪৮।
"কোন অপবিত্র বস্তু তথায় প্রবেশ করিবে না"। প্রকাশিতবাক্য ২১।২৭।

শ্রীযীশু প্রধান যাজকদিগের ও ফারিশীদিগের নিকট এই উপকথা কহিলেন, "স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার তুল্য, যিনি আপন পুত্রের বিবাহ-ভোজের আয়োজন করিলেন, সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ডাকিতে তিনি আপন দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা আসিতে চাহিল

না। তিনি আবার অন্য ভৃত্যদিগকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন—নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বল, 'দেখ আমার ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশুসকল মারা হইয়াছে, সকলই প্রস্তুত, তোমরা বিবাহের ভোজে আইস'। কিন্তু তাহারা অবহেলা করিয়া কেহ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা আপন ব্যবসায়ে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট সকলে তাঁহার ভৃত্যদিগকে ধরিয়া অপমান করিল ও বধ করিল। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সৈন্য-সামন্ত পাঠাইয়া সেই হত্যাকারীদিগকে বিনষ্ট করিলেন ও তাহাদের নগর পোড়াইয়া দিলেন"।

পরে তিনি আপন ভৃত্যদিগকে কহিলেন, "বিবাহের ভোজ প্রস্তুত, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা যোগ্য ছিল না, অতএব তোমরা রাজপথের মোড়ে মোড়ে গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিবাহের ভোজে ডাকিয়া আন"। তাহাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহাতে বিবাহ বাটী অতিথিগণে পরিপূর্ণ হইল।

রাজা অতিথিদিগকে দেখিতে ভিতরে আসিয়া, এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহ-বস্ত্র ছিল না। তিনি তাহাকে কহিলেন, "হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ-বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে"? সে নিরুত্তর হইল তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহিলেন, "উহার হাত পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও। সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। কারণ অনেকে আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত"।

৩৪। কৈসরের কর। শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা

(শ্রীমাথেয় ২২।১৫-২১)

তখন ফারিশীরা মন্ত্রণা করিল কিরূপে শ্রীযীশুকে তাঁহার কথার ফাঁদে ফেলিতে পারে। তাহারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের শিষ্যগণকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, "গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন! কেননা আপনি মনুষ্যদের মুখাপেক্ষা করেন না। আমাদিগকে বলুন, আপনার মত কি; কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি না"?

কিন্তু শ্রীযীশু তাহাদের দুষ্টামী বুঝিয়া কহিলেন, "কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? করের মুদ্রা আমাকে দেখাও"। তখন তাহারা তাঁহার
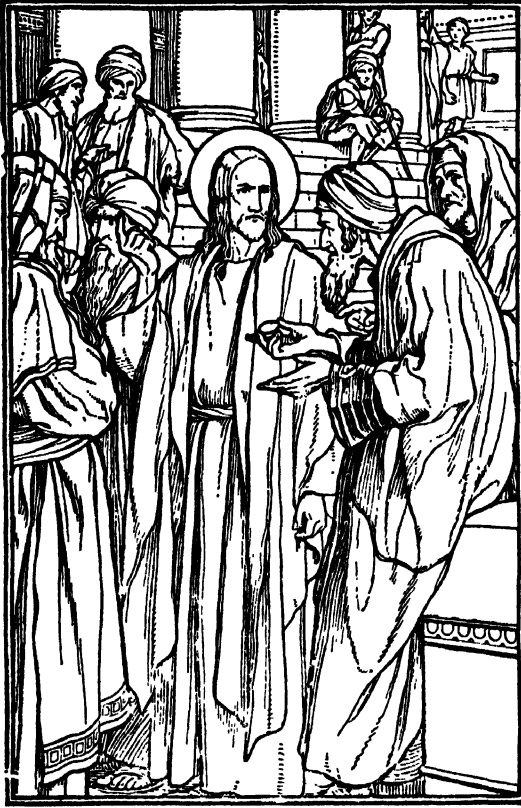
নিকটে একটী সিকি আনিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "এই মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার"? তাহারা বলিল, 'কৈসরের' তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তবে কৈসরের যাহা, তাহা কৈসরকে প্রদান কর, আর ঈশ্বরের যাহা, তাহা ঈশ্বরকে প্রদান কর"।

সেই সময় ফারিশীরা শ্রীযীশুর নিকটে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন ব্যবস্থাবেত্তা, পরীক্ষাভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরু, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ"? শ্রীযীশু তাহাকে কহিলেন, "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার প্রভু—ঈশ্বরকে ভক্তি করিবে। এইটী শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য—'তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে'। শাস্ত্র ও ভাববাদীদের উপদেশসকল এই অনুশাসনদ্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত"।

ফারিশীরা একত্র হইলে শ্রীযীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খৃষ্টের বিষয় তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান"? তাহারা বলিল, "দায়ূদের"। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তবে দায়ূদ, কি প্রকারে আত্মার প্রভাবে তাঁহাকে 'প্রভু' বলেন? তিনি বলিয়াছেন, 'পরমেশ্বর আমার প্রভুকে

বলিলেন—যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে পাদপীঠ না করি, আমার দক্ষিণ-পার্শ্বে উপবেশন কর'। দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু বলিল, তখন তিনি কি প্রকারে তাঁহার সন্তান"? তখন কেহ তাহাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না; আর সেই দিন হইতে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না'

৩৫। ফারিশীদের প্রতি সতর্কবাণী বিধবার কপর্দ্দক

"তোমার অধিক থাকিলে অধিক দান করিবে, অল্পমাত্র থাকিলে স্বেচ্ছায় অল্পই দান করিবে"। তোবিয়াস, ৪।৯।

তখন শ্রীযীশু লোকদিগকে কহিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ ও ফারিশীগণ মৈসেসের আসনে উপবিষ্ট। তাহারা যাহা কিছু বলে, তাহা পালন করিও, মানিও, কিন্তু তাহাদের ন্যায় আচরণ করিও না, কারণ তাহারা বলে, কিন্তু করে না"।

সেই সময় শ্রীযীশু ফারিশীদের ও শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট কহিলেন, "দেখ আমি তোমাদের নিকটে ভাববাদী, বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব, তাহাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করিবে ও ক্রুশে দিবে, কতক জনকে তোমাদের সমাজগৃহে কোড়া মারিবে ও এক নগর হইতে আর এক নগরে তাড়না করিবে, যেন পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদের উপরে বর্ত্তে,—ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাত হইতে বারাখিয়ের পুত্র জাখারিয়ার রক্তপাত অবধি, যাঁহাকে মন্দিরের ও যজ্ঞবেদীর মধ্যস্থানে বধ করিয়াছিলে। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি—এই কালের লোকদের উপরে এই সমস্তই বর্ত্তিবে। হা যেরুশালেম, তুমি ভাববাদীগণকে বধ করিয়া থাক ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কতবার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা

এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যে পর্য্যন্ত না বলিবে, “যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য” ।

শ্রীযীশু ধনাগারের সম্মুখে বসিয়া দেখিলেন লোকেরা টাকা পয়সা দান করিতেছে। ধনীরা অনেক দান করিল। এমন সময়ে এক জন দ্ররিদ্র স্ত্রীলোক আসিয়া দুই কপর্দ্দক দান করিল। শ্রীযীশু তখন শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, “আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই স্ত্রীলোকটীর দানই সকলের অপেক্ষা বড়, কেননা অন্য সকলে নিজ প্রাচুর্য্য হইতে দান করিয়াছে ; কিন্তু স্ত্রীলোকটী অভাবের মধ্যে থাকিয়াও তাহার জীবনধারণের শেষ সম্বলটুকুও দান করিয়াছে” ।

৩৬। যেরুশালেমের বিনাশ এবং মহাপ্রলয়

(শ্রীমাথেয় ২৪শ, শ্রীমার্ক ১৩শ ও শ্রীলূক ২১শ অধ্যায়)

শ্রীযীশু মন্দির হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের নির্ম্মাণ-ক্রিয়া দেখাইবার জন্য নিকটে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে কহিল, “প্রভু, দেখুন, কেমন পাথর ; কেমন গাঁথনি! কত সুন্দর জিনিসে মন্দিরটী সুসজ্জিত”। শ্রীযীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ ? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তাহা এমন ভাবে ধ্বংশ হইবে যে, পাথরের উপরে পাথর থাকিবে না” ।

শ্রীযীশু জৈতুন-পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা বিরলে তাঁহার নিকটে আসিল, এবং পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রেয়াস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই সকল ঘটনা কখন হইবে, আমাদিগকে বলুন। আর আপনার আগমনের ও যুগান্তরের চিহ্ন কি” ?

শ্রীযীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়। কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, ‘আমিই সেই খৃষ্ট, বা ‘সময় নিকটবর্ত্তী’। আর অনেক লোককে ভুলাইবে। তাহাদের অনুসরণ করিও না। আর তোমরা যুদ্ধের কথা রাজদ্রোহের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে। ব্যাকুল হইও না। এসকল অবশ্যই ঘটিবে ; কিন্তু তখনও শেষ নয়। জাতির বিপক্ষে জাতি ও

রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভূমিকম্প হইবে এবং স্বর্গ হইতে অনেক চিহ্ন ও বিভীষিকা দেখা দিবে। কিন্তু এ সকলই যাতনার আরম্ভ মাত্র। তোমরা সতর্ক থাকিবে। কেননা তাহারা তোমাদিগকে প্রহার করিবে ও যাতনা দিবে এবং কারারুদ্ধ করিবে। তাহাদের সমাজগৃহে তোমাদিগকে মারিবে, রাজাদের ও শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে তোমাদিগকে যাইতে হইবে এবং আমার নিমিত্ত তোমরা সমস্ত জাতির ঘৃণার পাত্র হইবে। কিন্তু তোমাদের এক গাছি কেশেরও বিনাশ হইবে না। ধৈর্য্যেই তোমাদের আত্মার মুক্তি। যখন তাহারা তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাইও। আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত নগর পর্য্যটন করিতে না করিতে মনুষ্য-পুত্রের আগমন হইবে। তখন অনেকের পদ-স্খলন হইবে। পরস্পর পরস্পরকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, এবং পরস্পরকে ঘৃণা করিবে। তখন অনেক ভণ্ড-ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে। আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে, অধিকাংশ লোকের ঐশ-ভক্তি শিথিল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর সর্ব্ব-জাতির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐশ-রাজ্যের এই সুসমাচার সমগ্র জগতে প্রচার করা হইবে। তখন প্রলয় উপস্থিত হইবে।

তখন শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে কহিলেন, "যখন দেখিবে, ধ্বংশের যে ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহা পবিত্র স্থানে স্থাপিত হইয়াছে—যে জন পাঠ করে, সে বুঝুক—তখন যাহারা যিহুদিয়াতে থাকে, তাহারা পাহাড়ে পলায়ন করুক! যে কেহ ছাদের উপরে থাকে, সে জিনিস-পত্র লইবার জন্য নীচে না আসুক; আর যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সে আপন বস্ত্র লইবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়া না আসুক। প্রার্থনা কর, যেন তোমাদেয় পলায়ন শীতকালে বিশ্রামবারে না ঘটে। কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত কখন হয় নাই, কখন হইবেও না। আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না! কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে"।

"যদি কেহ তোমাদিগকে বলে 'দেখ, খৃষ্ট এখানে, কিম্বা ওখানে', তোমরা বিশ্বাস করিও না। কেননা ভণ্ড-খৃষ্টেরা ও ভণ্ড-ভাববাদীরা উঠিবে এবং এমন মহৎ মহৎ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি সম্ভব হয়, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে। দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম। অতএব লোকে যদি তোমাদিগকে বলে, 'দেখ, তিনি প্রান্তরে'; তোমরা বাহিরে যাইও না; 'দেখ তিনি অন্তরাগারে', তোমরা বিশ্বাস করিও না। কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। যেখানে মড়া থাকে, সেইখানে শকুন যুটিবে"।

"আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ-মণ্ডল বিচলিত হইবে। তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং মনুষ্য-পুত্রকে মেঘরথে মহাপ্রতাপে আসিতে দেখিবে। আর তিনি মহাতুরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চারি কোন হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন। ডুমুর গাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ। যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পল্লবিত হয়, তখন তোমরা জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট, সেইরূপ তোমরা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, ঐশরাজ্য সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত! আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোক থাকিতেই ঐ সমস্ত সিদ্ধ হইবে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না"।

"সূর্য্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণে নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইবে এবং পৃথিবীতে সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জ্জনে জাতিগণ উদ্বিগ্ন হইবে। ভূমণ্ডলে যাহা ঘটিবে, তাহার আশঙ্কায় মানুষের প্রাণ ব্যাকুল হইবে। কেননা আকাশমণ্ডল বিচলিত হইবে। আর তৎকালে তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও প্রতাপসহকারে মেঘরথে আসিতে দেখিবে। এই সকল ঘটনা আরম্ভ হইলে তোমরা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিও, মাথা তুলিও, কেননা তোমাদের মুক্তি সন্নিকট"।

৩৭। দশটী কুমারী

(শ্রীমাথেয় ২৫শ অধ্যায়)

"আমাকে যাহারা "প্রভু! প্রভু"! বলে তাহাদের মধ্যে কেহই নয়, কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিবে"। (শ্রীমাথেয় ৭।২১)

স্বর্গরাজ্য এমন দশটী কুমারীর তুল্য যাহারা প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল। তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন নির্ব্বোধ ছিল ও পাঁচ জন বুদ্ধিমতী ছিল। কারণ যাহারা নির্ব্বোধ তাহারা আপন প্রদীপের সঙ্গে তৈল লইল না। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমতী তাহারা পাত্রে করিয়া তৈল লইল। আর বর বিলম্ব করাতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে এই উচ্চরব হইল, "বর আসিতেছে—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও"। তাহাতে সেই কুমারীরা সকলে উঠিল এবং আপন প্রদীপ সাজাইল। নির্ব্বোধেরা বুদ্ধিমতীদিগকে বলিল, "তোমাদের তৈল হইতে আমাদিগকে কিছু দেও, কারণ আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে"। কিন্তু তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, "হয়ত ইহাতে তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবে না, তোমরা বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর"।

তাহারা ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে বর আসিলেন, এবং যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ হইল। শেষে অন্য সকল কুমারীরাও আসিয়া কহিতে লাগিল, "প্রভু প্রভু! আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিন"। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগকে সত্যই কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে চিনি না। অতএব জাগিয়া থাক; কেননা তোমরা সেইদিন বা সেই দণ্ড জান না"।

৩৮। মোহরের উপকথা

(শ্রীমাথেয় ২৪শ অধ্যায়)

"ধনাধ্যক্ষ বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক"। ১ম করিন্থিয় ৪।২।

তখন শ্রীযীশু তাহাদিগকে এই উপকথাটী কহিলেন, "মনে কর যেন কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছিল, তিনি ভৃত্যগণকে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি

তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি যোগ্যতানুসারে একজনকে পাঁচ মোহর, অন্য জনকে দুই মোহর, আর এক জনকে এক মোহর, দিলেন।

যে পাঁচ মোহর পাইয়াছিল, সে তদ্দ্বারা ব্যবসা করিয়া আরও পাঁচ মোহর লাভ করিল। যে দুই মোহর পাইয়াছিল, সেও ব্যবসা করিয়া, আরও দুই মোহর লাভ করিল। কিন্তু যে এক মোহর পাইয়াছিল, সে গিয়া ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল।

দীর্ঘকালের পর প্রভু ফিরিয়া আসিয়া সেই ভৃত্যদিগের নিকট হইতে হিসাব লইলেন। তখন যে পাঁচ মোহর পাইয়াছিল, সে আরও পাঁচ মোহর আনিয়া কহিল, 'প্রভু, আপনি আমার নিকটে পাঁচ মোহর রাখিয়াছিলেন, দেখুন, আরও পাঁচ মোহর লাভ করিয়াছি'। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, 'বেশ তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপর নিযুক্ত করিব। তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও'। পরে যে দুই মোহর পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, 'প্রভু আপনি আমার নিকটে দুই মোহর রাখিয়াছিলেন, দেখুন আরও দুই মোহর লাভ করিয়াছি'। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, 'বেশ! তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপর নিযুক্ত করিব। তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও'।

যে এক মোহর পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, 'প্রভু, আমি জানিতাম, আপনি কঠিন লোক, যেখানে বুনেন নাই, সেইখানে কাটিয়া থাকেন ও যেখানে ছড়ান নাই, সেইখানে কুড়াইয়া থাকেন, তাই আমি ভীত হইয়া আপনার মোহর ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। দেখুন আপনার যাহা আপনি পাইলেন'। কিন্তু তাহার প্রভু, উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'দুষ্ট, অলস দাস, তুমি বুঝি জানিতে, আমি যেখানে বুনি নাই, সেইখানে কাটি এবং যেখানে ছড়াই নাই, সেইখানে কুড়াই? তবে মহাজনের হাতে আমার টাকা রাখিয়া দেওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে আমি আসিয়া, আমার যাহা, তাহা সুদের সহিত পাইতাম। অতএব তোমরা উহার নিকট হইতে ঐ মোহর কাড়িয়া লও এবং যাহার দশ মোহর আছে তাহাকে দেও'।"

৩৯। শেষ-বিচার

(শ্রীমাথেয় ২৫শ অধ্যায়)

"মানুষ নিত্য-নিবাসে প্রবেশ করিবে"। উপদেশক ১২।৫।

যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাঁহার

সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদিগকে ভাগ করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে, আর তিনি মেষদিগকে আপনার দক্ষিণ দিকে ও ছাগদিগকে বাম দিকে রাখিবেন।

তখন রাজা আপনার দক্ষিণদিকস্থ লোকদিগকে বলিবেন, "আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদের পাত্র, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে! পিপাসিত হইলে

পানীয় দিয়াছিলে; অতিথি হইলে আশ্রয় দিয়াছিলে; নগ্ন ছিলাম, বস্ত্র পরাইয়াছিলে, পীড়িত ছিলাম, আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে। কারাগারে ছিলাম, আমার নিকটে আসিয়াছিলে"। তখন ধাৰ্ম্মিকেরা তাঁহাকে বলিবে, "প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম? কিংবা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিংবা কারাগারে দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম"? তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই অকিঞ্চন ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক-জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে"।

পরে তিনি বামদিকস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "রে শাপগ্রস্তসকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও। কেননা, আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দেও নাই; পিপাসিত হইয়াছিলাম পানীয় দেও নাই; অতিথি হইয়াছিলাম, আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, বস্ত্র দেও নাই। পীড়িত ও কারাগারে ছিলাম, আমার তত্ত্বাবধান কর নাই"। তখন তাহারা বলিবে, "প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত, পিপাসিত, অতিথি, বস্ত্রহীন, পীড়িত, কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার পরিচর্য্যা করি নাই"? তখন তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই অকিঞ্চনদিগের কোন এক জনের প্রতি যখন ইহা কর নাই, তখন আমারও প্রতি কর নাই" পরে ইহারা অনন্ত দণ্ডে কিন্তু ধাৰ্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়। শ্রীযীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু

১। শ্রীযীশুর জীবনের শেষকাল

(শ্রীমাথেয় ২৬শ ও শ্রীলুক ২২শ অধ্যায়)

"অর্থ-লিপ্সাই অনর্থের মূল। লোভেই লোক বিশ্বাসভ্রষ্ট হইয়া অশেষ দুঃখে জড়িত হইয়াছে"। ১ম তিমথিয় ৬।১০।

শ্রীযীশু এই সকল কথা শেষ করিলে পর, আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, "তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তার-পর্ব্ব আসিতেছে, আর মনুষ্যপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইতেছেন"।

তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ কায়াফাস্ নামক মহাযাজকের প্রাঙ্গনে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিল, যেন ছলে শ্রীযীশুকে ধরিয়া বধ করিতে পারে। কিন্তু তাহারা কহিল, "পর্ব্বের সময় নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। কারণ তাহারা লোকদিগকে ভয় করিত।

বারজনের মধ্যে একজন, যাহাকে ইস্কারিয়োত যূদাস বলে, শয়তানের আবেশে প্রধান যাজকগণের নিকটে গিয়া শ্রীযীশুকে ছলে ধরাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দিত হইল এবং তাহাকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তাঁহাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিলে, আমাকে কত দিবেন বলুন"? তাহারা তাহাকে ত্রিশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। সেও সম্মত হইল। আর তদবধি সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

২। শেষ ভোজ

(শ্রীলুক ২২শ ও শ্রীযোহন ১৩শ অধ্যায়)

"আমিই তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দিলাম" শ্রীযোহন ১৩।১৫।

অক্ষীত রুটীর প্রথম দিন, যেদিন নিস্তার-পর্ব্বের মেষ-শাবক বলি দিতে হইত, শ্রীযীশু তাঁহার দুই শিষ্য—পিতর ও যোহনকে এই বলিয়া প্রেরণ

করিলেন, "তোমরা গিয়া আমাদের জন্য নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত কর"। তাহারা বলিল, "কোথায় প্রস্তুত করিব"? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা নগরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, এক ব্যক্তি কলসী লইয়া আসিতেছে। তোমরা তাহার অনুসরণ করিয়া যে বাটীতে সে প্রবেশ করিবে, তথায় যাইবে। আর তোমরা বাটীর কর্ত্তাকে বলিবে, 'গুরু আপনাকে বলিয়াছেন,—'আমার সময় আসন্ন আমি আমার শিষ্যগণসহ তোমার গৃহে নিস্তার পর্ব্ব পালন করিব। অতিথি-শালা কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যগণ সহ নিস্তার পর্ব্বের ভোজন করিতে পারি'? তাহাতে সে তোমাদিগকে সাজান একটী বড় কুটরী দেখাইয়া দিবে, সেই স্থানে ভোজ প্রস্তুত করিও"। তাঁহারা গিয়া, তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপ দেখিতে পাইলেন আর নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিলেন।

পরে সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যগণসহ ভোজনে বসিলেন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমার দুঃখভোগের পূর্ব্বে তোমাদের সহিত আমি এই নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে একান্তই ইচ্ছা করিয়াছি, কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—আমি ইহা আর ভোজন করিব না যে পর্য্যন্ত ঐশরাজ্য স্থাপিত না হয়"।

তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন। আংরাখা খুলিয়া রাখিলেন, আর এক খণ্ড বস্ত্র লইয়া কটি বন্ধন করিলেন। পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যগণের পা ধুইয়া বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি পিতরের নিকটে আসিলেন। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়া দিবেন"? শ্রীযীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আমি যাহা করিতেছি তাহা তুমি এক্ষণে জান না, কিন্তু ইহার পরে বুঝিবে"। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কখনও আমার পা ধুইয়া দিবেন না"। শ্রীযীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, "যদি তোমাকে ধৌত না করি, তবে আমার সহিত তোমার কোন অংশ নাই"। পিতর বলিলেন, "প্রভু কেবল পা নয়, হাত ও মাথাও ধুইয়া দিন"। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "যে স্নান করিয়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে তাহার প্রয়োজন নাই। সে সর্ব্বাঙ্গে শুচি। আর তোমরা শুচি; কিন্তু সকলে নহে"।

তিনি তাহাদের পা ধুইয়া পুনর্ব্বার আংরাখা পরিয়া বসিলেন ও

তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক, আর তাহা ভালই বল। কেননা আমি সেই। আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত। আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম যেন, তোমাদের প্রতি আমি যেরূপ করিয়াছি তোমরাও তদ্রূপ কর। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, দাস নিজ প্রভু হইতে বড় নয় ও প্রেরিত নিজ প্রেরণকর্ত্তা হইতে বড় নয়। এ সকল জানিলে, যদি পালন কর তোমরা ধন্য"।

৩ মহাপুণ্য সংস্কারের অনুষ্ঠান

(শ্রীমাথেয় ২৬শ ও শ্রীলুক ২২শ অধ্যায়)

"আমার মাংস যথার্থই খাদ্য ও আমার রক্ত যথার্থই পেয়। যে আমার মাংস ভোজন করে ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে এবং আমি তাহাতে থাকি। যেরূপ জীবিত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ও আমি পিতার কারণে জীবন ধারণ করি, সেইরূপ যে আমাকে ভোজন করিবে, সেও আমার কারণে জীবন ধারণ করিবে"। শ্রীযোহন ৬।৫৬—৫৮।

"যে কেহ অযোগ্যরূপে এই রোটিকা ভোজন করিবে কিম্বা পানপাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীর ও রক্তের দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য আত্মপরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রোটিকা ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক। কেননা যে ব্যক্তি অযোগ্যরূপে ভোজন ও পান করে, সে আপনার দণ্ডাজ্ঞা ভোজন ও পান করে; কারণ সে প্রভুর শরীর চিনে না"। করিন্থীয় ১১।২৩-২৯।

পাদপ্রক্ষালনের পরে, যখন তাহারা ভোজন করিতেছিলেন, শ্রীযীশু
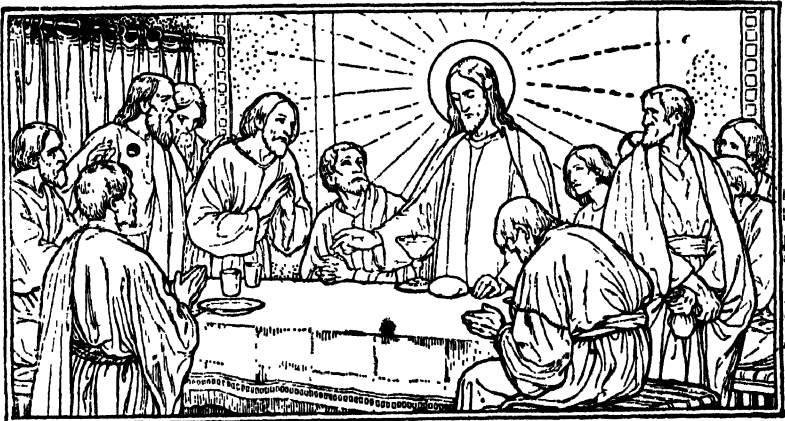
রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন,

"তোমরা লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর তোমাদেরই জন্য প্রদত্ত" পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর; কারণ ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা তোমাদের ও অনেকের পাপ মোচনার্থে পাতিত হইবে"।

আমার স্মরণার্থে ইহা করিও।

৪। বিশ্বাস-ঘাতকতার বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী পিতরের প্রতি উক্তি

(শ্রীলূক ২২শ ও শ্রীযোহন ১৩শ অধ্যায়)

"যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হউক, পাছে পড়িয়া যায়"
১ম করিন্থীয় ১০।১২।

ইহার পর শ্রীযীশু বলিলেন, "দেখ যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিবে, সে আমার সহিত ভোজনে বসিয়াছে। যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ মনুষ্য-পুত্রের গতি, কিন্তু যাহার দ্বারা তিনি সমর্পিত হন, সেই ব্যক্তিকে ধিক্।" শ্রীযীশু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে"। শিষ্যেরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয় বলিলেন। শিষ্যগণের একজন, যাহাকে শ্রীযীশু বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। পিতর সেই শিষ্যকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "আমাকে বল উনি কাহার বিষয় বলিতেছেন"? তাহাতে তিনি শ্রীযীশুকে কহিলেন, "প্রভু, সে কে"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, আমি রুটী-খণ্ড পাত্রে ভিজাইয়া যাহাকে দিব, সেই"। পরে তিনি রুটী-খণ্ড ভিজাইয়া ইস্কারিয়োত যূদাসকে দিলেন। বিশ্বাসঘাতক যূদাস কহিল, "প্রভু, সে কি আমিই"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন "তুমি ঠিক্ বলিয়াছ, যাহা করিতেছ, শীঘ্র কর"। কিন্তু তিনি এমনভাবে একথা কহিলেন যে, যাহারা ভোজনে বসিয়াছিল, তাহাদের কেহ তাহা বুঝিল না। যূদাসের কাছে টাকার থলি থাকিত বলিয়া কেহ মনে করিলেন, শ্রীযীশু তাহাকে পর্ব্বের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তাহা কিনিতে বলিয়াছেন কিংবা দরিদ্রদিগকে দান করিতে বলিয়াছেন। রুটীখণ্ড

গ্রহণ করিলে, তাহার ভিতর শয়তান প্রবেশ করিল, সে তখনই বাহিরে গেল, তখন রাত্রিকাল।

সে বাহিরে গেলে পর শ্রীযীশু কহিলেন, "বৎসগণ, এখনও অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবে, আর আমি যেমন যিহুদীগণকে বলিয়াছিলাম, 'আমি সেখানে যাইতেছি, যেখানে তোমরা যাইতে পার না', তদ্রূপ এখন তোমাদিগকেও বলিতেছি। "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি,—তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমন পরস্পর প্রেম কর। তোমরা পরস্পর প্রেমে থাকিলে সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য"।

পিতর তাঁহাকে কহিলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে তুমি এখন আমার পশ্চাৎ আসিতে পার না। কিন্তু পরে আসিবে"। শ্রীযীশু পিতরকে আরও কহিলেন, "সিমন সিমন, দেখ শয়তান তোমাকে পরীক্ষা করিতে অনুমতি পাইয়াছে, কিন্তু আমি তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়, তুমি পুনরায় দৃঢ়মতি হইলে, তোমার ভাই-গণকে দৃঢ়মতি করিও।

৫। শিষ্যদিগের প্রতি শ্রীযীশুর বিদায়বাণী

(শ্রীযোহন ১৪শ—১৬শ অধ্যায়)

"আশ্বস্ত হও, আমি জগতকে জয় করিয়াছি"। শ্রীযোহন ১৬।৩৩।

তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়। তোমরা যেমন ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান, তেমনি আমাতেও শ্রদ্ধাবান হও। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে। আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আমি পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক। আর আমি যেখানে যাইতেছি, তোমরা তাহার পথ জান। থোমা তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন তাহা আমরা জানি না, পথ কিরূপে জানিব"?

শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমা দিয়া না আসিলে কেহই পিতার নিকটে আইসে না"। ফিলিপ কহিলেন, "প্রভু পিতাকে আমাদিগকে দেখান, তাহাই আমাদের যথেষ্ট"। শ্রীযীশু কহিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকেও দেখিয়াছে"।

সহায়-প্রেরণ—তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার আজ্ঞা-সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মা, জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না। তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিব। আর অল্পকাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইতেছ, কারণ আমি জীবিত আছি, এজন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে। সেইদিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, তোমরা আমাতে আছ এবং আমি তোমাদিগেতে আছি। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাসকল প্রাপ্ত হইয়া পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে, আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব। আর আমি তাহার কাছে সপ্রকাশ হইব।

কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত অবস্থান করিব। যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য পালন করে না। তোমরা যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহা আমার নয়; যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারই বাক্য। তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, সেই সহায়স্বরূপ পবিত্রাত্মা সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি স্মরণ করাইয়া দিবেন।

আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি। জগৎ যেরূপ দান করে আমি সেরূপ শান্তি

দান করি নাই। তোমরা উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইও না, ভীতও হইও না। তোমরা শুনিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, 'আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের নিকটে আসিব'। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে আমি পিতার নিকট যাইতেছি বলিয়া তোমরা আনন্দ করিতে, কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান। আর তাহা ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা শ্রদ্ধাবান হও। আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন। আমাতে তাহার অধিকার নাই, কিন্তু জগতের জানা আবশ্যক যে, আমি পিতাকে প্রেম করি এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করি।

জগৎ যদি তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তোমরাও জানিও, সে তোমাদের অগ্রে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে। তোমরা জাগতিক হইলে, জগৎ তোমাদিগকে নিজস্ব বলিয়া ভালবাসিত। কিন্তু তোমরা ত জাগতিক নহ, এই কারণে আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে অপসারিত করিয়াছি। তজ্জন্যই জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।

আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণে রাখিও 'দাস প্রভুর অপেক্ষা বড় নয়'। লোকে যেরূপ আমাকে তাড়না করিয়াছে, সেইরূপ তোমাদিগকেও তাড়না করিবে। তাহারা আমার বাক্য পালন করিলে, তোমাদের বাক্যও পালন করিত। কিন্তু তাহারা আমার নামের কারণে তোমাদের প্রতি এই সমস্ত করিবে, যেহেতু আমার প্রেরয়িতাকে তাহারা জানে না। আমি যদি না আসিতাম ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না। কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই। যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও দ্বেষ করে। যেরূপ কার্য্য আর কেহ কখনও করে নাই, সেইরূপ কার্য্য যদি আমি তাহাদের মধ্যে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না। কিন্তু এখন তাহারা ঐ সকল দেখিয়া, আমাকে ও আমার পিতাকে দ্বেষ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ হইল, যেন তাহাদের শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়, "তাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে"।

আমি তোমাদিগকে আর দাস বলিব না, কারণ প্রভু কি করেন, দাস তাহা জানে না। কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ

আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা কর, তাহা তিনি তোমাদিগকে দান করেন। তোমাদের প্রতি আমার এই আজ্ঞা, "তোমরা পরস্পর প্রেম কর"।

খৃষ্ট প্রকৃত দ্রাক্ষালতা—আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমার পিতা কৃষক। আমাতে স্থিত যে কোন শাখায় ফল না ধরে, তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিয়া দেন এবং যে কোন শাখায় ফল ধরে তাহা ছাঁটিয়া দেন, যেন তাহাতে অধিক ফল ধরে। আমি তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছি, তাহার জন্য তোমরা এখন পরিশুদ্ধ আছ। আমাতে থাক আর আমি তোমাদিগেতে থাকি। শাখা যেমন দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, আমাতে না থাকিলে তোমরাও তদ্রূপ। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা। যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কেননা আমা ছাড়া তোমরা কিছুই করিতে পার না। কেহ যদি আমাতে না থাকে, তাহাকে শাখার ন্যায় বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, ও সে শুকাইয়া যায়। লোকে তাহা কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর তাহা পুড়িয়া যায়। তোমরা যদি আমাতে থাক এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তাহা পূর্ণ হইবে। ইহাতেই আমার পিতার মহিমা যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হইয়া আমার শিষ্য হও।

পরস্পর প্রেমের প্রসংশা—পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি; তোমরা আমার প্রেমে অবস্থিতি কর। তোমরা যদি আমার আজ্ঞাসকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি। এই সকল কথা

তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন তোমরা আমার আনন্দে আনন্দিত হও এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়। আমার আজ্ঞা এই—'তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি'। আপন বন্ধুর নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করা অপেক্ষা অধিক প্রেম আর নাই। আমি তোমাদিগকে যাহা-কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর তবে তোমরা আমার বন্ধু।

শিষ্যগণের নির্যাতন সম্বন্ধে ভাববাণী—যখন সেই সহায় আসিবেন, যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব, সেই সত্যস্বরূপ আত্মা যিনি পিতা হইতে নির্য্যায়ী, তিনিই আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। এই সকল কথা তোমাদিগকে কহিলাম, যেন তোমাদের বিঘ্ন না ঘটে। লোকে তোমাদিগকে ধর্ম্মগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে, এমন কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ করিবে, সে মনে করিবে, ইহাই ঈশ্বরের সেবা। তাহারা এই সকল করিবে, কারণ তাহারা পিতাকে চিনে না, আমাকেও চিনে না। আমি তোমাদিগকে এসকল কহিলাম, যেন তাহা যখন ঘটিবে, তখন তোমরা স্মরণ কর যে, আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিয়াছি।

পবিত্রাত্মার কার্য্যকলাপ—যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার নিকটে এখন যাইতেছি। আর তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, 'কোথায় যাইতেছেন'? কিন্তু তোমাদিগকে এই সমস্ত কহিলাম, সেই জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের মঙ্গলজনক; কারণ আমি না গেলে সেই মহান্ তোমাদের নিকট আসিবেন না! কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করিবেন। পাপের সম্বন্ধে কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার নিকট যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবে না; বিচারের সম্বন্ধে

কেননা ইহলোকের অধিপতির বিচার সম্পন্ন হইয়াছে। তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি সকল সত্যে তোমাদের প্রদর্শক হইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিয়া থাকেন, তাহাই বলিবেন এবং ভাবী-ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কেননা আমার যাহা নিজস্ব, তাহাই তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন।

শিষ্যদের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য—"অল্পকাল পরে তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবে না; এবং আবার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে ; আমি পিতার নিকট যাইতেছি"। ইহাতে শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন পরস্পর বলিতে লাগিল, "উনি আমাদিগকে এ কি বলিতেছেন, 'অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে না, আবার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে'; 'আমি পিতার নিকট যাইতেছি'?" অতএব তাহারা কহিল, "ইনি একি বলিতেছেন, 'অল্পকাল'? ইনি কি বলেন আমরা বুঝিতে পারি না। শ্রীযীশু জানিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছে, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি যে বলিয়াছি, অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবে না এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে, এই বিষয় কি পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছ"? আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; কিন্তু জগৎ আনন্দ করিবে; তোমরা দুঃখার্ত্ত হইবে; কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব, তাহাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হইবে এবং তোমাদের সেই আনন্দ তোমাদিগের নিকট হইতে কেহ হরণ করিবে না।

প্রার্থনার বিষয়—আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি, "আমার নামে পিতার নিকট হইতে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি তাহা

তোমাদিগকে দিবেন। এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই, যাচ্ঞা কর, পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়"।

আমি উপমাদ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম; এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমাদিগকে আর উপমাদ্বারা বলিব না, কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় প্রদর্শন করিব। সেই দিন তোমরা আমার নামেই যাচ্ঞা করিবে। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমিই তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে নিবেদন করিব, কারণ পিতা স্বয়ং তোমাদিগকে ভালবাসেন, কেননা তোমরা আমাকে ভালবাসিয়াছ এবং বিশ্বাস করিয়াছ যে, আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি।

শ্রীযীশুকে শিষ্যগণ পরিত্যাগ করিবে—আমি পিতা হইতে নির্গত হইয়া জগতে আসিয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি এবং পিতার নিকট যাইতেছি। তাঁহার শিষ্যেরা বলিল, "দেখুন এখন আপনি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, কোন উপমাকথা বলিতেছেন না। এখন আমরা জানি, আপনার সকলই বিদিত, আপনাকে জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। ইহাতে আমরা বিশ্বাস করিতেছি যে, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন"। শ্রীযীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, "এখন বিশ্বাস করিতেছ? দেখ এমন সময় আসিতেছে বরং আসিয়াছে যখন তোমরা আমাকে একাকী ফেলিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইবে এবং প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে। তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সহিত আছেন। এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইবে, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

৬। মহাযাজকরূপে শ্রীযীশুর প্রার্থনা

(শ্রীযোহন ১৭শ ও শ্রীমাথেয় ২৬শ অধ্যায়)

"পিতঃ, সময় উপস্থিত" শ্রীযোহন ১৭।১।

শ্রীযীশু এই সকল কথা কহিলে পর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "পিতঃ, সময় উপস্থিত। তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে

মহিমান্বিত করেন। কারণ তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্য-মাত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যাহাদিগকে তুমি তাঁহাকে দান করিয়াছ, তিনি যেন সকলকে অনন্ত জীবন দান করেন। আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছ, সেই শ্রীযীশু খৃষ্টকে জানিতে পায়। তোমার নির্দ্ধারিত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি। এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমার নিকটে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমারই নিকটে আমাকে মহিমান্বিত কর।

জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল। তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। এখন তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, আমি তোমার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। আমি তাহাদের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, কেননা তাহারা তোমারই। পবিত্র পিতা, তোমার নামে, যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ, সেই নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর, যেন তাহারা এক হয়; যেমন আমরা এক। আমি নিবেদন করি না যে, তুমি জগৎ হইতে তাহাদিগকে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। তাহাদিগকে সত্যে শুদ্ধ কর। তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি।

আর আমি যে কেবল ইহাদের নিমিত্তই নিবেদন করিতেছি তাহা নয়, ইহাদের বাক্যে যাহারা আমাকে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও নিবেদন করিতেছি, যেন তাহারা সকলে এক হয়। পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাঁহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে এবং জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। যে মহিমায় তুমি আমাকে মহিমান্বিত করিয়াছ, সেই মহিমায় আমি তাহাদিগকেও মহিমান্বিত করিয়াছি। তুমি এবং আমি যেমন এক; তাহারাও যেন তেমনই এক হয়; আমি তাহাদিগেতে এবং তুমি আমাতে, যাহাতে তাহাদের পূর্ণ-একতা হয় এবং জগৎ প্রত্যক্ষ করে যে, তুমিই আমায় প্রেরণ করিয়াছ এবং আমাকে

যেরূপ, তাহাদিগকেও সেইরূপ প্রেম করিয়াছ। পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই—আমি যেখানে থাকি, তুমি যাহাদিগকে আমাকে দিয়াছ, তাহারাও সেখানে আমার সঙ্গে থাকিয়া, যে মহিমা আমাকে দান করিয়াছ সেই মহিমা যেন দেখিতে পায়। কারণ জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে। অতঃপর তাহারা প্রার্থনা করিয়া ভোজনালয় হইতে বাহির হইলেন।

৭। শ্রীযীশুর দুঃখভোগ

(শ্রীমাথেয় ২৬শ, ২৭শ ; শ্রীমার্ক ১৪শ, ১৫শ ; শ্রীলূক ২২শ, ২৩শ ও শ্রীযোহন ১৮শ, ১৯শ অধ্যায়)

১। জৈতুন-পর্ব্বতে শ্রীযীশুর মর্ম্মবেদনা—শিষ্যগণ-সহ শ্রীযীশু কেদ্রন নদী পার হইয়া, তাঁহার রীতি অনুসারে জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। সেখানে তিনি তাহাদিগকে লইয়া গেৎসিমানি নামক স্থানে গেলেন এবং একটী বাগানে শিষ্যসহ প্রবেশ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক যূদাস এই স্থানটী চিনিত; কারণ শ্রীযীশু শিষ্যদের সহিত প্রায়ই সেখানে যাইতেন। বাগানের প্রবেশ-পথে শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমরা এখানে বস, আমি একটু আগে যাইয়া প্রার্থনা করি"। তিনি তাঁহার সঙ্গে পিতর, যাকুব ও যোহনকে লইলেন। তিনি বিমর্ষ হইলেন এবং ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর এবং আমার সহিত জাগিয়া থাক"। তিনি তাহাদের নিকট হইতে কিয়দ্দূর গেলেন এবং জানু পাতিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "পিতা, সম্ভব হইলে

জৈতুন-পর্ব্বত ও গেৎসিমানি-উদ্যান।

আমার নিকট হইতে এই শোকপাত্র অপসারিত কর। পিতা, তোমার সবই সাধ্য। এই শোকপাত্র আমার নিকট হইতে অপসারিত কর। তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"। প্রার্থনার পর তিনি শিষ্যদের নিকটে আসিলেন এবং দেখিলেন তাহারা নিদ্রা গিয়াছে। তিনি পিতরকে বলিলেন, "সিমন, তুমি নিদ্রিত? আমার সহিত কি এক ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পার না? জাগিয়া প্রার্থনা কর, যেন তুমি প্রলোভনে না পড়। মন সতেজ বটে, কিন্তু দেহ দুর্ব্বল"!

তিনি দ্বিতীয়বার গিয়া প্রার্থনা করিলেন, "পিতা, আমি পান না করিলে যদি এই শোকপাত্র অপসারিত হইবার নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যগণকে আবার নিদ্রিত দেখিলেন, কারণ তাহাদের চক্ষু ভারী ছিল; তাহারা তাঁহাকে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইল না। তিনি পুনর্ব্বার প্রস্থান করিয়া একই প্রার্থনা করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। মর্ম্মবেদনায় তিনি আরো প্রার্থনা করিলেন, যেন সম্ভব হইলে এই দুঃখ দুরীভূত হয়। তাঁহার রক্তের ঘর্ম্ম হইল, রক্তের ফোটায় ভূমি সিক্ত হইল। তিনি প্রার্থনা হইতে উঠিয়া শিষ্যদের নিকট যাইয়া বলিলেন, "এখন ঘুমাও, বিশ্রাম কর। দেখ, সময় আসিয়াছে এবং ঈশ্বরের পুত্র পাপীদের হস্তে অর্পিত হইবে। উঠ, চল আমরা যাই। দেখ, যে আমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, সে নিকটেই আছে"।

২। **শত্রুহস্তে শ্রীযীশু**—শ্রীযীশু এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় ইস্কারিয়োত যুদাস, ফারিশীদের ও প্রধান যাজকদের অনেক ভৃত্য ও সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা লাঠি, খড়্গ ও মশালাদি লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগকে প্রধান যাজকগণ ও প্রবীণগণ পাঠাইয়াছিল।

যুদাস তাহাদের আগে চলিল। বিশ্বাসঘাতক তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়া রাখিয়াছিল, "যাহাকে আমি চুম্বন করিব, সে সেই ব্যক্তি; তাহাকে ধরিবে এবং সাবধানে লইয়া যাইবে"। সে আসিয়াই শ্রীযীশুর নিকটে গিয়া "গুরুদেব," প্রণাম" বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। শ্রীযীশু বলিলেন, "বন্ধু, কি জন্য আসিয়াছ? যুদাস, তুমি কি চুম্বনদ্বারা মনুষ্যপুত্রকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিতেছ"? শ্রীযীশু কি ঘটিবে অবগত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তোমরা কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ"? তাঁহারা বলিল, "নাজারেথের যীশুকে"। শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমিই সেই"। তাহাদিগকে এই কথা বলিবামাত্র, তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তিনি তাহাদিগকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, "নাজারেথের যীশুকে"। শ্রীযীশু বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি—আমিই সেই৷ যদি তোমরা আমারই অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে স্বস্থানে যাইতে দাও"। তখন তাহারা আসিয়া শ্রীযীশুকে ধরিল। শিষ্যেরা ইহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, "প্রভু, আমরা কি খড়্গ ধরিব"? পিতর খড়্গ কোষমুক্ত করিয়া প্রধান যাজকের মাল্‌খ নামক ভৃত্যকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ নির্ম্মূল করিলেন। শ্রীযীশু বলিলেন, "ক্ষান্ত হও"। পিতরকে বলিলেন, "তোমর খড়্গ কোষে রাখ, কেননা যাহারা অস্ত্র ধারণ করে, তাহাদের অস্ত্রেতেই মৃত্যু হয়। তুমি কি ভাব যে আমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে, তিনি আমার সাহায্যার্থে অসংখ্য দূতসেনা প্রেরণ করিবেন না? কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের কথা কেমন করিয়া পূর্ণ হইবে? আমি কি আমার পিতার প্রদত্ত এই শোকপাত্র পান করিব না"? তখন তিনি ভৃত্যের কর্ণ স্পর্শ করিলেন এবং তাহাকে নিরাময় করিলেন। কিন্তু সমবেত প্রধান যাজকগণ, মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও প্রবীণগণকে শ্রীযীশু বলিলেন, "তোমরা আমাকে দস্যুর ন্যায় লাঠি ও অস্ত্র লইয়া ধরিতে আসিয়াছ। আমি প্রত্যহই মন্দিরে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তোমরা আমাকে ধর নাই। কিন্তু এখন তোমাদের সময় আসিয়াছে, এখন অন্ধকারের শক্তির প্রভাব। এই সকল ঘটিল যেন ভাববাদীদের লেখা পূর্ণ হয়। তখন সকল শিষ্যেরাই তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল।

৩। শ্রীযীশু আন্নাস ও কায়াফাসের সম্মুখে—যিহুদিদিগের সৈন্যেরা ও ভৃত্যগণ শ্রীযীশুকে লইয়া গিয়া বাঁধিল এবং প্রথমে কায়াফাসের শ্বশুর আন্নাসের নিকট লইয়া গেল। কায়াফাস সেই বৎসরের প্রধান যাজক। আন্নাস শ্রীযীশুকে বাঁধা অবস্থাতেই কায়াফাসের নিকট পাঠাইয়া দিল। সেখানে শাস্ত্রজ্ঞ ও বৃদ্ধেরা সমবেত হইয়াছিল। সেই কায়াফাস যিহুদিগণকে উপদেশ দিয়াছিল, "জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য একজনের মৃত্যু শ্রেয়"। পিতর ও আর একজন শিষ্য দূরে শ্রীযীশুর অনুসরণ করিতেছিল। সেই শিষ্যটি প্রধান যাজকের পরিচিত এবং শ্রীযীশুর সহিত প্রধান যাজকের প্রাঙ্গনে গেল। পিতর দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন অন্য শিষ্যটি যে প্রধান যাজকের পরিচিত, বাহিরে গিয়া দ্বার-রক্ষিণীর সহিত কথা বলিয়া পিতরকে ভিতরে আনিল। ভৃত্যগণ ও কর্ম্মচারীগণ আগুন পোহাইতেছিল, কারণ তখন শীতকাল। পিতর পরিণাম দেখিবার জন্য তাহাদের সহিত বসিয়া রহিল।

৪। কায়াফাসের সম্মুখে জবানবন্দী—প্রধান যাজক শ্রীযীশুকে তাঁহার শিক্ষা এবং শিষ্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। শ্রীযীশু বলিলেন, "আমি প্রকাশ্যভাবে শিক্ষা দিয়াছি, আমি সর্ব্বদা মন্দিরে এবং যিহুদিগণের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিয়াছি, গোপনে আমি কিছুই বলি নাই। আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? যাহারা আমার কথা শুনিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি কি বলিয়াছি তাহারা জানে"। শ্রীযীশু এই কথা বলিলে তাহার নিকটস্থ একজন ভৃত্য শ্রীযীশুকে মুষ্টাঘাত করিয়া বলিল, "প্রধান যাজকের কথার এইরূপভাবে উত্তর দিতেছ"? শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "যদি আমি কিছু অন্যায় বলিয়া থাকি, তাহার প্রমাণ কর। কিন্তু যদি ন্যায্য কথা বলিয়া থাকি তবে কেন আমাকে মারিলে"?

৫। **যীশু প্রাণদণ্ডের যোগ্য**—প্রধান যাজক ও প্রবীণগণ শ্রীযীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষীর খোঁজ করিল, যেন তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারে। কিন্তু তাহারা অনেক মিথ্যা সাক্ষী আনিলেও তাহা ব্যর্থ হইল, কারণ সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী। অবশেষে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী এই বলিয়া উঠিল, "আমরা উহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংশ করিয়া তিন দিনের মধ্যে উহা পুনঃ-নির্ম্মাণ করিব। এই হস্ত-নির্ম্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে এমন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিব, যাহা হস্ত-নির্ম্মিত নহে"। কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্যও মিল হইল না। তখন প্রধান যাজক উঠিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া শ্রীযীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ইহাদের অভিযোগের উত্তর দিতেছ না কেন"? শ্রীযীশু নিরব রহিলেন। প্রধান যাজক তাঁহাকে বলিল, "আমি তোমাকে নিত্যজাগরূক ঈশ্বরের নামে আদেশ করিতেছি বল, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র খৃষ্ট"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "আমিই সেই এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা অবিলম্বে দেখিতে পাইবে, মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের শক্তির দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়া মেঘবাহনে আসিতেছেন"। তখন প্রধান যাজক তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া বলিল, "সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছে। আমাদের আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে। তোমরা কি মনে কর"? তাহারা সকলে চিৎকার করিরা বলিল, "সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য"।

৬। **পিতরের তিনবার প্রভুকে অস্বীকার**—পিতর প্রাঙ্গনে বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল, এমন সময় দ্বার-রক্ষিণী তথায় আসিল ও তাহাকে দেখিয়া বলিল, "তুমিও গ্যালিলিয়ো যীশুর সহিত ছিলে"। কিন্তু সে সকলের সম্মুখে শ্রীযীশুকে অস্বীকার করিল এবং বলিল, "আমি সে লোক নই! আমি তাঁহাকে চিনিনা আর তুমি কি বলিতেছ তাহাও

বুঝিতে পারি না"। মোরগ ডাকিল। ঐ স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাওয়ামাত্রই আর একটি স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিয়া বলিল, "এই লোকটিও নাজারেথের যীশুর সহিত ছিল"। পুনরায় সে দিব্য করিয়া শ্রীযীশুকে অস্বীকার করিল, "আমি লোকটিকে চিনি না"। আর এক ঘণ্টা পরে অন্য একটি লোক বলিল, "নিশ্চয়ই এই লোকটী তাহার সহিত ছিল, কারণ এও গ্যালিলিয়াবাসী"। যাহারা তথায় দাড়াইয়া ছিল, তাহারা আসিয়া পিতরকে বলিল, "নিশ্চয়ই তুমি তাহাদের একজন, কারণ তোমার কথাদ্বারাই তাহা প্রকাশ হইতেছে"। প্রধান যাজকের একজন ভৃত্য, যাহার কাণ পিতর কাটিয়াছিল, তাহার আত্মীয় বলিল, "তাহার সহিত কি আমি তোমাকে বাগানে দেখি নাই"? তখন পিতর দিব্য করিয়া ও অভিশাপ দিয়া বলিল, "তোমরা যে লোকের কথা বলিতেছ, তাহাকে আমি চিনি না"। সে এই কথা বলিতে বলিতেই মোরগ পুনরায় ডাকিল। প্রভু পিতরের প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন এবং পিতর শ্রীযীশুর কথা স্মরণ করিল, "মোরগ দুইবার ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করিবে"। সে প্রাঙ্গনের বাহিরে গিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিল।

৭। **শ্রীযীশু নিন্দিত ও অপমানিত**—শ্রীযীশু দোষী সাব্যস্ত হইলে, যে সকল ভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিল। কেহ কেহ তাঁহার মুখে থুথু দিল এবং ঘুষা মারিল। অন্যেরা তাঁহার চক্ষু বাঁধিল এবং চাপড় মারিয়া বলিল, "ওহে খৃষ্ট, বলতো, কে তোমাকে মারিয়াছে"? তাহারা আরো অনেক নিন্দার বাক্য তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিল।

৮। **শ্রীযীশু পুনরায় প্রবীণদের সম্মুখে**—ভোর হইবা-মাত্র প্রবীণ-লোকেরা, প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রজ্ঞগণ একত্র হইল এবং

কিভাবে শ্রীযীশুর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, পরামর্শ করিল। তাঁহাকে সভাস্থলে আনিয়া, তাহারা বলিল, "আমাদিগকে বল, তুমি কি খৃষ্ট"? শ্রীযীশু বলিলেন, "আমি বলিলেও তোমরা বিশ্বাস করিবে না। আর কোন প্রশ্ন করিলেও তোমরা উত্তর দিবে না এবং আমাকে ছাড়িয়াও দিবে না। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে, মনুষ্যপুত্র সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন"। সকলে তখন বলিল, "তুমিই কি ঈশ্বরের পুত্র"? শ্রীযীশু বলিলেন, "হাঁ আমিই"। তাহারা বলিল, "আর প্রমাণের প্রয়োজন কি? আমরা তাহারই মুখে ইহা শুনিলাম"। তখন সমবেত জনমণ্ডলী শ্রীযীশুকে বাঁধিল এবং রোমক-শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে লইয়া গিয়া পিলাতের হস্তে অর্পণ করিল। তখন প্রাতঃকাল।

৯। যুদাসের নৈরাশ্য—শ্রীযীশু দোষী স্থাব্যস্ত হইলে বিশ্বাসঘাতক যুদাস অনুতপ্ত হইল। সে প্রধান যাজকদের ও বৃদ্ধদের নিকট সেই ত্রিশটী মুদ্রা আনিয়া বলিল, "আমি নির্দ্দোষীকে ধরাইয়া দিয়া পাপ করিয়াছি"। কিন্তু তাহারা বলিল, "তাহাতে আমাদের কি? তুমি তাহা দেখিও"। তখন সে মুদ্রা মন্দিরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। প্রধান যাজকগণ মুদ্রাগুলি লইয়া বলিল, "ইহা কোষাগারে রাখা অন্যায়, কারণ এই মুদ্রা রক্তের মূল্য"। তাহারা যুক্তি করিয়া তদ্দ্বারা বিদেশীদের সমাধির জন্য কুম্ভকারের ক্ষেত্র নামক জমী ক্রয় করিল। এই কারণে অদ্যাপি উহা রক্তক্ষেত্র বলিয়া অভিহীত।

১০। শ্রীযীশু পন্তীয় পিলাতের সম্মুখে—তাহারা শ্রীযীশুকে বাঁধিয়া শাসন-কর্ত্তার প্রাসাদে লইয়া গিয়া পিলাতের হস্তে অর্পণ করিল। তাহারা নিজেরা প্রাসাদে প্রবেশ করিল না। যেন তাহারা অপবিত্র

না হয়; কিন্তু পাস্খা-ভোজ খাইতে পারে। পিলাত বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের কি অভিযোগ"? তাহারা বলিল, "এই ব্যক্তি অপরাধী না হইলে আমরা ইহাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতাম না"। পিলাত বলিল, "তবে তোমরা ইহাকে লইয়া যাও এবং তোমাদের আইন অনুসারে বিচার কর"। যীহুদিরা বলিল, "কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আমাদের পক্ষে আইন-বিরুদ্ধ"! তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল, "আমরা এই ব্যক্তিকে আমাদের জাতিকে নষ্ট করিতে এবং সে নিজে খৃষ্ট এই কথা প্রচার করিয়া সিজারের কর দেওয়া বন্ধ করিতে বলিতে দেখিয়াছি"। পিলাত পুনরায় প্রাসাদে প্রবেশ করিল, এবং শ্রীযীশুকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি কি যীহুদিদিগের রাজা"? শ্রীযীশু বলিলেন, "এই কথা কি আপনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, না অন্য কেহ আমার বিষয়ে আপনাকে বলিয়াছে"? পিলাত বলিল, "আমি কি যীহুদী? তোমারই জাতি ও প্রধান যাজকগণ তোমাকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। তুমি কি করিয়াছ"? শ্রীযীশু বলিলেন, "আমার রাজ্য এই জগতের নয়, আমার রাজ্য যদি এই জগতের হইত, তবে আমার ভৃত্যগণ নিশ্চয়ই যীহুদিদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, আমার রাজ্য জগতের নয়"। পিলাত বলিল, "তবে তুমি রাজা"? শ্রীযীশু উত্তর করিলেন, "হাঁ আমি রাজা, আমার জন্মের এই উদ্দেশ্য এবং আমার এই জগতে আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, যেন আমি সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারি। সত্যসম্ভূত ব্যক্তিমাত্রই আমার বাণী শ্রবণ করে"! পিলাত তাঁহাকে বলিল, "সত্য কি"? এই কথা বলিয়া সে পুনরায় যীহুদিদের নিকট যাইয়া বলিল, "আমি এই ব্যক্তির কোন দোষ দেখি না"। প্রধান যাজকগণ ও প্রবীণগণ শ্রীযীশুর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনিল।

কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। পিলাত তাঁহাকে বলিল, "তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি অভিযোগ আনিতেছে শুনিতেছ না"? শ্রীযীশু তাহার কথারও উত্তর দিলেন না, ইহাতে শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহারা বার বার এই বলিয়া জিদ করিতে লাগিল, "এই ব্যক্তি গালিলেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া যুদেয়ার সর্ব্বত্র প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে"। পিলাত গালিলেয়ার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই লোকটি কি গালিলেয়"? পিলাত যখন শুনিল যে, শ্রীযীশু হেরোদের এলাকার লোক, সে তাঁহাকে যেরুশালেমে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিল।

১১। **শ্রীযীশু হেরোদের সম্মুখে**—হেরোদ শ্রীযীশুকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। কারণ সে অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক ছিল। সে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছিল এবং তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতে আশা করিয়াছিল। হেরোদ শ্রীযীশুকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু শ্রীযীশু কোনটিরই উত্তর দিলেন না। প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রজ্ঞগণ তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিল। হেরোদ ও তাহার সৈন্যগণ তাঁহাকে শুক্ল-বসন পরাইয়া ঠাট্টা করিল। এই অবস্থায় সে তাঁহাকে পিলাতের নিকট পাঠাইয়া দিল। হেরোদ ও পিলাত পরস্পর শত্রু ছিল। সেই দিন হইতে তাহারা পরস্পর বন্ধু হইল।

১২। **শ্রীযীশু পুনরায় পিলাতের সম্মুখে**—পিলাত তখন প্রধান যাজকগণ, বিচারকগণ ও জনমণ্ডলী একত্র করিয়া তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা এই ব্যক্তিকে আমার নিকট এই বলিয়া আনিয়াছ যে, সে সকল লোককে বিদ্রোহী করিতেছে। আমি ইহাকে তোমাদের সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া তোমাদের অভিযোগ-সম্বন্ধে ইহার কোনই দোষ পাইলাম না। তোমাদিগকে আমি হেরোদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; তিনিও ইহার
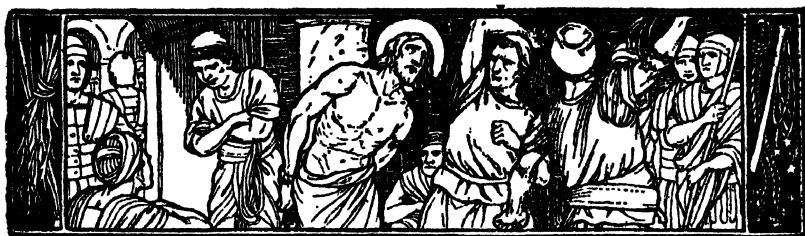
মৃত্যুর যোগ্য কোন অপরাধ পান নাই। অতএব আমি ইহাকে শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব"। নিস্তার-পর্ব্বোপলক্ষে শাসনকর্ত্তার প্রথা ছিল, লোকদের ইচ্ছানুসারে একজন বন্দিকে ছাড়িয়া দেওয়া। সেই সময়ে বারাব্বাস নামে একজন প্রসিদ্ধ বন্দি ছিল। সে বিদ্রোহের সময় হত্যা-অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। পিলাত জনতাকে বলিল, "কাহাকে মুক্তি দিব? বারাব্বাসকে বা যাকে লোকে খৃষ্ট বলে সেই যীশুকে"? পিলাত জানিত যে ঈর্ষাবশতঃ প্রধান যাজকগণ শ্রীযীশুকে অর্পণ করিয়াছিল। সে বিচার-আসনে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় তাহার স্ত্রী বলিয়া পাঠাইল, "তুমি এই সাধু ব্যক্তির বিষয়ে কিছুতে হাত দিও না, কারণ ইহার জন্য আমি রাত্রিতে স্বপ্নযোগে অনেক কষ্ট পাইয়াছি"। কিন্তু প্রধান যাজকগণ ও প্রবীণগণ বারাব্বাসের মুক্তি ও শ্রীযীশুর মৃত্যুর জন্য জনতাকে উত্তেজিত করিল। শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "দুইজনের মধ্যে কাহাকে মুক্ত করিতে বল? সমস্ত জনতা চীৎকার করিয়া বলিল, "বারাব্বাসকে"। পিলাত শ্রীযীশুকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় তাহাদিগকে বলিল, "লোক যাহাকে খৃষ্ট বলে, সেই যীশু সম্বন্ধে কি করিব"? সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করুন"! পিলাত তৃতীয়বার তাহাদিগকে বলিল, "এ ব্যক্তি কি দোষ করিয়াছে? ইহার মৃত্যুর যোগ্য কোন দোষ পাই নাই। আমি শাস্তি দিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিব"। কিন্তু তাহারা আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করুন"।

১৩। শ্রীযীশুর গাত্রে কশাঘাত—পিলাত অনন্যোপায় হইয়া জনতার সম্মুখে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বলিল, "আমি এই সাধু ব্যক্তির রক্তপাতের দায়ী নই। দায়ীত্ব তোমাদেরই। জনতা উত্তর করিল, "ইহার রক্তপাতের ফল আমরা ভোগ করিব, আমাদের সন্তানগণও করিবে।

তখন পিলাত শ্রীযীশুকে সৈন্যগণের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া কড়া প্রহার করিল।

১৪। শ্রীযীশুর কণ্টক-মুকুট-ধারণ—তদনন্তর সৈন্যগণ শ্রীযীশুকে প্রাসাদের প্রাঙ্গনে লইয়া গেল এবং সদলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। তাহারা তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া ধূমল-বর্ণের বস্ত্র পরাইল। কণ্টকের মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিল এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তে একটী বেত্র রাখিল। তৎপরে তাহারা তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া প্রণাম করিল এবং বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "নমস্কার যীহুদিদের রাজা"! তাঁহার উপর থুথু ফেলিল, বেত্রটী লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল এবং মুখে ঘুষা মারিল।

১৫। প্রাণদণ্ডের আদেশ—পিলাত জনতার সম্মুখে গিয়া যীহুদিগণকে বলিল, "দেখ আমি ইহাকে তোমাদের সম্মুখে আনিলাম, তোমরা যেন জানিতে পার যে, আমি ইহার কোনও দোষ পাই নাই"। শ্রীযীশু কণ্টকের মুকুট ও ধূমল-বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিলেন। পিলাত জনতাকে বলিল, "এই দেখ, সেই ব্যক্তি"। প্রধান যাজকগণ ও তাহাদের ভৃত্যেরা তাঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর! ক্রুশে বিদ্ধ কর"! পিলাত তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা ইহাকে লইয়া যাও, তোমরা নিজেরাই ইহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, কারণ আমি ইহার কোন দোষ পাই নাই"। যীহুদীরা বলিল "আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং সেই শাস্ত্রানুসারে ইহার প্রাণদণ্ড আবশ্যক, কারণ সে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছে"। পিলাত ইহা শুনিয়া আরও ভীত হইল, সে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীযীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ"? শ্রীযীশু কোন উত্তর করিলেন না। পিলাত তাঁহাকে বলিল, "তুমি আমার কথার উত্তর

দিতেছ না"? তুমি কি জান না যে, তোমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে বা ছাড়িয়া দিতে আমার ক্ষমতা আছে"? শ্রীযীশু উত্তর করিয়া বলিলেন, "স্বর্গ হইতে সে শক্তি না পাইলে আমার উপর আপনার কোন ক্ষমতা নাই, অতএব যে আপনার হাতে আমাকে অর্পণ করিয়াছে, তাহারই পাপ অধিক"। তখন হইতেই পিলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যীহুদিরা চীৎকার করিয়া বলিল, "যদি আপনি ইহাকে মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনি কৈসরের মিত্র নন্। কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে, সে কৈসরের বিরোধী। পিলাত এই কথা শুনিয়া শ্রীযীশুকে আনিল এবং বিচার আসনে উপবিষ্ট হইল, তখন মধ্যাহ্ন। যীহুদিগণকে বলিল, "এই দেখ, তোমাদের রাজা"! তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "উহাকে দূর করুন। ক্রুশে বিদ্ধ করুন"। পিলাত তাহাদিগকে বলিল, "আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব"? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, "কৈসর ব্যতীত আমাদের রাজা নাই"। তখন পিলাত তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে শ্রীযীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাদের হস্তে অর্পণ করিল।

১৬। **ক্রুশবহন**—সৈন্যগণ শ্রীযীশুকে লইয়া, ধূমলবর্ণ পরিচ্ছদ অপসারিত করিয়া, তাঁহার নিজের বস্ত্র পরিধান করাইল, তৎপরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে বধ্যস্থানে যাত্রা করিল। শ্রীযীশু ক্রুশ বহন করিয়া কালবারিয়া পর্ব্বতের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন দস্যুকেও বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। পথে তাহারা চিরেন-নিবাসী সিমনকে দেখিতে পাইল, সে তখন ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল! সৈন্যেরা তাহাকে শ্রীযীশুর পশ্চাতে ক্রুশ বহন করিতে বাধ্য করিল।

১৭। **রুদিত রমণীগণকে সান্ত্বনা-দান**—বহুলোক শ্রীযীশুর অনুগমন করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার দুর্দ্দশা

দেখিয়া বিলাপ করিতেছিলেন! শ্রীযীশু তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অয়ি যেরুশালেমের কন্যাগণ! আমার জন্য রোদন করিও না, বরং নিজেদের জন্য এবং নিজ সন্তানদের জন্য রোদন কর, কারণ এমন দিন আসিতেছে যখন বলিবে, 'যাহার সন্তান নাই সেই নারী ধন্যা'। তখন লোকে পর্ব্বতকে বলিবে, 'আমাদের উপর পতিত হও' এবং পাহাড়কে বলিবে, 'আমাদিগকে অচ্ছাদিত কর'। কারণ সজীব বৃক্ষের এই গতি হইলে, শুষ্ক কাষ্ঠের কি দশা হইবে"?

১৮। **ক্রুশারোপণ**—কালবারিয়া পর্ব্বতের শিখর-দেশে উপস্থিত হইলে শ্রীযীশুকে তিক্ত-মিশ্রিত দ্রাক্ষা পান করিতে দেওয়া হইল; তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিলেন না। তৎপরে ঘাতকেরা প্রেকদ্বারা শ্রীযীশুকে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিল।

১৯। **ক্রুশের উপর শ্রীযীশুর প্রথম বাণী**—শ্রীযীশুর উভয় পার্শ্বে দুই দস্যু ক্রুশে বিদ্ধ হইল। একজন শ্রীযীশুর দক্ষিণদিকে, আর একজন বামদিকে। এইরূপে শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হইল যথা, "পাপীদিগের সহিত তিনি পরিগণিত হইলেন"। কিন্তু শ্রীযীশু বলিলেন, "পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না"।

২০। **ক্রুশের উপর লেখ**—পিলাত শ্রীযীশুর প্রাণদণ্ডের কারণ এই ভাবে লিখিয়া ক্রুশের মাথায় স্থাপন করিল, "যিহুদিদিগের রাজা নাজারেথের যীশু"। ইহা গ্রীক্, লাটিন ও হিব্রু ভাষাতে লিখিত। এই লেখা অনেক যীহুদী পড়িয়াছে, কারণ সেস্থান নগরের নিকটবর্ত্তী। যীহুদিদের প্রধান যাজকগণ পিলাতকে বলিল, "যীহুদিদিগের রাজা না লিখিয়া, আপনি লিখুন, 'সে বলিয়াছে আমি যীহুদিদের রাজা' পিলাত উত্তর করিল, "আমার লেখা অনপনেয়"।

২১। **বস্ত্রবণ্টন**—সৈন্যেরা শ্রীযীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ গুলিবাঁট করিল। চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেক সৈন্য এক এক ভাগ লইল। তাঁহার জামা সীবন-বিহীন, আগাগোড়া বয়ন করা বলিয়া তাহার উহা না কাটিয়া গুলিবাঁট করিয়া লইল। এই ভাবে শাস্ত্রের উক্তি পূর্ণ হইল, "তাহারা আমার পরিচ্ছদ ভাগ করিল এবং আমার জামা গুলিবাঁট করিয়া লইল"।

২২। **শ্রীযীশুর প্রতি নিন্দা ও পরিহাস**—জনতা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। যাহারা পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা পরিহাস করিয়া বলিতেছিল, "তুমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংশ করিয়া তিন দিনের মধ্যে পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে পার, এখন আপনাকে বাঁচাও"। "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস"। প্রধান যাজকগণ শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রবীণগণ পরিহাস করিতেছিল, "লোকটি অপরকে বাঁচা[illegible] বাঁচাইতে পারে না"। লোকটা ইস্রায়েলের রাজা খৃষ্ট; [illegible] নামিয়া আইসুক, তাহা হইলে আমরা উহাকে বিশ্বাস করিব। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত, যদি ঈশ্বর তাহাকে ভালবাসেন, এখন তাহাকে বাঁচান, কারণ সে বলিত 'আমিই ঈশ্বরের পুত্র'। সৈন্যেরাও তাঁহাকে ঠাট্টা করিল। তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে সির্কা প্রদান করিয়া বলিল, "যদি তুমি যীহুদিদের রাজা হও, এখন নিজেকে বাঁচাও"

২৩। **ক্রুশে শ্রীযীশুর দ্বিতীয় বাণী**—তাঁহার দুই পার্শ্বে ক্রুশে বিদ্ধ দস্যুদ্বয়ের একজন তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "যদি তুমি খৃষ্ট হও, নিজেকে এবং আমাদিগকে বাঁচাও"। কিন্তু অপর দস্যু তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "তুমি ত একই শাস্তি ভোগ করিতেছ; তোমার কি ঈশ্বরের ভয় নাই? আমাদের শাস্তি ন্যায্য, কারণ ইহা আমাদের কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত

ফল। কিন্তু এই লোকটি কোন অন্যায় করে নাই"। তৎপরে সে শ্রীযীশুকে বলিল, "প্রভু, আপনি স্বরাজ্যে প্রবেশ করিলে, আমাকে স্মরণ করিবেন"। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "আমি সত্যই তোমাকে বলিতেছি, অদ্যই আমার সহিত তুমি স্বর্গে প্রবেশ করিবে"।

২৪। ক্রুশে শ্রীযীশুর তৃতীয় বাণী—শ্রীযীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা, মাতার ভগিনী, মারীয়া নামক ক্লেয়োফাসের পত্নী ও মাগদালার মেরীয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রিয় শিষ্যের পার্শ্বে মাতাকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া শ্রীযীশু মাতাকে বলিলেন, "ভদ্রে, দেখ এই তোমার পুত্র"। তৎপরে তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ এই তোমার মাতা" আর তখন হইতে যোহন মারীয়ার প্রতিপালক হইলেন।

২৫। ক্রুশে শ্রীযীশুর চতুর্থ বাণী—দ্বিপ্রহর হইতে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তিন ঘটিকার সময় শ্রীযীশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এলি, এলি, লাম্মা সাবাক্‌তানি" অর্থাৎ "ঈশ্বর, "ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করিলে"? তাহাতে দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, "সে এলিয়াসকে ডাকিতেছে"!

২৬। ক্রুশে শ্রীযীশুর পঞ্চম বাণী—সমস্তই পূর্ণ হইল জানিয়া, যাহাতে শাস্ত্রের কিছুই অপূর্ণ না থাকে, শ্রীযীশু কহিলেন, "আমার পিপাসা হইয়াছে"। সেখানে এক পাত্রে সির্কা পূর্ণ ছিল; একজন দৌড়াইয়া গিয়া একটী স্পঞ্জ সির্কাতে ভিজাইয়া তাহা নলে লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকট ধরিল। কেহ কেহ বলিল, "দাঁড়াও, দেখি এলিয়াস উহাকে বাঁচাইতে আসেন কি না"।

২৭। ক্রুশে শ্রীযীশুর ষষ্ঠ বাণী—শ্রীযীশু সির্কা পান করিয়া বলিলেন, "সমস্ত পূর্ণ হইল"।

২৮। ক্রুশে শ্রীযীশুর সপ্তম বাণী—শ্রীযীশু পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পিতা, তোমার হস্তে আমার প্রাণ সমর্পণ করিলাম"।

২৯। ক্রুশে শ্রীযীশুর প্রাণত্যাগ—তদনন্তর শ্রীযীশু মস্তক অবনত করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

৩০। শ্রীযীশুর মৃত্যুতে অলৌকিক ঘটনা—মন্দিরের আবরণ আগাগোড়া ছিন্ন হইয়া দুই ভাগ হইল, পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল, কবর উন্মুক্ত হইল এবং অনেক মৃত-সাধু উত্থিত হইল। তাঁহারা সমাধি হইতে উঠিয়া শ্রীযীশুর পুনরুত্থানের পর শ্রীধামে আসিয়া অনেককে দর্শন দিলেন। শ্রীযীশুর সম্মুখে সেনাপতি দাঁড়াইয়া দেখিল, তিনি উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। সে এই বলিয়া ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিল, "সত্যই এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক, ইনি ঈশ্বরের পুত্র"। তাহার সহিত যাহারা ঐ সকল লক্ষ্য করিয়াছিল; তাহারা সকলেই ভীত হইয়া বলিল, "সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র"! সমস্ত জনতা ঐ সকল দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া নগরে ফিরিয়া গেল। তাঁহার পরিজনবর্গ ও যে সকল স্ত্রীলোক গালিলেয়া হইতে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল। তাহাদের মধ্যে মাগ্দালার মারীয়া. যাকুব ও যোষেফের মাতা মারীয়া, আন্দ্রেয়াস ও যাকোবের মাতা সালোমে ও আরো অনেকে যেরুশালেমে আসিয়াছিল।

৩১। শ্রীযীশুর বক্ষভেদ—নিস্তার-পর্ব্বের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত ছিল। পরদিন এই পর্ব্বের আরম্ভ, মহা-বিশ্রামবার। এমন দিনে মৃতদেহ যেন ক্রুশে না থাকে, যীহুদিরা পিলাতকে অনুরোধ করিল. তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া মৃতদেহ অপসারিত করিতে। সৈন্যেরা আসিয়া শ্রীযীশুর দুই পার্শ্বে যে দুইজন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীযীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে মৃত দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু সৈন্যদের

মধ্যে একজন বড়শাদ্বারা তাঁহার বক্ষের পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত ও জল বহির্গত হইল। যে দেখিল, তাহার সাক্ষ্য দিল এবং তাহার সাক্ষ্য সত্য। প্রভুও জানেন যে, সে সত্য বলিতেছে। তাহার সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য এই যেন তোমরাও বিশ্বাস কর। তাহাতেই শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ হইল, "তোমরা তাঁহার একটীও অস্থি ভগ্ন করিবে না"। অন্যত্র শাস্ত্র বলেন, "তাহারা যাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিবে"।

৩২। ক্রুশ হইতে শ্রীযীশুর দেহ অবতারণ—সায়ংকালে আরিমাথেয়া-নগরনিবাসী যোষেফ উপস্থিত হইলেন। তিনি ধনবান ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং শ্রীযীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু গোপনে, কারণ তিনি যীহুদিদিগকে ভয় করিতেন। তিনি তাহাদের অভিসন্ধি ও কার্য্যে মত দেন নাই। তিনি সাহস করিয়া পিলাতের নিকট যাইয়া শ্রীযীশুর দেহ চাহিলেন। পিলাত সেনাপতিকে ডাকাইয়া শ্রীযীশুর মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হইল। তখন সে যোষেফকে মৃত দেহ লইতে অনুমতি দিল। যোষেফ কাপড় কিনিলেন এবং ক্রুশ হইতে তাঁহার দেহ নামাইলেন। যে নিকোদেম অনেক দিন পূর্ব্বে রাত্রিতে শ্রীযীশুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তিনিও পঞ্চাশ সের গন্ধরস ক্রয় করিল। তাঁহারা শ্রীযীশুর দেহ নামাইয়া, যীহুদিদের সমাধির রীতি অনুসারে কাপড়ে জড়াইয়া গন্ধ-দ্রব্যে চর্চ্চিত করিলেন।

৩৩। শ্রীযীশুর সমাধি—শ্রীযীশু যে স্থানে ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার নিকটে যোষেফের একটী উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যানে একটী নূতন কবর শৈলে খোদিত ছিল। যোষেফ নিজের জন্য তাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা নিকটে ছিল বলিয়া তাঁহারা শ্রীযীশুর দেহ উহাতেই রাখিলেন। কবরের মুখ একটী বৃহৎ প্রস্তরদ্বারা বন্ধ করিলেন। শ্রীযীশুর

সহিত যে সকল রমণী গালিলেয়া হইতে আসিয়াছিল, তাহারা তথায় উপস্থিত ছিল।

৩৪। সমাধির মুদ্রাঙ্কন—পর দিবস প্রধান যাজকগণ ও ফারিশীগণ একত্র হইয়া পিলাতের নিকট আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আমাদের স্মরণ আছে, ঐ প্রতারক জীবিত অবস্থায় বলিয়াছিল, 'তিন দিন পরে আমি পুনরায় উত্থিত হইব'। অতএব আদেশ করুণ যেন তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থলে প্রহরী নিযুক্ত থাকে, যাহাতে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহার দেহ চুরি করিয়া লইয়া না বলে যে, "সে পুনরায় মৃতদের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে"। শেষের ভ্রম প্রথম অপেক্ষা গুরুতর হইবে। পিলাত তাহাদিগকে কহিল, "তোমাদের লোক আছে, তোমরা যাইয়া তোমাদের ইচ্ছানুসারে পাহারা দিও"। তাহারা যাইয়া প্রস্তরটি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সমাধির নিকটে প্রহরী রাখিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়। শ্রীযীশুর গৌরবান্বিত জীবন

১। পুনরুত্থান

(শ্রীমাথেয় ২৮শ, শ্রীমার্ক ১৬শ ও শ্রীযোহন ২০শ অধ্যায়)

"মৃত্যু, তোমার জয়ই বা কোথায়, তোমার দংশনই বা কোথায়?" ১ম করিন্থীয় ১৫।৫৫।

তৃতীয় দিবস প্রত্যুষে শ্রীযীশু মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিলেন এবং সমাধি হইতে সগৌরবে বহির্গত হইলেন। তখন ভূমিকম্প হইল। প্রভুর দূত স্বর্গ
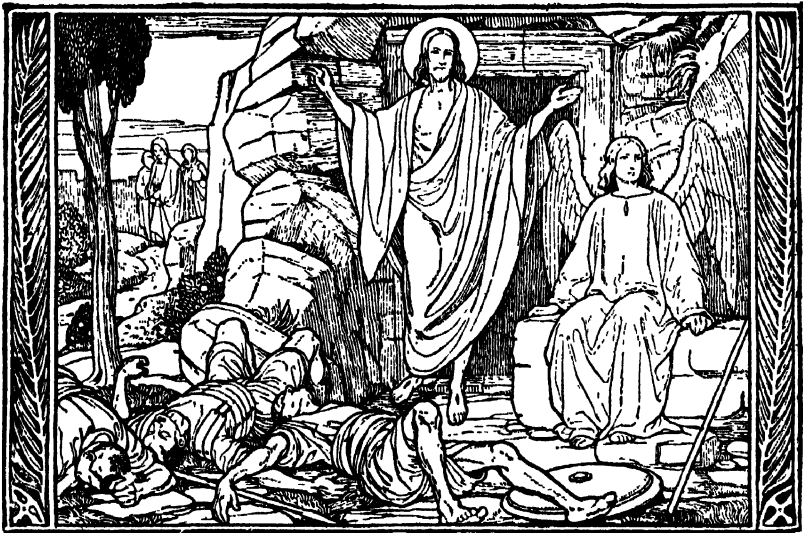
হইতে নামিয়া আসিল এবং কবরের প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপর বসিল। তাঁহার রূপ জ্যোতির্ময় ও বস্ত্র তুষার-শুভ্র। তাঁহার ভয়ে প্রহরীগণ মৃতপ্রায় হইল।

মাগ্দালার মারীয়া, যাকুবের মাতা মারীয়া ও সালোমে শ্রীযীশুর মৃতদেহে মর্দ্দন করিবার জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল। সপ্তাহের প্রথম দিন

প্রত্যুষে, তাহারা কবরের নিকট আসিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, "কবরের মুখ হইতে কে প্রস্তর সরাইবে"? তাহারা নিকটে আসিয়া দেখিল, প্রস্তর পশ্চাতে সরান। প্রস্তরটি বৃহৎ। কবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল, শুক্লবস্ত্র-পরিহিত এক যুবক দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট; তাহাতে তাহারা ভীত হইল। সে তাহাদিগকে বলিল, 'ভীত হইও না! তোমরা ক্রুশ-বিদ্ধ নাসারেথের শ্রীযীশুকে অন্বেষণ করিতেছ, তিনি উঠিয়াছেন, তিনি এখানে নাই। তোমরা দেখ তাহারা তাঁহাকে এই স্থানে রাখিয়াছিল, এখন শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে ও পিতরকে বল যে, তিনি তোমাদের পূর্ব্বে গালিলেয়াতে যাইতেছেন। সেইখানে তোমরা তাঁহার কথা অনুসারে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে"।

মাগ্দালার মারীয়া শীঘ্র পিতর ও শ্রীযীশুর সেই প্রিয় শিষ্যের নিকটে আসিয়া বলিল, "প্রভুকে তাহারা কবর হইতে তুলিয়াছে, আমরা জানিনা তাহারা কোথায় তাঁহাকে রাখিয়াছে"। পিতর ও অপর শিষ্যটী বাহির হইয়া কবরের নিকট আসিল। তাহারা একত্রে দৌড়াইল, কিন্তু অপর শিষ্য পিতরের পূর্ব্বে কবরের নিকট আসিল। সে আসিয়া মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড় দেখিল, কিন্তু সে ভিতরে প্রবেশ করিল না, পিতর আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে ঐ বস্ত্র দেখিতে পাইল। কিন্তু তাঁহার মস্তকে যে রুমাল বাঁধা ছিল তাহা অন্য কাপড়ের সহিত ছিল না, কিন্তু তাহা পার্শ্বে ভাঁজ ছিল। যে শিষ্যটি পূর্ব্বে আসিয়াছিল, সেও ভিতরে প্রবেশ করিল; সে দেখিয়া বিশ্বাস করিল কারণ এ পর্য্যন্তও তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের কথা বুঝিত না যে তিনি পুনরায় মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। তৎপরে শিষ্যেরা চলিয়া গেল।

২। শ্রীযীশুর প্রথম দর্শন-দান। প্রহরীদিগকে উৎকোচ-প্রদান

(শ্রীযোহন ২০শ ও শ্রীমাথেয় ২৮শ অধ্যায়)

"আদমেতে যেমন সকলের মৃত্যু হয়, শ্রীযীশুতে তেমনি সকলে জীবিত হইবে"।
১ম করিন্থীয় ১৫।২২।

মারীয়া কবরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে নত হইয়া কবরের ভিতরে দেখিল, শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত দুইজন স্বর্গদূত। যে স্থানে শ্রীযীশুর মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল, তাহার শিরদেশে একজন ও তাহার পাদদেশে একজন বসিয়া আছে। তাহারা তাহাকে বলিল, "নারী, তুমি কেন কাঁদিতেছ"? সে বলিল, "তাহারা আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে এবং আমি জানিনা তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে"। এই কথা বলিয়া সে ঘুরিয়া দেখিল, শ্রীযীশু সেখানে দণ্ডায়মান। কিন্তু সে, তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "নারী, তুমি কেন কাঁদিতেছে"? সে বাগানের মালী মনে করিয়া তাঁহাকে বলিল, "মহাশয় যদি আপনি তাঁহাকে লইয়া গিয়া কোথাও রাখিয়া থাকেন, আমাকে বলুন, আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব"।

শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "মারীয়া"। সে ফিরিয়া তাঁহাকে বলিল, "প্রভু"! শ্রীযীশু বলিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না, কারণ আমি এখনও পিতার নিকটে যাই নাই। কিন্তু আমার ভ্রাতৃগণকে যাইয়া বল, আমি আমার পিতা এবং তোমাদের পিতার নিকট, আমার ঈশ্বর এবং তোমাদের ঈশ্বরের নিকট যাইতেছি"। মারীয়া যাইয়া শিষ্যবর্গকে বলিল, "আমি প্রভুকে দেখিয়াছি"। তিনি তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও বলিল।

অপর নারিগণ শিষ্যগণকে এই সুসংবাদ দিতে গেল; পথিমধ্যে শ্রীযীশু তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। তাহারা তাঁহার চরণ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিল। শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "ভীত হইও না; "যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে গালিলেয়াতে যাইতে বল। সেখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে"। তাহারা সকল বিষয় শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ করিল, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করিল না।

ধর্ম্মপরায়ণা রমণিগণ চলিয়া গেলে, প্রহরীদের কেহ কেহ নগরে যাইয়া প্রধান যাজকগণের নিকট সকল ঘটনা জ্ঞাপন করিল। যাজকগণ একত্রিত হইয়া বৃদ্ধগণের সহিত পরামর্শ করিল। তাহারা সৈন্যদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া বলিল, "তোমরা বলিও যে, রাত্রিতে যখন তোমরা ঘুমাইয়াছিলে, তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি শাসনকর্ত্তা শুনিতে পান, আমরা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তোমাদের রক্ষা করিব"। প্রহরী-গণ টাকা লইল এবং তাহাদের কথানুসারে কার্য্য করিল। তাহাদের এই উক্তি দেশবিদেশে যীহুদিদের মধ্যে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

৩ এমায়ুসের পথে শ্রীযীশুর শিষ্যদ্বয়ের সম্মুখে আবির্ভাব

(শ্রীলূক ২৪শ অধ্যায়)

"প্রভু সত্যই উঠিয়াছেন"। শ্রীলূক ২৪।৩৪

শ্রীযীশুর দুইজন শিষ্য যেরুশালেম হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে এমায়ুস সহরে যাইতেছিল। যাহা ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে তাহারা বলাবলি করিতেছিল।

তখন স্বয়ং শ্রীযীশু তাহাদের সঙ্গ লইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা যাইতে যাইতে পরস্পর

যে সকল কথা কহিয়া বিষণ্ণ হইতেছ, সে সকল কি"? তাহাদের মধ্যে ক্লেয়ফা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, "আপনি কি একাই জানেন না যেরূশালেমে আজ কয়দিন যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে"? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "কি ঘটনা"? তাহারা তাঁহাকে বলিল, "নাসারেথের যীশুর বিষয়ে, যিনি ঈশ্বরের ও সকল লোকের সাক্ষাতে কার্য্যে ও বাক্যে পরাক্রমী ভাববাদী ছিলেন এবং কিরূপে প্রধান যাজকেরা ও আমাদের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ও ক্রুশে দিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলজাতিকে মুক্ত করিবেন। ইহা ছাড়া, আজ তিন দিন হইল এ সকল ঘটিয়াছে। আবার আমাদের কয়েকটি স্ত্রীলোকের কথায় আমরা ভয় পাইয়াছি; তাঁহারা প্রত্যুষে তাঁহার কবরের কাছে গিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ দেখিতে না পাইয়া আসিয়া কহিলেন, যে, তাঁহারা "স্বর্গদূতের দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ কবরের কাছে গিয়া, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পান নাই"।

শ্রীযীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা অবোধ; তোমরা ভাববাদীদের সকল কথায় বিশ্বাস করিতে শিথিল, খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না, এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়াই আপন প্রতাপে প্রবেশ করিতে"? তিনি মোসেস ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

তাহারা যে গ্রামে যাইতেছিল, তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি অধিক দূর অগ্রবর্ত্তী হইবেন, এই ভাব দেখাইলেন। কিন্তু তাহারা সাধ্যসাধনা করিয়া কহিলেন, "আমাদের সঙ্গে থাকুন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বেলা প্রায় শেষ"। তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি তাহাদের সহিত ভোজনে বসিলেন, তিনি রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিতে লাগিলেন। তখনই তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল, তাহারা তাঁহাকে চিনিল, আর তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাহারা পরস্পর কহিল, "পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, আমাদিগকে শাস্ত্রের অর্থ খুলিয়া দিতেছিলেন, তখন আমাদের চিত্ত কেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল"?

তাহারা সেই দণ্ডেই উঠিয়া যেরুশালেমে ফিরিয়া গেল। যীশুর সমবেত শিষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "প্রভু সত্যই উঠিয়াছেন এবং সিমনকে দেখা দিয়াছেন"। পরে তাহারাও পথের ঘটনার বিষয় বলিল এবং রুটীর খণ্ডনে তাহারা কি প্রকারে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহাও বলিল।

৮। যেরুশালেমে শিষ্যদের সম্মুখে শ্রীযীশুর আবির্ভাব

(শ্রীযোহন ২০শ অধ্যায়)

"আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর"! শ্রীযোহন ২০।২৮।

সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণ যে ঘরে সমবেত ছিল, সেই ঘরের দ্বারসকল যিহুদিগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল; এমন সময় শ্রীযীশু আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদের শান্তি হউক"। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া শিষ্যেরা আনন্দিত হইল।

শ্রীযীশু পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদের শান্তি হউক। পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি"। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের উপর ফুঁ দিয়া কহিলেন, "পবিত্রাত্মা গ্রহণ কর। তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের পাপ মোচিত হইবে, যাহাদের পাপ রাখিবে তাহাদের পাপ রাখা হইবে"।

শ্রীযীশু যখন আসিলেন, তখন দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম থোমাস যাহাকে দিদিমুস্ বলে, তাহাদের সঙ্গে ছিল না। শিষ্যেরা তাহাকে কহিল, "আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি"। সে তাহাদিগকে কহিল, "আমি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখিলে, সেই প্রেকের স্থানে অঙ্গুলি না দিলে ও তাঁহার পার্শ্বদেশের মধ্যে হাত না দিলে, কোনমতে বিশ্বাস করিব না"। আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, থোমাসও তাহাদের সঙ্গে ছিল। দ্বার-সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময় শ্রীযীশু আসিলেন

ও মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তোমাদের শান্তি হউক"। পরে তিনি থোমাসকে কহিলেন, "তোমার অঙ্গুলী বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দু'খানি দেখ, তোমার হাত বাড়াইয়া আমার পার্শ্বদেশের মধ্যে দেও। অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও"। থোমাস উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, "আমার প্রভু আমার ঈশ্বর"! শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ; যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারাই ধন্য"।

শ্রীযীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক অদ্ভুতকার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, শ্রীযীশু ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

৫। তিবেরিয়াস-সমুদ্রতীরে শ্রীযীশুর আবির্ভাব

(শ্রীযোহন ২১শ অধ্যায়)

"আমার মেষ চরাও, আমার মেষশাবক চরাও"। শ্রীযোহন ২১।১৬, ১৭।

তদনন্তর তিবেরিয়াস-সমুদ্রতীরে শ্রীযীশু পুনর্ব্বার শিষ্যদের দর্শন দিলেন। সিমন পিতর, যোহন, যাকোব, থোমাস, নাথানিয়েল ও অপর দুইজন শিষ্য একত্রে ছিল। পিতর বলিল, "আমি মাছ ধরিতে যাই"। অন্যেরা বলিল, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব"। তাহারা মাছ ধরিতে গেল, কিন্তু সে রাত্রিতে তাহারা কিছুই ধরিতে পারিল না। প্রত্যুষে শ্রীযীশু তীরে দাঁড়াইলেন; শিষ্যেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। শ্রীযীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের নিকটে কিছু খাবার আছে"? তাহারা উত্তর করিল, "না"। শ্রীযীশু বলিলেন, "নৌকার দক্ষিণ-পার্শ্বে জাল ফেল মাছ পাইবে"। তাহারা জাল ফেলিল এবং এত মাছ পড়িল যে, তাহারা জাল টানিয়া তুলিতে পারিল না। অতঃপর শ্রীযীশু যাহাকে স্নেহ করিতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিল, "উনি প্রভু"। এই কথা শুনিয়া সিমন পিতর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অন্য শিষ্যেরা মৎস্যপূর্ণ জাল টানিতে টানিতে

নৌকাতে আসিল। তীরে আগুন ও তাহার উপর মাছ ও নিকটে রুটী দেখিতে পাইল। শ্রীযীশু বলিলেন, "তোমরা যে মাছ ধরিয়াছ, তাহার কিছু

এখানে আন"। সিমন পিতর নৌকাতে গিয়া জাল তীরে তুলিল। ইহাতে ১৫৩টী বড় বড় মাছ ছিল; এত মাছ পড়িলেও জালটা ছিঁড়িল না। শ্রীযীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "খাইতে বস" এবং রুটী লইয়া তাহাদিগকে দিলেন। মাছও পরিবেষণ করিলেন। পুনরুত্থানের পর এই তৃতীয়বার শ্রীযীশু শিষ্যদের দর্শন দিলেন।

তাহারা আহার করিলে পর শ্রীযীশু সিমন পিতরকে বলিলেন, "যোহনের পুত্র সিমন, তুমি কি ইহাদের অপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাস"? সে বলিল "হাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি"। তিনি তাহাকে কহিলেন, "তুমি আমার মেষশাবক চরাও"। তিনি আবার তাহাকে কহিলেন, "যোহনের পুত্র সিমন, তুমি কি আমাকে ভালবাস"? সে তাঁহাকে বলিল, "হাঁ, প্রভু, আপনি ত জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি। শ্রীযীশু তাহাকে বলিলেন, "আমার মেষশাবক চরাও"। তিনি তৃতীয়বার তাহাকে বলিলেন, "যোহনের-পুত্র সিমন, তুমি কি আমাকে ভালবাস"? সে বলিল, "প্রভু, আপনি সকলই জানেন, আপনি ইহাও জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি"। শ্রীযীশু বলিলেন, "আমার মেষগণকে চরাও"। শ্রীযীশু বলিলেন,

"সত্য সত্য আমি তোমাকে কহিতেছি, যখন তুমি যুবা ছিলে, তখন তুমি নিজ কটি নিজেই বন্ধন করিতে এবং যেখানে ইচ্ছা, বেড়াইতে। কিন্তু যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন তোমার হস্ত প্রসারণ করিবে ও আর একজন তোমার কটি বন্ধন করিয়া দিবে এবং যেখানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই, সেইখানে তোমাকে লইয়া যাইবে"। এই কথা বলিয়া শ্রীযীশু নির্দ্দেশ করিলেন যে, পিতর কি প্রকার মৃত্যুদ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিবেন।

৬। শ্রীযীশুর শেষ দর্শন

(শ্রীমাথেয় ২৮শ ও শ্রীমার্ক ১৬শ অধ্যায়)

"তোমরা যাও, সকল জাতিকেই শিষ্য কর"। শ্রীমাথেয় ২৮।১৯।

একাদশ শিষ্য গালিলেয়া দেশে শ্রীযীশুর নিরূপিত পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় শ্রীযীশু একত্র ৫০০ এর অধিক ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা প্রণাম করিল, কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিল। শ্রীযীশু তাহাদের নিকটে আসিলেন। শ্রীযীশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা যাও এবং সকল জাতিকে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে দীক্ষাস্নাত করিয়া শিষ্য কর। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"।

৭। শ্রীযীশুর স্বর্গারোহণ

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১ম ও শ্রীলূক ২৪শ অধ্যায়)

দুঃখভোগের পর শ্রীযীশু অনেক প্রমাণ-দ্বারা দেখাইলেন যে তিনি জীবিত। চল্লিশ দিনের মধ্যে তাঁহার শিষ্যদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে বেথানিয়াতে জৈতুন-পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি হাত তুলিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, তাহাদের সম্মুখে ঊর্দ্ধে

নীত হইলেন। তিনি স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ-পার্শ্বে বসিলেন। এক খণ্ড মেঘ তাঁহাকে তাহাদের দৃষ্টির আড়াল করিল।

শিষ্যগণ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে শুক্লবসনে আবৃত দুই ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "হে গালিলেয়াবাসী, তোমরা কেন স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছ? যে যীশু তোমাদের সম্মুখে স্বর্গে নীত হইলেন, যেরূপে তোমরা তাঁহাকে স্বর্গে আরোহণ করিতে দেখিলে, সেইরূপে তিনি পুনরায় আসিবেন"। তখন তাঁহাকে তাহারা প্রণাম করিয়া মহানন্দে যেরুশালেমে ফিরিয়া গেল।

শ্রীযীশুর স্বর্গারোহণ

সপ্তম অধ্যায়। প্রেরিতগণের ক্রিয়া

১। মাথিয়াসের নির্ব্বাচন

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১ম অধ্যায়)

"তোমরা আমাকে মনোনীত কর নাই, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি"। শ্রীযোহন ১৫।১৬।

শ্রীযীশু স্বর্গারোহণ করিলে পর, যে কক্ষে শ্রীযীশু আরাধ্য সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইখানে প্রেরিতগণ শ্রীযীশুর মাতা, অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীলোক ও শিষ্যগণ একমনে প্রার্থনায় নিযুক্ত রহিল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১২০ জন।

সেই সময়ে পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদাসের স্থানে অন্য এক ব্যক্তিকে প্রেরিত-পদে নিযুক্ত করিতে হইবে"। প্রভু যতদিন আমাদের মধ্যে বাস করিয়াছেন, যোহনের দীক্ষাস্নান অবধি যে দিন প্রভু যীশু আমাদের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে নীত হন, সেই দিন পর্য্যন্ত যাহারা আমাদের সহচর ছিল, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির আবশ্যক, যে আমাদের সহিত তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী হইবে"।

যোসেফ বারসাবা, যে ধার্ম্মিক নামে অভিহিত ছিল এবং মাথিয়াস, এই দুই জনকে নির্ব্বাচিত করিয়া, তাহারা প্রার্থনা করিল, "হে প্রভো তুমি অন্তর্যামী! মহাপাতকী যুদাস যে পদ ত্যাগ করিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিয়াছে, সেই প্রেরিতের পদ অধিকার করিতে কাহাকে মনোনীত করিয়াছ, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে নির্দ্দেশ কর"। তাহার পর তাহারা গুলিবাঁট করিলে, মাথিয়াসের নাম উঠিল এবং সে অপর একাদশ প্রেরিতের সঙ্গে গণিত হইল।

২। পবিত্রাত্মার অবরোহণ

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ২য় অধ্যায়)

"আমি তোমাদিগকে পিতার নিকট হইতে যে সহায় প্রেরণ করিব, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। শ্রীযোহন, ১৫।২৬।

পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে একস্থানে সমবেত ছিল। হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবৎ শব্দ আসিয়া তাহাদের বাসগৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হইল এবং পবিত্রাত্মার প্রভাবে নানা ভাষায় কথা কহিতে লাগিল।

ঐ সময়ে সকল দেশ হইতে অনেক য়িহুদিরা পর্ব্বোপলক্ষে যেরুশালেমে আসিয়াছিল। সেই ধ্বনি হইলে, তাহাদের অনেকে তথায় সমবেত হইল।

তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল কারণ প্রত্যেক জন আপন আপন ভাষায় শিষ্য-গণের কথা শুনিতে পাইল। তাহাতে সকলে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া বলিতে

লাগিল, "দেখ, এই যে লোকরা কথা কহিতেছে; ইহারা সকলে কি গালিলেয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাষায় কথা শুনিতেছি? পার্থীয়, মাদীয় ও এলোমীয়; মেসপতামিয়া, যুদেয়া ও কাপ্পাদকিয়া; পন্ত ও আশিয়া, ফ্রুগিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিসর এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীনীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলনিবাসী এবং প্রবাসী রোমীয় কি যিহুদী-ধর্ম্মাবলম্বী লোক এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্ম্মের কথা বলিতে শুনিতেছি"।

পিতর এগারজনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন, "হে যিহুদী লোকেরা, হে যেরুশালেম-নিবাসীগণ, যোয়েল ভাববাদীর এই উক্তি এখন পূর্ণ হইল, 'প্রভু বলেন, অন্তিমকালে আমি মর্ত্তমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব'। হে ইস্রয়েলজাতী, আমার কথা শুন; যে নাসারেথীয় শ্রীযীশুর বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদের সম্মুখে অনেক অদ্ভুতকর্ম্মদ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তিনিই তাঁহারই অনুমোদিত, তোমরা তাঁহাকে পাষণ্ডদের হস্তে সমর্পণ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ও হত করিয়াছ। ঈশ্বর তাঁহাকেই পুনরুত্থিত করিয়াছেন, আমরা সকলেই ইহার সাক্ষী। তিনি এখন ঈশ্বরের

পরাক্রমে স্বর্গে নীত হইলেন এবং তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের সাক্ষাতে পবিত্রাত্মাকে সেচন করিলেন। অতএব হে ইস্রায়েল-জাতী, আমাদের সকলেরই নিশ্চিতরূপে জানা উচিত যে, এই শ্রীযীশু, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিলে, তাঁহাকে ঈশ্বর প্রভু ও খৃষ্ট বলিয়া অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই সব কথা শুনিয়া তাহারা দুঃখে অধীর হইয়া পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতগণকে বলিল, "আমাদের কি কর্ত্তব্য" ? পিতর তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা অনুতপ্ত হইয়া পাপমোচনার্থে শ্রীযীশুখৃষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হও, তদন্তর তোমরাও পবিত্রাত্মার সেই দান প্রাপ্ত হইবে"। যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা দীক্ষাস্নাত হইল ; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার।

৩। একজন জন্মখঞ্জকে স্বাস্থ্যদান

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৩।৪)

"আপনি নহেন, আপনার পিতার আত্মা কথা বলিতেছেন"। শ্রীমাথেয় ১০।২০।

একদিন নবম ঘটিকায়, প্রার্থনার সময়ে, পিতর ও যোহন ধর্ম্মধামে যাইতেছিলেন ; এমন সময় লোকেরা এক জন্মখঞ্জকে বহন করিয়া আনিতেছিল। তাহার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক। তাহাকে প্রতিদিন "মনোহর তোরণ" নামক মন্দিরের দ্বারে রাখিয়া দেওয়া হইত। সে পিতরকে ও যোহনকে ধর্ম্ম-ধামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভিক্ষা চাহিল। পিতর বলিলেন, "রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা তোমাকে দান করি, নাসারেথীয় শ্রীযীশুখৃষ্টের নামে বলিতেছি উঠ, গমন কর"। তাহাতে তিনি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইলেন ; তখনই তাহার চরণ সুদৃঢ় হইল। আর সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিল।

মন্দিরে সমবেত সকল লোক চমৎকৃত হইয়া প্রেরিতগণের চারিদিকে, সলোমনের দ্বারমণ্ডপে একত্রিত হইল। তদ্দর্শনে পিতর জনতাকে কহিলেন, "হে ইস্রায়েল-জাতী, এই ব্যক্তির বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে কেন আশ্চর্য্য

বোধ করিতেছ? আমরাই নিজ শক্তি বা ভক্তির প্রভাবে তাহাকে চলিবার ক্ষমতা দিয়াছি মনে করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ? তোমাদের পিতৃপুরুষগণের ঈশ্বর, তাঁহার পুত্র শ্রীযীশুকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, যে যীশুকে তোমরা সমর্পণ করিয়া পিলাতের সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, পিলাতের বিচারে যিনি মুক্তির যোগ্য, সেই নিরঞ্জন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তোমরা একজন হত্যাকারীর অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছ। তোমরা জীবনের আদিকর্ত্তাকে বধ করিয়াছ। তাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন। তাঁহারই প্রদত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে সুস্থ করিয়াছে। এখন হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইহা যেমন অজ্ঞানে করিয়াছ, তোমাদের অধ্যক্ষগণও তেমনি করিয়াছে। অতএব তোমরা অনুতাপ কর, মন ফিরাও, যেন তোমাদের পাপের মার্জ্জনা হয়"। যাহারা শুনিল, তাহাদের অনেকেই বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসীদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হইল।

পিতর ও যোহন বক্তৃতা করিতেছেন এমন সময়ে, যাজকেরা ও ধর্ম্মধামের কর্ম্মচারীগণ, তাঁহাদিগকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল।

পরদিবস অধ্যক্ষেরা, প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকগণ একত্র হইল। মহা-যাজক আন্নাস, কায়াফাস ও সকল যাজক-সম্প্রদায় তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারা প্রেরিতগণকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক্ষমতায় বা কি নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ"? তখন পিতর পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "হে অধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনবর্গ অবধান করুন কি প্রকারে খঞ্জটী সুস্থ হইয়াছে; আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল-জাতী অবধান করুন, নাসারেথীয় শ্রীযীশুখ্রীষ্ট যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই নামের গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহা ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই যে নামে আমাদের পরিত্রাণ নিহিত"।

পিতর ও যোহনের সাহস দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যজ্ঞান করিল এবং আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কোনই উত্তর করিতে পারিল না। পরে তাহারা এই পরামর্শ করিতে লাগিল "তাহাদের বিষয়ে আমার কি করি? তাহারা ত একটী অদ্ভুত-কর্ম্ম করিয়াছে। উহা

যেরূশালেম-নিবাসী সকলের প্রত্যক্ষ, আমরাও তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু কথাটা যেন লোকদের মধ্যে আর রটিয়া না যায়, এই উদ্দেশে উহাদিগকে নিষেধ করি, যেন যীশুর নাম আর প্রচার না করে"। তাহারা প্রেরিতগণকে ডাকিয়া, শ্রীযীশুর নাম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ অপেক্ষা আপনাদের আদেশ পালন করা বিহিত কিনা, আপনারা বিচার করুন। আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারি না"। তাহারা প্রেরিতগণকে ভয় দেখাইয়া, লোকদের ভয়ে ছাড়িয়া দিল।

প্রেরিতগণ মুক্তি পাইয়া ভ্রাতৃগণের নিকট, প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ যাহা বলিয়াছিল, সমস্তই জানাইল। বিশ্বাসীগণ তাহা শুনিয়া সকলে একচিত্তে ঈশ্বরোদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিল। তাহারা প্রার্থনা করিতেছে এমন সময়ে তাহাদের সভাস্থল, কাঁপিয়া উঠিল এবং সকলেই পবিত্রাত্মার পরিপূর্ণ লইল ও সাহস পূর্ব্বক প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হইল।

৪। আনানিয়াস ও সাফিরা

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৫ম অধ্যায়)

"পল্লব বর্দ্ধিত ও ফলবান হইলে, আগাছা দেখা দেয়"। শ্রীমাথেয়, ১৩।২৬।

ভক্তবৃন্দের এক মন, এক প্রাণ ছিল। তাহারা সকলে নিজ ধনকে সাধারণের ধন জ্ঞান করিয়া নিজস্ব বলিয়া কিছুই রাখিত না। প্রেরিতগণ মহোৎসাহে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিত। তাহাদের মধ্যে কেহই অভাবগ্রস্ত ছিল না। যাহারা ভূমির অথবা বাটীর অধিকারী ছিল, তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া মূল্য প্রেরিতদের চরণে আনিয়া দিত, পরে যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাকে তেমনি দেওয়া হইত।

আনানিয়াস নামে এক ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিল। সে তাহার স্ত্রী সাফিরার জ্ঞাতসারে তাহার মূল্যের কিয়দংশ রাখিয়া দিল। অবশিষ্টাংশ প্রেরিতদের চরণে আনিয়া দিল। কিন্তু পিতর বলিলেন, "আনানিয়াস, শয়তান

কেন তোমার হৃদয় এমন অধিকার করিয়াছে যে তুমি পবিত্রাত্মার নিকট মিথ্যা বলিয়াছ এবং ভূমির মূল্য হইতে কিয়দংশ রাখিয়াছ? সেই ভূমি থাকিতে কি তোমারই ছিল না? বিক্রীত হইলে পর তাহার মূল্য কি তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে তুমি মনে এমন সংকল্প করিয়াছ কেন? তুমি মনুষ্যদের নিকটে নয়, ঈশ্বরের সমীপেই মিথ্যাবাদী হইয়াছ"। এই সকল কথা শুনিবামাত্র আনানিয়াস ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। আর যাহারা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল। পরে যুবকেরা উঠিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তাহার স্ত্রীও উপস্থিত হইল, কিন্তু কি ঘটিয়াছিল, তাহা সে জানিত না। পিতর তাহাকে বলিলেন, "আমাকে বল দেখি, তোমার সেই ভূমি কি এত টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলে? সে বলিল, "হাঁ, এত টাকাতেই বটে"। পিতর তাহাকে বলিলেন, "তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কেন পরামর্শ করিলে? দেখ যাহারা তোমার স্বামীর কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারে দণ্ডায়মান, তোমাকেও লইয়া যাইবে। সে তখনই তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। যুবকেরা ভিতরে আসিয়া দেখিল সে মৃত এবং তাহার স্বামীর পার্শ্বে কবর দিল। তখন ভক্তবৃন্দ ও যত লোক এই কথা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।

৫। প্রেরিতগণের একনিষ্ঠা

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৫ম অধ্যায়)

"মনুষ্যের অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনীয়"। প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৫।২৯।

"দেহ-হন্তাকে ভয় করিও না"। শ্রীমাথেয় ১০।২৮।

প্রেরিতগণ-দ্বারা অনেক অদ্ভুত-কর্ম্ম সাধিত হইল। তাঁহারা সকলেই এক চিত্তে সলোমনের দ্বারমণ্ডপে সমবেত হইতেন। অপর লোকেরা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করিত না। কিন্তু সকলে তাঁহাদের প্রশংসা করিত। প্রভুর ভক্তগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লোকেরা পীড়িত-দিগকে পথের পার্শ্বে আনিয়া বিছানায় রাখিত। পিতরের ছায়ামাত্র

তাহাদের উপর পতিত হইলে, বহুসংখ্যক রোগী নিরাময় হইত। পার্শ্ববর্ত্তী নগর হইতেও অনেকে রোগী ও ভূতগ্রস্তকে লইয়া যেরুশালেমে আসিত, সকলেই সুস্থ হইত। তখন মহাজাযকেরা প্রেরিতগণকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল।

রাত্রিকালে প্রভুর এক দূত কারাগারের দ্বারসকল খুলিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন. "তোমরা যাও, ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া লোকদিগের নিকট মুক্তিদায়ক কথা প্রচার কর"। তাহাতে তাঁহারা প্রত্যূষে ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মহাযাজক ও তাহার সঙ্গীরা আসিয়া মহাসভা ও প্রাচীনবর্গকে ডাকিয়া একত্র করিল এবং প্রেরিতগণকে আনাইতে কারাগারে লোক পাঠাইল। কিন্তু কর্ম্মচারীগণ যাইয়া কারাগারে উহাদিগকে পাইল না। তখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিল, "আমরা দেখিলাম, কারাগার বদ্ধ. দ্বারে দ্বারে রক্ষকেরা দাড়াইয়া আছে, কিন্তু দ্বার খুলিয়া ভিতরে কাহাকেও পাইলাম না"। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মধামের অধ্যক্ষ এবং প্রধান যাজকেরা হতবুদ্ধি হইল. ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ দিল, "দেখুন, আপনারা যে লোকদিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন, তাহারা ধর্ম্মধামে উপদেশ দিতেছে। তখন অধ্যক্ষ অনুচরগণের সঙ্গে তাহাদিগকে আনিতে গেল। পাছে জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহারা বল প্রয়োগ না করিয়া, সরলে প্রেরিতগণকে সভাস্থলে আনিল।

মহাযাজক তাহাদিগকে বলিল, "আমরা তোমাদিগকে এই নাম প্রচার করিতে স্পষ্টরূপে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমরা যেরুশালেমের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছ এবং আমাদিগকে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর দায়ী করিতেছ"। পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, "মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনীয়। যাঁহাকে আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছেন. সেই শ্রীযীশুকে আমাদের পিতৃগণের ঈশ্বর পুনরুত্থিত করিয়াছেন। ইস্রায়েল-জাতির মনপরিবর্ত্তন ও পাপমোচনার্থে তাঁহাকেই ঈশ্বর অধিপ ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন পরাক্রমে উন্নত করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে আমরা সাক্ষী এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন ভক্তগণকে দিয়াছেন, সেই পবিত্রাত্মাও সাক্ষী"। এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল ও উহাদিগকে বধ করিতে মনস্থ করিল।

মহাসভায় ফারিশীদলের শাস্ত্রাধ্যাপক লোকমান্য গমলীয়েল, প্রেরিতগণকে কিছুক্ষণ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "হে ইস্রায়েলজাতি, এই অভিযুক্ত লোকদের বিষয়ে তোমরা যাহা করিতে উদ্যত, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহাদিগকে আর পীড়ন করিও না, ছাড়িয়া দাও; কারণ তাহাদের কার্য্যের প্রেরণা মনুষ্যের হইলে তাহা আপনিই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হইলে তাহা বিনষ্ট করা তোমাদের অসাধ্য"।

তাহার এই পরামর্শ সকলের গ্রাহ্য হইল। তাহারা প্রেরিতগণকে সভাস্থলে আনিয়া প্রহার করিল, এবং শ্রীযীশুর নাম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন তাঁহারা মহাসভার সম্মুখ হইতে মহানন্দে চলিয়া গেলেন, কারণ, তাহারা শ্রীযীশুর নামের কারণে অপমানিত হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছিল। তাহারা প্রতিদিন ধর্ম্মধামে ও গৃহে গৃহে শ্রীযীশুকে খ্রীষ্ট বলিয়া প্রচার করিতে বিরত হইল না।

৬। সাধু স্তেফান

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৬।৭)

"শত্রুকে ভালবাস; যে তোমাকে হিংসা করে, তাহার উপকার কর; তোমাকে যাহারা পীড়ন করে ও অপবাদ দেয় তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর"। শ্রীমাথেয় ৫।৪৪।

"যে আমার নিমিত্ত প্রাণ হারাইবে, সে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।" শ্রীমাথেয় ১৬।২৫।

শিষ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সেই বার জন তাহাদিগকে একত্র করিয়া বলিল, "আমরা যে প্রচার-কার্য্য ত্যাগ করিয়া ভোজনের পরিচর্য্যা করি, ইহা উচিত নহে। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্য হইতে সুখ্যাতিপন্ন এবং পবিত্রাত্মার জ্ঞানে পরিপূর্ণ সাত জনকে মনোনীত কর; তাহাদিগকে আমরা এই পরিচর্য্যার ভার দিব। কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও প্রচারকার্য্যে রত থাকিব"। এই কথায় সকলে সন্তুষ্ট হইল এবং এই কয়জনকে মনোনীত করিল, স্তেফান—ইনি বিশ্বাসে ও পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, এবং ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পামিনা ও নিকলাস। ইহাদিগকে তাহারা প্রেরিত-

গণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। প্রেরিতগণ প্রার্থনা করিয়া ইহাদের উপর হস্ত স্থাপন করিলেন।

স্তেফান ঐশ-প্রসাদে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে অতি অদ্ভুতকর্ম্ম সাধন করিলেন। কিন্তু যিহুদিদের কয়েকজন স্তেফানের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞতায় ও আত্মার আবেশে কথা কহিতেছিলেন, তাহার প্রতিরোধ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল না। তখন তাহারা কয়েকজনকে গড়িয়া লইল; ইহারা এই কথা বলিল, "আমরা ইহাকে মশির ও ঈশ্বরের নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়াছি। আমরা ইহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, নাসারেথের যীশু এই ধর্ম্মধাম ধ্বংশ করিবে এবং মশির প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিবে"। সভাস্থ সকলেই তাহার উপর দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তাহার মুখশ্রী দেবদূতের সদৃশ। প্রধান যাজক স্তেফানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সকল কি সত্য"? স্তেফান তখন ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে বলিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "তোমরা একগুঁয়ে জাতি, সর্ব্বদা পবিত্রাত্মার প্রতিরোধ করিয়া থাক। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, তোমরাও তেমনি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কোন্ ভাববাদীকে তাড়না না করিয়াছে? যে ধর্ম্মশীল ব্যক্তির বিষয়ে তোমরা বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হইয়াছ, সেই ধর্ম্মশীল ব্যক্তির ভাবী আগমন যাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তোমাদের পিতৃগণ তাহাদিগকেও বধ করিয়াছে; তোমরা দূতগণের প্রদত্ত ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পালন কর নাই"।

এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া তাহার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি পবিত্রাত্মার আবেশে পূর্ণ হইয়া স্বর্গের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ঈশ্বরের প্রতাপ দেখিলেন এবং দেখিলেন শ্রীযীশু ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি বলিলেন, "দেখ, আমি দেখিতেছি স্বর্গ উন্মুক্ত এবং মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাহারা চিৎকার করিয়া কর্ণ রুদ্ধ করিল এবং একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাঁহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া পাথর মারিতে লাগিল। সাক্ষীগণ নিজ বস্ত্র খুলিয়া শৌল নামক এক যুবকের নিকট রাখিল। তাহারা স্তেফানকে পাথর মারিতেছে, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, "হে প্রভো শ্রীযীশু! আমার প্রাণ

গ্রহণ কর"। পরে তিনি জানু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "প্রভু, ইহাদের উপর এই অপরাধ আরোপ করিও না"। ইহা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিল।

শৌল এই হত্যাকার্য্যের অনুমোদন করিতেছিল।

৭। সামারীয়াতে ধর্ম্মপ্রচার। যাদুকর সিমন

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৮ম অধ্যায়)

"যেরুশালেমে, যুদাতে, সামারীয়াতে এমন কি পৃথিবীর প্রান্তদেশের মধ্যে, তোমরা আমার সাক্ষী হইবে"। প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১।৮।

তৎকালে যেরুশালেমের মণ্ডলীর প্রতি বড়ই তাড়না হইল। বিশেষ করিয়া শৌল মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করিতে উদ্যত। গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে টানিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক বিশ্বাসিগণ নগর ত্যাগ করিয়া যুদেয়াতে এবং সামারীয়াতে বিক্ষিপ্ত হইয় পড়িল। প্রেরিতগণ যেরুশালেমে রহিল।

সপ্ত উপযাজকের মধ্যে ফিলিপ সামারীয়া নগরে যাইয়া শ্রীখ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করিল। লোকসমূহ একমত হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিল, কারণ তিনি তাহাদের মধ্যে অনেক অদ্ভুত-কার্য্য করিলেন। তাঁহার আদেশে অনেক ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি মুক্তি পাইল এবং পক্ষাঘাতী ও খঞ্জও অনেক নিরাময় হইল; তাহাতে নগরময় মহানন্দ হইল। অনেকে শ্রীযীশুর নামে দীক্ষাস্নাতও হইল।

যেরুশালেমের প্রেরিতগণ যখন শুনিলেন, সামারীয়া নগরবাসিগণ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা তাহাদের নিকটে পিতর ও যোহনকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যাইয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলেন যেন তাহারা পবিত্রাত্মা লাভ করে; কারণ এযাবৎ তাহাদের দীক্ষাস্নান-মাত্র হইয়াছিল, কেহই পবিত্রা-ত্মাকে পায় নাই। প্রেরিতগণ তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে তাহার পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হইল।

সামারীয়াতে সিমন নামে এক যাদুকর ছিল। সে যাদুদ্বারা লোক ভুলাইত।

ফিলিপের অদ্ভুতকর্ম্ম দেখিয়া সেও দীক্ষাস্নাত হইল, যখন সে দেখিল প্রেরিত-গণের হস্তার্পণে পবিত্রাত্মা লাভ হয়, সে তাঁহাদিগকে এই বলিয়া টাকা দিতে চাহিল, "আমাকে এই শক্তি দিন যেন আমি কাহারও উপরে হস্তার্পণ করিলে, সে পবিত্রাত্মা লাভ করে"।

কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, "তোমার টাকা তোমার সহিত নষ্ট হউক, কারণ তুমি মনে করিয়াছ, ঈশ্বরের দান টাকায় বিক্রেয়। তোমার হৃদয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সরল নহে। তোমার এই অপরাধের জন্য অনুতাপ কর এবং ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা কর; তাহাতে হয়ত তিনি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন"। সিমন উত্তর করিল, "আপনারা আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন"।

প্রেরিতগণ, সামারীয়াতে শ্রীযীশুর নাম প্রচার করিয়া, যেরুশালেমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; যাইতে যাইতে তাঁহারা সামারীয়াদেশের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করিলেন।

৮। হাব্‌শী কর্ম্মচারীর ধর্ম্মমত-গ্রহণ

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ৮ম অধ্যায়)

"যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করে এবং পালন করে তাহারাই ধন্য"। শ্রীলূক ১১।২৮।

প্রভুর এক দূত ফিলিপকে কহিলেন, "উঠ, দক্ষিণদিকে যে পথ যেরুশালেম হইতে গাজার দিকে নামিয়া গিয়াছে, সেই পথে যাও"। তাহাতে তিনি উঠিয়া গমন করিলেন। হাব্‌শী, রাণীর কোষাধ্যক্ষ ভজনা করিবার জন্য যেরু-শালেম হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এবং রথে বসিয়া ইলাইয়াস ভাববাদীর গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন।

তখন পবিত্রাত্মা ফিলিপকে বলিলেন, "নিকটে যাও, ঐ রথের সঙ্গ ধর"। তাহাতে ফিলিপ দৌড়াইয়া নিকটে যাইয়া শুনিলেন, লোকটী ভাববাদী ইসাইয়ার গ্রন্থ পাঠ করিতেছে। ফিলিপ বলিলেন, "আপনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারেন"? তিনি উত্তর করিলেন "কেহ বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিব"? পরে তিনি ফিলিপকে রথে আসিয়া বসিতে নিবেদন করিলেন।

তিনি তখন ধর্ম্মগ্রন্থের এই কথা পড়িতেছিলেন, "তিনি মেষের ন্যায় বধ্যস্থানে নীত হইলেন, এবং লোমচ্ছেদকের সম্মুখে মেষ শাবক যেমন নীরব থাকে, তেমনি তিনি মুখ খুলেন না"। হাবশী ফিলিপকে বলিলেন, "ভাববাদী কাহার বিষয়ে এই কথা বলেন? নিজের বিষয়েনা অন্য কাহারও বিষয়ে"? তখন ফিলিপ শাস্ত্রের এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযীশু-বিষয়ক সুসমাচার জ্ঞাপন করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন হাবশী বলিলেন, "এই দেখুন জল আছে, আমার দীক্ষাস্নানে আর বাধা কি? ফিলিপ বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে শ্রীযীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র"। পরে তিনি রথ থামাইতে আজ্ঞা করিলেন আর উভয়ে জলে নামিলেন এবং ফিলিপ তাঁহাকে দীক্ষাস্নাত করিলেন। যখন তাঁহারা জল হইতে উঠিলেন, তখন প্রভুর দূত ফিলিপকে অপসারিত করিলেন, হাবশী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি মহানন্দে আপন পথে চলিয়া গেলেন।

৯। শৌলের মনপরিবর্ত্তন

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১ম ও গালাতিয়ানস্ ১ম অধ্যায়)

"আমি যাহা আছি, তাহা ঐশ প্রসাদে আছি"। ১ম করিন্থীয় ১৫।১০।
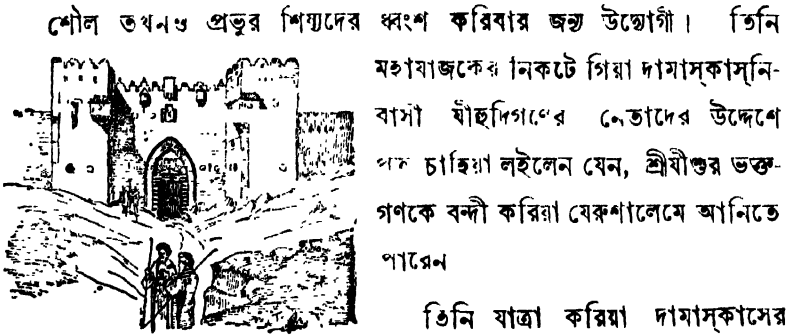
শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের ধ্বংশ করিবার জন্য উদ্যোগী। তিনি মহাযাজকের নিকটে গিয়া দামাস্কাস্নিবাসী যীহুদিগণের নেতাদের উদ্দেশে পত্র চাহিয়া লইলেন যেন, শ্রীযীশুর ভক্তগণকে বন্দী করিয়া যেরুশালেমে আনিতে পারেন

যেরুশালেমে
দামাস্কাস্ তোরণদ্বার

তিনি যাত্রা করিয়া দামাস্কাসের নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন হঠাৎ এক স্বর্গীয় আলোকে তাঁহার চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি ভূমিতে পড়িয়া এই বাণী শুনিতে পাইলেন,

"শৌল শৌল, ; কেন আমাকে তাড়না করিতেছ" ? তিনি কহিলেন, "প্রভু আপনি কে" ? "প্রভু বলিলেন, "আমি সেই যীশু যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ"। সবিস্ময়ে, কম্পিতদেহে শৌল জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু আমার কি কর্ত্তব্য" ? প্রভু বলিলেন, "উঠ, নগরে প্রবেশ কর, সেই স্থানে তোমার কর্ত্তব্য তুমি জ্ঞাত হইবে"।

তাঁহার সহযাত্রিগণ সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। শৌল উঠিলেন, কিন্তু চক্ষু খুলিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সহযাত্রিগণ তাঁহার হাত ধরিয়া নগরে লইয়া গেল। তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিলেন এবং কিছুই ভোজন বা পান করিলেন না।

দামাস্কাসে আনানিয়াস নামে একজন শ্রীযীশুর ভক্ত ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শনযোগে বলিলেন, "তুমি 'সরল' নামক পথে গিয়া, যিহুদার বাড়ীতে শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর ; কেননা সে প্রার্থনা করিতেছে। সে দর্শনযোগে দেখিয়াছে, আনানিয়াস নামক এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার উপর হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি পায়। আনানিয়াস উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমি অনেকের নিকট এই ব্যক্তির বিষয় শুনিয়াছি। সে যেরুশালেমে তোমার ভক্তগণের প্রতি কত উপদ্রব করিয়াছে। এই স্থানেও যত লোক তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বন্দি করিবার আদেশ সে মহাযাজকের নিকটে পাইয়াছে"। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাও, কারণ সকল জাতীর সম্মুখে, রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে, আমার নাম প্রচারার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র ; আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব, আমার নামের কারণে তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।

আনানিয়াস চলিয়া গিয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন! তাঁহার উপরে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, ভাই শৌল, সেই শ্রীযীশু, যিনি পথিমধ্যে তোমাকে দর্শন দিলেন, আমাকে প্রেরণ করিলেন, যেন তুমি দৃষ্টি লাভ কর এবং পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হও। আর তখনি তাহার চক্ষু হইতে যেন শল্ক পড়িয়া গেল, তিনি দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন এবং উঠিয়া দীক্ষাস্নাত হইলেন। তিনি কয়েকদিন দামাসকাসে শিষ্যগণের সহিত রহিলেন এবং যীহুদিদের ধর্ম্ম-গৃহে শ্রীযীশুর বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।

যাহারা শুনিল, তাহারা চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, "এই কি সেই ব্যক্তি নয়, যে যেরুশালেমে, ঐ নামে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিত? এখানেও সে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মহাযাজকদের নিকট লইয়া যাইতে আসিয়াছিল"। শৌল কিন্তু মহাপরাক্রমে দামাস্কাসের অধিবাসী যীহুদিগণের নিকট শ্রীযীশুর বিষয়ে প্রমান কারতেন যে, তিনিই খ্রীষ্ট এবং তর্কে সকলকে হতবুদ্ধি করিতেন। শৌল তিন বৎসর আরব দেশে থাকিয়া, দামাস্কাস নগরে ফিরিয়া আসিলেন। যীহুদিরা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল। কিন্তু শৌল তাহাদের চক্রান্ত জানিতে পারিলেন। তাঁহাকে বধ করিবার উদ্দেশে, তাহারা নগরের সকল দ্বারে দিবারাত্র চৌকি দিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে রাত্রিযোগে একটী ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীর দিয়া নামাইয়া দিল।

যেরুশালেমে উপস্থিত হইয়া শৌল শিষ্যবর্গের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, তিনি যে শ্রীযীশুর শিষ্য হইয়াছেন, ইহা কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু বর্ণবা তাঁহার হাত ধরিয়া প্রেরিতগণের নিকটে লইয়া গেলেন। পথের মধ্যে কিরূপে প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি দামাস্কাস নগরে শ্রীযীশুর নাম সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন, সকলই তাহাদের নিকট বর্ণনা করিলেন। শৌল তাঁহাদের সঙ্গে যেরুশালেমে রহিলেন। তিনি খ্রীষ্ট-ভক্তগণের সহিত থাকিতেন, ও প্রভুর নাম মহোৎসাহে প্রচার করিতেন।

১০। এনেয়ার আরোগ্যলাভ ও তাবিথার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি

"ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত কেহ এরূপ চিহ্ন দেখাতে পারে না"। শ্রীযোহন ৩।২।

দয়ার্দ্রব্যক্তিরাই ধন্য কেননা তাহারাই করুণা প্রাপ্ত হইবে"। শ্রীমাথেয় ৫।৭।

তখন যুদেয়া, গালীল ও সামারীয়ার সর্ব্বত্র মণ্ডলী শান্তিতে ছিল। খ্রীষ্টভক্তগণ প্রভুর ভয়ানুগত ও পবিত্রাত্মার-দ্বারা আস্বস্থ হইয়া বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।

পিতর সকল স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে লুদ্দা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি এনেয়া নামে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, সে আট বৎসর পক্ষাঘাতে শয্যাগত ছিল, পিতর তাহাকে কহিলেন, "এনেয়া শ্রীযীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন। উঠ, তোমার শয্যা তুমি নিজেই পাত"। সে তখনই উঠিল। তখন লুদ্দা ও শারোণ-নিবাসী সকলেই তাহা অবগত হইয়া প্রভুর ভক্ত হইল।

যাফোতে, তাবিথা নামে এক শিষ্যা ছিল। সে নানা সৎকর্ম্মে ব্যাপৃতা ও দানশীলা ছিলেন; সে পীড়িতা হইয়া মারা গেল। লুদ্দা, যাফার নিকটবর্ত্তী, পিতর লুদ্দায় আছেন শুনিয়া শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে দুইজন লোক পাঠাইয়া জানাইলেন, "আপনি আমাদের নগরে আসিতে বিলম্ব করিবেন না"। পিতর তখনই তাহাদের সহিত চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে দ্বিতলের কুঠরীতে লইয়া গেল। অনেক বিধবা তাঁহার চারিদিকে দাড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং দর্কা তাহাদের জন্য যে সকল বস্ত্র নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়াছিল সেই সকল দেখাইতে লাগিল। পিতর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন, পরে শবের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তাবিথা, উঠ"। সে চক্ষু খুলিল, এবং পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং ভক্তগণকে এবং বিধবাদিগকে ডাকিয়া তাহাকে দেখাইলেন। এই কথা যাফার সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল এবং অনেক লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিল।

কর্ণেলিয়ুসের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১০ম অধ্যায়)

"আমার আরোও মেষ আছে, যাহারা এই মেষশালাতে নাই, তাহাদিগকেও আনিতে হইবে, তাহারা আমার রব শ্রবণ করিবে"। শ্রীযোহন ১০।১৬।

কৈসারিয়াতে কর্ণেলীয়ুস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইতালিয় নামক সৈন্যদের একজন সেনাপতি। তিনি ভক্ত ছিলেন এবং সপরিবারে ঈশ্বরের

সেবা করিতেন। তিনি অতিশয় দানশীল এবং প্রার্থনাপর ছিলেন। একদিন বেলা অনুমান নয় ঘটিকার সময়ে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখিলেন, ঈশ্বরের এক দূত তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করেন, "কর্ণেলিয়ুস্"। তিনি তাহাতে ভীত হইয়া কহিলেন, "প্রভু, কি আজ্ঞা"? দূত তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা ও তোমার দান ঈশ্বরের সমীপে গ্রাহ্য হইয়াছে। এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠাইয়া সিমন পিতরকে ডাকাইয়া আন; তিনি সিমন নামে একজন চর্ম্মশোধকের বাড়ীতে আছেন, তাহার গৃহ সমুদ্রের তীরে; সে তোমার কি কর্ত্তব্য তাহা বলিয়া দিবে"। দূত অন্তর্হিত হইলে, তিনি দুইজন ভৃত্য ও একজন বিশ্বস্ত সেনাকে ডাকিলেন এবং সমস্ত বিবরণ বলিয়া তাহাদিগকে যাফোতে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন তাহারা যখন নগরের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন পিতর অনুমান ছয় ঘটিকার সময় প্রার্থনা করিতে ছাদের উপরে উঠিলেন। তাঁহার ক্ষুধা হইল; তিনি আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লোকেরা খাদ্য প্রস্তুত করিতেছিল, এমন সময় তিনি ভাবোন্মাদে অভিভূত হইয়া দেখিলেন, আকাশ উন্মুক্ত এবং একখান বড় চাদরের মত আধার নামিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার চতুষ্পদ, সরীসৃপ ও আকাশের পক্ষী আছে। পরে তাঁহার প্রতি এই বাণী হইল, "পিতর উঠ, এগুলিকে মারিয়া খাও"। কিন্তু পিতর কহিলেন, "প্রভু, অব্যাহতি দিউন! আমি কখনও অপবিত্র কিংবা অশুচি দ্রব্য ভোজন করি নাই"। তখন দ্বিতীয়বার তাঁহার প্রতি এই বাণী হইল, "ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি তাহা অশুচি বলিও না"! এইরূপ তিন বার হইল, পরে ঐ আধার আকাশে তুলিয়া লওয়া হইল। পিতর হতবুদ্ধি হইয়া এই দর্শনের অর্থ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কর্ণেলিয়ুসের প্রেরিত লোকরা দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, সিমন পিতর সেখানে থাকেন কি না। পিতর তখনও দর্শনের বিষয় ভাবিতেছিলেন। পবিত্রাত্মা তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ তিনটী লোক তোমার অন্বেষণ করিতেছে; তুমি উঠিয়া নীচে যাও; তাহাদের সহিত গমন কর, কিছু-মাত্র সন্দেহ করিও না, কারণ আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি"।

শত-সেনাপতি।

তখন পিতর সেই লোকদের নিকটে নামিয়া গিয়া কহিলেন, "দেখ তোমরা যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, আমি সেই ব্যক্তি"। পিতর তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া তাহাদের আতিথ্য করিলেন। পরদিন তিনি তাহাদের সহিত গমন করিলেন। যাফোনিবাসী ভ্রাতৃগণের কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে গমন করিল।

পরদিন তাঁহারা কৈসারিয়াতে প্রবেশ করিলেন। কর্ণেলিয়ুস আপন জ্ঞাতিগণকে ও আত্মীয় বন্ধুগণকে একত্র করিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন, পিতর প্রবেশ করিলে কর্ণেলীয়ুস অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। পিতর তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "আমিও মানুষ"। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, অনেক লোক সমাগত হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি বুঝিলাম, ঈশ্বর সকলকে সমজ্ঞান করেন। প্রত্যেক জাতীর মধ্যে যে কেহ তাঁহাকে ভয় করে ও ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার অনুগ্রহ-পাত্র। আপনারা জানেন কিরূপে ঈশ্বর নাসারেথের শ্রীযীশুকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং কিরূপে তিনি সকলের মঙ্গল সাধন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি যুদেয়াতে এবং যেরুশালেমে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, আমরা তাহার সাক্ষী। ঈশ্বর তাঁহাকে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত করিয়া আমাদের সমক্ষে তাঁহার গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পুনরুত্থানের পর আমরা তাঁহার সহিত পানাহারও করিয়াছি। সকল ভাববাদীই তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন যে, তাঁহাতে যে বিশ্বাস করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পিতর এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় সকল শ্রোতার উপরে পবিত্রাত্মার আবেশ হইল। পিতরের সহিত আগত যিহুদী খ্রীষ্ট-ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কারণ পবিত্রাত্মার আবেশে বিজাতীয়রাও ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছে। তখন পিতর বলিলেন, "আমাদের ন্যায় যাহারা পবিত্রাত্মাকে পাইয়াছে, তাহাদিগের দীক্ষাস্নানে কে বাধা দিতে পারে"? তখন তিনি তাহাদিগকে প্রভু, যীশুখ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত করিতে আদেশ দিলেন।

কারারুদ্ধ পিতর

"তাহারা তোমার প্রতি এইরূপ করিবে, কারণ তাহারা পিতাকে জানে না, আমাকেও জানে না। শ্রীযোহন ১৬।৩।

"তিনি পিত্তলের দ্বার এবং লৌহগরাদ ভাঙ্গিয়াছেন"। সাম ১০৭।১৬।

"তেজোময় ঈশ্বরের শাসন ভয়াবহ"। ইব্রীয় ১০।৩১।

তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজনের প্রতি উপদ্রব করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি খড়্গদ্বারা যোহনের ভ্রাতা যাকোবের শিরশ্ছেদন করাইলেন। ইহাতে যিহুদিরা সন্তুষ্ট হইল দেখিয়া তিনি পিতরকেও ধরিতে উদ্যত হইলেন। তখন নিস্তার-পর্ব্বের সময় ছিল। তিনি তাঁহাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার পাহারায় চারি দল সেনা নিযুক্ত করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিতে-ছিলেন; নিস্তার পর্ব্বের পরে তাঁহাকে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। পিতর কারারুদ্ধ থাকিলেন, কিন্তু ভক্তমণ্ডলী তাঁহার জন্য ঈশ্বরের সমীপে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিত।

হেরোদ যে দিন তাঁহাকে বিচারার্থে লোকদের সম্মুখে আনিবেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে পিতর দুইজন সেনার মধ্যস্থানে শৃঙ্খলদ্বয়ে আবদ্ধ থাকিয়া নিদ্রাগত আছেন, দ্বার দেশেও প্রহরীরা কারাগার রক্ষা করিতেছেন, এমন সময় প্রভুর এক দূত তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কারাকক্ষ আলোকিত হইল। দূত পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "শীঘ্র উঠ"। তখন তাঁহার দুই হস্ত হইতে শৃঙ্খল আপনিই পড়িয়া গেল। দূত তাঁহাকে কহিলেন, "কোমর বাঁধ ও তোমার পাদুকা পর"। তিনি তাহা করিলেন। তখন দূত তাঁহাকে বলিলেন, "গাত্রে চাদর দিয়া আমার পাশ্চাতে আইস"। তিনি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তিনি ইহা বাস্তব ঘটণা কি স্বপ্ন, তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরিদল অতিক্রম করিয়া লৌহ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ইহা কারাগারের বর্হির্দ্বার; তাহা দিয়া নগরে যাওয়া যায়। সেই দ্বার আপনি খুলিয়া গেল। তাঁহারা বাহির হইয়া নগরের একটা রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতেছেন, দূত তখন অন্তর্হিত হইলেন। তখন পিতর সচেতন হইয়া কহিলেন, "এখন আমি

নিশ্চয় জানিলাম, প্রভু নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া হেরোদের হস্ত হইতে এবং যিহূদীদের কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন"।

পিতর তৎক্ষণাৎ মার্কের মাতা মারীয়ার গৃহে গেলেন; সেখানে অনেকে একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছিল। তিনি দ্বারে আঘাত করিলে রোদা নাম্নী একটি দাসী আসিল। পিতরের স্বর চিনিয়া আনন্দ বশতঃ দ্বার খুলিল না, কিন্তু ভিতরে দৌড়াইয়া গিয়া সংবাদ দিল যে, পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহারা তাহাকে পাগল বলিল, কিন্তু সে বার বার বলিতে লাগিল. "পিতরই আসিয়াছেন"। তাহারা কহিল, "উনি তাঁহার রক্ষক দূত"। পিতর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকিলেন। তখন তাহারা দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল ও চমৎকৃত হইল। তিনি হস্ত-দ্বারা নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া প্রভু কিরূপে তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহা তাহাদের কাছে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "তোমরা যাকোবকে ও ভ্রাতৃগণকে এই সমাচার দাও"। পরে তিনি বাহির হইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। প্রভাত হইলে সৈন্যগণ পিতরকে না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইল। হেরোদ তাঁহার সন্ধান না পাইয়া রক্ষীদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

১৩। সুসমাচার প্রচারার্থে সিদ্ধ পৌলের প্রথম যাত্রা

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১৩।১৪)

"আমি তোমাকে বিধর্ম্মীদের আলোক স্বরূপ স্থাপন করিয়াছি, যেন তুমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যান্ত মুক্তির কারণ হও"। ইসাইয়াস্ ৪৯।৬।

আন্তিয়োখ নগরে শৌল ও বার্ণাবাস সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন. এমন সময়ে পবিত্রাত্মা মণ্ডলীর আধিকারিকগণকে বলিলেন, "আমি বার্ণাবাস ও শৌলকে যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যের নিমিত্ত তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেও"। তখন তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

তাঁহারা পবিত্রাত্মাদ্বারা প্রেরিত হইয়া সিলুকিয়াতে গেলেন এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া সাইপ্রাসে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সালামীতে উপস্থিত হইয়া যিহুদীদের সমাজ-গৃহে প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং মার্কও তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাফস্ নগরে উপস্থিত হইলে একজন যিহুদী মায়াবী, ভণ্ড ভাববাদীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার নাম বার-যীশু। সে দেশাধ্যক্ষ সের্গেয় পৌলের সঙ্গে ছিল, তিনি বার্ণাবাস ও শৌলকে কাছে ডাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে চাহিতেন। কিন্তু সেই মায়াবী তাহাতে বাধা দিত। তখন শৌল যাহাকে পৌলও বলে, পবিত্রাত্মায় পূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তুমি প্রতারক ও দুষ্টমতি, শয়তানই তোমার পিতা, তুমি ধর্ম্মের শত্রু, তুমি আর কত দিন প্রভুর সরল পথ হইতে লোকদিগকে ভ্রষ্ট করিবে? এখন প্রভুর হস্ত তোমাকে আঘাত করিল, তুমি অন্ধ হইবে, কিছুকাল সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইবে না"। তৎক্ষণাৎ অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। সে চারিদিকে হস্ত বিস্তার করিতে লাগিল যেন কেহ তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া যায়। সেই ঘটনা দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে চমৎকৃত হইয়া বিশ্বাস করিলেন।
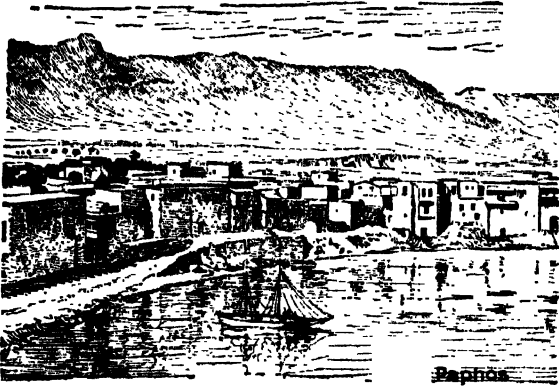
পাফস্।

পৌল ও তাহার সঙ্গিগণ পাফস্ হইতে জাহাজে করিয়া পাম্ফুলিয়ার পের্গা নগরে উপস্থিত হইলেন। তখন মার্ক তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যেরুশালেমে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা পের্গা হইতে অগ্রসর হইয়া পিসিদিয়ার আন্তিয়োখ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্রামবারে সমাজগৃহে গেলেন। ধর্ম্মগ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে, সমাজাধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "ভ্রাতৃগণ, আপনাদের কোন উপদেশ-কথা যদি থাকে বলুন"। তখন পৌল

দাঁড়াইয়া শ্রীযীশুর বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা সমাজ-গৃহ হইতে বাহিরে আসিলে, যিহুদীরা তাঁহাদিগকে পুনরায় পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে আসিয়া ঐ বিষয় বলিতে অনুরোধ করিল। পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে প্রায় সমস্ত সহরের লোক তাঁহাদের শিক্ষা শুনিবার জন্য একত্র হইল। যিহুদীরা জনতা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল। তাহারা পৌলের কথার প্রতিবাদ করিল। তখন পৌল ও বার্ণাবাস সাহসের সহিত বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কাছেই প্রথম ঈশ্বরের কথা বলা দরকার; কিন্তু যেহেতু তোমরা ইহা শুনিতে অস্বীকার কর এবং আপনাদিগকে অনন্তজীবনের অনুপযুক্ত মনে কর, আমরা বিধর্ম্মীদের কাছে প্রচার করিব, কারণ প্রভু আমাদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে বিধর্ম্মীদের আলোকস্বরূপ স্থাপন করিয়াছি, যেন তুমি পৃথিবীর শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত মুক্তির কারণ হও"। বিধর্ম্মীগণ ইহা শুনিয়া প্রীত হইল এবং ঈশ্বরের বাক্য দেশময় প্রচারিত হইল।

যিহুদীগণ পৌল ও বার্ণাবাসের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাঁহারা ইকনিয়মে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা যিহুদীদিগের সমাজগৃহে শ্রীযীশুর বিষয়ে প্রচার করিলে গ্রীক্ ও যিহুদীদের অনেকেই বিশ্বাস করিল। তাঁহারা সেখানে অনেক দিন রহিলেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক অদ্ভুত-কার্য্যও সাধিত হইল। তাঁহাদের শত্রুগণ প্রস্তরাঘাতে তাঁহাদিগকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলে, তাঁহারা লুস্ত্রাতে প্রস্থান করিয়া সুসমাচার প্রচার করিলেন।

লুস্ত্রাতে একজন খঞ্জ ছিল। সে পৌলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেছিল। পৌল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জানিলেন, তাহার বিশ্বাস আছে যে, সে আরোগ্য হইবে। তখন তিনি আদেশ করিলেন, "তুমি সোজা হইয়া দাঁড়াও"। সে লাফাইয়া উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল। জনতা ইহা দেখিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "মনুষ্যরূপে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন"। একজন যাজক একটা বলদ ও পুষ্পমালা প্রেরিতদের নিকট উৎসর্গ করিবার জন্য আনিল। পৌল ও বার্ণাবাস ইহা দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? আমরাও তোমাদের ন্যায় নশ্বর দেহধারী মানুষ। আমরা অলীকতা হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত, সমুদ্র ও তাহাদের অন্তর্গত সকল বস্তুর স্রষ্টা, সেই জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে তোমাদের মন ফিরাইতে আসিয়াছি। তথাপি অতিকষ্টে তাঁহারা ঐ লোকদিগকে পূজাদান হইতে বিরত করিল। আন্তি-

রোখ ও ইকনিয়ম হইতে আগত শক্রগণ জনতাকে প্রেরিতগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। তাহারা পৌলকে পাথর মারিয়া, তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া নগরের বাহিরে টানিয়া আনিল। শিষ্যবর্গের শুশ্রূষায় তিনি উঠিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। পরদিন তিনি বার্ণাবাসের সহিত দের্বেতে চলিয়া গেলেন।

সুসমাচার প্রচার করিয়া এবং অনেককে শিষ্য করিয়া তাঁহারা পুনরায় লুস্ত্রাতে, ইকনিয়ম্ ও আন্তিয়োখে ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যেক স্থানেই তাঁহারা শিষ্যগণের মন দৃঢ় করিলেন। তাঁহারা প্রার্থনা ও উপবাসযোগে প্রত্যেক মণ্ডলীতে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিলেন।

তাঁহারা পিসিদি ও এটেলিয়ার মধ্য দিয়া আন্তিয়োখে আসিলেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাদের দ্বারা বিধর্ম্মীদিগকে খ্রীষ্ট-ভক্ত করিয়াছেন, তাহাদের নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

১৪। যেরুশালেমে সভা

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১৫শ অধ্যায়)

"সত্যের সত্ত্বা আসিলে, তোমাদিগকে সমস্ত সত্য শিক্ষা দিবেন"। খ্রীযোহন ১৬।১৩।

কয়েকজন যীহুদী শিষ্য আন্তিয়োখে আসিয়া বিজাতীয় ভক্তগণকে বলিল, "তোমরা যদি মৈসেসের বিধান অনুসারে ছিন্নত্বক্ না হও, তবে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না"। পৌল ও বার্ণাবাস এই বিধানের বিরোধী হইলেন। পরে এই স্থির হইল যে, ইহাঁরা দুইজন যেরুশালেমে যাইয়া এই বিষয়ে মণ্ডলীর আধিকারিকগণের মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

তাঁহারা যেরুশালেমে আসিলে প্রেরিতগণ ও যাজকগণ তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য একত্র হইলেন। অনেক তর্কের পর পিতর উঠিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আপনারা জানেন, পূর্ব্বে ঈশ্বর আমাকে সুসমাচার প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর যেমন আমাদের পবিত্রাত্মাকে দান করিয়াছিলেন, তেমনি তাহাদিগকেও দান করিয়া তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাহাদের ও আমাদের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য রাখেন নাই।

তাহাদের হৃদয় তিনি ধর্ম্মজ্ঞানে পবিত্র করিয়াছেন। তবে তাঁহার শিষ্যদের উপরে বোঝা চাপাইয়া কেন ঈশ্বরকে বিরক্ত করিতেছ? প্রভু যীশুর অনুগ্রহে যেমন আমাদের পরিত্রাণে আস্থা আছে, তাহাদেরও তেমনি"। তখন সকলে নীরব হইয়া রহিল। পরজাতিগণের মধ্যে ঈশ্বর কি অদ্ভুতকার্য্য সাধন করিয়াছেন, বার্ণাবাস ও পৌল বর্ণনা করিলেন,। ইহার পর যাকোব বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, এই পরজাতিগণের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, তাহাদিগকে আমরা বাধা দিব না"।

তখন প্রেরিতগণ ও যাজকগণ সমস্ত মণ্ডলীর সহযোগে আপনাদের মধ্য হইতে মনোনীত কয়েকজনকে পৌল ও বার্ণাবাসের সহিত আন্তিয়োখে পাঠাইতে স্থির করিলেন। তাহাদের হস্তে এইরূপ পত্র দিলেন—

"প্রেরিতগণ, প্রাচীনগণ ও ভক্তগণ আন্তিয়োখ, সিরিয়া ও সিলিসিয়া-নিবাসী বিজাতীয় ভক্তগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা যাহা লিখিলাম, আমাদের প্রেরিত যূদা ও সিলা মুখেমুখেও তাহা ব্যাখ্যা করিবেন। পবিত্রাত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত হইল যে, আবশ্যক বিষয় ব্যতীত তোমাদের উপর আর কোন ভার দেওয়া হইবে না; ফলতঃ প্রতিমার নিকট উৎসর্গীকৃত পশুবলির মাংস ও সরক্ত মাংস ভোজন ও ব্যভিচার হইতে দূরে থাকিবে। স্বস্তি"।

পৌল ও তাঁহার সঙ্গী আন্তিয়োখে আসিলেন। লোকসমূহকে একত্র করিয়া পত্রখানি দিলেন; তাহার পাঠে সকলে আনন্দিত হইল।

১৫। সুসমাচার প্রচারার্থে সিদ্ধ পৌলের দ্বিতীয় যাত্রা

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১৫শ—১৮শ অধ্যায়)

"যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের পক্ষে ক্রুশতত্ত্ব মূঢ়তা; কিন্তু পরিত্রাণ-লাভ করিয়াছি যে আমরা, তাহা ঈশ্বরের পরাক্রম-স্বরূপ"। ১ম করিন্থীয় ১।১৮।

পৌল ও বার্ণাবাস আন্তিয়োখে রহিলেন এবং অপর অনেকের সহিত প্রভুর সুসমাচার প্রচার করিলেন। কিছু দিন পর পৌল বার্ণাবাসকে

কহিলেন, "চল, আমরা যে সকল নগরে প্রভুর সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম, সেই সকল নগরে এখন ফিরিয়া গিয়া ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধান করি, দেখি তাহারা কেমন আছে"। বার্ণাবাস মার্ককে সঙ্গে লইয়া সাইপ্রাসে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পৌল সিলাকে লইয়া রওনা হইলেন। তিনি সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর হইয়া ত্রোয়াদে গেলেন। তিনি ভক্তসমাজকে সুদৃঢ় করিলেন এবং প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের আজ্ঞা পালন করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।

ত্রোয়াদে পৌল এক দর্শন পাইলেন। এক ম্যাসিদনীয় পুরুষ দাঁড়াইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে বলিতেছে, "ম্যাসিদনীয়াতে আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন"। অবিলম্বে আমরা ম্যাসিদনীয়ায় যাইতে চেষ্টা করিলাম। আমরা ত্রোয়াদে হইতে ফিলিপিতে উপস্থিত হইলাম বিশ্রামবারে নগর-দ্বারের বাহিরে নদীতীরে গেলাম, মনে করিলাম সেখানে প্রার্থনার স্থান আছে। ভূতগ্রস্তা একটী দাসী আমাদের সম্মুখে পড়িল। সে ভাগ্যকথন দ্বারা তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর লাভবান করিত। পৌল সেই ভূতকে কহিলেন, "আমি শ্রীযীশুখ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হইয়া যাও"। সেই মুহূর্ত্তেই ভূত বাহির হইল। কিন্তু তাহার কর্ত্তারা লাভে বঞ্চিত হইয়া পৌলকে ও সিলাকে শাসনকর্ত্তাদের নিকটে আনিয়া বলিল, "এই ব্যক্তিরা আমাদের নগর অস্থির করিয়া তুলিতেছে" তাহাতে লোকসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিল এবং শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়া কারারুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কারারক্ষক তাহাদিগকে ভিতর কারাগারে বদ্ধ করিল এবং তাঁহাদের পা তুরুমে আবদ্ধ করিল। মধ্য রাত্রে পৌল ও সিলা প্রার্থনা করিতে করিতে ঈশ্বরের স্তোত্রগান করিতেছিলেন; বন্দী-সকল তাঁহাদের স্তোত্র শুনিতেছিল; হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হইল। তাহাতে কারাগারের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিল। অবিলম্বে কারাগারের সকল দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সকলের বন্ধন খুলিয়া গেল। কারারক্ষক জাগ্রত হইয়া দেখিল, কারাগারের দ্বারসকল উন্মুক্ত; বন্দিগণ পলায়ন করিয়াছে ভাবিয়া সে খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল কিন্তু পৌল উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে! আত্মহত্যা করিও না। আমরা সকলেই এখানে আছি"। তখন সে আলো আনিতে বলিয়া ভিতরে দৌড়িয়া গেল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে

পৌলের ও সিলার চরণে পড়িল, আর তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল, "মহাশয়গণ, পরিত্রাণের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে"? তাঁহারা কহিলেন, "প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করিলে সপরিবারে পরিত্রাণ পাইবে"। পরে তাঁহারা তাহার বাটীর সকলের নিকট ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই সে সপরিবারে প্রক্ষালিত হইল। প্রভাত হইলে শাসনকর্ত্তারা শুনিলেন যে, তাঁহারা রোমক সম্রাটের প্রজা; তাহাতে তাঁহারা ভীত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নগর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রেরিতগণ চলিয়া গেলেন। আম্ফিপলিস ও আপলনীয়ার মধ্য দিয়া তাঁহারা থেসালনিকে আসিলেন। সেখানে যিহুদী-দের একটা সমাজগৃহ ছিল। পৌল তিন বিশ্রামবারে তাহাদের নিকট প্রচার করিলে পর তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করিল। কিন্তু যিহুদীরা নগরে গোলযোগ আরম্ভ করিল। ভ্রাতৃগণ রাত্রিকালে পৌল এবং সিলাকে বেরেয়াতে প্রেরণ করিল। এখানেও যখন অনেকে বিশ্বাস করিল, থেসালনিকীয় যিহুদীরা এখানেও আসিয়া একটা গোলযোগ আরম্ভ করিল। ভ্রাতৃগণ পৌলকে এথেন্স্ পর্য্যন্ত লইয়া গেল। সিলা ও টিমোথি বেরেয়াতে রহিলেন।

এথেন্সে সমস্ত নগর পৌত্তলিক দেখিয়া পৌল রাগান্বিত হইলেন। অতএব তিনি সমাজগৃহে যিহুদীদের সহিত এবং আংগারার চকে লোকদের সহিত তর্ক করিলেন। কতক দার্শনিক তাঁহার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। কয়েকজন বলিল, "এ বাচাল কি বলিতেছে"? অপরে বলিল, "ইহাকে কোন বিদেশী দেবতার প্রচারক বলিয়া মনে হয়"। তাহারা পৌলকে ধরিয়া শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিল, "তোমার এই নূতন ধর্ম্মমত কি, আমরা জানিতে পারি কি"?

পৌল শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে এথেন্স্-বাসীগণ আমি তোমাদের নগর পরিদর্শনকালে, নানা দেবতার অনেক মন্দির দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে একটা বেদীর উপরে এইরূপ লিখন দেখিলাম, "অজ্ঞাত ঈশ্বরোদ্দেশ্যে"। যাহাকে তোমরা না জানিয়া উপসনা করিতেছ, তাঁহাকেই আমি তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি। যে ঈশ্বর পৃথিবী ও সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই স্বর্গমর্ত্ত্যের পরেশ, মনুষ্য কর্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরে বাস করেন না; মনুষ্যের হস্তদ্বারাও সেবিত হন না, কারণ তিনি সমস্ত জীবকে প্রাণ

ও শ্বাস প্রদান করেন। সমস্ত মানব-জাতীকে তিনি একটী মনুষ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তরের মূর্ত্তি মনুষ্যের কল্পনায় ও কর্ম্মকৌশলে নির্ম্মিত ; তাহাতে ঈশ্বরের সাদৃশ্য নাই। ঈশ্বর অনেককাল মনুষ্যের অজ্ঞতা উপেক্ষা করিয়া এখন জ্ঞাপন করিতেছেন যে, সর্ব্বত্র মনুষ্যের মনঃপরিবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য ; কারণ তিনি এই জগতের ন্যায়-বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি—যাঁহাকে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত করিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিলেন. তাঁহারই দ্বারা তিনি সেই বিচার করাইবেন। পুনরুত্থানের কথা শুনিয়া কয়েকজন ঠাট্টা করিল। অপরে বলিল, "এ বিষয়ে আমরা আর একদিন শুনিব"। পৌল তাহাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কতক লোক তাঁহার শিষ্য হইল।

অতঃপর পৌল করিন্থে যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি আকুইলা নামক যিহুদীর অতিথি হইলেন তিনি প্রতি বিশ্রামবারে যিহুদীদের সমাজগৃহে শ্রীযীশুর নাম প্রচার করিতেন। করিন্থিয়ানদের অনেকেই শ্রীযীশুর নামে প্রক্ষালিত হইল। প্রভু রাত্রিকালে পৌলকে দর্শনে বলিলেন, "ভীত হইও না, প্রচার কর. ক্ষান্ত হইও না, কারণ আমিই তোমার সহায় ; কেহ তোমার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তোমার অনিষ্ট করিবে না ; কারণ এই নগরে আমার অনুজীবীগণের সংখ্যা বহুল। তিনি সেখানে দেড় বৎসরকাল রহিলেন এবং তাহাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করিলেন।

আন্তিয়োখ।

করিন্থে অনেক দিন থাকিয়া পৌল ভ্রাতৃগণের নিকট বিদায় লইলেন। এফেসস্ নগরে তিনি সমাজগৃহে যিহুদীদের সহিত তর্ক করিলেন। তাহারা তাঁহাকে আরও কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি এই বলিয়া

বিদায় লইলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি পুনরায় আসিব"। তিনি এফেসস্ হইতে কৈসরীয়া হইয়া যেরূশালেমে গেলেন এবং তথায় খ্রীষ্টভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি আন্তিয়োখে আসিলেন।

১৩। সুসমাচার প্রচারার্থে সিদ্ধ পৌলের তৃতীয় যাত্রা

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ১৮শ—২১শ অধ্যায়)

"তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিকতর পরিশ্রম করিয়াছি; তথাপি তাহা আমার কৃত নহে, কিন্তু আমার সহায় ভগবদনুগ্রহই তাহা করিয়াছে"। ১ম করিন্থীয় ১৫।১০।

আন্তিয়োখে কিয়ৎকাল যাপন করিলে পর পৌল পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন, এবং গালাতিয়া ও ফ্রিজিয়ায় পর্য্যটন করিয়া শিষ্যবর্গকে সুস্থির করিলেন। এফেসসে আগমনের পর তিনি কতিপয় শিষ্যের সঙ্গলাভ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "শ্রদ্ধধান হইয়া তোমরা কি পবিত্রাত্মাকে গ্রহণ করিয়াছ"? তাহারা বলিল, "পবিত্রাত্মা যে আছেন, তাহা আমরা শ্রবণও করি নাই"। অনন্তর তিনি বলিলেন, "তবে তোমরা কি প্রকারে স্নাত হইয়াছিলে"? তাহারা বলিল, "শ্রীযোহনের স্নান-বিধানুসারে"। তদনন্তর পৌল বলিলেন, "অনুতাপ-সূচক স্নানে যোহন জন-নিবহকে স্নাত করিতেন, তাহাদিগকে বলিতেন—তাঁহার পর যিনি আগমন করিবেন, তাঁহাতে অর্থাৎ শ্রীযীশুতেই তাহাদিগকে শ্রদ্ধধান হইতে হইবে"। তচ্ছ্রবনে তাহারা প্রভু যীশুর নামোদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হইল। পরে পৌল তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে পবিত্রাত্মা তাহাদের উপরিষ্টাৎ সমবতরণ করিলেন ও তাহারা নানাভাষায় কথালাপ সিদ্বাদেশ করিতে লাগিল। তাহারা ন্যূনাধিক দ্বাদশ জন ছিল।

সমাজ-সন্নিবেশে তিনি মাসত্রয় ভগবদ্রাজ্য-বিষয়ে নির্ভয়ে প্রসঙ্গ করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ কঠিন-হৃদয় ও অশ্রদ্ধ থাকিলে, প্রভুর প্রদর্শিত মার্গের নিন্দা করিলে, তিনি তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন; শিষ্যবর্গকে পৃথক্ করিয়া তিনি প্রত্যহ তিরান্ন-নামা একজনের বিদ্যালয়ে কথাপ্রসঙ্গ করিতে

লাগিলেন। এই প্রকারে বৎসরদ্বয় যাপিত হইল*। পৌলের হস্তে ভগবান্ অসামান্য আশ্চর্য্য সাধন করিতেন। তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ-মার্জ্জনী ও কটিপ্রচ্ছদ ব্যাধি-পীড়িতগণের সমীপে নীত হইলে তাহারা ব্যাধি-রহিত হইত, ভূত-প্রেতও বহিষ্কৃত হইত। যাহারা শ্রদ্ধধান হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকজন সমাগত হইয়া স্বপাপ খ্যাপন করিত। অধিকন্তু, যাহারা কুহকবৃত্ত ছিল, তাহাদের অনেকে স্বগ্রন্থ আনয়ন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ভস্মসাৎ করিল; তাহারা তৎসমুদয়ের মূল্য গণনা করিয়া দেখিল, তাহা ৫০,০০০ দীনার। এই প্রকারে ভগবদ্বাক্য প্রবল হইল।

অতঃপর পৌল মনঃসঙ্কল্প করিলেন, মাকেদোনিয়া ও আখায়ায় পর্য্যটন করিয়া তিনি যেরুশালেমে যাইবেন। তিনি বলিলেন, "সেই স্থানে যাইবার পর আমি রোমক-নগরও দর্শন করিব। অনন্তর তাঁহার পরিচারকদের দুই জনকে অর্থাৎ তীমথিয় ও এরাস্তকে মাকেদোনিয়ায় প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং এশিয়া-প্রদেশে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিলেন।

তৎকালে ভগবদ্বাক্য-প্রসঙ্গে বিষম সঙ্খোভ হইল। দেমেত্রিয়-নামা জনৈক স্বর্ণকার দিয়ানা-দেবীর রৌপ্য-মন্দির নির্ম্মাণ করাইত; তাহাতে শিল্পীদের প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইত; সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে সমবেত করিয়া বলিল,
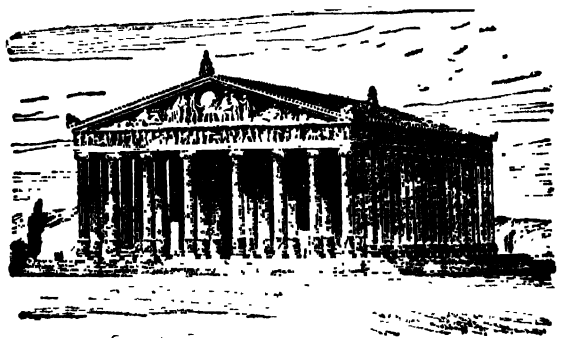
এফেসসে দিয়ানাদেবীর মন্দির

"মহাশয়গণ, আপনারা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, কেবল এফেসসে নহে, প্রায় সমস্ত এশিয়া-প্রদেশে এই পৌল বহুজনকে মতান্তরাবলম্বী করিয়াছে; সে বলে, 'হস্তনির্ম্মিত দেব, দেবই নহে'। ইহাতে কেবল আমাদের ব্যবসায় সঙ্কটাপন্ন নহে, কিন্তু মহাদেবী দিয়ানার মন্দিরও হেয় হইবে"। তচ্ছ্রবণে তাহারা কোপাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,

*গালাতীয়দের প্রতি পত্র ও করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্র এফেসসে লিখিত হয়।

"এফেসীয়দের দিয়ানাই মহাদেবী"! অনন্তর সমস্ত নগর বিপ্লবে পরিপূর্ণ হইল; নগররক্ষিগণ অতিকষ্টে জনৌঘকে শান্ত করিতে পারিল।

বিপ্লবের নিবৃত্তি হইলে পৌল শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া সমাশ্বস্ত করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন ও মাকেদোনিয়ায়* যাত্রা করিলেন। সেই প্রদেশে পর্য্যটনকালে শিষ্যগণকে বহুবাক্যে সমাশ্বস্ত করিয়া তিনি গ্রীস-দেশে* উপস্থিত হইলেন ও মাসত্রয় যাপন করিলেন।

তিনি নৌযোগে সিরিয়া-দেশে যাইতে সমুদ্যত হইলে যিহুদীরা তাঁহার বিরুদ্ধে কপট-প্রবন্ধ রচনা করিল। অতএব তিনি মাকেদোনিয়ার সীমান্তর যাবৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। নিষ্কিন্বপূপোৎসবের পর আমরা ফিলিপ্পী হইতে নৌযোগে প্রস্থান করিলাম। পঞ্চাহের পর আমরা ত্রোয়া-নগরে শিষ্যগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম ও সেই স্থানে সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিলাম।

সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রোটিকা-ভঞ্জনার্থে সমবেত হইলে পরপ্রাতঃ-কালে প্রস্থানোদ্যত পৌল তাহাদের সহিত সংলাপ করিলেন। তিনি চন্দ্রশালায় মধ্যরাত্র যাবৎ কথাপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিলেন। এউতিক-নামে জনৈক যুবক বাতায়নে উপবিষ্ট ছিল। পৌল দীর্ঘকাল ধর্ম্মপ্রবচন করিলে সে গাঢ়নিদ্রাক্রান্ত হইয়া তৃতীয়ভূমি হইতে ভূতলে পতিত হইল ও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। পৌল অবতরণ করিয়া তাহার শবোপরি আনত হইলেন ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, সহচরগণকে বলিলেন, "তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, ইহার দেহে প্রাণ আছে"। অনন্তর তিনি চন্দ্রশালায় যাইয়া রোটিকা ভক্ষণ করিলেন ও আহারান্তে প্রভাত যাবৎ কথাপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই যুবকটীর প্রত্যুজ্জীবনে শিষ্যগণ অসামান্য চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন।

পৌলের সহিত মিলিত হইতে তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে আমরা নৌযোগে আস্সোস-নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম; কারণ তিনি স্থলপথে যাইতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আস্সোস-নগরে তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলে আমরা নৌযোগে মিতিলেনায় আগমন করিলাম। সেই স্থান হইতে যাত্রা

*করিন্থীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র এই স্থানে লিখিত হয়

রোমক-মণ্ডলীর প্রতি পত্র গ্রীসে লিখিত হয়।

করিয়া আমরা পরদিনে খীয়-দ্বীপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমরা দ্বিতীয় দিবসে সামস্-দ্বীপে ও চতুর্থ দিবসে মিলেতো-নগরে সমাগমন করিলাম।

মিলেতো হইতে এফেসুসে দূত প্রেরণ করিয়া তিনি মণ্ডলীর আচার্য্যগণকে আহ্বান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "এশিয়া-দেশে আমার আগমনের প্রথমদিনাবধি তোমাদের সঙ্গে আমি কি আচার-ব্যবহার করিয়াছি, তাহা তোমরা জান। সুবিনীত হইয়া, অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, যিহুদীদের কুমন্ত্রণাজাত উপপ্লবের মধ্যে আমি প্রভুর সেবা করিয়াছি। তোমাদের হিতকর কোন তত্ত্বই আমি গোপন করি নাই, প্রত্যুত সর্ব্বপ্রত্যক্ষে গৃহে গৃহে, তোমাদের অধ্যাপক হইয়া তোমাদিগকে সুনিশ্চিত করিয়াছি। সম্প্রতি আমি যেরুশালেমে যাইতেছি; সেই স্থানে আমার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা আমি জানি না; কেবল ইহাই জানি যে, পবিত্রাত্মা আমাকে বলিতেছেন, বন্ধন ও ক্লেশ আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহার কিঞ্চিন্মাত্রেও আমি ভীত নহি। আমার প্রাণও আমি মহামূল্য গণনা করি না; কেবল আমার জীবদশা সমাপন করিতে ও সুসমাচারে সাক্ষ্যপ্রদানার্থে প্রভু যীশু হইতে লব্ধ সেবাধর্ম্মটী সাধন করিতেই আমি সমুৎসুক। তোমরা স্ববৃত্তে কৃতাবধান হও, পবিত্রাত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভক্ত সমবায়ে কৃতাবধান হও, ভগবানের স্বশোণিতে ক্রীতা মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণে যতমান হও। আমি জানি, আমার প্রস্থানের পর দুর্জ্জয় বৃকগণ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, ভক্তবৃন্দে দয়া করিবে না। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্য হইতেই কোন কোন লোক অভ্যুত্থিত হইয়া কুটিল বাক্যে শিষ্যগণকে অনাচার করিতে সচেষ্ট হইবে। অতএব সাবধানে থাকিয়া স্মরণ করিবে যে, আমি বর্ষত্রয় যাবৎ সবাষ্পনেত্রে তোমাদের প্রত্যেক জনকে প্রবুদ্ধ করিতে বিরত হই নাই। আমি ইদানীং ভগবানের হস্তে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম; পবিত্রীকৃত সর্ব্বজনের মধ্যে তোমাদিগকে দায়াধিকার প্রদান করিতে তিনিই সমর্থ"।

এই কথার পর পৌল নতজানু হইলেন ও সকলের সহিত ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর রোরুদ্যমান শিষ্যগণ পৌলের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ শিষ্যগণ পৌলের মুখ পুনর্ব্বার দর্শন করিবেন না, তাঁহার এই বাক্যে ভক্তবৃন্দ অতীব দুঃখার্ত্ত হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা পোত যাবৎ পৌলের সহিত গমন করিলেন।

তাঁহাদিগের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া আমরা নৌযোগে তীর-নগরে ও সেই স্থান হইতে তোলেমায়িতে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ভ্রাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া আমরা পরদিনে কৈসরিয়া-নগরে ও সেই স্থান হইতে যেরুশালেমে গমন করিলাম।

১৭। কৈসরিয়ায় পৌলের কারাবাস

(প্রেরিতগণের ক্রিয়া ২১শ-২৬শ অধ্যায়)

"আমাদের মধ্যে যে ভাবী বৈভব প্রকাশিত হইবে, তাহার সহিত ইহকালীন দুঃখক্লেশ তুলিত হইবার যোগ্য নহে"। রোমক ৮।১৮।

একদা মন্দিরমধ্যে পৌলকে দেখিয়া এশিয়া-প্রদেশাগত যিহুদীরা তাহাকে আক্রমণ করিল ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "ইস্রায়েলবংশের পুরুষগণ, সাহায্য কর। এই লোকটাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র তর্ক করে"। অনন্তর সমস্ত নগর সঙ্ক্ষুব্ধ হইল ও নাগরিকগণ ধাবমান হইয়া সেই স্থানে সমবেত হইল। তাহারা পৌলকে বলপূর্ব্বক মন্দিরের বহির্ভাগে আনয়ন করিল। কোপাকুল নাগরিকগণ তাঁহাকে বধ করিত, কিন্তু মুখ্য সেনানী সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকদের সহিত সেই স্থানে ঝটিতি সমাগত হইয়া তাহাদের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। মুখ্য সেনানীর আদেশে পৌল দুর্গমধ্যে নীত হইলেন। অতঃপর সৈনিকগণ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া কশাঘাত করিতে সমুদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "বিনা বিচারে রোমকের গাত্রে কশাঘাত কি তোমাদের ব্যবস্থানুরূপ"? পার্শ্বে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি রোমক"? পৌল বলিলেন, "আমি আজন্ম রোমক"। যাহারা তাঁহাকে কশাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। অতঃপর তিনি মহাসভায় আনীত হইলেন! তিনি নিরপরাধ কি না, তদ্বিষয়ে মহাসভায় বিসংবাদ হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে পুনর্ব্বার দুর্গাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন।

পরনিশায় প্রভু পৌলকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "দৃঢ়মতি হও; কারণ

যেরুশালেমে তুমি আমার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিলে, রোমেও সাক্ষ্যদান করিতে হইবে"।

প্রভাত হইলে চত্বারিংশদধিক যিহুদী সমবেত হইয়া দিব্য করিল, পৌলকে হত্যা না করিয়া তাহারা অন্নজল গ্রহণ করিবে না। অতএব মুখ্য সেনানী আদেশ করিলেন, পৌল রাত্রিকালে একদল সৈন্যের সহিত কৈসরিয়ায় দেশাধ্যক্ষ ফেলিচের সন্নিধানে প্রেরিত হইবেন। পঞ্চাহের পর মহাযাজক আনানীয় কতিপয় গুরুজনের সহিত কৈসরিয়ায় উপস্থিত হইলেন ও দেশাধ্যক্ষের সন্নিধানে যাইয়া পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। দেশাধ্যক্ষ জনৈক সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, তিনি পৌলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তাহাকে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন।

রোমক সৈনিকগণ

পরে ফেলিচে তাঁহার যিহুদীজাতীয়া পত্নী দ্রুশিল্লার সহিত দুর্গমধ্যে সমাগত হইলেন ও পৌলকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মুখে শ্রীযীশুখ্রীষ্টের তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্মচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্যা ও ভাবী বিচারের বিষয়ে পৌলের ভাষ্য-শ্রবণে ফেলিচে ভীত হইয়া বলিলেন, "এখন যাও, সুযোগ হইলে আমি তোমাকে ডাকাইব"। ফেলিচে আশা করিয়াছিলেন, পৌল তাহাকে উৎকোচ প্রদান করিবেন ; এই কারণে তিনি পৌলকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত বারম্বার কথালাপ করিতেন।

বর্ষদ্বয়ের পর পর্শিয় ফেস্ত ফেলিচের পদে বিনিযুক্ত হইলেন। সেই প্রদেশে আগমন করিয়া তিনি দিবসত্রয়ের পর কৈসরিয়া হইতে যেরুশালেমে গমন করিলেন। প্রধান যাজকগণ ও সমাজপতিগণ তাঁহার সম্মুখে পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেরুশালেমে পৌলের প্রত্যানয়ন আদেশ করুন। তাঁহারা পথিমধ্যে পৌলকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেস্ত বলিলেন, তিনি কৈসরিয়াতেই পৌলের বিচার করিবেন।

কতিপয় দিবসের পর তিনি কৈসরিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া পৌলকে আহ্বান করিলেন। পৌল বিচারগৃহে প্রবেশ করিলে যেরুশালেম হইতে সমাগত যিহুদীরা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার

বিরুদ্ধে বহুধা অভিযোগ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ করিতে পারিল না। প্রতিবাদী পৌল বলিলেন, "যিহুদীজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বা সম্রাটের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধই করি নাই"। ফেস্ত কিন্তু যিহুদীদের অনুরঞ্জনার্থে পৌলকে বলিলেন, "যেরুশালেমে আমার সমক্ষে এই সকল অভিযোগের বিচার হইলে তুমি কি সেস্থানে যাইতে সম্মত"? পৌল বলিলেন, "আমি সম্রাট্-সন্নিধানে বিচারপ্রার্থী"। তদনন্তর মন্ত্রিসভার সহিত মন্ত্রণা করিয়া ফেস্ত বলিলেন, "তুমি সম্রাট্-সন্নিধানে বিচার প্রার্থী, সম্রাট্-সন্নিধানেই যাইবে"।

১৮। রোম-নগরে পৌল

(প্রেরিতগণের-ক্রিয়া ২৭শ ও ২৮শ অধ্যায়)

আমি ধর্ম্মা সংগ্রামে যুদ্ধ করিয়া গন্তব্য পথের পর্য্যন্ত-পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়াছি, এক্ষাটি রক্ষা করিয়াছি। অতঃপর ধর্ম্মের মুকুট আমার নিমিত্ত সংরক্ষিত হচ.। যিনি সর্ব্ব-নিয়ন্তা, যিনি ন্যায়াধার প্রাড্বিবাক তিনি সেই মহাদিনে তাহা আমাকে প্রদান করিবেন, কেবল আমাকে নহে, কিন্তু যাহারা তাহার আবির্ভাবাকাঙ্ক্ষী, তাহাদিগকেও প্রদান করিবেন। ২য় তামথিয় ৪।৭,৮।

সমদ্রপথে পৌলের ইতালিয়া-দেশে প্রয়াণ ব্যবস্থিত হইলে তিনি কতিপয় বন্দীর সহিত রাজকীয় সৈন্যদলের যুলিয়ুস্-নামা অধ্যক্ষের হস্তে সমর্পিত হইলেন। আমরা যথাকালে যে পোতে যাত্রা করিলাম, তাহা এশিয়া-প্রদেশের উপকূলস্থ নানাস্থানে যাইবে। পরদিবসে আমরা সীদোনে উপস্থিত হইলাম। যুলিয়ুস্ পৌলের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তাহাকে বন্ধুবান্ধবের গৃহে আতিথ্য-স্বীকারের অনুজ্ঞা করিলেন। সীদোন হইতে আমরা লিচিয়া-প্রদেশের মিস্রা-নগরে আগমন করিলাম। এই স্থানে সেকন্দরিয়া হইতে আগত, ইতালিয়া-গামী এক পোতে যুলিয়ুস্ আমাদিগকে আরোহণ করাইলেন। অতঃপর বহুদিবস-ব্যাপি মন্দগমনের পর আমরা অতিকষ্টে ক্রেতা-দ্বীপে উপস্থিত হইলাম ও 'সুন্দর-পোতাশ্রয়'-নামক স্থানে প্রবেশ করিলাম।

এই স্থানে পৌল নাবিকগণকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি দেখিতেছি,

এই জলযাত্রায় কেবল পণ্যাদির ও পোতের বিপত্তি ও মহাক্ষতি হইবে না, আমাদেরও প্রাণসংশয় হইবে"। কিন্তু যুলিয়ুস্ পৌলের বাক্যাপেক্ষা কর্ণধার ও পোতস্বামীর আয়ত্ত হইলেন। অধিকন্তু সেই পোতাশ্রয় শীতকালযাপনের অনুপযুক্ত ছিল; এই কারণে বহু পোতারোহী সেই পোতাশ্রয় হইতে প্রস্থানের ও কোন প্রকারে ফৈনীচে যাইয়া সেই স্থানে শীতকালযাপনের মন্ত্রণা অনুমোদন করিল। অনন্তর দক্ষিণ সমীরণ মন্দ মন্দ বহমান হইলে তাহারা উৎসাহিত হইয়া পোতমোচন করিল ও ক্রেতা-দ্বীপের উপকূলের নিকটে থাকিয়া গমন করিতে লাগিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে 'পূর্ব্বোত্তর'-নামক প্রভঞ্জন সঞ্জাত হইলে বাতাহত পোত বায়ুবেগের প্রতিকূলে যাইতে পারিল না; আমরাও অগতিক হইয়া আন্দোলিত হইতে লাগিলাম। নাবিকগণ প্রথমে নৌভার ও তদনন্তর নৌসজ্জাও সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। অনেক দিন যাবৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের তিরোধানে, প্রভঞ্জনের প্রাচণ্ড্যে, আমাদের নিস্তার আশাতীত হইল।

পোতারোহীগণ অনেক দিন অনাহারে থাকিলে পর পৌল তাহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমার বাক্যে প্রণিধান করিয়া আপনারা ক্রেতা হইতে প্রস্থান না করিলে আমাদের এই ক্লেশ ও ক্ষতি হইত না। তথাপি এই সময়ে আমি আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আপনারা স্থিরচিত্ত হউন; কারণ আপনাদের কাহারও প্রাণনাশ হইবে না, কিন্তু পোতটী নষ্ট হইবে। আমি যাঁহার অনুজীবী, আমি যাঁহার সেবক, সেই পরমেশ্বরের দূত গতরাত্রে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছেন, 'পৌল, ভীত হইও না; তোমাকে সম্রাট্-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। দেখ, ভগবান্ তোমার সহযাত্রিগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন'। অতএব, মহাশয়গণ, আপনারা স্থিরচিত্ত হউন। কারণ ভগবানে আমার এই শ্রদ্ধা আছে যে, তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সফল হইবে। তথাপি আমাদিগকে কোন দ্বীপে যাইতে হইবে"।

অতঃপর চতুর্দ্দশী রাত্রির নিশীথে নাবিকগণ অনুমান করিল, তাহারা কোন দেশের সমীপে উপগত হইতেছে। তদনন্তর মানরজ্জু নিক্ষেপ করিয়া তাহারা নির্ণয় করিল, জলের গাম্ভীর্য বিংশতি ব্যাম। কিঞ্চিদ্দূরে যাইয়া তাহারা নির্ণয় করিল, জল পঞ্চদশ ব্যাম গভীর। প্রত্যূষে পৌল নাবারোহগণকে আহার করিতে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কাহারও মস্তকের একটী

কেশও নষ্ট হইবে না"। অনন্তর তাহারা সমাশ্বস্ত হইয়া আহার করিল। সেই পোতে ২৭৬ মানুষ ছিল। সূর্য্যোদয় হইলে তাহারা দেশটী নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। কিন্তু সৈকতবান্ এক বঙ্ক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইলে তাহারা সেই সৈকতাভিমুখে নৌচালন করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বঙ্কের মুখে নৌমুখ সমুদ্র-গর্ভের সিকতায় নিবদ্ধ ও পৃষ্ঠভাগ তরঙ্গের প্রাচণ্ড্যে বিদীর্ণ হইল। বন্দিগণ সন্তরণে পলায়ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে রক্ষিবর্গ তাহাদিগকে হত্যা করিবার মন্ত্রণা করিল। কিন্তু পৌলের প্রাণ-রক্ষার্থে সমুৎসুক হইয়া যুলিয়ুস্ তাহা নিষেধ করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন, যাহারা সন্তরণপটু, প্রথমে তাহারা সন্তরণ করিয়া পারগত হইবে; অবশিষ্ট নাবারোহগণ কাষ্ঠফলক ও পোত হইতে পতিত দ্রব্যাদি অবলম্বন করিয়া উত্তীর্ণ হইবে। এই প্রকারে সমস্ত নাবারোহ নির্ব্বিঘ্নে পারগত হইল।

রক্ষাপ্রাপ্তির পর আমরা জানিতে পারিলাম, দ্বীপটীর নাম মেলিতা। তত্রস্থ বর্ব্বরগণ আমাদের প্রতি অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করিল। তৎকালে বৃষ্টি হইতেছিল, আমরাও শীতার্ত্ত হইয়াছিলাম। তাহারা অগ্নীন্ধন করিয়া আমাদের সৎকার করিল।

পৌল কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে একটা সর্প নির্গত হইয়া তাহার হস্ত দংশন করিল ও তাহাতে লম্বিত হইল। তদ্দর্শনে বর্ব্বরগণ বলিতে লাগিল, "এই লোকটা নিশ্চিত নরহন্তা; লোকটা সমুদ্র হইতে রক্ষিত হইলেও ধর্ম্ম উহার জীবিতান্তক হইলেন"। পৌল কিন্তু সর্পটাকে অগ্নিমধ্যে নির্ধূত করিলেন, তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না। বর্ব্বরগণ তাঁহার আসন্নকাল-বিষয়ে নিশ্চিত হইল। কিন্তু দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া তাহারা দেখিল, তাঁহার মৃত্যু হইল না। এই আশ্চর্য্য-দর্শনে তাহাদের মতান্তর হইল; তাহারা বলিতে লাগিল, ইনি দেবতা।

এই স্থানের নিকটে দ্বীপাধীশের বাসভবন ছিল; তাঁহার নাম পুব্লিয়। তিনি আমাদিগকে সাদরে পরিগ্রহণ করিয়া দিনত্রয় যাবৎ প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের আতিথ্য করিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা জ্বরাতিসারে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। পৌল রোগীর শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া ভগবৎকৃপা

প্রার্থনা করিলেন ও রোগীর গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তিনি নিরাময় হইলেন। অতঃপর চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত রোগী পৌলের সমক্ষে আনীত হইল ও তিনি তাহাদের সকলকেই রোগমুক্ত করিলেন। নানাপ্রকারে আমাদের আতিথ্য-সৎকার করিয়া দ্বীপবাসিগণ আমাদের প্রস্থানকালে পাথেয়াদি মুক্ত হস্তে প্রদান করিল।

মাসত্রয় অতীত হইলে আমরা নৌযোগে সীরাকুশ, রেগিয়ম ও পুতেয়লীতে উপস্থিত হইলাম। আমাদের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোম-নগরস্থ ভ্রাতৃগণ আমাদের প্রত্যুদ্‌গমনার্থে আপ্পিয়ফরং ও ত্রিষ্টাবর্ণী যাবৎ সমাগমন করিলেন।

আমরা রোম-নগরে প্রবেশ করিলে পৌল রক্ষিক সৈন্যের সহিত স্বতন্ত্র-বাসের অনুমতি লাভ করিলেন। অনেক যিহুদী তাঁহার বাসভবনে সমাগত হইত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকালাবধি মোশির বিধি ও ঋষিবাক্যের ভাষ্য করিয়া তিনি সমাগত যিহুদীগণকে শ্রীযীশুর শরণাগত হইতে প্রোৎ-সাহিত করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশনায় কেহ কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইল; যাহারা দুরাগ্রহ, তাহারা যথাপূর্ব্ব অশ্রদ্ধ থাকিল।
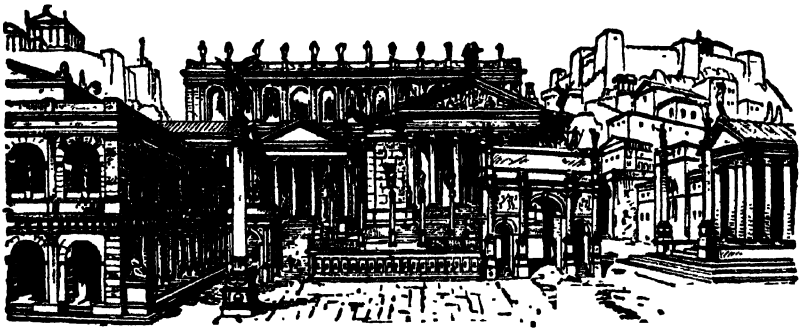
রোমনগরের ন্যায়াঙ্গন।

পৌল সম্পূর্ণ বর্ষদ্বয় ভাটকীয় গৃহে বাস করিলেন; যাহারা সেই গৃহে সমাগত হইত, তাহাদিগকে পরিগ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীযীশু-বিষয়ক তত্ত্বকলাপ নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে, বিনা বাধায়, প্রকাশ করিতেন*।

*রোম-নগরে পৌলের প্রথম কারাবাসের সময়ে এফেসীয়দের প্রতি, কলসীয়দের প্রতি, ফিলিপীয়দের প্রতি ও ফিলেমোনের প্রতি পত্র লিখিত হয়।

বর্ষদ্বয়ব্যাপী নিরোধের পর নির্ম্মুক্ত হইয়া পৌল ধর্ম্মপ্রসারণার্থে নানাস্থানে দ্বিবর্ষ যাবৎ পর্য্যটন করিলেন*। কারানিরোধের পূর্ব্বে তিনি স্পানিয়া-দেশে যাইতে সমুৎসুক ছিলেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি প্রথমে সেই দেশে গমন করিলেন। স্পানিয়া হইতে প্রাগ্দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এফেসুস, ক্রেতা, মাচেদোনিয়া ও মেলিতার মণ্ডলী-সমূহের কার্য্যাদি দর্শন করিলেন**।

রোমে সিদ্ধ পৌলের শ্রীমন্দির।

শেষে নিরোর রাজ্যকালে তিনি রোম-নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর রোম-নগরেই তিনি সিদ্ধ পেত্রের সহিত ধর্ম্মার্থে প্রাণোৎসর্গ করিলেন। আততায়িবৎ ক্রুশবিদ্ধ না হইয়া তাঁহার রোমকোচিত পৌরাধিকারের প্রভাবে তিনি ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ছিন্নমস্তক হইলেন।

*কারামুক্তির পর ইতালিয়া-দেশে প্রবাস-কালে হেব্রেয়দের প্রতি পত্র লিখিত হয়।

**এই সময়ে তিমথীয়ের প্রতি প্রথম পত্র ও তীতের প্রতি পত্র লিখিত হয়।

।দ্বিতীয় কারাবাসের সময়ে তিমথীয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র লিখিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়। প্রেরিতগণের পত্রাবলি

১। রোমকদের প্রতি সিদ্ধ পৌলের পত্র

সকল মনুষ্যই পাপ করিয়া ঈশ্বরীয় তেজোহীন হইয়াছে; তাহারা বিনা মূল্যে, তাঁহারই অনুগ্রহে, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট-সাধিত নিষ্ক্রয়ে নির্দ্দোষীকৃত হইতেছে। ৩।২৩, ২৪।

আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধাদ্বারা মনুষ্য নির্দ্দোষীকৃত হয়; কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, "আব্রাহাম ভগবানে শ্রদ্দধান হইলেন, এবং ইহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতার্থে গণিত হইল"। [অধর্ম্মীকে যিনি ধার্ম্মিক করেন, তাঁহাতে শ্রদ্দধান জনের পক্ষে তাহার শ্রদ্ধা ধার্ম্মিকতার্থে গণিতা হয়।] ৩।২৮; [৪।৩, ৫।]

এক মনুষ্যদ্বারা পাপটা এই ভুলোকে প্রবেশ করিল ও পাপদ্বারা মৃত্যুটাও প্রবেশ করিল; এই প্রকারে সকলের পাপে মৃত্যুটা সকল মনুষ্যেই আশ্রয় করিল। একজনের আজ্ঞাভঙ্গে অনেকজন যাদৃশ অপরাধী হইল, একজনের আজ্ঞানুবর্ত্তনে অনেকজন তাদৃশ নির্দ্দোষীকৃত হইবে! ৫।১২, ১৯।

ভক্তি-লক্ষণের যে অনুপাত ভগবান্ প্রত্যেক জনকে প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তোমরা সংযতমানস হইবার চেষ্টায় অলুব্ধমানস হও। কারণ আমাদের একই শরীরে যাদৃশ অনেক অঙ্গ আছে, কিন্তু সকলাঙ্গের একবিধ কার্য্য নহে, তাদৃশ আমরা বহু হইলেও আমরা শ্রীখ্রীষ্টে একশরীর, এবং প্রত্যেক জন পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমাদিগকে যে অনুগ্রহ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমরা বিবিধ বর লাভ করিয়াছি। ১২।৩-৬।

প্রেম নিষ্কপট হউক। যাহা অভদ্র, তাহা ঘৃণা কর, যাহা ভদ্র, তাহাতে আসক্ত হও। ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরতঃ প্রিয়কর হও। কার্য্যে নিরালস্য, চিত্তে ভক্তিব্যগ্র হইয়া প্রভুর সেবা কর। প্রত্যাশায় আনন্দিত, দুঃখক্লেশে ধৃতিমান, প্রার্থনায় একাগ্রচিত্ত হও। অতিথিসৎকারে অনুরক্ত হও। যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, অভিশাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদই কর। যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। ১২।৯-১৫।

অপকারের প্রতিশোধে কাহারও অপকার করিও না। কেবল পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষে নহে, অপিচ সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষে যাহা উত্তম, তাহারই অনুষ্ঠান কর। সাধ্য হইলে সকল মনুষ্যের সহিত নির্বিরোধে কালযাপন কর। স্বয়ং বৈর-নির্যাতন করিও না, প্রত্যুত ক্রোধী হইতে দূরে থাক কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে, "প্রভু বলেন, বৈরনির্যাতন আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল প্রদান করিব। প্রত্যুত তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহাকে অন্নদান করিবে; সে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে তাহাকে জলদান করিবে"। যে প্রতিবেশীতে প্রীতিমান্ সে শাস্ত্রানুষ্ঠান করিয়াছে। ১২।১৭-২০; ১৩।৮।

প্রত্যেক জন শাসনপদের বশ হউক, কারণ বিধাতার নিয়োগ-ব্যতিরেকে শাসনপদ হয় না; অতএব যে শাসনপদের প্রতিরোধী, সে বিধাতার নিয়োগের প্রতিরোধ করে। ১৩।১,২।

প্রত্যাশাজনক পরমেশ্বর তোমাদিগকে শ্রদ্ধাদ্বারা সর্ব্ববিধ আনন্দে ও চিত্ত-প্রসাদে পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা প্রত্যাশায় ও পবিত্রাত্মার প্রভাবে উপচিত হও। ১৫।১৩।

২। করিন্থীয়দের প্রতি সিদ্ধ পৌলের প্রথম পত্র

মতভেদ নিন্দার্হ—ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা সর্ব্বথা একবাক্য হও, তোমাদের মধ্যে মতভেদ না হউক। কারণ মৎসমীপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত! একজন বলে, "আমি পৌলের শিষ্য; অন্যজন বলে, "আমি আপল্লোর শিষ্য"। ইহাতে তোমরা কি শারীরিকাচারী (বিষয়াসক্ত) হও নাই? আপল্লো কে? পৌলই বা কে? প্রভু তাহাদিগকে যাদৃশ বর একৈকশঃ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তাহাদের দ্বারা তোমরা যাহার ভক্ত হইয়াছ, তাঁহারই পরিচারক মাত্র। আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জলসেচন করিলেন, ভগবান্ কিন্তু অঙ্কুরিত করিলেন। অতএব রোপয়িতাও অসার, সেক্তাও অসার, বর্দ্ধয়িতা ভগবান্ই সার। অধিকন্তু রোপয়িতা ও সেক্তা উভয়েই সমান। তাহারা একৈকশঃ স্ববেতন লাভ করিবে। আমরা ভগবানের সহকারী; তোমরা ভগবানের ক্ষেত্র, ভগবানের মন্দির। তোমরা কি জান না যে, তোমরা ভগবানের মন্দির, এবং ভগবান্ তোমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত? যদি কেহ

ভগবানের মন্দির বিনষ্ট করে, ভগবান্ তাহাকে বিনষ্ট করিবেন। কারণ ভগবানের মন্দির পুণ্যময়; তোমরাই সেই মন্দির। ১।১০,১১; ৩।-৪৯, ১৬,১৭।

প্রেম-মাহাত্ম্য—আমি যদি মনুষ্যবর্গের ও দেবদূতগণের ভাষায় কথা বলি, কিন্তু প্রেমই যদি আমার না থাকে, তবে আমি শব্দায়মান পিত্তল-সদৃশ বা ঝম্‌ঝম্‌ধ্বনি করতালসদৃশ হই। অপিচ আমার যদি ব্রহ্মবাদিত্বের যোগ্যতা থাকে, আমি যদি সকল রহস্যে ও সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হই, পূর্ণশ্রদ্ধ হইয়া পর্ব্বত স্থানান্তর করিতে সমর্থ হই, কিন্তু প্রেমই যদি আমার না থাকে, তবে আমি তৃণপ্রায়। দীনদরিদ্রকে অন্নদানার্থে আমি যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করি, দাহনার্থে স্বশরীর বিসর্জ্জন করি, কিন্তু প্রেমই যদি আমার না থাকে, তবে আমার কোন ফলোদয়ই হয় না।

প্রেম চির-সহিষ্ণু, সদয়; প্রেম নির্দ্বেষ, অশঠ, নির্গর্ব্ব; তাহা দাম্ভিক (আত্মশ্লাঘি) হয় না, স্বার্থপরায়ণ হয় না, সহসা ক্রুদ্ধ হয় না, দোষকল্পনা (দোষারোপ) করে না, অধর্ম্মে তুষ্ট হয় না, প্রত্যুত সত্যেই সন্তুষ্ট হয়; তাহা সর্ব্ববাহ, সর্ব্বত্র বিশ্বাসপ্রতিপন্ন, বিশ্বাসৈকসার, সর্ব্বত্র শুভপ্রতীক্ষ, সর্ব্বসহ।

ব্রহ্মবাদ—লয়গত হইলেও, পরভাষাভাষণ অবসিত হইলেও, জ্ঞান বিলুপ্ত হইলেও, প্রেম কদাপি নিঃশেষিত হইবে না। কারণ আমাদের জ্ঞান খণ্ডমাত্র, আমাদের ব্রহ্মবাদও খণ্ডমাত্র। কিন্তু সিদ্ধ বিষয়টীর সমাগমে খণ্ডমাত্রই পর্য্যবসিত হইবে। বাল্যকালে আমি বালকের সদৃশ বাক্যালাপ করিতাম, বালকের সদৃশ চিন্তা করিতাম, বালকের সদৃশ বিচার করিতাম। কিন্তু আমি প্রাপ্ত-যৌবন হইলে সেই বাল্যাচরণ পরিহার করিলাম। সম্প্রতি আমরা দর্পণে অস্পষ্ট আলোকন করিতেছি, কিন্তু ভবিষ্যে সম্মুখীন হইয়া দর্শন করিব। অধুনা আমার জ্ঞান অল্পিষ্ঠ; কিন্তু ভবিষ্যে আমার যাদৃশ পরিচয় হইবে, তাদৃশ অভিজ্ঞ হইব। বস্তুতঃ শ্রদ্ধা, প্রত্যাশা ও প্রেমের ত্রিতয় বিদ্যমান: তন্মধ্যে কিন্তু প্রেমই শ্রেষ্ঠ। ১৩।১-১৩।

মানুষদ্বারা মৃত্যু যাদৃশ প্রাদুর্ভূত, মানুষদ্বারা গতাসুগণের পুনরুত্থানও তাদৃশ প্রাদুর্ভূত। আদমদ্বারা সকল-মনুষ্য যাদৃশ মরণাধীন হইয়াছে, খ্রীখ্রীষ্ট-দ্বারা সকল-মনুষ্য তাদৃশ সঞ্জীবিত হইবে। কিন্তু কেহ বলিবে, "মৃতগণ কি প্রকারে উত্থাপিত হইবে? কীদৃশ দেহ গ্রহণ করিয়াই বা তাহারা পুনরাগমন

করিবে”? হে নির্ব্বোধ, তুমি যাহা বপন কর, আদৌ গতপ্রাণ না হইলে তাহা সঞ্জীবিত হয় না। অপিচ তুমি যাহা বপন কর, তাহা উদ্ভাব্য দেহের বপন নহে, প্রত্যুত তাহা কেবল গোধূমাদি বীজের বপন। ভগবান্ কিন্তু স্বেচ্ছানুসারে তাহাকে একটী কলেবর প্রদান করেন, প্রত্যেক বীজকেই যথাযোগ্য কলেবর প্রদান করেন। সকল মাংস একবিধ নহে; প্রত্যুত মনুষ্য-পশু-পক্ষি-মৎস্যাদির বিভিন্ন মাংস হয়। অধিকন্তু স্বর্গ্য দেহ আছে, পার্থিব দেহও আছে; কিন্তু স্বর্গ্য দেহের একরূপ তেজ, পার্থিব দেহের অন্যরূপ তেজ। সূর্য্যের তেজ একবিধ, চন্দ্রের তেজ অন্যবিধ, নক্ষত্রগণের তেজ অন্যবিধ; নক্ষত্রগণের মধ্যেও তেজস্তারতম্য বিদ্যমান। মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্বিধ। যাহা উপ্ত হয়, তাহা বিনাশ্য; যাহা উত্থাপিত হইবে, তাহা অবিনাশ্য। যাহা উপ্ত হয়, তাহা তুচ্ছ; যাহা উত্থাপিত হইবে, তাহা গৌরবান্বিত; যাহা উপ্ত হয়, তাহা নির্ব্বল; যাহা উত্থাপিত হইবে, তাহা প্রবল; যে শরীর উপ্ত হয়, তাহা প্রাণের সদ্ম; যে শরীর উত্থাপিত হইবে, তাহা আত্মার সদ্ম। আদি পুরুষটী মৃদুৎপন্ন, মৃন্ময়; দ্বিতীয় পুরুষটী স্বর্গাগত, স্বর্গবাসী। এই ক্ষয়ণীয় শরীর অক্ষয়ত্ব পরিধান করিলে শাস্ত্রোক্ত এই বচনটী সিদ্ধ হইবে—“মৃত্যু বিজয়দ্বারা কবলিত হইল। হে মৃত্যো, তোমার জয় কোথায়? হে মৃত্যো, তোমার কণ্টক কোথায়”? [মৃত্যুর কণ্টক পাপ, পাপের বল ব্যবস্থাশাস্ত্র।] কিন্তু ভগবানের সাধুবাদ হউক, তিনি আমাদের প্রভু শ্রীযীশুখ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। ১৫।২১-৫৮।

৩। করিন্থীয়দের প্রতি সিদ্ধ পৌলের ২য় পত্র

ভক্তবৃন্দের পরিচর্য্যা-বিষয়ে তোমাদের প্রতি আমার লেখা-পত্র নিষ্প্রয়োজন। কারণ তোমাদের উৎসাহ আমার সুবিদিত। তথাপি আমি বলি, যে অল্পশঃ বীজ-বপন করে, সে অল্পশঃ শস্যসংগ্রহ করিবে; কিন্তু যে বহুশঃ বীজ-বপন করে, সে বহুশঃ শস্য-সংগ্রহ করিবে। ব্যয়-পরান্মুখ বা নির্ব্বন্ধ-পুষ্ট না হইয়া প্রত্যেক জন স্ব-হৃদয়ের সঙ্কল্পানুসারে দান করুক। কারণ হৃষ্টমানস দাতার প্রতি ভগবান্ সুপ্রসন্ন। অধিকন্তু ভগবান্ তোমাদিগকে সর্ব্ববিধ প্রসাদে উপচিত করিতে সমর্থ; তদ্দ্বারা তোমরা সর্ব্বদা সর্ব্ব-বিষয়ে সমৃদ্ধ

হইয়া সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিবে। যিনি বপ্তাকে বীজ প্রদান করেন, তিনিই তোমাদিগকে ভক্ষ্যান্ন প্রদান করিবেন, তোমাদের বীজ বহুলী করিবেন, তোমাদের ধর্ম্মফলও সংবর্দ্ধিত করিবেন। এই প্রকারে নির্ব্যাজ অতিদানার্থে তোমরা সর্ব্ববিধয়ে সমৃদ্ধ হইবে, এবং তাহা আমাদের দ্বারা ভগবানের সাধুবাদাবহ হইবে। কারণ এই উপকার ও সেবাধর্ম্ম কেবল ভক্তবৃন্দের অর্থাভাবের প্রতীকার করে না, অধিকন্তু অনেকের মুখে ভগবানের বহুল সাধুবাদের কারণ হয় ৯।১,২ ; ৬-১২।

আমার অধিকতর পরিশ্রম, অধিকতর কারাবন্ধন, অপরিমিত প্রহারভোগ, বহুবার প্রাণসংশয় হইয়াছে। আমি যিহুদীদের হস্তে পঞ্চবার ঊনচত্বারিংশৎ প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়াছি, বারত্রয় বেত্রাহত হইয়াছি, একবার প্রস্তরাহত হইয়াছি, বারত্রয় পোতভঙ্গে ক্লিষ্ট হইয়াছি, অগাধ জলে এক দিবারাত্র যাপন করিয়াছি। বহুবার যাত্রা-ক্লেশে, নদী-সঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সাগরসঙ্কটে, কপট ভ্রাতৃগণের সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও আয়াসে, বহু জাগরণে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, বহুবার নিরাহারে, শীতে ও বস্ত্রাভাবে আমি কালযাপন করিয়াছি। এই সকল নৈমিত্তিক দুঃখক্লেশ বিনা আমি প্রতিদিন সর্ব্বমণ্ডলীয় চিন্তায় আকুল। দামাস্কস্-নগরে রাজা আরেতাসের নিযুক্ত শাসন-কর্ত্তা আমার আসেধার্থে নগরটী সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন ; সেই সময়ে আমি পিটকমধ্যে প্রাচীরের গবাক্ষ হইতে অবতারিত ও তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হই। ১১।২৩-৩৩।

আমি প্রভুর দর্শনদান ও আবির্ভাবের বৃত্তান্ত বলিতে যাইতেছি। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে মৎপরিচিত জনৈক খ্রীষ্টভক্ত তৃতীয় স্বর্গে সমুন্নীত হইয়াছিলেন,—সশরীরে কি নিঃশরীরে সমুন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা জানি না, ভগবান্ জানেন ; তিনি অকথ্য, মর্ত্ত্যবাগতীত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১২।১-৪।

সেই পরমদর্শনলাভে আমি আত্মাভিমানী না হই, তদর্থে আমার শরীর-বেধক একটা কণ্টক আমাকে প্রদত্ত হইল ; সেটা শয়তানের দূত, আমার তাড়য়িতা। এই বিষয়ে আমি প্রভুর উদ্দেশে বারত্রয় প্রার্থনা করিলাম, যেন সেটা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার সর্ব্বসাধক ; কারণ দৌর্ব্বল্য হইতেই [আমার]

শক্তি সিদ্ধিলাভ করে"। অতএব শ্রীখ্রীষ্টের শক্তি আমাকে আশ্রয় করে, তদর্থে আমি সানন্দে স্বদৌর্ব্বল্যের শ্লাঘা করিব; এই কারণে আমি শ্রীখ্রীষ্টের নিমিত্ত স্বদৌর্ব্বল্যে, অপমানে, দারিদ্র্যে. উপদ্রবে, দুঃখক্লেশে সন্তুষ্ট থাকি; কারণ যে সময়ে আমি দুর্ব্বল, সেই সময়েই আমি সবল। ১২।৭-১০।

৮। গালাতীয়দের প্রতি সিদ্ধ পৌলের পত্র

আমার মুখে যে শুভসংবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা মানুষ-সম্ভব নহে; কারণ আমি তাহা মানুষের মুখ হইতে গ্রহণ করি নাই, প্রত্যুত শ্রীযীশুখ্রীষ্টের আপ্ত-বচন হইতেই লাভ করিয়াছি। আমি যিহুদীধর্ম্মাবলম্বী থাকিবার সময়ে আমার পূর্ব্বতন চরিতবৃত্তান্ত তোমরা শ্রবণ করিয়াছ; আমি ভগবন্মণ্ডলীর প্রতি অতীব উপদ্রব করিতাম। কিন্তু যিনি আমার জন্মাবধি আমাকে পৃথক্ করিয়াছেন, আমাকে স্বানুগ্রহে আহ্বানও করিয়াছেন, তিনিই প্রসন্ন হইয়া স্বপুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করিলেন, যেন আমি বিজাতীয়দের মধ্যে তাঁহাকে ঘোষণা করি। ১।১১-১৬।

ভগবদুদ্দেশে প্রাণধারণার্থে আমি ব্যবস্থাশাস্ত্র-বিষয়ে মৃত। শ্রীখ্রীষ্টের সহিত. আমি ক্রুশারোপিত। আমি জীবন্ত; কিন্তু যথাপূর্ব্ব জীবন্ত নহি; শ্রীখ্রীষ্টই আমার অন্তরে জীবন্ত। সম্প্রতি আমি সশরীরে যে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, তাহা সেই ভগবদাত্মজে শ্রদ্ধার বলেই নির্ব্বাহ করিতেছি, যিনি আমার প্রতি সস্নেহ হইয়া আমার কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গ করিলেন। ২।১৯,২০।

তোমরা অন্তর্যামীর বশে সদাচার হও, তাহা হইলে শারীরিকাভিলাষ পূর্ণ করিবে না। কারণ শরীরের অভিলাষ অন্তরাত্মার বিপরীত, অন্তরাত্মার অভিলাষও শরীরের বিপরীত। যাহারা শ্রীখ্রীষ্টের অনুজীবী, তাহারা শরীরটাকে উহার ইন্দ্রিয়বর্গ ও লালসার সহিত ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছে। ৫।১৬,১৭; ২৪,২৫।

কাল সম্পূর্ণ হইলে ব্যবস্থাধীন মনুষ্যদের মোচনার্থে ও আমাদের পুত্রী-করণার্থে ভগবান্ নারীজাত, ব্যবস্থাধীনীভূত, স্বপুত্রকে প্রেরণ করিলেন। ফলতঃ তোমরা পুত্র, অতএব ভগবান্ তাঁহার পুত্রের আত্মা তোমাদের অন্তঃকরণে প্রেরণ করিলেন; ইতি "পিতঃ পিতঃ বলিয়া আহ্বান করেন।

অতএব তুমি সম্প্রতি দাস নহ, তুমি পুত্র ; এবং পুত্র যদি তুমি, তবে ভগবৎ-প্রসাদে দায়াদত্ত হইয়াছ। ৪।৪-৭।

বৃথাভিমানের লোভে পরস্পরের সহিত কলহ, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, আমাদের পরিহার্য্য। ভ্রাতৃগণ, কেহ কোন পাপে পতিত হইলে তোমরা মৃদুহৃদয় হইয়া তাদৃশ জনকে স্বস্থ করিবে ; তোমরাও তাদৃশ প্রলোভনে পতিত না হও, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। তৃণপ্রায় হইয়াও যদি কেহ মুখ্যমন্য হয়, তবে সে আত্মবঞ্চনা করে। প্রত্যেক জন স্বকর্ম্মের পরীক্ষা করুক। কারণ প্রত্যেক জনকেই স্বকীয় ভার স্বয়ং বহন করিতে হইবে।

ভ্রান্ত হইও না ; ভগবান্ উপহাস্য নহেন। মনুষ্য যাদৃশ বীজ বপন করে, তাদৃশ শস্যও কর্ত্তন করিবে। সৎকর্ম্মে ক্লান্তি আমাদের পরিহার্য্য ; কারণ ক্লান্ত না হইলে আমরা যথাসময়ে ফলভোগ করিব। অতএব আমাদের সুযোগ থাকিতে সর্ব্বজনের প্রতি, বিশেষতঃ শ্রদ্দধান-নিকেতনের অধিবাসীদের প্রতি হিতাচার আমাদের অনুষ্ঠেয়।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ বিনা অন্য কোন বিষয়ে আমার শ্লাঘন অসম্ভাব্য হউক ; তাঁহারই দ্বারা সংসার আমার পক্ষে মৃত, আমিও সংসারের পক্ষে মৃত। যাহারা এই মার্গের যাত্রিক হইবে, তাহাদের ও ভগবদ্ভক্ত ইস্রায়েলবংশের শান্তিলাভ ও দয়ালাভ হউক। শ্রীযীশুর কিণাঙ্ক আমি স্বগাত্রে ধারণ করিতেছি। ৫।২৬ ; ৬।১-১৮।

৫। এফেসীয় ও ফিলিপ্পীয়দের প্রতি সিদ্ধ পৌলের পত্র

ভগবান্ তোমাদের জ্ঞাননেত্র উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার আহ্বান কীদৃশ আশাবন্ধের সহিত সংবলিত, ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাঁহার প্রদত্ত অধিকার কীদৃশ প্রভাবনিধি, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাপন করুন। এফেসীয় ১।১৮।

তোমরা মনঃসঙ্কল্পে নবীকৃত হইয়া যে নবপুরুষ ভগবৎ-সাদৃশ্যে বাস্তব ধার্ম্মিকতা ও সাধুবৃত্তে সৃষ্ট, তাঁহাকেই পরিধান কর। অতএব মিথ্যাবাদ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা প্রত্যেকশঃ প্রতিবেশীর সহিত সত্যালাপ কর, কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ক্রোধ (সঞ্জাত) হইলে পাপ করিও না।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তোমাদের কোপবেগ প্রশমিত হউক। তোমাদের মুখ হইতে কোন কদালাপ নির্গত না হউক; প্রত্যুত শ্রদ্ধার উৎকর্ষার্থে যাহা উপযুক্ত, তাহাই নিঃসৃত হইয়া শ্রোতৃগণের হিতানুবন্ধী হউক।

সর্ব্ববিধ বিদ্বেষ, রোষ ও অমর্ষ তোমাদের মধ্য হইতে দূরীকৃত হউক। তোমরা পরস্পর হিতৈষী ও সকরুণ হও; ভগবান্ তোমাদের দোষ শ্রীখ্রীষ্টদ্বারা যদ্বৎ ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও পরস্পর তদ্বৎ ক্ষমা কর। এফেসীয় ৪।২৩-৩২।

হে নিদ্রিত মনুষ্য, প্রবুদ্ধ হও, মৃতোত্থিত হও; তাহা হইলে শ্রীখ্রীষ্টই তোমাকে দ্যুতিমান্ করিবেন। এফেসীয় ৫।১৪।

তিনি মমত্বশূন্য হইয়া দাসের রূপ গ্রহণ করিলেন, নররূপ হইলেন, আচার-ব্যবহারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইলেন। তিনি নম্রতা স্বীকার করিয়া মৃত্যুপর্য্যন্ত, অপিচ ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যুপর্য্যন্ত আজ্ঞাকারী হইলেন। এই কারণে ভগবান্ও তাঁহাকে সর্ব্বোন্নত করিলেন, এবং সকল-নামের শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে প্রদান করিলেন, যেন শ্রীযীশু নাম-গ্রহণে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালস্থ সকল-মনুষ্যই জানুনতি করে, এবং সকল-জিহ্বই যেন স্বীকার করে যে, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট জনকেশ্বরের সমপ্রভ। ফিলিপ্পীয় ২।৭-১১।

৬। কলসীয় ও থেসালোনিকীয়দের প্রতি সিদ্ধ পৌলের পত্র

যে স্থানে শ্রীখ্রীষ্ট ভগবানের দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, তোমরা সেই উচ্চস্থানের বিষয়ে সচেষ্ট হও; পার্থিব বিষয়ে যত্নবান হইও না। পরস্পর সহনশীল হও, এবং কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ থাকিলে পরস্পরতঃ ক্ষমা কর। শ্রীখ্রীষ্ট তোমাদের দোষ যদ্বৎ ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তদ্বৎ ক্ষমা কর। বিশেষতঃ প্রেমশীল হও; প্রেমই সিদ্ধির যোগবন্ধন। শ্রীখ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের অন্তরে রাজ্য করুক; তাঁহারই নিমিত্ত তোমরা সমাহূত হইয়া একশরীর হইয়াছ। বাক্যে বা কার্য্যে যাহা কিছু কর, সমস্তই প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামগ্রহণপূর্ব্বক কর ও তাঁহারই দ্বারা জনকেশ্বরের সাধুবাদ কর। কলসীয় ৩।১,২; ১৩-১৭।

হে বালকগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের জনকজননীর আজ্ঞাবহ হও. কারণ তাহাই প্রভুর প্রীতিকর। কলসীয় ৩।২০।

হে দাসগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে ঐহিক প্রভুদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হও; চাক্ষুষ সেবা-ব্যবহারে লোকরঞ্জনার্থে যতমান হইও না, প্রত্যুত সরলান্তঃকরণে প্রভুকে ভয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। যাহা কিছু কর, তাহা মনুষ্যের নিমিত্ত নহে, প্রত্যুত প্রভুর নিমিত্ত প্রফুল্লচিত্তে কর; কারণ তোমরা জান, প্রভু হইতে তোমরা স্বর্গাধিকাররূপ ফলটী লাভ করিবে। তোমরা শ্রীখ্রীষ্টের দাস হও। হে নিযোক্তৃগণ, তোমাদের দাসগণের প্রতি ন্যায্য ও যথার্থ আচরণ কর; কারণ তোমরা জান, স্বর্গে তোমাদেরও এক প্রভু আছেন।

প্রার্থনায় অভিনিবিষ্ট থাক। সুযোগানুবর্ত্তী হও। কলসীয় ৩।২২-২৪; ৪।১,২,৫।

ভ্রাতৃগণ, মহানিদ্রাগত জনসঙ্ঘের বিষয়ে তোমাদের আজ্ঞা-খণ্ডন আমাদের বাঞ্ছনীয়, অন্যথা নিরাশ লোকদের সদৃশ তোমরা শোক-সন্তপ্ত-মানস হইবে। কারণ শ্রীযীশু প্রাণোৎসর্গ করিয়া মৃতোত্থিত হইলেন, ইহা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে জানি, ভগবান্ শ্রীযীশুর আশ্রয়ে মহানিদ্রাগত লোকসমূহকে তাঁহার সহিত সমানয়ন করিবেন।

ভ্রাতৃগণ, কাল ও মুহূর্ত্তের বিষয়ে তোমাদের প্রতি আমার লিখন নিষ্প্রয়োজন। কারণ তোমরা স্বয়ং সর্ব্বথা জান, প্রভুর দিন নিশাচর তস্করবৎ সমুপস্থিত হইবে [রাত্রিকালে তস্কর যাদৃশ নিভৃতাগত হয়, প্রভুর দিনও তাদৃশ সমাসন্ন হইবে]। কিন্তু, ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারাবৃত নহ, অতএব সেই দিন তোমাদিগকে তস্করবৎ সমাক্রমণ করিবে না। কারণ তোমরা সর্ব্বথা দীপ্তির সন্তান, দিবসের সন্তান; আমরা নিশাবংশীয় নহি, তিমিরবংশীয়ও নহি। অতএব ইতরজন যাদৃশ নিদ্রাগত হয়, আমরা তাদৃশ নিদ্রাগত হইব না; আমরা জাগরূক ও সচেতন থাকিব।* ১ম থেসালোনিকীয় ৪।১২-১৪; ৫।১-৬।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নাম গ্রহণপূর্ব্বক আমরা তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, আমাদের মুখ হইতে তোমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহা পালন না করিয়া কোন ভ্রাতা অনাচার হইলে তোমরা তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিবে। কারণ কি প্রকারে আমাদের অনুগতিক হইতে হইবে, তোমরা স্বয়ং তাহা জান। তোমাদের মধ্যে আমরা অনাচার হই নাই;

বিনামূল্যে কাহারও অন্ন ভোজন করি নাই; প্রত্যুত তোমাদের কাহারও দুর্ভর না হই, তদভিপ্রায়ে আয়াস ও কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া দিবারাত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিতাম। তোমাদের অন্নে আমাদের যে অধিকার নাই, তাহা নহে; কিন্তু তোমাদের অনুকরণীয় আদর্শ হইবার অভিপ্রায়েই আমরা স্বতন্ত্র থাকিতাম। তোমাদের মধ্যে সংবাসকালে আমরা তোমাদিগকে বলিতাম, যে নিষ্কর্ম্মা, সে নিরাহার হউক। ইহার কারণ এই যে, আমরা শুনিতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনাচার হইয়াছে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেবল অনধিকার-চর্চ্চা করিতেছে। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করিয়া তাদৃশ জনকে আমরা আদেশ করিতেছি, অনুনয় করিতেছি, তাহারা নিরবে পরিশ্রম করিয়া স্বোপার্জ্জিত অন্ন ভক্ষণ করুক। অধিকন্তু, ভ্রাতৃগণ, তোমরা সদাচরণে ক্লান্ত হইও না। কেহ আমাদের লিখিত অনুশাসনের বশবর্ত্তী না হইলে তোমরা তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে, তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, যেন সে লজ্জিত হয়। তথাপি তাহাকে শত্রুগণ্য করিবে না, প্রত্যুত ভ্রাতৃবৎ প্রবোধিত করিবে। শান্তিকর্ত্তা প্রভু তোমাদিগকে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, শান্তি প্রদান করুন। ২য় থেসালোনিকীয় ৩।৮-১৬।

৭। তীমথিয়, তীত ও ফিলেমোনের প্রতি সিদ্ধ পৌলের পত্র

শ্রদ্ধা ও নির্ব্যাজ অন্তঃসাক্ষী রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম্য-সংগ্রামে যুযুধান হও। ভক্তিযোগে সন্তোষ, মহালাভজনক। ইহলোকে প্রবেশকালে আমরা কিছুই আনি নাই, প্রস্থানকালেও কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না, ইহা নিশ্চিত। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন থাকিলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। যাহারা ধনকাম, তাহারা প্রলোভনে ও কলির (শয়তানের) বাগুরায় পতিত হয়; যে লোভ মানবকে বিনাশে ও নরকে নিমগ্ন করে, তাদৃশ নিরর্থক, হানিকর, বহুবিধ লোভে পতিত হয়। কারণ অর্থলোভই সকল অনর্থের মূল; অর্থলুব্ধ হইয়া কেহ কেহ ধর্ম্মভ্রষ্ট ও নানাক্লেশে বিহ্বল হইয়াছে।

ইহলোকে যাহারা ধনাঢ্য, তাহাদিগকে গর্ব্বিত না হইতে বা চপল ধনে বিশ্বাস না করিতে, কিন্তু আমাদের ভোগার্থে যিনি সকল বস্তুই বহুশঃ প্রদান

করেন, সেই জীবন্ত ভগবানে শ্রদ্ধাময় হইতে, সদাচার হইতে, সৎকর্ম্মধনে ধনাঢ্য হইতে, উদারচিত্ত দাতা হইতে, অপরের প্রতি মুক্তহস্ত হইতে, সত্য-জীবন-প্রাপ্ত্যাশায় নিজার্থে পারত্রিক পরমার্থ সঞ্চয় করিতে সমাদেশ কর। ১ম তীমথিয় ১।১৯; ৬।৬-১০, ১৭-১৯।

শ্রীযীশুখ্রীষ্টের আশ্রয়ে যত জন ভগবৎপরায়ণ হইয়া প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমুৎসুক, তাহাদের সকলকেই উপদ্রুত হইতে হইবে। তুমি যাহা শিক্ষা করিয়াছ, এবং যাহা তোমাতে সমর্পিত হইয়াছে. তাহাতে সুস্থির থাক; কারণ তোমার শিক্ষাগুরু কে, তাহা তুমি জান। শ্রীযীশুখ্রীষ্টে শ্রদ্ধাদ্বারা যে ধর্ম্মশাস্ত্র তোমাকে নিঃশ্রেয়সার্থে জ্ঞানবান্ করিতে সক্ষম, শৈশব-কালাবধি তাহা তোমার সুবিদিত। ভগবৎ-প্রণোদিত শাস্ত্র-কলাপ শিক্ষাদানার্থে, অনুযোগার্থে, সংশোধনার্থে, ধর্ম্মোপদেশনার্থে হিতকর; তদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বহুদর্শী ও সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মার্থে সুসজ্জ হয়। ২য় তীমথিয় ৩।১২-১৭।

আমাদের মুক্তিপতি ভগবানের অনুগ্রহ সকল মনুষ্যের সম্মুখে সুপ্রকাশ হইয়াছে; তাহা আমাদিগকে সমাদেশ করিতেছে, যেন আমরা অধর্ম্ম ও সাংসারিক কদভিলাষ পরিহার করি; বিনীত, ন্যায়াচার ও ভক্তিমান্ হইয়া ইহত্র প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করি; পরমাশাসিদ্ধির, এবং আমাদের মহামহিম ভগবান্ ও মুক্তিপতি সেই শ্রীযীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবাপেক্ষী হই, যিনি সমস্ত অধর্ম্ম হইতে আমাদের উদ্ধারার্থে ও স্বাধিকারস্বরূপ, সৎকর্ম্মে সমুদ্যোগী, অনুজীবিগণের পাবনার্থে আত্মদান করিয়াছেন।

দেশাধিপ ও শাসিতৃগণের অধীন হইতে, আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে, সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে সমুদ্যোগী হইতে, কোন মনুষ্যের পিশুন না হইতে, নির্ব্বিবাদ ও ক্ষমাপর হইতে, সকল মনুষ্যকে সম্পূর্ণ মার্দ্দব প্রদর্শন করিতে তুমি [শিষ্যগণকে] উদ্বুদ্ধ কর। কারণ পূর্ব্বে আমরাও অবুধ, অশ্রদ্ধ ও ভ্রান্ত ছিলাম; নানাবিধ কদভিলাষ ও বিলাসের দাস ছিলাম; মাৎসর্য্য, ঈর্ষা ও পরদ্বেষে কালক্ষেপ করিতাম। আমাদের বাৎসল্যবন্দী ও সকরুণ মুক্তিপতি ভগবানের আবির্ভাব হইলে তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; কিন্তু তিনি তাহা আমাদের স্বকৃত ধর্ম্মকর্ম্ম বশতঃ [সাধিত] করিলেন না, প্রত্যুত নিজ-দয়ানুসারে দ্বিজন্ম-সূচক স্নানে ও পবিত্রাত্মার নবীভাবেই আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। আমাদের মুক্তিপতি শ্রীযীশুখ্রীষ্টদ্বারা তিনি সেই পবিত্রাত্মাকে আমাদের মস্তকে

বহুশঃ সংবর্ষণ করিলেন; এই প্রকারে তাঁহার অনুগ্রহে অঘনিষ্কৃত হইয়া আমরা প্রত্যাশানুসারে অমৃতত্বের দায়াদ হইয়াছি। তীত ২।১১-৩।৭।

প্রভু যীশুর প্রতি ও সকল ভক্তের প্রতি তোমার প্রেম ও শ্রদ্ধার বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি উপাসনাকালে তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আমার পরমেশ্বরের সাধুবাদ করি; তোমার শ্রদ্ধামূলক দানধর্ম্ম প্রকট হউক, শ্রীযীশুখ্রীষ্টের আশ্রয়ে তোমার প্রত্যেক সৎকর্ম্মও পরিজ্ঞাত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। ফিলেমোন ৪-৬।

৮। হেব্রেয়দের প্রতি পত্র

পুরাতনে যে ভগবান্ ঋষিদের মুখে পিতৃপৈতামহদের সহিত নানাসময়ে, নানাপ্রকারে কথাপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তিনি এই শেষকালে তাঁহার আত্মজের মুখে আমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিলেন; তিনি সেই আত্মজকে সর্ব্বাধিকারী করিয়াছেন ও তাঁহারই দ্বারা বিশ্বরচনা করিয়াছেন; সেই আত্মজ তাঁহার মহিমার প্রতিবিম্ব, তাঁহার স্বরূপের প্রতিমা, স্বকীয় শক্তিবাক্যে সমস্তলোক ধারণ করিতেছেন, পাপনিষ্কৃতির উপায় করিয়া মহামহিমার দক্ষিণপার্শ্বে সমুপবিষ্ট হইয়াছেন; দিব্যদূতগণাপেক্ষা তিনি যে পরিমাণে বিশিষ্টনামাধিকারী হইয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও হইয়াছেন। কারণ ভগবান্ দিব্যদূতগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ সময়ে বলিয়াছেন, "তুমি আমার আত্মজ, অদ্য আমি তোমার জনক হইয়াছি? তোমার শত্রুগণকে আমি যাবৎকাল তোমার পাদপীঠ না করি, তুমি তাবৎকাল আমার দক্ষিণপার্শ্বে সমুপবিষ্ট হও? দেবদূতগণ ইহাঁর পূজা করুক"। ১।১-৫,৬,১৩।

আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইতে অশক্ত নহেন, প্রত্যুত তিনি পাপ বিনা সর্ব্ববিষয়ে আমাদের তুল্য পরীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব আইস, কৃপালাভ করিতে, সময়োচিত সাহায্যে কৃতোপকার হইতে, সোৎসাহে অনুগ্রহ-সিংহাসনের সন্নিধানে যাই। ৪।১৫,১৬।

ভাবিমঙ্গলের মহাযাজক শ্রীখ্রীষ্ট সমাগত হইয়া, অ-হস্তনির্ম্মিত অর্থাৎ এই সৃষ্টির বহির্ভূত, মহত্তর ও সিদ্ধতর মণ্ডপের পারগত হইয়া, একবারে গর্ভগৃহে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করিলেন, ছাগের বা গোবৎসের রক্তে নহে, প্রত্যুত স্বরক্তে আমাদের অনন্ত মুক্তির উপায়যোগ করিলেন ৯।১১, ১২।

অতএব আইস, আমাদের গমনার্থে নিরূপিত মার্গে ধৈর্য্যকলিত হইয়া ধাবমান হই; শ্রদ্ধার প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধিদাতা শ্রীযীশুতে বদ্ধদৃষ্টি হই; তিনি স্বসম্মুখস্থিত আনন্দের উপভোগার্থে অপমান উপেক্ষা করিয়া ক্রুশের যাতনা স্বীকার করিলেন ও সম্প্রতি ভগবানের মহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে সমুপবিষ্ট হইয়াছেন। যিনি স্ববিরুদ্ধে নরাধমগণের এতাদৃশ বৈর মর্ষণ করিলেন, তাঁহাকে ধ্যান কর; তাহা করিলে তোমরা ক্লান্ত বা কাতরহৃদয় হইবে না। পাপের সহিত যুদ্ধে তোমরা অদ্যাপি শোণিতব্যয়পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই। ১২।১-৪।

শাসনানুবর্ত্তী হও। ভগবান্ তোমাদের সহিত পুত্রোচিত ব্যবহার করেন; কারণ পিতা যাহাকে শাসন না করেন, তাদৃশ পুত্র কোথায়? সর্ব্বজন যে শাসনের ভাগী হয়, তোমাদের সেই শাসন না হইলে তোমরা আত্মজ নহ, তোমরা জারজ! বস্তুতঃ শাসন আপাতরমণীয় হয় না, প্রত্যুত দুঃখাকর হয়; তথাপি শাসনে যাহারা কৃতাভ্যাস, তাহাদিগকে উহা শেষে শান্তিগর্ভ ধর্ম্মফল প্রদান করে। ১২।৭,৮,১১।

তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম স্থায়ি হউক। অতিথিসৎকার বিস্মরণ করিও না; কারণ তদ্দ্বারা কেহ কেহ না জানিয়া দেবদূতগণের আতিথ্য করিয়াছে। বন্দিগণকে সহবন্দিবৎ স্মরণ করিও। আচার-ব্যবহারে নির্লোভ হইবে; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে নিঃসহায় করিব না, তোমাকে পরিত্যাগ করিব না"। ১৩।১-৫।

যাঁহারা তোমাদিগকে ভগবদ্বাক্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তোমাদের সেই আচার্য্যগণকে স্মরণ করিবে; তাঁহাদের শ্রদ্ধার অনুগতিক হইবে। শ্রীযীশু-খ্রীষ্ট কল্য, অদ্য ও সদাকাল নির্ব্বিকার। নানাবিধ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব মতাবলম্বনে তোমরা বিপথগামী হইবে না। যাহারা মণ্ডপের সেবক, তাহারা যে বেদীর নৈবেদ্যভোজনের অনধিকারী, আমাদের তাদৃশী বেদী আছে। ইহত্র আমাদের স্থায়ি পত্তন নাই; আমরা ভাবি পত্তনের প্রত্যাশী। পরোপকারে ও দানধর্ম্মে নিরবধান হইবে না; কারণ তাদৃশ যজ্ঞেই ভগবান্ প্রীত হন। তোমাদের আচার্য্যগণের আদেশানুবর্ত্তী ও বশানুগ হইবে; কারণ উপনিধির প্রতি-দাতৃবৎ তাঁহারা তোমাদের আত্মার সংরক্ষণার্থে জাগরূক। ১৩।৭-১০, ১৪-১৭।

৯। সিদ্ধ যাকোবের সর্ব্বসাধারণ পত্র

হে আমার ভ্রাতৃগণ, নানা-পরীক্ষায় পতিত হইলে তোমরা অবধারণ করিবে, তাহা পূর্ণানন্দের কারণ; তোমরা কৃতনিশ্চয় হইবে, তোমাদের শ্রদ্ধার পরীক্ষা ধৈর্য্যসাধিকা। সেই ধৈর্য্য সিদ্ধফল হউক, তোমরা সিদ্ধ ও সম্পন্ন হও, কোন বিষয়েই তোমাদের নৈগুর্ণ্য না হউক।

তোমাদের কাহারও জ্ঞানাভাব হইলে সে ভগবৎসমীপে তাহা প্রার্থনা করুক; তাহাকে [জ্ঞান] প্রদত্ত হইবে। সে কিন্তু নিঃসন্দেহ হইয়া, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রার্থনা করুক; কারণ সন্দিগ্ধ মানব বাতাহত, সঙ্ক্ষুভিত সমুদ্রের তরঙ্গসদৃশ। তাদৃশ মানব প্রভু হইতে কোন বরের প্রত্যাশা না করুক।

যে পরীক্ষা-সহিষ্ণু, সে ধন্য; কারণ ভগবান্ স্বভক্তগণকে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে পরীক্ষাসিদ্ধ হইয়া সেই জীবন-মুকুট লাভ করিবে। পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ভগবান্ আমার পরীক্ষা করিতেছেন; কারণ ভগবান্ পাপের প্রলোভক নহেন, এবং তিনি কাহাকেও প্রলোভিত করেন না। প্রত্যুত প্রত্যেক মানব স্বকামনাদ্বারা আকৃষ্ট ও প্রচোদিত হইয়াই প্রলোভিত হয়। কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, পাপ পরিপক্ব হইয়া মৃত্যু প্রসব করে। হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভ্রান্ত হইও না। উত্তমদানমাত্রই, পূর্ণবরমাত্রই ঊর্দ্ধলোকাগত; যাঁহাতে বিকার বা বিপর্য্যয়-জাত ছায়া হইতে পারে না, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা হইতে সমবতীর্ণ। ১।২-১৭।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ বলে, আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু ক্রিয়া যদি তাহার না থাকে, তবে কি ফলোৎপত্তি হয়? সেই শ্রদ্ধা কি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? কোন ভ্রাতা বা ভগিনী বস্ত্রহীন বা প্রাত্যহিক-আহারহীন হইলে তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহাকে অন্নাচ্ছাদন না দিয়া বলে, কুশলে প্রস্থান কর, উষ্ণগাত্র ও পরিতর্পিত হও, তবে তাহাতে কি ফলোৎপত্তি হয়? তদ্বৎ শ্রদ্ধাও কর্ম্মানুবন্ধিনী না হইলে স্বয়ম্মৃতা। আত্মহীন দেহ যথা মৃত, কর্ম্মহীনা শ্রদ্ধাও তথা মৃতা। ২।১৬-১৭, ২৬।

জিহ্বায় যে স্খলিত হয় না, সে সিদ্ধপুরুষ; তাহার সমস্ত দেহ সে বশীভূত করিতে সমর্থ। অশ্বকে বশীভূত করিতে উহার মুখে খলীন নিহিত করিয়া আমরা উহার সমস্ত দেহ অনুবিধায়ী করি। দেখ, পোত বৃহদাকার

ও প্রচণ্ডবাত উদিত হইলেও কর্ণধারের প্রয়োজনানুসারে উহা ক্ষুদ্র কর্ণে যত্রতত্র চালিত হয়। জিহ্বাও তদ্বৎ ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা বলে। দেখ, কেমন অল্পাগ্নি মহারণ্য দগ্ধ করে! জিহ্বাও অগ্নি, জগন্ময় অধর্ম্মের হেতু। পশু, পক্ষী, সরীসৃপাদির স্বভাব মানবস্বভাবদ্বারা দমিত হয়, কিন্তু জিহ্বাকে কোন মনুষ্যই দমন করিতে পারে না। অনিষ্ট-সাধনে তাহার বিরাম নাই, তাহা মারাত্মক হলাহলে পরিপূর্ণ। উহার দ্বারাই আমরা ভগবৎপিতার ধন্যবাদ করি, ভগবৎ সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানবের প্রতি উহার দ্বারাই অভিশাপ করি। একই বদন হইতে ধন্যবাদ ও অভিশাপ নির্গত হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, ইহা অনুচিত। প্রস্রবণ কি একই মুখ হইতে মিষ্ট ও তিক্ত জল নিঃসারণ করে? ৩।২-১২।

তোমাদের মধ্যে কেহ কি ব্যাধিগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর যাজকগণকে সমাহ্বান করুক; তাঁহারাও প্রভুর নামোদ্দেশে তাহাকে তৈলাভি-ষিক্ত করিয়া তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করুন। ফলতঃ শ্রদ্ধাজাত-প্রার্থনা সেই রোগীকে নিরাময় করিবে, প্রভু তাহাকে উত্থাপন করিবেন ও সে পাপ করিয়া থাকিলে তাহার মোচন হইবে। ৫।১৪, ১৫।

১০। সিদ্ধ পিতরের সর্ব্বসাধারণ পত্রদ্বয়

শ্রীযীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবে তোমাদিগকে যে প্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তোমরা মনঃকটি বন্ধন করিয়া, প্রবুদ্ধ হইয়া, তাহাতে তোমাদের প্রত্যাশা সম্যক্ সংস্থাপন কর। তোমরা নিদেশকারী সন্তানবৎ পূর্ব্বতন অজ্ঞান ও কুৎসিতা-ভিলাষের অনুরূপ হইও না; প্রত্যুত যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই ভগবানের অনুরূপে সমস্ত আচার ব্যবহারে শুচিব্রত হও। ১ম পিতর ১।১৩, ১৪।

তোমরা ভগবদনুরোধে মানবসৃষ্ট সমস্তনিয়োগের বশংগত হও; রাজার বশংগত হও, তিনি সর্ব্বাধিপতি; দেশাধ্যক্ষদের বশংগত হও, তাঁহারা দুষ্কর্ম্মাদের দণ্ডদানার্থে ও সুকর্ম্মাদের আনুকূল্যার্থে, রাজার প্রতিনিধি। কারণ ভগবানের অভিমত এই যে, তোমরা সদাচারে নির্বুদ্ধি, অজ্ঞান মনুষ্যগণকে

নিরুত্তর কর। তোমরা স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীনতাকে দৌর্জ্জন্যের আবরণ করিওনা; কারণ তোমরা ভগবানের সেবক। সকল মনুষ্যকে সম্মান কর, ভ্রাতৃসমাজে প্রেম পর হও, ভগবান্‌কে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর। ১ম পিতর ২।১৩-১৭।

তোমরা ভগবানের বলবৎ করের অধীন হইয়া সুবিনীত হও; তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে সমুন্নত করিবেন। তোমাদের সকল চিন্তা তাঁহাতেই সমর্পণ কর, কারণ তিনি তোমাদের তত্ত্বাবধান করেন। তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগরূক থাক; কারণ তোমাদের বিপক্ষ কলি কাহাকে কবলিত করিবে, সেই চেষ্টায় গর্জ্জনকারী সিংহবৎ পর্য্যটন করিতেছে। শ্রদ্ধায় অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান তোমাদের জগন্নিবাসী ভ্রাতৃগণ তাদৃশ দুঃখক্লেশে বিপন্ন হইতেছে। সর্ব্বানুগ্রাহী যে ভগবান্ নিজ অনন্ত প্রতাপ-দানার্থে শ্রীযীশুখ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে সমাহ্বান করিয়াছেন, তোমাদের ক্ষণিকদুঃখভোগের পর তিনিই স্বয়ং তোমাদিগকে পারমিত করিবেন, সুস্থির করিবেন. সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই মহিমৈশ্বর্য্য হউক। তথাস্তু। ১ম পিতর ৫।৬-১১।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শক্তি ও পুনরাগমন তোমাদের সম্মুখে জ্ঞাপন করিবার সময়ে আমরা কৃত্রিম উপাখ্যান অবলম্বন করি নাই, প্রত্যুত তাঁহার মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী হইয়াই জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তিনি ভগবৎপিতা হইতে সম্মান ও গৌরবের প্রতিগ্রহিতা হইলেন, বিশেষতঃ দেদীপ্যমান প্রতাপের মধ্য হইতে তাঁহার প্রতি এই দৈববাণী হইল; "ইনিই আমার প্রিয়তম আত্মজ, ইহাঁতেই আমার পরমসন্তোষ, ইহাঁরই বাক্যে প্রণিধান কর"। পবিত্র পর্ব্বতে তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিবার সময়ে আমরা এই স্বর্গাবতীর্ণ বচনটী শ্রবণ করিলাম। অধিকন্তু সুদৃঢ় সিদ্ধাদেশ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তোমাদের হৃদয়াকাশে দিনারম্ভ ও প্রভাতনক্ষত্রের উদয় যাবৎ তিমিরময় স্থানে জাজ্বল্যমান প্রদীপবৎ সেই বাক্যে কৃতাবধান থাকিয়া তোমরা পুণ্যকর্ম্মই করিতেছ।

শাস্ত্রীয় কোন সিদ্ধাদেশই মনুষ্যের স্বকীয়ভাববোধক নহে; ইহাই প্রথমে তোমাদের জ্ঞাতব্য। কারণ সিদ্ধাদেশ কস্মিন্ কালেও মনুষ্যের ইচ্ছায় উদ্ভূত হয় নাই, প্রত্যুত ভগবৎপ্রেরিত পুণ্যপুরুষগণ পবিত্রাত্মার প্রচোদনে সিদ্ধাদেশ করিয়াছিলেন। ২য় পিতর ১।১৬-২১।

১১। সিদ্ধ যোহনের সর্ব্বসাধারণ পত্র

আমরা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আমরা যাহা প্রত্যক্ষদর্শন করিয়াছি, এবং আমরা যাহা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সমবায়-সম্বন্ধ হয়, পরমপিতার সহিত ও তাঁহার আত্মজ শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্টের সহিত আমাদেরও সমবায়-সম্বন্ধ হয়। ভগবান্ জ্যোতিঃস্বরূপ; তাঁহাতে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। আমরা জ্যোতির্ম্মধ্যে পরিক্রম করিলে আমাদের অন্যোন্য সমবায়-সম্বন্ধ থাকে, তাঁহার আত্মজ শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্টের রুধিরও সর্ব্বপাপ হইতে আমাদিগকে পরিশুদ্ধ করে। আমরা নিষ্পাপ, ইহা বলিলে আমরা আত্মবঞ্চনা করি, সত্যমতও আমাদের অন্তরে থাকে না। তিনি সত্যসন্ধ ও ন্যায়াধার; আমরা স্বকৃত পাপ খ্যাপন করিলে তিনি আমাদের পাপমোচন করিবেন ও সর্ব্ববিধ অধর্ম্ম হইতে আমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন। ১ম পত্র ১।১-৯।

অহো! আমাদের উপাধি ভগবৎসন্তান, আমরা তাহাই বটে! ইহাতে পরমপিতা আমাদিগকে কি মহাস্নেহই প্রদর্শন করিয়াছেন! কিন্তু সংসার আমাদিগকে জানে না, কারণ সেটা তাঁহাকেই জানে না। পরমস্নেহাস্পদগণ, ইহসময়ে আমরা ভগবৎসন্তান; আমরা পশ্চাৎ কি হইব, তাহা অদ্যাপি অপ্রকাশিত। তোমরা জান, আমাদের পাপহরণার্থেই তিনি প্রকাশিত হইলেন ও তিনি নিষ্পাপ। যে কেহ তাঁহাতে সংস্থিত, সে পাপ করে না; যে কেহ পাপ করে, সে তাঁহাকে দেখেও নাই, তাঁহাকে জানেও না। বৎসগণ, তোমরা কাহারও দ্বারা প্রতারিত হইও না। যে ধর্ম্মচর্য্যা করে, সে ধার্ম্মিক, তাঁহারই তুল্য ধার্ম্মিক। যে পাপাচার, সে কলি হইতে সম্ভূত; কারণ কলিটা আত্মবধি পাপাচার। সেই কলিটার কার্য্যকলাপ বিনষ্ট করিতেই ভগবাত্মজের আবির্ভাব হইল। ১ম পত্র ৩।১-৮।

পরমস্নেহাস্পদগণ, আমাদের অন্তরাত্মা আমাদিগকে দোষী না করিলেই আমরা ভগবৎসমক্ষে নির্ব্বিশঙ্ক থাকি; থাকিলে যাহা কিছু প্রার্থনা করিব, তাঁহার হস্ত হইতে তাহাই লাভ করিব; কারণ আমরা তাঁহার নিদেশকারী, তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্ম করি। অধিকন্তু তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার আত্মজ শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্টের নামে আমরা শ্রদ্দধান থাকিব, তাঁহার আদেশানুসারে পরস্পরতঃ প্রেমপর থাকিব। যে তাঁহার নিদেশকারী, সে তাঁহাতে সংস্থিত,

তিনিও তাহাতে সংস্থিত। তিনি আমাদিগকে যে আত্মা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা জানি, তিনি আমাদের অন্তরে সংস্থিত। ১ম পত্র ৩।২১-২৪।

আমার বৎসগণ, তোমরা পাপাচার না হও, তদর্থে তোমাদিগকে এই সকল [হিতবাক্য] লিখিতেছি। কেহ কিন্তু পাপাচার হইলে পিতৃসন্নিধানে আমাদের এক সহায় আছেন; তিনি ন্যায়াধার শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট। তিনিই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কেবল আমাদের নহে, কিন্তু নিখিলসংসারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমরা যে তাঁহাকে জানি, ইহা তাঁহার আদেশ পালন করিলেই অবধারণ করি। আমি তাঁহাকে জানি, ইহা বলিয়া যে তাঁহার আদেশ পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী, সত্যমতও তাহার অন্তরে নাই। যে কিন্তু তাঁহার আদেশ পালন করে, ভগবানে ভক্তিযোগ তাহার অন্তরে বস্তুতঃ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতেই আমরা জানিতে পারি, আমরা তাঁহাতে সংস্থিত। যে বলে, আমি তাঁহাতে সংস্থিত, তাহার কর্ত্তব্য এই যে, তিনি যাদৃশ সদাচার ছিলেন, সেও তাদৃশ সদাচার হয়। ১ম পত্র ২।১-৬।

পরমস্নেহাস্পদগণ, সংসারাসক্ত হইও না। যে সংসারাসক্ত, পরমপিতার প্রতি ভক্তি তাহার অন্তরে থাকে না। কারণ যাহা কিছু সাংসারিক, তাহা শারীরিকাভিলাষ, দর্শনেন্দ্রিয়ের অভিলাষ, জীবনের [ঐশ্বর্য্যমূলক] দর্প; তাহা পরমপিতা হইতে সমুদ্ভূত নহে, প্রত্যুত সংসার হইতে সমুদ্ভূত। সংসার ও তাহার অভিলাষ বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্তু যে ভগবদিচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী। ১ম পত্র ২।১৫-১৭।

ভ্রাতৃগণ, সংসার তোমাদের বিদ্বেষ্টা হইলে তোমরা বিস্মিত হইও না। আমরা জানি, ভ্রাতৃসমাজে প্রেমপর হইয়া আমরা মৃত্যু হইতে জীবনে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। যে প্রেমপর নহে, সে মৃত্যুতে সন্নিবিষ্ট। ভ্রাতৃদ্বেষিমাত্রই নরহন্তা; তোমরাও জান, অনন্তজীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে সংস্থিত হয় না।

আমাদের নিমিত্তে তিনি স্বপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন, ইহাতেই আমরা ভগবানের বাৎসল্য জানিতে পারিয়াছি। এই প্রকারে ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদের প্রাণও ত্যক্তব্য। সাংসারিক-জীবিকা-প্রাপ্ত যে জন ভ্রাতার দৈন্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও বিমুখ হইয়া স্বকারুণ্য রোধ করে, তাহার অন্তরে ভগবদ্ভক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে? আমার বৎসগণ, আমাদের প্রেমভাব

বাক্যে বা জিহ্বায় প্রকাশনীয় নহে, প্রত্যুত কার্য্যে ও সারল্যে প্রকাশনীয়।

পরমস্নেহাস্পদগণ, আইস, আমরা পরস্পর প্রেমপর হই; কারণ প্রেম ভগবান্ হইতে সমুদ্ভূত। যে প্রেমপর নহে, সে ভগবান্‌কে জানে না; কারণ ভগবান্ প্রেমস্বরূপ। আমাদের প্রতি ভগবানের প্রেমভাব ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, স্বাত্মজদ্বারা আমাদিগকে জীবনদানার্থে ভগবান্ তাঁহার অদ্বিতীয় আত্মজকে জগন্মধ্যে প্রেরণ করিলেন। আমরা যে ভগবানে প্রেমপর হইলাম, তাহা নহে; প্রত্যুত তিনিই প্রথমে আমাদের প্রতি প্রেমবন্ধী হইয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে তাঁহার আত্মজকে প্রেরণ করিলেন; ইহাই প্রেমের লক্ষণ। পরমস্নেহাস্পদগণ, ভগবান্ আমাদের প্রতি এতাদৃশ প্রেম প্রদর্শন করিলেন, অতএব আমাদেরও পরস্পর প্রেমভাব সমীচীন। ভগবান্ প্রেম-স্বরূপ; যে প্রেমপর, সে ভগবানে সংস্থিত, ভগবান্‌ও তাহাতে সংস্থিত। তিনি যাদৃশ, ইহলোকে আমরাও তাদৃশ; এই বিশ্বাসে বিচারদিন স্মরণ করিয়া আমরা নির্ব্বিশঙ্ক থাকিলেই আমাদের অন্তরে ভগবানের প্রতি প্রেমভাব সম্পন্ন হয়। প্রেমবন্ধে ভয় নাই; সিদ্ধ প্রেম ভয়কে নিরস্ত করে; কারণ ভয় যাতনাযুক্ত; ভীত মানব প্রেমভাবে সম্পন্ন হয় না। ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রথমতঃ প্রেমবন্ধী হইলেন, অতএব আমরাও ভগবানের প্রতি প্রেমবন্ধী হইব। যে বলে, আমি ভগবানে প্রেমপর, কিন্তু যে স্বভ্রাতৃদ্বেষী, সে মিথ্যাবাদী। কারণ যে তাহার প্রত্যক্ষ ভ্রাতায় প্রেমপর নহে, সে কি প্রকারে পরোক্ষ ভগবানে প্রেমপর হইবে? যে ভগবানে প্রেমপর, সে তাহার ভ্রাতাতেও প্রেমপর হউক; এই আদেশটা আমরা ভগবান্ হইতেই লাভ করিয়াছি। ১ম পত্র ৪।৭-২১।

ভগবানে প্রেমপর থাকিয়া তাঁহার আদেশকলাপ পালন করিলেই জানিতে পারি, আমরা ভগবৎসন্তানগণেও প্রেমপর। কারণ ভগবানের প্রতি প্রেম-ভাব তাঁহার আদেশ-পালনেই [আমাদের দ্বারা প্রকাশনীয়]; তাহার আদেশও কঠোর নহে। কারণ যাহা কিছু ভগবান হইতে জাত, তাহা সংসারকে জয় করে; অধিকন্তু আমাদের যে বিশ্বাস, তাহাই আমাদের সংসারজয়িজেয়তা। ১ম পত্র ৫।২-৪।

১২। সিরু যুদের সর্ব্বসাধারণ পত্র

একবারে পুণ্যপুরুষগণে সমর্পিত ধর্ম্মার্থে তোমরা সোৎসাহে যুদ্ধ কর। কারণ অধর্ম্মচারী মনুষ্যগণ (আমাদের মধ্যে) নিভৃতে প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা ভগবৎপ্রসাদের ছল করিয়া লম্পট হয়, এবং আমাদের অদ্বিতীয় অধিপতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীযীশুখ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করে। যে স্বর্গদূতগণ স্বপ্রকর্ষ রক্ষা না করিয়া স্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিবসে ভবিতব্য বিচারার্থে তিমিরমধ্যে সদাতন শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রকারে সদোম ও ঘোমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া অনন্তাগ্নিদণ্ড ভোগ করিতেছে। সেই অধর্ম্মচারী মনুষ্যগণ যাহা বোধগম্য করিতে পারে না, তাহারই নিন্দা করে। তাহাদিগকে ধিক্!

দেখ, প্রভু তাঁহার সহস্র সহস্র পুণ্যপূরুষগণে বেষ্টিত হইয়া সকলের প্রতি বিচারাজ্ঞা সাধনার্থে সমাগত হইবেন; ধর্ম্মভ্রষ্ট সর্ব্বজনকে তাহাদের সকল দুষ্কৃতের নিমিত্ত ও ভগবদ্বিরুদ্ধে ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপীদের সকল নিন্দাবাদের নিমিত্ত দণ্ডপ্রণয়নার্থে সমাগত হইবেন।

আমার পরমস্নেহাস্পদগণ, শ্রীযীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতশিষ্যবর্গ ইতঃপূর্ব্বে যে বচনকলাপ প্রখ্যাপন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবে। তাঁহারা তোমাদিগকে বলিতেন, শেষসময়ে স্বৈরবৃত্ত, অধর্ম্মচারী নিন্দকগণ উপস্থিত হইবে। কিন্তু হে স্নেহাস্পদগণ, তোমাদের পুণ্যতমা শ্রদ্ধায় উপচীয়মান হইয়া তোমরা পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রার্থনা কর; ভগবদ্ভক্তিতে স্থির থাকিয়া অনন্তজীবন লাভার্থে শ্রীযীশুখ্রীষ্টের দয়ার প্রতীক্ষা কর।

যিনি তোমাদিগকে নিষ্পাপাবস্থায় রক্ষা করিতে সমর্থ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আগমনে যিনি মহানন্দে নিষ্কলঙ্করূপে তোমাদিগকে স্বমহিমার সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠাপন করিতেও সমর্থ, যিনি অদ্বিতীয় ভগবান, যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টদ্বারা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, যুগে যুগে তাঁহারই মাহাত্ম্য ও বৈভব সঙ্কীর্ত্তিত হউক। তথাস্তু।

অষ্টম অধ্যায়। সিদ্ধ যোহনের আপ্তবচন

১। আশিয়ার সপ্তমণ্ডলীর প্রতি পত্র

অহো! তিনি মেঘবাহনে আগমন করিতেছেন। প্রত্যেক নেত্র তাঁহাকে দর্শন করিবে; যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও তাঁহাকে বিলোকন করিবে; অধিকন্তু ভূমণ্ডলের সকল বংশ তাঁহার নিমিত্ত বিলাপ করিবে। এবম্, তথাস্তু।

যিনি বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্য, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ বলিতেছেন, "আমি ক ও হ, আমি আদ্যন্ত"।

তোমাদের ভ্রাতা, শ্রীযীশুখ্রীষ্ট-প্রযুক্ত দুঃখক্লেশে, রাজ্যে ও ধৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী, আমি যোহান্নেস্, ভগবদ্বাক্য-নিমিত্তে ও শ্রীযীশুর সাক্ষ্য-নিমিত্তে পাৎমস্-নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। আমি প্রভুর দিনে পরমাত্মার আবেশে পশ্চাতে তূরীধ্বনি সদৃশ মহাধ্বনি শ্রবণ করিলাম। এক জন বলিলেন, "তুমি যাহা প্রত্যক্ষদর্শন করিতেছ, তাহা গ্রন্থে লিখিয়া আশিয়ার সপ্তমণ্ডলীর সমীপে প্রেরণ কর"। ১।৭-১১।
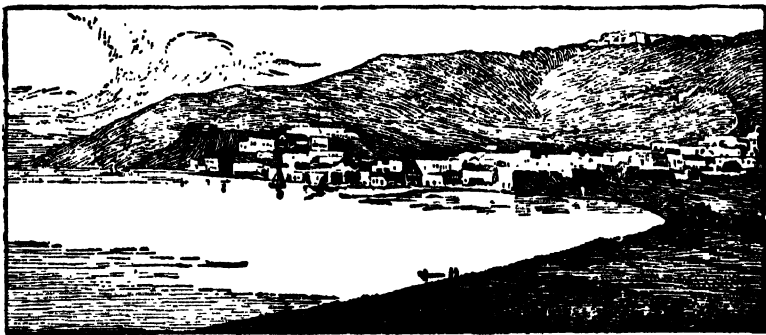
পাৎমস্।

এফেসসের মণ্ডলী-দূতকে লিখ—"তোমার কর্ম্ম, পরিশ্রম ও ধৈর্য্য আমার গোচর। তোমার ধৈর্য্য আছে, আমার নামার্থে তুমি বহু ক্লেশ মর্ষণ করিয়াছ, কিন্তু পরিক্লান্ত হও নাই। তথাপি তোমার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য আছে; তোমার প্রাথমিক ভক্তিযোগ তুমি পরিবর্জ্জন করিয়াছ। তুমি কস্মাৎ পতিত

হইয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া সানুশয় হও, পূর্ব্বতন কর্ম্মে ব্যাপৃত হও; অন্যথা আমি তোমার সমীপে যাইয়া তোমার দীপবৃক্ষ স্বস্থানচ্যুত করিব। যে বিজয়ী হইবে, আমি তাহাকে ভগবানের নন্দনকাননস্থ জীবনবৃক্ষের ফল ভোজনার্থে প্রদান করিব"। ২।১-৭।

স্মির্ণার মণ্ডলী-দূতকে লিখ—"যিনি আদ্যন্ত, যিনি গতাসু হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন, তিনি ইহা বলিতেছেন; তোমার কষ্ট আমার গোচর; তোমাকে পুনরপি যে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভীত হইও না। দেখ, তোমাদের পরীক্ষার্থে কলি তোমাদের কতিপয় জনকে কারাগুপ্ত করিবে। তুমি আমরণ শ্রদ্দধান থাক; আমি তোমাকে জীবনকিরীট প্রদান করিব। যে বিজয়ী হইবে, সে দ্বিতীয়মৃত্যুদ্বারা হিংসিত হইবে না"। ২।৮-১১।

পের্গামের মণ্ডলী-দূতকে লিখ—"যে বিজয়ী হইবে, আমি তাহাকে গূঢ় দিব্যান্ন প্রদান করিব, শুভ্র প্রস্তরও তাহাকে প্রদান করিব; একটী নূতন নাম সেই প্রস্তরে লিখিত আছে; গ্রহীতা বিনা তাহা কোন মনুষ্যেরই পরিজ্ঞাত নহে"। ২।১২, ১৭।

থীয়াতীরার মণ্ডলী-দূতকে লিখ—"যে বিজয়ী হইবে, আমার আদিষ্ট ক্রিয়াকলাপ শেষপর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবে, আমি তাহাকে পরজাতীয়দের আধিপত্য প্রদান করিব। সে লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবে, তাহারাও কুম্ভকারের মৃৎপাত্রবৎ খণ্ডিত হইবে; আমিও পিতা হইতে তাদৃশ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলাম; আমি তাহাকে প্রভাতনক্ষত্রও প্রদান করিব"। ২।১৮, ২৬-২৮।

সার্দ্দিসের মণ্ডলী-দূতকে লিখ—"তোমার ক্রিয়াকলাপ আমার গোচর; তোমার জীবন নামমাত্র, তুমি মৃত। আমি তোমার কোন কর্ম্মই আমার ভগবানের সাক্ষাৎ সিদ্ধ দেখি নাই। অতএব কীদৃশ উপদেশ লাভ করিয়াছ, শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর তাহা পালন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। তুমি প্রবুদ্ধ না হইলে আমি তোমার সমীপে তস্করসদৃশ উপস্থিত হইব; কোন্ দণ্ডে তোমার সমীপে উপস্থিত হইব, তাহা তুমি জানিতেও পারিবে না। যে জয় করিবে, সে শুভ্রবস্ত্রপরিহিত হইবে, আমি জীবনগ্রন্থ হইতে তাহার নাম নির্ম্মৃষ্ট করিব না। প্রত্যুত আমার পিতার সাক্ষাৎ, তাঁহার দূতগণের সাক্ষাৎ, তাহার নাম স্বীকার করিব"। ৩।১-৫।

ফিলাদেল্‌ফিয়ার মণ্ডলী-দূতকে লিখ—“যিনি পুণ্যময়, যিনি সত্যময়, যিনি দায়ুদের কুঞ্চিকা ধারণ করেন, যিনি দ্বারোদ্ঘাটন করিলে কেহ অর্গলিত করিতে পারে না, অর্গলিত করিলেও কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না, তিনিই বলিতেছেন ; তোমার ক্রিয়াকলাপ আমার গোচর। তুমি আমার ধৈর্য্যসাপেক্ষ বাক্যটী রক্ষা করিয়াছ, অতএব [আমিও তোমাকে রক্ষা করিব] ; জগন্নি-বাসীদের পরীক্ষার্থে নিখিল ভূলোক যে ভাবি পরীক্ষায় আক্রান্ত হইবে, তাহা হইতে আমিও তোমাকে রক্ষা করিব। দেখ, আমি সত্বর আসিতেছি। তোমার যাহা আছে, তাহা দৃঢ়গ্রাহী হইয়া ধারণ কর ; কেহই তোমার কিরীট অপহরণ করিতে পারিবে না। যে বিজয়ী হইবে, আমার ভগবানের মন্দিরে আমি তাহাকে স্তম্ভস্বরূপ করিব, সে পুনর্নিষ্ক্রান্ত হইবে না। অধিকন্তু আমার ভগবানের নাম, আমার ভগবানের পুরের নাম, অর্থাৎ স্বর্গধাম হইতে, আমার ভগবানের সকাশ হইতে, যে নবীনা যেরুশালেম অবতীর্ণ হইবে, তাহার নাম ও আমার নূতন নাম তাহার ললাটে লিখিব”। ৩।৭-১২।

লায়দিকেয়ার মণ্ডলী-দূতকে লিখ—“যিনি তথাস্তু-নামা, বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী, ভগবানের সৃষ্টির আদি, তিনিই বলিতেছেন,—তোমার ক্রিয়াকলাপ আমার গোচর ; তুমি না শীতল না উষ্ণ। তুমি শীতল বা উষ্ণ হইলে বরীয়ান্‌ হইতে ; তুমি কিন্তু কদুষ্ণ, শীতলও নহ, উষ্ণও নহ ; এই কারণে আমি স্বমুখ হইতে তোমাকে উদ্বমন করিব। উদ্যুক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। দেখ, আমি দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া করাঘাত করিতেছি। আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া কেহ দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলে আমি প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সন্নিধানে যাইব, তাহার সহিত ভোজন করিব, সেও আমার সহিত ভোজন করিবে। আমি যাদৃশ জিতশত্রু, আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট, জিতা-মিত্রকেও আমার সিংহাসনে আমার সহিত তাদৃশ উপবেশন করাইব। যাহার কর্ণ আছে, সে শ্রবণ করুক, পরমাত্মা নিখিল মণ্ডলীকে কি বলিতেছেন”।

২। দিব্য মহোৎসবানন্দ

অনন্তর সর্ব্বজাতীয়দের, সর্ব্ববংশীয়দের, সর্ব্বদেশীয়দের, সর্ব্বভাষাবাদীদের মহালোকারণ্য আমার চক্ষুগোচর হইল ; তাহা গণনা করিতে কেহ সমর্থ

ছিল না ; তাঁহারা শুভ্রবস্ত্রপরিহিত হইয়া, হস্তে তালবৃন্ত ধারণ করিয়া, সিংহাসন-টীর অন্তিকে, মেষশাবকটীর সম্মুখে, দণ্ডায়মান ; তাঁহারা অত্যুচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "নিশ্রেয়সটী আমাদের সিংহাসনোপবিষ্ট ভগবানের ও মেষশাবকের দান"। ইঁহারাই মহাক্লেশের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে ; মেষশাবকটীর রুধিরে ইঁহারা স্বীয় পরিচ্ছদ প্রক্ষালন করিয়া, তাহা শ্বেতবর্ণ করিয়াছেন। এই কারণে ইঁহারা ভগবানের সিংহাসন-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করিতেছেন ; যিনি সিংহাসনোপবিষ্ট, তিনি ইঁহাদের ঊর্দ্ধে বাস করিবেন। ইঁহারা পুনরপি ক্ষুধিত বা তৃষ্ণার্ত্ত হইবেন না, রৌদ্রে বা কোন উত্তাপেও উপহত হইবেন না। কারণ সিংহাসনোপবিষ্ট মেষশাবকটী ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন, অমৃততোয়ের প্রস্রবণ-সন্নিধানে ইঁহাদিগকে প্রণয়ন করিবেন, এবং ভগবান্ ইঁহাদের সমস্ত নেত্রজল প্রমার্জ্জন করিবেন। ৭।৯-১৭।

অতঃপর স্বর্গে মহাচিত্র দৃষ্ট হইল ; একটী বরাঙ্গনার পরিচ্ছদ সূর্য্য, তাঁহার পাদতলে চন্দ্র, মস্তকে দ্বাদশনক্ষত্রের কিরীট। যিনি সর্ব্বজাতিকে লৌহদণ্ডে শাসন করিবেন, তিনি তাদৃশ পুংসন্তানের প্রসবিত্রী হইলেন। ১২।১-৫।

পরে স্বর্গলোকে তুমুল সংগ্রাম হইল ; মিখায়েল ও তাঁহার দূতগণ তক্ষকটার সহিত যুদ্ধ করিলেন ; সেই তক্ষকটাও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল ; তাহারা কিন্তু বিজয়ী হইতে পারিল না, অতঃপর স্বর্গলোকে তাহাদের কোন বসতিও থাকিল না। অনন্তর সেই ভীষণ তক্ষকটা, অর্থাৎ পরিবাদি-নামা, কলি-নামা যে পুরাতন সর্পটা নিখিল নরলোক বিলোভিত করে, সেটা পৃথিবীতে নিপাতিত হইল, এবং তাহার সঙ্গী দূতগণও নিপাতিত হইল। ১২।৭-৯।

তদনন্তর আমি নিরীক্ষণ করিলাম ; কি আশ্চর্য্য ! সেই মেষশাবকটী সিয়োন-পর্ব্বতে দণ্ডায়মান ; তাঁহার নাম ও তাঁহার পিতার নাম যাঁহাদের ললাটে লিখিত, তাদৃশ ১৪৪,০০০ লোক তাঁহার সমভিব্যাহারী। পরে বহুজল-ধারার শব্দসদৃশী, প্রচণ্ড-বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশী, দৈববাণী শ্রবণ করিলাম ; যে বাণী শ্রবণ করিলাম, তাহা বীণাবাদকগণের বীণাবাদন-সদৃশী।

সিংহাসনের অন্তিকে, প্রাণিচতুষ্টয় ও প্রাচীনবর্গের অন্তিকে, তাঁহারা এক নূতন স্তোত্র গান করিতেছেন ; কিন্তু নরলোক হইতে পরিক্রীত সেই ১৪৪,০০০

লোক বিনা অপর কেহ সেই স্তোত্রটী শিক্ষা করিতে পারিল না। ইঁহারা নারীসংসর্গে কলুষিত হন নাই, কারণ ইঁহারা অনূঢ়। মেষশাবকটী যে কোন স্থানে গমন করেন, ইঁহারা সেই স্থানেই তাঁহার অনুগামী, ভগবানের নিমিত্তে, মেষশাবকটীর নিমিত্তে, প্রথমফলবৎ পরিক্রীত। ইঁহাদের মুখে মিথ্যাবাদ শ্রুত হয় নাই; ভগবানের সিংহাসনান্তিকে ইঁহারা নিষ্কলঙ্ক। ১৪।১-৫।

৩। শেষ বিচার

দিব্য যেরুশালেম

তদনন্তর শ্বেতবর্ণের একটী মহাসিংহাসন ও তদুপবিষ্ট পুরুষটী আমার চক্ষুগোচর হইল। অপরঞ্চ আমি নিরীক্ষণ করিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ পরেতগণ সেই সিংহাসনটীর অন্তিকে দণ্ডায়মান। পরে গ্রন্থসমূহ বিস্তারিত হইলে জীবনগ্রন্থ-নামক অপর এক পুস্তক বিস্তারিত হইল। সেই গ্রন্থসমূহে লিখিত প্রমাণে মৃতবর্গের প্রত্যেক জনের স্বক্রিয়ানুযায়ী বিচার হইল। ২০।১১, ১২।

অনন্তর নবীন আকাশমণ্ডল ও নবীন ভূমণ্ডল আমার নয়নগোচর হইল; কারণ প্রথম আকাশমণ্ডল ও প্রথম ভূমণ্ডল লুপ্ত হইয়াছিল। অপরঞ্চ আমি নিরীক্ষণ করিলাম, পুণ্যময়ী নগরী, নবীনা যেরুশালেমপুরী, ভগবানের সকাশ হইতে, স্বর্গলোক হইতে, অবরোহণ করিতেছে; তাহা দয়িত-প্রীণনার্থে বিভূষিতা কন্যাবৎ সুসজ্জিতা। অনন্তর সেই সিংহাসন হইতে এই মহাস্বন আমার কর্ণগোচর হইল—"অহো! পরলোকে ভগবদাবাস! তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, তাহারাও তাঁহার অনুজীবী হইবে; ভগবান্ স্বয়ং তাহাদের পরমেশ্বর হইয়া তাহাদের সহায় হইবেন। ভগবান্ তাহাদের সমস্ত নেত্রজল প্রমার্জ্জন করিবেন। অতঃপর মৃত্যুও থাকিবে না, শোক-বিলাপ-ক্লেশও থাকিবে না; কারণ পূর্ব্বতন সমস্তবিষয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে"।

"যে তৃষ্ণার্ত্ত, আমি তাহাকে জীবদ প্রস্রবণের জল বিনামূল্যে প্রদান করিব। যে জয় করিবে, সে সর্ব্বাধিকারী হইবে; আমি তাহার ভগবান্ হইব, এবং সে আমার তনয় হইবে। কিন্তু ভীরুগণের, অশ্রদ্ধগণের, গর্হ্যগণের, নরহন্তৃগণের, বেশ্যাগামিগণের, ঐন্দ্রজালিকগণের, প্রতিমাপূজকগণের ও সমস্ত মিথ্যাবাদীর স্থান হইবে বহ্নিগন্ধকজ্বলিত হ্রদে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু"।

অনন্তর একটী দিব্যদূত আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আইস, আমি তোমাকে কন্যাটী, মেষশাবকের ভাবিভার্য্যাটী প্রদর্শন করিব। তদনন্তর তিনি আত্মাবিষ্ট আমাকে অত্যুচ্চ মহাপর্ব্বতোপরি প্রণয়ন করিলেন; ভগবানের সকাশ হইতে, স্বর্গলোক হইতে, অবরোহিণী, যেরুশালেমনাম্নী পুণ্যনগরী প্রদর্শন করিলেন। তাহা ভগবৎপ্রতাপবিশিষ্টা। তাহার তেজোরাশি মহার্ঘরত্নবৎ, অর্থাৎ সূর্য্যকান্তমাণিক তেজস্তুল্য, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। তাহার প্রাচীর বিশাল ও উচ্চ, তাহাতে দ্বাদশটী গোপুর। সেই গোপুরোপরি দ্বাদশটী দিব্যদূত বিদ্যমান, তাহাতে ইস্রায়েলের দ্বাদশটী বংশের নাম লিখিত। নগরীর প্রাচীরের দ্বাদশটী মূল, তাহাতে মেষশাবকের দ্বাদশটী প্রেরিতশিষ্যের দ্বাদশটী নাম লিখিত। সেই নগরীতে একটী মন্দিরও আমার নয়নগোচর হইল না; কারণ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ও মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দির। সেই নগরীতে সূর্য্যের বা চন্দ্রের প্রয়োজন নাই; কারণ তাহা ভগবানের প্রতাপে সম্প্রদীপ্ত, মেষশাবকটী তাহার প্রদিপ। সেস্থানে রাত্রি নাই। তন্মধ্যে কলুষিত বা ঘৃণ্য কিছুই প্রবেশ করিবে না; মেষশাবকটীর জীবনগ্রন্থে যাহাদের নাম লিখিত আছে, কেবল তাহারাই প্রবেশ করিবে। তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজ্য করিবে। ২১।১—১৪, ২২, ২৭; ২২।৫।

শেষে প্রভু আমাকে বলিলেন, "দেখ, আমি সত্বর আগমন করিব। আমার দাতব্য ফল আমার করতলে; আমি প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বক্রিয়ানুযায়ী ফল প্রদান করিব। আমি ক ও হ, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত"। ২২।১২, ১৩, ২০।

"আমি সত্বর আগমন করিব"।

তথাস্তু প্রভো, যীশু, স্বাগত।"

৪। শ্রীমারীয়া-বিষয়ক, প্রেরিতশিষ্যগণ-সম্বন্ধী, পরিশিষ্টবৃত্তান্ত

ধর্ম্মগ্রন্থে মহাপ্রভুর জননী শ্রীমারীয়ার সবিস্তর বৃত্তান্ত নাই। প্রেরিত-শিষ্যগণের ক্রিয়া-বিবরণে তাঁহার নাম শেষবার লিখিত হইয়াছে। শ্রীযীশুর স্বর্গারোহণের পর শ্রীমারীয়া যেরুশালেমের "গৃহোপরিস্থ প্রকোষ্ঠে" প্রেরিতশিষ্য-

গণের ও ধর্ম্মনিবন্ধিনী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার মহাপ্রস্থানবিষয়ে যে বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহা অতি পুরাতন। দিব্যদূতগণের ও প্রেরিত-শিষ্যবৃন্দের স্তোত্রগানের মধ্যে শ্রীমারীয়ার নিষ্কলঙ্ক দেহ গেৎশেমানীর সমীপবর্ত্তি শবাগারে নিহিত হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তৃতীয় দিবসে প্রেরিতশিষ্যগণ তাঁহার শবাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া প্রত্যক্ষদর্শন করেন, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক দেহ তন্মধ্যে নাই, সবাচ্ছাদন হইতে বিকীর্য্যমাণ অপূর্ব্ব সৌরভে শবাগার পরিপূর্ণ। ইহাতে তাঁহাদের দৃঢ়প্রত্যয় হইল, সর্ব্বসাধারণ পুনরুত্থানের পূর্ব্বেই মহাপ্রভু দিব্যদূতগণের হস্তে তাঁহার জননীর নিষ্কলঙ্ক দেহ স্বর্গলোকে সমানীত করাইয়াছেন।

মারীয়ার সমাধি।

যেরুশালেমে প্রেরিতশিষ্যগণের মহাসভার পর সিদ্ধ পিতর আন্তিয়খিয়ায় প্রস্থান করেন। তদনন্তর পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, আশিয়া ও বিথিনিয়ায় পর্য্যটন করিয়া তিনি পশ্চিমদেশে গমন করেন। ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ক্লৌদিয়ের মৃত্যুর পর তিনি রোমনগরে প্রত্যাবৃত্ত হন ও তাঁহার নেতৃত্বে সেই স্থানে মণ্ডলীর অতিবৃদ্ধি হয়। সম্রাট্ নিরোর রাজ্যকালে, অর্থাৎ ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধ পিতর ও সিদ্ধ পৌল প্রাণোৎসর্গ করেন.

বধ্যস্থানে সিদ্ধ পিতর ঘাতকগণকে সানুনয়ে বলেন, "আমার গুরুদেব শ্রীযীশু যে ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই ভাবে ক্রুশবিদ্ধ হইবার যোগ্য নহি। আমাকে ক্রুশকাষ্ঠে উর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তক করিয়া হত্যা করুন। তাঁহার দেহ বাতিকান-পর্ব্বতে সমাধিনিহিত হয়।

সিদ্ধ আন্দ্রেয় মুখ্যতঃ কৃষ্ণসাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশে ও গ্রীসে ধর্ম্মপ্রসারণ করেন। আকায়া-প্রদেশের পাত্রে-নামক স্থানে তিনি স্বধর্ম্মরক্ষণার্থে প্রাণোৎ-সর্গ করেন। তিনি বধ্যস্থানে ক্রুশদর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "স্বস্তি, হে ক্রুশ, শ্রীখ্রীষ্টের দেহে তুমি পবিত্রীকৃত"।

জ্যায়সুপাধিক সিদ্ধ যাকোব ৪২ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্পার আদেশে ছিন্নমস্তক হন।

সিদ্ধ যোহন এফেসসের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া আশিয়া মাইনরে কার্য্য করেন।

সম্রাট্ দোমি-শিয়ানের রাজ্যকালে (৮১-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি রোম-নগের উত্তপ্ত-তৈলপূর্ণ লৌহকটাহে নিক্ষিপ্ত হন। ভগবৎকৃপায় এই বীভৎস রাজদণ্ড হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইলে তিনি ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পাৎমস্-দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। সম্রাট্ দোমিশিয়ানের মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘকাল এফেসসে কার্য্য করিয়া ১০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন।

সিদ্ধ ফিলিপ আশিয়ামাইনরের অন্তর্গত ফ্রিজিয়ায় কার্য্য করিয়া অতি-বার্দ্ধক্যে হিয়েরাপোলিস্-নামক স্থানে ক্রুশবিদ্ধ হন।

সিদ্ধ বার্থলমেয় ভারতবর্ষে ও শেষে আর্মেনিয়ায় কার্য্য করেন। আর্মেনিয়া-দেশেই তাঁহার অপঘাত হয়। তাহার বিবরণ বীভৎস। জীবিতাবস্থায় তাঁহার ত্বক্‌পরিপুটন হইলে পর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন।

সিদ্ধ মাথেয় কাস্পিয়ান-হ্রদের দক্ষিণ দেশে কার্য্য করেন। খ্রীষ্ট-যাগের অনুষ্ঠানকালে তিনি খড়্গাঘাতে নিহত হন।

সিদ্ধ থোমা পার্থিয়া ও মেদিয়ায় কার্য্য করিয়া শেষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। দাক্ষিণাত্যের পুত্তলীপূজক রাজার আদেশে তিনি শূলস্থ হন।

কণীয়সুপাধিক সিদ্ধ যাকোব যেরুশালেমের প্রথম ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। যিহুদীদের মন্ত্রণ-সভার আদেশে এই তপোবৃদ্ধ মহাপুরুষ ৬২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের শিখর হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হন। তদনন্তর জানুদ্বয়ে উত্থিত হইয়া তিনি ঘাতকগণের কল্যাণ প্রার্থনা করেন ও শেষে গদাঘাতে নিহত হন।

উদ্যোগ্যুপাধিক সিদ্ধ শিমোনের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য-দেশ। পারস্যদেশেই ক্রকচে বিদীর্ণ বা ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণোৎসর্গ করেন।

সিদ্ধ থাদ্দেয়ের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল যুদেয়া, আরবদেশ, মেসোপোতামিয়া ও পারস্যদেশ। শেষে ফেনিচিয়া-দেশে তিনি স্বধর্ম্মরক্ষণার্থে প্রাণোৎসর্গ করেন।

সিদ্ধ মাতাথিয় প্রথমে যুদেয়ায়, পরে কাস্পিয়ান-হ্রদের দক্ষিণে কার্য্য করেন। শেষে যেরুশালেমে যিহুদীরা তাঁহাকে প্রস্তরাহত করিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদন করে।

উপসংহার

শ্রীযীশুর আত্মবিসর্জ্জনের পর যেরুশালেমস্থ মন্দিরের তিরস্করিণী দ্বিধা হয়। পুরাতন নিয়মোক্ত মহাপবিত্রস্থানে ভগবদধিষ্ঠানের নিবৃত্তি হয়; যে ইস্রায়েল-বংশ পুরাতনে ভগবানের মনঃপ্রণীত ছিল, তাহাও হৃতাধিকার হয়। যেরুশালেমের মন্দিরবিষয়ে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, উহার মূলোচ্ছেদ হইবে। তাঁহার সিদ্ধাদেশটী যথাকালে অক্ষরশঃ সংসিদ্ধ হয়। রোমক-সেনাপতি তীত ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যেরুশালেম বিধ্বস্ত করিয়া তত্রস্থ মন্দির ভূমিসাৎ করেন।

প্রেরিতশিষ্যগণের নায়ক সিদ্ধ পিতর রোমক-মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাপয়িতা ও প্রথম ধর্ম্মাধ্যক্ষ। এই কারণে প্রতিষ্ঠাপনাবধি পৃথিবীর সকল মণ্ডলীর মধ্যে রোমক-মণ্ডলীর প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত ও রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষাধিকারে সিদ্ধ পিতরের উত্তরাধিকারী সমগ্রমণ্ডলীর বিনেতা।

যিনি প্রেরিতশিষ্যগণের নেতৃত্বে বিনিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সমাধিস্থলে সিদ্ধ পিতরের লোকবিশ্রুত মহামন্দির সংস্থিত। সেই মহামন্দিরের বৃহৎকায়, বিশালক্রুশচুড়, দুরারোহী শিখর ক্রুশবিদ্ধ যে মানবদেবের জগজ্জয়ের দৃশ্যমান লক্ষণ, তিনি আমাদের

নিত্যসংস্তুত, নিত্যসম্পূজিত
সর্ব্বনিয়ন্তা, নিস্তারকর্ত্তা
শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট।
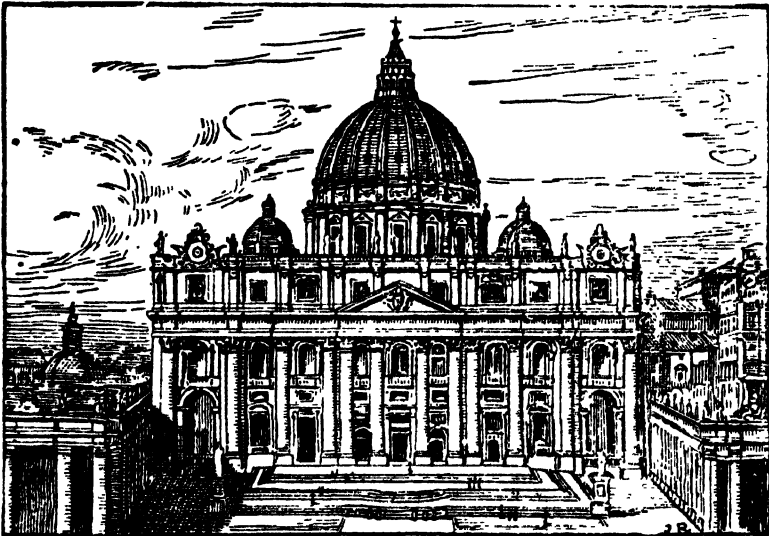
সিদ্ধ পিতরের মহামন্দির।

ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত পুরাবৃত্তের কালনিরূপণ

খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ

	৪০০০	আদম।
	২৫০০	জলপ্লাবন।
(প্রায়)	২১০০	আব্রাহাম।
,,	১৯০০	যাকোবের মিসর-যাত্রা।
,,	১৫০০	মিসর হইতে ইস্রায়েলবংশের নির্গম।
,,	১৪৫০	কানায়াণে প্রবেশ।
,,	১৪০০	বিচারকর্ত্তৃগণের যুগ।
,,	১০৯৫	শৌলের রাজ্যাভিষেক।
,,	১০৫৫	দায়ুদের রাজ্যাভিষেক।
,,	১০১৫	সালোমনের রাজ্যাভিষেক।
,,	৯৭৫	রাজ্য-দ্বিভাগ।
,,	৭৬০	মহর্ষি ইসাইয়াসের আহ্বান।
	৭২২	ইস্রায়েল-রাজ্যের উচ্ছেদ ও আসিরিয়া-দেশে বন্দিত্ব
	৬০৬	বাবিলোনে যীহুদি-জাতির প্রথম নির্ব্বাসন। বাবিলোনে বন্দিত্বের আরম্ভ।
	৫৯৮	বাবিলোনে যিহুদিদের দ্বিতীয় নির্ব্বাসন।
	৫৯০	নাবুখোদনসরের যেরুশালেমাবরোধ।
	৫৮৮	যেরুশালেম-বিজয়। যীহুদিদের তৃতীয় নির্ব্বাসন।
	৫৩৬	বাবিলোনের বন্দিত্বাবসান।
	৫৩৫	(দ্বিতীয় মন্দিরের নির্ম্মাণ)
	৫১৬	মন্দির-প্রতিষ্ঠা।
	৪৫৮	যেরুশালেমে এস্‌দ্রাসের প্রত্যাবর্ত্তন।
	৪৪৫	নেহেমিয়ার স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন।
	৩৩২	যেরুশালেমে আলেক্‌জান্দারের প্রবেশ।

	৩২০	তোলেমি লাগির যুদেয়া-বিজয় ও মিসরে দ্বিলক্ষ যীহুদিকে নির্ব্বাসন।
	২০৩	পালেষ্টাইন, সিরীয়ার শাসনাধীন।
(প্রায়)	২০০	প্রজ্ঞাগ্রন্থ।
,	১৮০	প্রবক্তৃগ্রন্থ।
	১৬৯	৪র্থ আন্তিয়োখুসের যেরুশালেম-জয় ও মন্দির-লুণ্ঠন
	১৬৭	মাথাথিয়াস।
	১৬৬	যুদাস মাথাবেয়াস।
	১৬০	যুদাসের মৃত্যু।
	১৬০—১৪৩	যুদাসের ভ্রাতা, মাথাবী-রাজ যোনাথন।
	১৪২—১৩৫	যীহুদিদের প্রধান যাজক ও রাজা সিমন।
	১৩৫—১০৬	১ম যোহন হির্কানুস।
	৪০	হেরোদ যুদেয়ার রাজা।

শ্রীশ্রীযীশুখ্রীষ্ট ৩৩ বৎসর তিন মাস প্রায় ভূলোকে অবস্থান করেন তিন বৎসর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে অতিবাহিত।

খ্রীষ্টাব্দ

৩৪	পৌলের কুমার্গত্যাগ।
৩৪—৩৭	আরবের মরুভূমে পৌল।
৩৭	দামাস্কাসে পৌলের প্রত্যাবর্ত্তন।
৩৭	পৌলের যেরুশালেম-যাত্রা।
৩৯	কর্ণেলিয়ুসকে পিতরের দীক্ষা-দান।
৪০	আন্তিয়োখে প্রথম খ্রীষ্টভক্তগণ।
৪২	স্বধর্ম্ম-রক্ষণার্থে সিদ্ধ যাকোবের প্রাণোৎসর্গ।
৪১—৫০	পালেষ্টাইনে সিদ্ধ মাথেয়ের সুসমাচার রচনা।
৪৪	যেরুশালেমে পৌল ও বার্ণাবাসের দ্বিতীয় যাত্রা।

৪৫—৪৮	সুসমাচার-প্রচারার্থে সিদ্ধ পৌলের প্রথম দেশপর্য্যটন
৫১	যেরুশালেমে প্রেরিতশিষ্যগণের মহাসভা। (যেরুশালেমে পৌলের তৃতীয় যাত্রা)
৫১—৫৪	সুসমাচার প্রচারার্থে সিদ্ধ পৌলের দ্বিতীয় দেশপর্য্যটন।
৫৩ (-৫৪)	করিন্থে সিদ্ধ পৌল (১॥ বৎসর)
	থেসালোনিকীয়দের প্রতি পত্রদ্বয়।
৫৪	যেরুশালেমে সিদ্ধ পৌলের চতুর্থ যাত্রা।
৫২ ও ৬২র মধ্যে	রোমে সিদ্ধ মার্কের সুসমাচার রচনা।
৫৫ ও ৫৯র মধ্যে	সুসমাচার-প্রচারার্থে সিদ্ধ পৌলের তৃতীয় দেশপর্য্যটন।
৫৬ ও ৫৮র মধ্যে	এফেসসে সিদ্ধ পৌল (বর্ষদ্বয় ও কতিপয় মাস)
	গালাতীয়দের প্রতি পত্র ; করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্র।
৫৮	মাসেদোনীয়ায় সিদ্ধ পৌল।
	করিন্থীয়দের প্রতি ২য় পত্র।
৫৯	গ্রীসে পৌল (২ মাস)
	রোমকদের প্রতি পত্র।
৫৯	যেরুশালেমে পৌলের পঞ্চমযাত্রা।
৫৯—৬১	কৈসরীয়াতে পৌল বন্দী।
৫৯ ও ৬২র মধ্যে	রোমে সিদ্ধ লূকের সুসমাচার-রচনা।
৬১—৬২	সিদ্ধ পৌলের রোম-যাত্রা।
৬২ ৬৪	রোমে সিদ্ধ পৌল বন্দী।
	এফেসীয়, কলসীয়, ফিলিপ্পীয়দের ও ফিলেমোনের প্রতি পত্র।
৬৪	সিদ্ধ পৌলের কারামুক্তি।
	হেব্রেয়দের প্রতি পত্র।
৬৪	পৌলের স্পেন-যাত্রা।
	রোমে সিদ্ধ লূক প্রেরিতশিষ্যগণের ক্রিয়াবিবরণ লিখন।
৬৪	তিতকে ক্রেতোর ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে বিনিয়োজিত করিয়া সিদ্ধ পৌলের প্রস্থান।

৬৫— ৬৬	রোমে সিদ্ধ পিতরের পত্র-লিখন।
৬৫	পৌল তিমথিকে এফেসিয়ার ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে বিনিয়োজিত করেন।
	তিমথির প্রতি ১ম পত্র ; তীতাসের প্রতি পত্র।
৬৬	আশিয়ার মণ্ডলী-সমূহে সিদ্ধ পৌলের পর্য্যটন ও কার্য্য-দর্শন।
৬৭	তিমথির প্রতি ২য় পত্র।
	স্বধর্ম্মরক্ষণার্থে সিদ্ধ পিতর ও সিদ্ধ পৌলের প্রাণোৎসর্গ।
৭০	যেরুশালেম-ধ্বংশ।
৯৪	পাত্মসে সিদ্ধ যোহনের নির্ব্বাসন।
৯৫	সিদ্ধ যোহনের আপ্তবচন।
৯৬	এফেসসে সিদ্ধ যোহনের প্রত্যাবর্ত্তন।
৯৬ ও ১০০র মধ্যে	সিদ্ধ যোহনের পত্র ও সুসমাচার-রচনা।
(প্রায়) ১০০	এফেসসে সিদ্ধ যোহনের মৃত্যু।

JOURNEYS of ST PAUL
1st Journey
2nd
3rd
Journey to Rome
ROME
Three Taverns
Forum
ITALY
Puteoli
Naples
Tarente
ADRIATIC SEA
DALMATIA
Dyrrachium
MACEDONIA
Thessalonica
Berea
Apollonia
Philippi
THRACE
MOESIA
BLACK SEA
Byzantium
PAPHLAGONIA
PONTUS
BITHYNIA
CAPPODOCIA
Galatia
Mysia
Troas
Assos
Adramythium
Pergamus
Sardis
Mytilene
Chios
Lydia
Smyrna
Philadelphia
Hierapolis
Ephesus
Colossa
Samos
Miletus
Caria
Phrygia
Antioch
Iconium
Lycaonia
Derbe
PAMPHYLIA
Attalia
Perga
SYCIA
Patara
Myra
Rhodes
Cnidus
Cos
CILICIA
Tarsus
Issus
Alexandria
Antioch
Seleucia
Laodicea
PHOENICIA
CYPRUS
Salamis
Paphos
Damascus
Sidon
Tyre
Caesarea
Joppa
Lydda
Jerusalem
PALESTINE
EPIRUS
Thessaly
ACHAIA
Athens
Corinth
AEGEAN SEA
Messina
Rhegium
SICILY
Syracuse
Malta
MEDITERRANEAN SEA
Phoenix
CRETE
Claudo
Lasea
Cyrene
Alexandria
Delta of the Nile
EGYPT